দার্শনিকের প্রেম-বিজয়

দার্শনিকের প্রেম-বিজয়

শ্রীঅজিতনাথ গুপ্ত।

প্রাপ্তিস্থান—

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোরাশশী সেন
৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রীরামরঞ্জন দাস
শ্রীহরি আর্ট প্রেস
৬, চালতা বাগান লেন, কলিকাতা

পূর্ব্বাভাষ

প্রেম বিশ্ব-রসায়ন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের ভিত্তি গ্রহ ও উপগ্রহগণের পরস্পরের আকর্ষণের উপর নির্ভরশীল। এই আকর্ষণ বা পরস্পরের টান ভালবাসারই একটি রূপ ; কারণ, ভালবাসা আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয় ; আর এই আকর্ষণই অন্তর্-জগৎ ও বহির্জ্জগৎকে বেষ্টন করিয়া এই দুইটিকে যথা-নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে যে একটি বিশেষ সামঞ্জস্য আছে বলিয়া বিবেচনা করা হয়, ভালবাসাই হইল সেই সামঞ্জস্য-কর বস্তু।

আবার, এই জগতেই আমরা দুইটি জিনিস দেখিতে পাই—প্রেম ও কাম। প্রেম পরার্থ-সুখী ও মিলন মুখী, কিন্তু কাম স্বার্থ-লিপ্সু ও অমিল-ঈপ্সু। মিলন ভালবাসার প্রাকৃতিক নীতি ; কিন্তু অমিল কামের স্বাভাবিক রীতি। ভালবাসা অনন্ত কালের জন্য সৃষ্টির অন্তর্-নিহিত বস্তু ; কিন্তু কাম অস্থায়ী ও ঐহিক জিনিস, আর পরিণামে প্রেম কামের চির-বিজয়ী। ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম-নিবেদনই অনুরাগ।

উপরে ভালবাসার যে যে রূপের কথা বলা হইয়াছে, দার্শনিকের জীবনে সে সবগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিক কাযতঃ ভালবাসার মূর্ত্তিমান্ আদর্শ। তাহার ভালবাসার ঐ সকল রূপ দেখানোই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য

পুস্তকখানি অতি সত্বর বাহির করা হইল ; কাজেই ভুল-চুক থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেজন্য পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে সবিনয় নিবেদন—তাঁহারা যেন এ ত্রুটি গ্রহণ না করেন।

শ্রীখণ্ড (বৰ্দ্ধমান)
মহালয়া, ১৩৪৫ সাল।

শ্রীঅজিতনাথ গুপ্ত

দার্শনিকের প্রেম-বিজয়

প্রথম অধ্যায়

—:-*-:—

কোন ছাত্র পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও যখন বিফল হইয়া যায়, তখন তাহার মুখখানা আমচুরের মত শুকাইয়া গিয়া যেমন বিবর্ণ হয়, দার্শনিকের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানিও ঠিক তেমনি শুষ্ক তেমনি মলিন দেখাইল, যখন বহু অর্চ্চনা-সাধনার পরও ভগবানের দেখা না পাওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পারমার্থিক জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন—

"দুঃখ আর দীনতাই স্বর্গের সুখ লাভ কর্‌বার একমাত্র উপায় ; এই দুঃখ আর দীনতারই চরম অবস্থা স্বর্গের দোর খোলার সঠিক সময়ের সুনিশ্চিত আভাস দেয়।"

"আমরা স্নেহ ও ভালবাসা হ'তে যে স্বর্গীয় সুখ পাই, তা' প্রায়ই দুঃখ-কষ্ট হ'তেই জন্মায়। অপত্য-স্নেহের ভিতরে প্রসূতি যে আনন্দ ভোগ করেন, তার একমাত্র কারণ, তিনি দুঃখের ভিতর দিয়েই সন্তানকে পান ; যখন সন্তান জন্মায়, তখন তাঁ'র যাতনার অন্ত অবধি থাকে না ; তবু যে সন্তান তাঁর অনন্ত অসীম দুঃখের একমাত্র কারণ, সেই সন্তানই

আবার তাঁর কূল-কিনারা-হীন সস্নেহ আনন্দের একমাত্র হেতু; কাজেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, মায়ের স্নেহ দুঃখ-কষ্ট হ'তেই জন্মায়; আর এই স্নেহ মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমান ভাবে থাকে, এই মাতৃ-স্নেহ জগতের সব জায়গাতেই প্রশংসিত হয়, কাজেই বুঝ্‌তে পারা যায়, যে ভালবাসা দুঃখ-কষ্ট হ'তে জন্মায়, তা'ইই স্থায়ী হয়—তা'ইই প্রশংসিত হয়।

"মাতৃ-স্নেহের আদর্শ হ'তে বেশ উপলব্ধি হয়, কষ্ট শুধু কষ্টই নয়, যাতনা শুধু যাতনাই নয়। আনন্দের উৎস নিরানন্দের অন্তর হ'তে প্রবাহিত।

যে প্রেম পারমার্থিক, প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা' বহু ঘটনায় পূর্ণ, এই যে ঘটনা-বহুল ভালবাসা, তা'র মধ্যে এমন সময় আসে, যা দুঃখে ভরা, এই দুঃখে ভরা সময়ই হো'লো অতি মধুর; প্রেম দুঃখের কোলেই মানুষ হয় ভালো; তা' ছাড়া প্রেম যদি দুঃখের ভেতর দিয়ে না আসে, তা'হলে সে প্রেম কখন মধুর বা স্থায়ী হ'তে পারে না।

যাতনায় প্রেম নষ্ট হয় না; বরং যাতনাতেই প্রেম বাড়ে। সহিষ্ণুতা মানুষের দেহ মন উর্ব্বর করে, তা'র প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রেমের বীজ ছড়ি'য়ে দেয়, এই জন্যই প্রেমময়-শ্রীগৌরাঙ্গ অসীম যাতনাকে সাদরে বরণ করে'ছিলেন; এই জন্যই প্রেমপ্রাণ যীশু অনন্ত যাতনাকে সানন্দে আলিঙ্গন করে'ছিলেন। যাতনা প্রেমের ব্যাপারী; যাতনা হ'তে প্রেম বাড়ে, আর প্রেম বাড়্‌তে থাক্‌লেই বিশ্ব-নিয়ন্তাকে লাভ করতে পারা যায়।"

উপরের ভাবুক দার্শনিক নামে পরিচিত; সব লোকেই তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিত; কারণ সব বিষয়েই তিনি পরম প্রেমের চরম আদর্শ দেখাইতেন: তিনি একজন সুবিজ্ঞ, স্বনাম-ধন্য চিকিৎসক।

দার্শনিক যখন ঐ ভাবে ভাবিতেছিলেন, তখন তিনি নিজের ঘরের মেঝের উপর পায়চারি করিতেছিলেন; ক্লান্তি বোধ হওয়াতে টেবিল আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "জীবন একটি সাগরের মত, আর মানুষ তাতে পর্য্যটকের মত, এই পর্য্যটক হিসাবে আমি কতটুকু অগ্রসর হ'তে পেরেচি; একেবারেই পারি নি, পারমার্থিক পথ ধরে যেখানে যাবার কথা, এখনও আমি সেখানে যেতে পারি নি।" এই বলিতে বলিতেই দার্শনিকের স্বভাব-সুন্দর, ভুবন-মোহন মুখখানি অতি দুঃখে কালো হইয়া উঠিল; তাঁহার সুন্দর চোখ দুইটি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল; তাঁহার ওষ্ঠাধর গভীর দুঃখে কাঁপিতে লাগিল; তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; টেবিলের নিকট নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন; ইহার একধারে দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া, আবার কহিতে লাগিলেন, "পারমার্থিক পথে আমি তো মোটেই অগ্রসর হ'তে পারচি নে।" দার্শনিকের সুন্দর চোখ দুইটিতে উদ্বেল অশ্রু টল্ মল্ করিতে লাগিল; তারপর তাঁহার গাল দুইখানি বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখের জলে মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান সুন্দর মেঝে ভিজিয়া গেল।

কাঁদিলে দুঃখ অনেকটা কমিয়া যায়; যখন কান্নার ফলে দার্শনিকের দুঃখ অনেকটা কমিল, তখন তিনি ঘড়ির দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, দুপুর রাত্রি, তাঁহার উপাসনার সময়। দার্শনিক নতজানু হইয়াছিলেন; উঠিয়া দাঁড়াইলেন; জানালার নিকট আসিয়া, তাহার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, বাড়ীর যতটুকু দৃষ্টি গোচর হয়, ততটুকু রজত-শুভ্র চন্দ্র-কিরণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; সমস্ত জগৎ নীরব নিস্তব্ধ; ভগবানের চিন্তায় অনন্যমন হইয়া, তাঁহার

পাদ-পদ্মে আত্ম-বিসর্জ্জনের ইহাই সুযোগ্য অবসর; জানালার পাশে নতজানু হইয়া, যেমন তিনি বসিতে গেলেন, অমনি চন্দ্রের এক ঝলক আলোক তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল; তাঁহার অপূর্ব্ব শুভ্র-সমুজ্জ্বল মুখখানির উপর চন্দ্রালোকের এই আকস্মিক প্রতিফলন ঠিক মুকুতা-শুভ্র হীরার উপর তড়িতালোকের আকস্মিক বিকাশের মত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। দার্শনিক দুই হাত যোড় করিয়া, চোখ বুজিলেন; তারপর গোলাপের পাপড়ির মত তাঁহার রক্তাভ ওষ্ঠাধর হইতে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি বাহির হইয়া আসিতে লাগিল:—

"দুঃখ আর দীনতা হ'তেই ভালবাসা জন্মায়; কাজেই, তোমার কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি, প্রেমময়, তুমি আমার হৃদয়খানাকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে দিতে থাকো; আর আমাকে তোমার প্রেমে বিভোর ক'রে তোলো; আমি যেন তোমার প্রেমে সদর্ব্বাই মজে' থাকি; তুমি তো বুঝতে পারচো, প্রভু, তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমি পাগল হ'যে গেছি; আমার চোখের এ পিপাসা নিবারণ করো; তুমি জানো, সর্ব্বশক্তিমান্, তোমাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে ছাড়া অন্য ইচ্ছে আমার মনে জায়গা পায় না; তোমার এই অতি দীন, এই অতি হীন, এই অতি নগণ্য উপাসকের কাতর প্রার্থনা কি তুমি শুন্‌বে না, দীনবন্ধু? তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে, আমি কি চিরকালই হাহাকার করতে থাক্‌বো? তোমাকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য কি আমার কখনো হবে না? আমি কি কেঁদে কেঁদে অশ্রুর বানেই ভাস্‌তে থাক্‌বো? শ্রাবণের ধারার মত দার্শনিকের দুই চোখ বহিয়া, দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল; আর তাঁহার গাল দুইখানি তাহাতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; তিনি আবার কহিতে লাগিলেন, "তোমার দেখা পে'তে গেলে যতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতির দরকার, যদি বোধ করো, আমি ততটুকু লাভ করতে

পে'রেচি, তা'হলে আমাকে দেখা দাও, প্রভু; প্রেমের মালায় আমি আমার অন্তর সাজিয়ে রেখেচি; তুমি এস, এ মালা পরো; আমাকে তোমার প্রেম দিয়ে একেবারে বেঁধে ফ্যালো। তুমি কি আসবে না, প্রেমময়? তোমারে দেখা পাওয়ার গণ্ডির সুদূর হ'তে আমার অন্তর কি নিরন্তর দুঃসহ দুঃখের পীড়নে আর্ত্তনাদ করতে থাকবে? এ দুঃখ আর সইব কত, প্রভু?"

প্রার্থনা শেষ হইলে দার্শনিক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর তাঁহার পালঙ্কের নিকট আসিয়া, তাহার উপর স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ঘরে একখানি যীশুখ্রীষ্টের আর একখানি শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি ছিল। সত্য কথা বলিতে কি, এই দুই জন প্রেমের অবতারের প্রতি দার্শনিকের অচল অকৃত্রিম ভক্তি-বিশ্বাস ছিল; কাজেই যখন তিনি সুযোগ পাইতেন, তখনই তিনি এই দুইজন মহাপুরুষের ছবির দিকে অপলক, অচঞ্চল নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; এইভাবে চাহিয়া থাকার ফলে অনেক সময়ে তাঁহার মনের দুঃখ কতকটা কমিয়া যাইত; এখন তাঁহার মন-প্রাণ ঐ ছবি দুইখানির দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল; অমনি তাঁহার চোখদুইটি সপ্রেম অশ্রুতে ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে এই আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণী শক্তির মত তাঁহার অন্তরকে এমনি সজোরে এক টান দিল যে তিনি আর সুস্থির হইয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া পড়িলেন; শ্রীগৌরাঙ্গের ছবিখানির নিকট আসিয়া, তাহা বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন; তারপর যীশুখ্রীষ্টের প্রতিকৃতির নিকট আসিয়া তিনি ঐ ভাবেই বার বার চুম্বন করিলেন; চুম্বন করা শেষ হইলে, তিনি যীশুখ্রীষ্টের ছবিখানির সম্মুখে নতজানু হইলেন; তাঁহার অনিন্দ্য সুন্দর চোখদুইটীর স্থির, ধীর দৃষ্টি মহাপ্রাণ যীশুর পরম পবিত্র মুখখানির উপর নিবদ্ধ; তাঁহার দেহখানি ভক্তির সপুলক স্পন্দনে

কাঁপিতে লাগিল; আবেগের আতিশয্যে তাঁহার অধর-ওষ্ঠ ঘন ঘন সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইতে লাগিল; দার্শনিক এই প্রেমের দেবতাটির সম্মুখে একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি মধুর প্রার্থনা শেষ করিলেন; তারপর শ্রীগৌরাঙ্গের ছবির সম্মুখেও ঠিক সেইভাবেই প্রার্থনা করিলেন।

প্রার্থনা শেষ হইলে, তিনি আসিয়া আবার পালঙ্কের ধারে বসিলেন। তখন তাঁহার সুশ্রী সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, তাঁহাকে খুব আনন্দিত বলিয়া মনে হইল; কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণেকের জন্য; অতি তপ্ত পাত্রে নিক্ষিপ্ত জলের কণার মত সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যদি জীবনে প্রভুর দেখাই না পেলাম, তাহ'লে জীবন তো বৃথাই হ'য়ে গেল।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহার মন দুশ্চিন্তায় ভরিয়া উঠিল; তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি দুঃখে কালো হইয়া উঠিল; তাঁহার পায়ের নখ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দুঃখের আবেগে কাঁপিতে লাগিল; তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়িতে লাগিল; এই জন্য তাঁহার বক্ষঃস্থল ঘন ঘন উঠিতে পড়িতে লাগিল; দার্শনিক সর্ব্বস্ব-হারা লোকের মত একবার উদ্‌ভ্রান্ত উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন; তারপর কহিলেন, "আর না ব'লে থাক্‌তে পারূচি নে, ভগবান্, তোমার বিরহ সহিবার ক্ষমতা আমার আর নেই; দেখা দিয়ে আমার দুঃখ দূর করো।" তারপর সংজ্ঞাহীন হইয়া, তিনি ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন; বাড়ীর কেহই ইহা জানিতে পারিলেন না।

দার্শনিকের এই সংজ্ঞাহীনতা আজ নূতন নয়, প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার; বাড়ীর সকলেই ইহাকে তাঁহার "পারমার্থিক রোগ" বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা বিশেষভাবে অনুরোধ করাতে, এই রোগ আরোগ্য করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু

তিনি বেশ জানিতেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান চিকিৎসক ছাড়া অপর কেহ তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন না।

দার্শনিকের এই সংজ্ঞালোপ বাড়ীর দুই জনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত; তাঁহারা নব-পরিণীত; মাস কয়েক আগে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল; তাহাদের একজন দার্শনিকের বোন; নাম নমিতা; অপর জন নমিতার স্বামী; নাম সুশীল; দুইজনেই খুব সুন্দর। সে রাত্রে নমিতার বেশভূষার পারিপাট্য একটী দেখিবার মত জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; দেখিয়া বেশ মনে হইতেছিল, সে সৌন্দর্য্যের ফাঁদে ফেলিয়া, তাহার স্বামীর মন-প্রাণ ছাঁদিয়া বাঁধিয়া একেবারে নিজস্ব করিয়া লইবার জন্য মহা উৎসাহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য একত্র হইলে, মন-প্রাণ চুরি করা যে অতি সোজা, এ কথা নমিতা বেশ জানিত; জানিত বলিয়াই এই আয়োজন করিয়াছিল। একে নমিতা অতি সুন্দরী, তাহার উপর বেশভূষার বাহার করিয়া সে সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে: স্বামীর মন রূপের এমন ফাঁদে আটকাইয়া না পড়িয়া আর যায় কোথায়? পরণে মূল্যবান্ জরিদার ঢাকাই শাড়ী; ভ্রমরের মত কাল বড় বড় চুল; তাহাতে সুগন্ধ তেল মাখানো; গায়ে জাঁক-জমক-শালী ব্লাউজ; তাহাতে সদ্য বিকশিত এক জোড়া বড় গোলাপ আলপিন দিয়া আঁটা; পদ্মের মত সুন্দর গ্রীবায় একগাছি হীরার হার; সুন্দর বেশভূষায় এই ভাবে সাজাতে নমিতাকে ঠিক রূপের রাণীটীর মত দেখাইতে ছিল। নমিতা একখানি মখমলের চেয়ারের উপর বসিয়াছিল; তাহার কোলে একখানি বই ছিল; বইখানি দার্শনিকের লিখিত; ইহার নাম 'নিঃস্বার্থপ্রেমই ভগবান মিলাইয়া দেয়'। সুমুখে মখমলে মোড়ানো, মূল্যবান একখানি টেবিল, তাহার উপর একটি পাত্রে বড় বড় গোলাপের অতি সুন্দর একটি তোড়া; যে পাত্রে তোড়াটি ছিল, তাহার নক্সা ও নির্ম্মাণ-কৌশল

অতি চমৎকার; তাহার উপর একখানি আশিও ছিল; তাহাতে নমিতার মুখখানি প্রতিফলিত হইতেছিল; তাই মুখের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেই আশিখানির দিকে চাহিতেছিল; এ চাহনি চোরের মত—চোরের মত, কারণ ভয় এই পাছে সুশীল তাহার এই চুরি করিয়া রূপ দেখাটা ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে লজ্জায় পড়িতে হইবে; কাজেই সে সে বিষয়ে সেই অবস্থায় যতটুকু পারে, সুশীলের দৃষ্টি এড়াইতে বিশেষ চেষ্টাও করিতেছিল। তবে চুরি করিয়া দেখিতে দেখিতে যখনই ধরা পড়িতেছিল তখনই তাহার রক্তাভ ঠোঁটদুখানিতে সলজ্জ মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল, আর তাহার সুন্দর গালদুইখানিও রক্তিম রাগে লাল হইয়া উঠিতেছিল। টেবিলের অপর দিকে একখানি চেয়ারে সুশীল বসিয়াছিল; সেও একখানি বই পড়িতেছিল; বইখানির নাম "প্রেম চিরস্থায়ী বিজয়ের একমাত্র অস্ত্র"। এখানিও দার্শনিকের লিখিত। বই পড়িয়া, দার্শনিকের লিখিত সুন্দর সুন্দর ভাব সুশীলের মগজে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধির পরিপাক-বলে সে তখনও তাহা ঠিক বরদাস্ত করিতে পারে নাই, তাই দুর্বোধ্য কথাগুলিকে সুবোধের দন্তে ফেলিয়া জাবর কাটিতেছিল। সত্য কথা বলিতে কি, বুদ্ধির ভাব-পরিপাকের বল যতই প্রখর হউক না কেন, স্বভাব মাথার স্বভাষ লেখা সময় বিশেষে তাহার কাছে সহজে সুবোধ্য হয় না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই নয়, সুশীলের বুদ্ধি ছিল না; তবে আমি এই বলিতে চাই, দার্শনিক রচনায় নিপুণ; তাঁহার নিপুণ রচনার যোগ্য কৌশলে তাঁহার ভাষা অতি সুন্দর অথচ অতি কঠিন পারমার্থিক ও দার্শনিক ভাবে পূর্ণ; ভাষার সে জাল ছিঁড়িয়া তাহার ভাবের মানে করা সুবিদ্বান ও সুবিজ্ঞের পক্ষেও সহজ নয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বহু বিদ্বান, বহু প্রতিভাবান

লোক ছিলেন; সুশীলও তাঁহাদের মধ্যে একজন; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর পরীক্ষায় সে সব চেয়ে উঁচু জায়গা দখল করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল। শেষের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সোণার মেডেল লইতেও ছাড়ে নাই। যে সুশীলের বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, দার্শনিকের লেখা তাহার কাছেও সহজ-বোধ্য নয়; কাজেই বুঝিতে হইবে, দার্শনিকের লেখা ভারি কঠিন। যাহা হউক, অনেকক্ষণ জাবর কাটার পর তাঁহার কঠিন ভাব ও ভাষা সুশীল বুঝিতে পারিল—তখন সে নমিতার সুন্দর মুখখানির দিকে মাঝে মাঝে চোরের মত চাহিতে লাগিল—চোরের মত, কারণ ভয় এই, পাছে নমিতার কাছে ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহাকে ছোঁচা বলিবে। তাহা ছাড়া সুশীল স্বীকার করিতে রাজী নয়, তাহার মন-প্রাণ নমিতার রূপ ও লাবণ্যের অধীন; এমন অধীনতা স্বীকার করাটা অনেকের পক্ষেই আপত্তিকর। যখন সুশীল এইভাবে চোরের মত নমিতার মুখের দিকে চাহিতেছিল, তখন সে বই-পড়ায় একেবারে তন্ময়। তাহার দাদার অমর লেখার অমূল্য রত্নগুলি তাহার হৃদয় খানিকে একেবারে চুরি করিয়া ফেলিয়াছিল; তাহার দেহ-মন তখন ভগবৎ-প্রেমে বিভোর, আর তাহার প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হৃদয়খানি দীন-দুনিয়ার মালিক বিশ্ব-নিয়ন্তার সন্ধানে মর্ত্ত্য ছাড়িয়া স্বর্গে বিচরণ করিতেছিল। সুশীলের অবস্থা কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত; সে কিছু আগেই বই-পড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই তাহার মনে এখন কোন চিন্তাই ছিল না; তাহার মন এখন শূন্য, শূন্য মনে চিন্তা কখন শিকড় গজাইতে পারে না; কি করিবে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না; তাই কখন ঘরের কড়ি-বর্গার দিকে চাহিতেছিল, কখনও বিনা উদ্দেশ্যে বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল, শেষে বহু ভাবনার পর তাহার উর্ব্বর মাথায় একটি

ভাব গজাইল ; সে ভাবিতে লাগিল, "আমি যদি ভ্রমর হ'তাম, তাহ'লে নমিতার টুক্‌টুকে লাল অধরখানিতে ব'সে তার অধরের সুধা পান কর্‌তাম।" ইহার পর হইতেই সে ঘন ঘন নমিতার শুভ্রোজ্জ্বল মুখখানি দেখিতে সুরু করিল ; নমিতা শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিল ; বই হইতে তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখখানি তুলিয়া, প্রেম-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল ; তামাসা করিয়া, কহিল, "দেখ্‌চো কি, শুনি ? আমার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানা ? ভারি পছন্দ হ'য়েচে নয় ? দেখ্‌চি মহা বিজ্ঞ নীতিজ্ঞ হ'য়ে প'ড়েচো। স্ত্রীলোকের সুশ্রী সুন্দর মুখ হ'তে কি নীতি বা'র করা হয় শুনি , এভাবে মুখ দেখা চল্‌বে না, বুঝেচো ? দেখ্‌লে পয়সা লাগ্‌বে, তা কিন্তু বলে রাখ্‌চি ; সৌন্দর্য্য যে চোখের চুম্বক, দেখ্‌চি কথাটা সত্যি।"

নমিতার কথা শুনিয়া, সুশীল প্রথমে একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু তখনই আবার লজ্জা সরম ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কারণ সে বইপড়া হইতে একেবারে নমিতার মন ফিরাইয়া, তামাসা-তরল কথা-বার্ত্তায় তাহাকে আবিষ্ট করিতে চায় ; তাহার কারণ, নিষ্কর্ম্মা দর্জ্জীর মত চুপ্‌চাপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকাটা তাহার পক্ষে একটি মহা বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; কাজেই সে মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "চোখের কাজ দেখা, সে কখনো অন্ধ হ'য়ে ব'সে থেকে নিজের কর্ত্তব্য অবহেলা কর্‌তে পারে না, দোষ দেখাতে নয়, দেখাবার জিনিসে ; সৌন্দর্য্য দেখার জিনিষ, কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌চো, যে দেখে দোষ তার নয়, যে দেখায় তা'র, তার মানে যার রূপ আছে তা'র ; সেজন্য অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে, যে দেখে তার অপেক্ষা যে দেখায় তার দোষ বেশী ; যদি তোমার মত আমার রূপ থাক্‌তো, তাহ'লে আমি কি করতাম, জান ? সর্ব্বাঙ্গে কালী-ঝুলি না মেখে, একেবারে কোকিলটির মত কালো সেজে থাক্‌তাম্‌।"

সুশীলের কথা শুনিয়া, নমিতার অধরে একটি স্নিগ্ধ মধুর হাসির রেখা তড়িৎ-প্রবাহের মত ক্ষিপ্র গতিতে খেলিয়া গেল; সে হাসি ঢেউয়ের মত তাহার সুন্দর গাল দুইখানির উপর দিয়া তরঙ্গায়িত হইল; সে কহিল, বাঃ তুমি তো খাসা ভদ্রলোক দেখ্‌তে পাচ্চি; ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান তো তোমার বেশ তাজা-টাট্‌কা দেখ্‌তে পাচ্চি! এমন উচিত বক্তা লোক কি আর জগতে আছে? তোমার কথা শুনে এত খুসি হয়েচি যে তোমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে কর্‌চে; রসগোল্লার ঠোঙা এনে তোমার মুখের কাছে ধোর্‌বো নাকি?"

সুশীল ডা'ন হাত বাড়াইয়া আগ্রহ করিয়া কহিল, "দাও না, নমতু, দাও না, তাহলে পেটটা ভরে সেবা ক'রে ফেলি।"

নমিতার একখানি হাত টেবিলের উপর ছিল; সুশীল সস্নেহ স্পর্শে তাহাতে মৃদু মধুর চাপ দিয়া, তাহার মুখখানির উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি না ব'লে থাক্‌তে পার্‌চি নে, নমতু, রূপের মত পান করবার জিনিস আর নেই; এ জিনিস পান কর্‌তে কর্‌তে মন-প্রাণ কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে; রূপ হৃদয়কে মাতিয়ে তোলে; রূপ যে চোখের মদ।"

নমিতা সুশীলের সবল একখানি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কহিল, "রাত্রি দুপুর, শুয়ে পড়; ঘুমোলেই রূপের উৎপাত আর থাক্‌বে না, সুপ্তিই শান্তি।"

এইবার সুশীল নমিতার কোমল ডা'ন হাতখানি নিজের দিকে টানিয়া লইয়া তাহা চুম্বন করিয়া বলিল, "সময় বিশেষে বটে; কিন্তু সব সময়ে নয়; বিশেষতঃ যা'দের নূতন বিয়ে হয়েচে, সকালো সকালো তারা তো ঘুমোতেই পারে না; ঘুমোতে তাদের বিলম্ব হবেই হবে; একথাও কি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, নমু? তা'ছাড়া তোমার

রূপ দেখে আমার ঘুমোতেই ইচ্ছে কর্‌চে না ; এমন কি চেষ্টা কর্‌লেও ঘুম আস্‌বে না। শুয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করাই সার হবে।”

নমিতা তাহার হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “যা বলেচ, হয়ত তা’ সত্যিই বটে ; তাহলেও আমার কথা তোমার শোনা উচিত ; কারণ যা’কে ভালবাসা যায়, তা’র কথা শোনাও ভালবাসার একটি নিয়ম।”

শুনিয়া সুশীল তাহার সুগোল নিটোল হাতখানিতে আবার চুম্বন খাইয়া বলিল, “তা’ বটে ; নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে তো ; আমার মনে হয়, নমু, যদি তোমার কথামত কাজ করি, তাহ’লে ভারি অন্যায় হবে ; অন্যায়টা কি জানো, নমতু ? কারো কথার খুব অনুগত হ’লেও, আত্ম-সম্মান থাকে না। তা’ছাড়া নিজে ঘুমোচ্চো না কেন শুনি ? ঘুমোতে পরামর্শ তো দিচ্চ খুব।”

নমিতার লাল ঠোঁট দুইখানিতে একটা মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহার মুক্তার মত শাদা সুমুখের দুই একটা দাঁত একটু বাহির হইল। সে কহিল, “মন যেখানে, চোখ সেখানে থাক্‌বেই ; বইয়ে যে মন দিয়েচে, তা’র চোখে কখন ঘুম আস্‌তে পারে না।”

এই কথা শুনিবামাত্র সুশীল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; নমিতার নিকট আসিয়া, তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া, তাহার কাঁধের উপর চিবুক রাখিল ; সুশীলের ঠোঁট দুইখানি তাহার লাল গাল দুইখানি স্পর্শ করে আর কি ; সে গলার স্বর যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া বলিল, “যে চোখের রূপ দেখ্‌বার ইচ্ছে খুব বেশী, সে চোখেও ঘুম কখনো আসতে পারে না ; যে চোখে এই পিপাসা আছে, সে চোখ ঘুম মান্‌বে কেন ? আচ্ছা, তুমিই বল তো, নমতু, ভাল কোনটা— রূপ দেখা, না ঘুমানো ? ঘুমিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ ক’রে নাক ডাকিয়ে

ভারি তো লাভ। শ্বশুরবাড়ী এসে লোকলজ্জার ভয়ে কম ক'রে খেয়ে পেটের যেটুকু অংশ খালি আছে, তোমার রূপের সুধা পানক'রে সেটুকু ভরিয়ে ফেল্‌চি ; এই সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌চো না, নমতু ?"

সুশীলের কথা শুনিয়া নমিতার ভারি লজ্জা হইল ; এই সময়ে সুশীল তাহার ঠোঁটদুইখানি ঠিক নমিতার বাঁ গালখানির নিকট আনাতে, তাহার মুখ-চোখ আবেগে লাল হইয়া উঠিল, আর ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল ; এই আবেগ কিছু কমিলে, সে কহিল, "ছি, ছি, রূপ কি বিশ্রী ! তোমার কথা শুনে আমার কেবল এই কথাই মনে হচ্চে ; আর আমি ভাব্‌চি, রূপকে কত লুব্ধ চোখের বিরুদ্ধেই না লড়্‌তে হয়।" তারপর ঠোঁট বাঁকাইয়া, নাক সিটকাইয়া, মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "ছিঃ ! এমন রূপ না থাকাই ভাল।" বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু হাসিয়া, কহিল, "আমার রূপ না থাক্‌লে কিন্তু তুমিই ঠক্‌তে।" তারপর নমিতা তাহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া বই'য়ে মন দিল ; খোলা বইখানি তাহার সুমুখেই পড়িয়াছিল ; তাহার মুখে তখন হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছিল।

যে চেয়ারে নমিতা বসিয়াছিল, সুশীল আসিয়া ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সেই চেয়ারেই বসিয়া পড়িল ; নমিতার মুখখানি টানিয়া আনিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল ; তারপর ডান হাতখানি তাহার চিবুকে আর বাঁ হাতখানি তাহার মাথার পিছনে রাখিয়া, তাহার ডান গালখানির উপর নিজের বাঁ গালের চাপ দিয়া বলিল, "রূপের দোষগুণ দুইই আছে ; তুমি কিন্তু, নমু, দোষটিই ধরেচ ; কিন্তু স্থির জেনো, নমতু, পৃথিবীতে যত যত সৌন্দর্য্য আছে, সবই সেই অসীম সৌন্দর্য্যময়েরই অংশ ; সৌন্দর্য্য ঘৃণার জিনিষ নয় ; সৌন্দর্য্য হ'তে আনন্দ আসে ; আনন্দ হ'তে ভালবাসা আসে, আর ভালবাসাই হ'ল স্বর্গে যাবার একমাত্র উপায় ; কাজেই

বুঝতে পারচো, নমতু, সৌন্দর্যই স্বর্গ। এ আমার কথা নয়, আমাদের পূজনীয় দাদার কথা।" এই বলিয়া সুশীল প্রেম-দীনতার মূর্তিমান্ সেবক, দার্শনিকের প্রতি সম্মান সম্ভ্রমে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মাথা নত করিয়া রহিল; তারপর যতই সে তাঁহার কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার চোখদুইটি আনন্দের অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল; দেখিয়া নমিতা তাহার সজল চোখদুইটি কাপড়ের আঁচল দিয়া মুছিয়া দিল। দাদার প্রশংসা শুনিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইল; দুই হাত দিয়া সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার মুখখানি নিজের বুকে টানিয়া আনিল, তারপর তাহার মুখে ও গালে অসংখ্য চুম্বন বর্ষণ করিল।

অগ্রজের প্রতি নমিতার অগাধ ভক্তি ছিল, তাহার কারণ দার্শনিক তাঁহার এই অনুজ বোনটীকে কোলে পিঠে করিয়া, বহু আদর-যত্নে মানুষ করিয়াছিলেন।

আগেই বলা হইয়াছে নমিতার হাতে বই ছিল, আর তাহার পড়িবার ইচ্ছাও খুব বেশী ছিল। কিন্তু এখন তাহার সে ইচ্ছা কোথায়? দার্শনিকের প্রশংসায় তাহার মনে ভ্রাতৃ-ভক্তি জাগিয়া উঠিল। এই ভক্তির গভীরতায় তাহার পড়ার ইচ্ছা ডুবিয়া গেল। দুইজনেই এখন একখানি মখমল-মোড়ানো কৌচে আসিয়া বসিয়াছিল। সুশীল নমিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিল যেন সে নমিতার প্রতি খুব উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। তাই নমিতা যে দিকে চাহিয়াছিল, সে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে চাহিয়া রহিল। সেজন্য সুশীলকে শুধু দোষ দেওয়া যায় না। স্ত্রীর মন পাওয়াটাই যে আসল জিনিস, এ কথা বোঝে না, এমন স্বামী জগতে অতি বিরল। তফাৎ কেবল পাওয়ার রকমে; কেহ কৃত্রিম অভিনয়ে পাইতে চান, কেহ অকৃত্রিম উপায়ে। সুশীলের ঐ ভাবে অপর দিকে চাহিয়া থাকিবার

মানে এই—দার্শনিকের কথা নমিতার অতি প্রিয়, কাজেই তাঁহার কথা বলিতে বলিতে যদি সে থামিয়া যায়, তাহা হইলেই নমিতা তাহার তোষামোদ করিবে। তোষামোদ না করিলে কিন্তু সুশীল জব্দ হইত। নমিতা কিন্তু তাহার এ চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তাহার এই কপট অভিনয়কে সরল সত্য বলিয়া মনে করিল; তাই তাহার সুন্দর কোমল হাত দুইখানি দিয়া সুশীলের মুখখানি নিজের মুখখানির দিকে ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "এই, কি ভাব্‌চো বলো তো।"

উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে ভাবিয়া সুশীল তখন মনে মনে বিজয়-গর্ব্ব অনুভব করিতে করিতে আহ্লাদে আটখানা হইল। নমিতার গাল দুইখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে জবাব দিল, "কি ভাব্‌চি শুন্‌বে নমু?" ভাষায় অলঙ্কার পরাইয়া বলিল, "ভাবচি, একটি মানুষ আছে; সে গোলাপের মত সুন্দর; সেই গোলাপটি এখন সৌন্দর্য্যের পূর্ণ ঘটায় ফুটেচে।"

এই কথায় নমিতার গাল দুইখানি লাল হইয়া উঠিল; তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই যে ফুলের উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল। সে সুশীলের কাঁধ দুইখানিতে তাহার হাত দুইখানি রাখিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল, "দাদার সুনাম সুখ্যাতির কথা দুই একটা বল না, শুনি; শুন্‌তে ভারি ইচ্ছে হোচ্চে; সত্যি বল্‌চি, বলো।" বলিয়াই সে সুশীলের মুখের দিকে এমনি ভাবে চাহিল যে সুশীল আর না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তারপরই নমিতা তাহাকে বার কতক চুম্বন করিয়া ফেলিল।

সুশীল আঙ্গুল দিয়া নমিতার অধরখানি একটু টিপিয়া ধরিয়া, হাসিয়া বলিল, "বোলবো তো নিশ্চয়ই; কিন্তু তুমি তো জানো, নমতু, কাজ পেতে হ'লেই পাওনা দিতে হয়; তোমাকে গল্প বলতে হবে, এটাও তো একটা

কাজ ;. কাজেই এ কাজের জন্যে আমারও একটা পাওনা আছে ; এই পাওনাটা কিন্তু আমাকে আগেই দিতে হ'বে ; তুমি তো জানো, প্রাপ্ন আগে মিল্‌লে কাজ অতি শীগ্রী হাঁসিল হয় ; সেই জন্যে বল্‌চি, নমতু, আমার পাওনাটা আগেই মিটিয়ে দাও।

পাওনাটা যে কি, বুঝিতে নমিতার আর বাকী রহিল না ; আর বিনা পাওনায় যে সুশীল বিন্দু-বিসর্গও বলিবে না, তাহাও সে জানিত ; গরজ বড় বালাই ; কাজেই সে বিকশিত ফুলের মত তাহার সুন্দর গালদুইখানি সুশীলের চুম্বন-পিপাসু ওষ্ঠাধরের নিকট আগাইয়া দিল ; অমনি সুশীল দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল ; তারপর ডান হাত দিয়া তাহার চিবুক একটু তুলিয়া ধরিয়া, একবার তাহার মুখের উপর সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়াই পরক্ষণে তাহার ঠোঁটদুইখানিতে, কপালে ও গালে অসংখ্য চুম্বন অর্পণ করিল ; রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ বাঁচলাম ! চুমুতেই স্বর্গ-সুখ।" বলিয়াই সুশীল একরাশি হাসিয়া ফেলিয়া বলিতে সুরু করিল, আমার মতে পারমার্থিকতা হোলো একটি কঠিন ব্যাকরণের মত। ব্যাকরণ বল্‌চি কেন জানো, নমতু ? এই ব্যাকরণের ভেতর কোনো রস কষ নেই ; আছে কেবল নীরস কতকগুলো সূত্র ; তা'র মানে বোঝো, আর মুখস্থ করো ; কাজেই ব্যাকরণটা আমার কাছে ভারি শক্ত বলে মনে হোতো ; তেমনি পারমার্থিকতাও আমার কাছে শক্ত ব'লে মনে হয়, কাজেই পারমার্থিকতাকে ব্যাকরণ বল্‌চি ; এই ব্যাকরণের ভিতর একটি অব্যয় আছে ; সেই অব্যয়ের নাম ভালবাসা ; কেবল এই ভালবাসার শেকল্ দিয়েই প্রভুকে (ভগবানকে) বাঁধ্‌তে পারা যায়। সাধারণ লোকেরও মত এই ; যদি সত্যিই এই মত অভ্রান্ত হয়, তা'লে আমি অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি, দাদা 'প্রভুকে' নিশ্চয়ই বেঁধে ফেল্‌বেন্ ; এতে আর কোন ভুল-চুক নেই, একথা তুমি নিশ্চয় জেনো। বহু বিদ্বান্,

বহু বুদ্ধিমান্ লোককে আমি বল্‌তে শুনেচি, কেবল ভালবাসার শেকল দিয়েই জগদীশ্বরকে বাঁধ্‌তে পারা যায়; কারণ যাঁর ভক্তি-ভালবাসা আছে, ভগবান নিজের ইচ্ছায় তাঁকে ধরা দেন।"

সুশীলের কথায় নমিতার মুখে একটি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে কহিল, "যা বলেচ, তা'তে আমি ভারি খুসি হয়েচি, সন্দেহ নেই, কিন্তু এ তো ভবিষ্যতের কথা, আমি চাই, দাদার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের আজকালকার মত জান্‌তে; ভবিষ্যতের কথা সত্যি হ'তেও পারে, আবার নাও হতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান্ চিরকালই সত্যি।"

সুশীল নমিতার হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া জবাব দিল, "তবে শোনো, কেহ কেহ বলেন, আমাদের দাদাই প্রেমময় যীশু; আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রেমের নিতাই; আবার কেহ কেহ বলেন, নিতাই-যীশু দুই জনকে এক কর্‌লে যে মূর্ত্তি হয়, আমাদের দাদা সেই মূর্ত্তি।"

এই কথায় নমিতার হৃদয়খানি ভিতরে ভিতরে আনন্দে ফুলিয়া ফাঁপিয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল; আর তাহার দুই চোখ বাহিয়া আনন্দের অশ্রুর বান ডাকিল; এই আনন্দ ভাল ভাবে উপভোগ করিবার ইচ্ছায় সে চোখ বুজিল; তারপর চোখের পাতা খুলিয়া কহিল, "যাঁরা আমাদের অতি প্রিয়, তাঁদের প্রশংসা শুন্‌লে আমাদের ভিতর-বাহির অমৃত-ময় আনন্দে ভাস্‌তে থাকে; আহা! আমাদের পূজনীয় দাদা কত মহৎ!" বলিতে বলিতেই নমিতা আবার আনন্দে চোখ বুজিল; তারপর সেই আনন্দ বেশ করিয়া আর একবার উপভোগ করিবার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার মুদ্রিত লোচনের ফাঁক দিয়া আনন্দের অশ্রু দর দর ধারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, দেখিয়া সুশীল কহিল, "আর না; এইবার থেমে যাই; অতি আনন্দেই মানুষ জ্ঞান

হারাব ; তোমার হাবভাব দেখে, আমার বেশ মনে হচ্ছে, নমস্ত, তুমি শীগ্রীই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে ; কাজেই, এইখানেই আমার থেমে যাওয়া উচিত।"

সুশীল সস্নেহে ললিতার অশ্রু-ভরা চোখ দুইটি রুমাল দিয়া মুছিয়া দিল ; সে বুঝিতে পারিল, সুশীল ভয়ে তাহার অগ্রজের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছে না। তখন সে আনন্দের বিহ্বল ভাবটা কতকটা সামলাইয়া লইল ; তাহার মন গলাইবার ইচ্ছায় তাহাকে চুম্বন করিয়া, কহিল, "না, না, থেমো না ; আবার বলতে সুরু কর ; তোমার কথায় আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে, আহা ! এ সময়ে আমার যদি মৃত্যু হয়, তাহ'লে আমি কতই না সুখী হই। যাই হোক, থেমো না, সত্যি বলচি, বলো।" বলিয়াই ললিতা অনুনয়ের ভঙ্গীতে সুশীলের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিল।

সুশীল মাথা নড়াইয়া কহিল, "উহু, তা হতে পারে না, 'অতি' জিনিসটা চিরকালই দোষের, অতি আনন্দও খারাপ, প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, 'অতি'র গতি অতি দুর্গতি।"

ললিতা হাত যোড় করিয়া, কহিল, "সত্যি বলচি তর্ক কোরো না, দাদার গুণের কথা শুনিয়ে, আমার কাণের ভিতরে স্বর্গের সুধা বর্ষণ করো, তিনিই আমায় হাতে ক'রে গ'ড়ে পিটে' মানুষ ক'রেচেন, তাঁরই সাদর চেষ্টায়, তাঁ'রই সযত্ন স্নেহে, আজ আমি এত বড়টি হ'য়েচি ; তাঁর অপার অতুল স্নেহের কণামাত্র শোধ করবার ক্ষমতা তাঁ'র এই অকৃতী অধম ছোট বোনটির নেই ; কাজেই বুঝতে পারচো, যে দাদার এত স্নেহ, তাঁর গুণের কথা শুনে, আমি মনে মনে কত গর্ব্ব-গৌরব অনুভব করচি, সেইজন্যে বলচি, আমার এত বড় উপভোগ্য জিনিস হ'তে আমাকে বঞ্চিত কোরো না, তোমার কাছে এ আদর-আব্দার করবার অধিকার

আমার আছে ; কারণ আমি স্ত্রী,তুমি স্বামী , স্বামী হিসাবে তুমি আমাকে যথেষ্ট স্নেহও করো। যে প্রিয়, তা'র আনন্দে আনন্দ পাওয়াটাই হ'ল ভালবাসার ধর্ম্ম ; তাই বলছি, থেমো না ; আবার বল্‌তে সুরু করো।"

একে সুন্দরী স্ত্রী , তাহার উপর তাহার সানুনয় অনুরোধ ; তাহা ছাড়া গল্প শুনাইবার পর পাওনার আশাটাও আছে , এ লোভ সুশীল সামলাইতে পারিল না ; আবার স্ত্রীর মন যোগাইয়া, তাহার মন পাওয়াটাই যে স্বামীর আসল জিনিস, তাহাও সুশীল বেশ বুঝিত , তাই সে বলিতে সুরু করিল, "বোধ করি, তুমি জানো না, নমু, সব দেনা-পাওনা দেওয়া-থোওয়া বাদ দিয়েও তোমাদের ভূসম্পত্তি আর কারবারের বার্ষিক আয় খাঁটি আট কোটি টাকা , পূর্ব্ব পুরুষদের সঞ্চিত প্রায় অফুরন্ত টাকা-কড়ি তো আছেই ; কিন্তু ঐ আয়ের কড়া-ক্রান্তিটি পর্য্যন্ত আমাদের দাদা দান ধ্যানে ব্যয় করেন ; তাঁর মতে টাকা-কড়ি তখনই টাকা-কড়ি—যখন সেই টাকা-কড়ি দীন-দুঃখীর ভিক্ষের ঝুলিতে গিয়ে পড়ে , আর ঐ জিনিসই যখন ধনীদের থলির মধ্যে থেকে, শুধু ঝম্ ঝম্ কর্‌তে থাকে, তখন তার কোন দামই নেই। আয়ের কথা শুনে, বুঝ্‌তে পার্‌ছো, নমতু, দাদা কত ধনী ; কিন্তু তাঁর হৃদয়খানি আবার আরও ধনী , কারণ, টাকা-কড়ি সম্পদ্ বটে, কিন্তু উদার মনের উঁচু দান আবার তা'র থেকেও বড় সম্পদ্। সত্যি কথা বল্‌তে কি, নমু, যখনই আমি দাদার এই সব কথা ভাবি, তখনই আমি আনন্দে না কেঁদে থাক্‌তে পারিনে।"

সুশীলের চোখ বাহিয়া আনন্দে জল পড়িতে লাগিল ; আর দার্শনিকের উদার চরিত্রের পরিচয় পাওয়াতে সানন্দ অশ্রুর ধারায় নমিতার মুখ-বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সুশীল আবার বলিতে লাগিল, "তুমি দাদার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জান না , কারণ দাদা এ

সব জিনিস এমনি ভাবে চেপে যান যে কারো জানবার উপায় নেই, তবে আমি এ সবের বিশেষ সন্ধানে থাকি, থাকি ব'লে জানতে পারি। আবার বলি শোনো:—দাদা এই তল্লাটের সব দীন-দুঃখীর সাংসারিক খরচের জন্যে মাসে মাসে অনেক টাকা তা'দিকে দিয়ে থাকেন, তবু তিনি এতে খুসি নন। এই অঞ্চলে অনেক অভাবী ভদ্র গৃহস্থ আছে, এই সব পরিবারের লোক মুখ ফুটে নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা বলতে পারেন না; তাদের এই দুঃখ মোচনের জন্য দাদা প্রায় প্রতি রাত্রেই টাকার থলি নিয়ে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে গিয়ে, অতি গোপনে তা'দিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, এই ভাবে তিনি নিরন্নদের খাবার জুগিয়ে থাকেন; এইভাবে তিনি তাঁর মধুর স্নেহের হাতের স্পর্শে তাঁদের দারিদ্র্য-দগ্ধ অন্তর স্নিগ্ধ শীতল করেন, এই ভাবে তিনি তাদের চিন্তাকুল মুখে স্থায়ী মধুর হাসির বিকাশ ক'রে থাকেন; যিনি দানে নিঃস্বার্থ, তাঁর কথা বলা বৃথা নেই। দাদা বলেন, 'টাকা দেবার জন্যে, সঞ্চয় করবার জন্যে নয়, তাই তো বোঝা নয়.' তিনি কত উদার, কত মহৎ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন মহৎ গুরুর আমরা অতি অধম শিষ্য।" বলিতে বলিতেই সুশীলের চোখ দুইটি আবার অশ্রুপূর্ণ হইল; সে চোখ মুছিয়া ফেলিল; কিন্তু অবিশ্রান্ত চোখের জল আর বাঁধ মানে না; কাজেই সে যে কৌচের উপর বসিয়াছিল, তাহার কতকটা চোখের জলে ভিজিয়া গেল। সুশীল আবার কহিতে লাগিল, "সেদিন দেখি, রাস্তায় একটি বালক শুয়ে রয়েচে, তা'র কুষ্ঠ রোগ হয়েচে, আর দাদা তা'র পাশে নতজানু হ'য়ে ব'সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করচেন; বালকটীর অবস্থা অতি শোচনীয়, অতি ভয়ঙ্কর, বাস্তবিক তা'র অবস্থা দেখলে ঘৃণায় বমি হ'য়ে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যান্ত উঠবার যো হয়। তার সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ঢোল হয়েচে, সব শরীরটা ক্ষতের

ক্ষতে পূর্ণ, সেই সব ক্ষত স্থান দিয়ে পূয-রক্ত বেরিয়ে আসছে; তার কাছে গেলে পাছে ঐ রোগ হয়, এই ভয়ে কেহ তা'র দিক মাড়ালো না, সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে রইল, কেহ কেহ পচা ক্ষতের দুর্গন্ধের ঠেলায় সযত্নে রুমালে কিম্বা কোঁচার টেপে মুখ ঢেকে রইল; কেহ কেহ ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় কেবলই থুথু ফেল্‌ছিলো; তা'দের থ্যাক্‌-থু, থ্যাক থু'র ঠেলায় সেখানে দাঁড়ায় কা'র সাধ্যি। কিন্তু এই মায়া-মমতা-হীন জনসাধারণের মাঝখানে আমাদের দাদার হৃদয়খানি অমূল্য স্নেহ সহানুভূতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের মত সেই দীন-দুঃখী বালকের উপর অজস্র কৃপা-করুণা বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল, প্রার্থনা শেষ হ'লে তিনি তারপাশে বস্‌লেন, তাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে একবার তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ কর্‌লেন, তা'র বুক ফাটিয়ে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল, 'আহা, ম'রে যাই, বাবা আমার।' তা'র ক্ষত বেশ ক'রে ধু'য়ে তাতে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিয়ে, তিনি আবার প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌লেন, 'তুমি চির সদয়, চির সরূপ, প্রভু; এই দীন দুঃখী বালকের উপর করুণা দেখাতে কি তুমি কৃপণতা কর্‌বে, প্রেমময়? আমি মিনতি কর্‌ছি, দীনবন্ধু, তুমি কৃপা ক'রে একে রোগ-মুক্ত করো, আর ঐ কঠিন রোগটি আমাকে দাও; আমার সইবার ক্ষমতা আছে; আমি অনায়াসেই এ রোগের কষ্ট সইতে পার্‌বো।' বলা বাহুলা, এই রোগীকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া তিনি তাহাকে স্ব-যত্নে আরোগ্য করিয়াছিলেন।"

বলিতে বলিতে সুশীলের দুই চোখ দিয়া দার্শনিকের প্রতি একটী পবিত্র ভক্তির ভাব উছ্‌লাইয়া পড়িতে লাগিল; অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; সে আবার কহিতে লাগিল, "এই-খানেই আমাদের অগ্রজের ভিতর চরম প্রেমিক নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্রেম

প্রাণের পূর্ণ পরিচয় পাই. এইখানেই আমাদের অগ্রজের ভিতর প্রভু যীশুর তুঙ্গ প্রেমের তুঙ্গ বিকাশ দেখ্‌তে পাই; এইখানেই আমাদের অগ্রজের ভিতর দেবাদিদেব জগদীশের প্রায় সমান-স্বরূপের বিশেষ প্রকাশ বুঝ্‌তে পারি।” সুশীল আর বলিতে পারিল না. আনন্দের আবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, কাঁদিতে লাগিল। নমিতার অবস্থা কি হইল? বলা বাহুল্য, সে অতি আনন্দে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

মানুষ সব জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তাহার মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ সত্য এই, অতি আনন্দে তাহার মন কিছুক্ষণের জন্য সময়ে সময়ে দেহ ছাড়িয়া যায়; কারণ সংজ্ঞাহীনতা মনের চরম আনন্দ-মদিরতা।

সুশীলের শুশ্রূষার ফলে জ্ঞান ফিরিয়া আসার কিছু পরেই নমিতা জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা সত্যি ক'রে বল তো তুমি দাদাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো কি না।” এত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও নমিতার এ কথা বলিবার মানে এই, ঐ কথা বলিলেই সুশীল দার্শনিকের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবে, আর সে শুনিবে. সুশীল তাহা বুঝিল, তাই তামাসা করিয়া বলিল, “ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্‌তে বিশেষ ইচ্ছে হয় না. তবে কি জানো, মনকে আটকে রাখ্‌তে পারি নে, তাই—।” নমিতা কহিল, “তাই না কি?” সুশীল কহিল, “আলবৎ”। তারপর সহসা সুশীলের মুখখানা দার্শনিকের প্রতি ভক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে কহিল, “আহা! আমি যদি দাদার জুতোর সুখতলা হ'তাম, তা'হলে কত সুখীই না হো'তাম্।” পুনরায় বলিল, “আমি ঠিক জানি, নমতু, এ জীবনে আমি ভগবানকে দেখ্‌তে পাবো না; তবে আমার এই আশাটুকু আছে, আমি দাদার ভিতর তাঁরই তুল্যস্বরূপ দেখ্‌তে পাবো কাজেই আমি তাঁর কাছে কাছেই থাক্‌তে চাই. সংস্পর্শ ইন্দ্রজালের

মত কাজ করে ; প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, লোকের স্পর্শ হ'তেও তাঁর মনের ভাব আমরা অনেক সময়ে অর্জ্জন কর্‌তে পারি ; আমি ঠিক বুঝতে পার্‌চি, নমু, আমাদের দাদা প্রেম-ধর্ম্মের অবতার ; তাঁর মন-প্রাণ অফুরন্ত বিশ্বপ্রেমের ভাণ্ডার ; যে হৃদয় সদা-সর্ব্বদা জগতের লোককে প্রেম বিলিয়ে থাকেন সেই হৃদয়ই অনায়াসে জগতের লোকের মন কিনে ফেল্‌তে পারে ; সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে তুমি দেখতে পাবে, নমু, জগতের সব লোকের মন একটি একটি করে দাদার ভালবাসার ধারের ফর্দ্দতে জমা হয়েছে , বিশ্ব-প্রেমিক বিশ্বমনের উত্তমর্ণ। আমাদের দাদাও বিশ্বপ্রেমিক ; কাজেই তাঁর সম্বন্ধে এ কথা বল্‌চি।" একটু থামিয়া কহিল, তুমি স্থির জেনো, যা বলেচি, তা'র বিন্দু-বিসর্গটি পর্য্যন্ত সত্য , সত্যের ভবিষ্যৎ-বাণী কখনও ব্যর্থ হয় না। বোধ হয় তুমি আমার কথার মানে বুঝতে পেরেচ ; আমি বল্‌তে চাই, বিশ্বপ্রেম দিয়ে জগৎ জয় করতে পারা যায় ; আর দাদা ঠিক তাইই করবেন। এখন তাঁর ভালবাসা যে অবস্থায় আছে, এ অবস্থাকে তার শৈশব বলা যেতে পারে ; কিন্তু অতি শীগ্রীই এ অবস্থা যোগ্য পূর্ণত্ব লাভ করবে , কারণ, প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, ভবিষ্যতের যে ছবি, তা' বেশী ক্ষেত্রেই শৈশবেরই অবিকল মূর্ত্তি।"

যদিও নমিতা দার্শনিকের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এত কথা শুনিল, তবু তাহার শুনিবার তৃষ্ণা মিটিল না , কাজেই সে দার্শনিকের আরও গুণের কথা শুনিবার জন্য সুশীলকে পীড়াপীড়ি সুরু করিয়া দিল , দেখিয়া সুশীল সস্নেহে তাহার চিবুকে হাত দিয়া কহিল, "আজ আর নয়, আবার কাল শুনো।"

নমিতা ও সুশীল যে ঘরে কথা কহিতেছিল, সেই ঘরের দরজা ভেজান ছিল। সহসা এখন তাহা দমকা হাওয়ার ধাক্কা খাইয়া খুলিয়া

গেল, খুলিয়া যাইতেই সুশীল আসিয়া দোর বন্ধ করিতে গেল, অমনি দেখিতে পাইল, দার্শনিক অচেতন অবস্থায় মেঝের উপর পড়িয়া আছেন, দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি নমিতার নিকট আসিয়া বলিল, "শীগ্গীর চলো, দাদা অজ্ঞান হ'য়ে মেঝের উপর প'ড়ে আছেন, বোধ হয় তাঁর সেই রোগটা আবার দেখা দিয়েচে।"

সুশীল ও নমিতার শুশ্রূষার ফলে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে দার্শনিক উঠিয়া বসিলেন; সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার মত একজন অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য লোকের জন্য এই দুপুর রাতে এত কষ্ট স্বীকার করতে এখানে এসেচ দেখে আমার আনন্দের আর সীমা নেই, সুশু।" তারপর নমিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার এই ছোট্ট বোনটির কাজল-কালো কেশরাশিতে আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "তুমিও এসেচো, দিদি; এই নিতান্ত প্রয়োজনের সময়ে যে এসেচ, নমু, এ দেখে আমার ভারি আনন্দ হ'য়েচে; স্বার্থশূন্য হ'য়ে সময়ে সাহায্য করলেই প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।"

নমিতা দার্শনিকের সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, সুশীলও তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল, কিন্তু দার্শনিক তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "থাক, থাক, হ'য়েচে ভাই, আমাকে আর প্রণাম করবার দরকার নেই।" তারপর দুইজনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শুইবার ঘরে ঢুকিতেই সুশীল দেখিতে পাইল, নমিতাকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে : দেখিয়াই তাহার অতি আনন্দ একবারে নিরানন্দে পরিণত হইল ; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্ত্তার সুখ-উপভোগের যে আশা-ভরসা তাহার ছিল, সে রাত্রির মত একেবারে তাহা নষ্ট হইয়া গেল বলিয়া তাহার মনে হইল। উত্তম মধ্যম ধরণের ঘা কতক পিঠে পড়িলে লোকের মুখের ভাব যেমন খারাপ দেখায়, নমিতাকে ঘুমাইতে দেখিয়া সুশীলের মুখের চেহারাও তেমনি দেখাইল। সত্য কথা বলিতে কি, এই কথা-বার্ত্তার উপর সুশীল বহু আশা, বহু আনন্দ গাঁথিয়া তুলিবে, ঠিক করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহার মনের উপর এই ভালবাসার আধিপত্য খুবই প্রবল ছিল, কারণ সে নমিতাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। কাজেই, যখনই আর যেখানেই সে যাইত, তখনই তাহার মনে নমিতার সুশ্রী সুন্দর মুখখানি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিত। বাস্তবিক যে ভালবাসে, তাহার অন্তর, যাহাকে ভালবাসে, তাহার মুখের আর্শি ইহা বলা যাইতে পারে। সুশীল আসিয়া ঘরের মেঝের উপর দাঁড়াইল ; তারপর সদ্য বিকশিত কুমুদের মত নমিতার পরম সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সৌন্দর্য্য উপভোগের উন্মত্ত আগ্রহে তাহার অপলক চোখের পাতা আর পড়িতে চাহিল না। যত দেখে, দেখিবার ইচ্ছা ততই বাড়িয়া যায় ; দেখিবার পিপাসা আর মিটিতে চায় না ; শেষে পা টিপিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া সে নমিতার শিয়রের নিকট বসিল ;

তাহার মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা! অপূর্ব্ব অতুল্য মুখশ্রী সৌন্দর্য্য-যৌবনের পরিপূর্ণ প্লাবনে যেন উছলাইয়া উঠিতেছে।" নমিতার এই অনুপমেয় রূপরাশি সুশীলের মনে চুম্বনের সজোর পিপাসা জাগাইয়া দিল, কিন্তু চুমু খাইতে তাহার ভয় হইল—পাছে তাহার ঠোঁট দুইখানি স্পর্শ করিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু ঘুম ভাঙ্গানোর ভয় অপেক্ষা চুমু খাইবার ইচ্ছা প্রবল হওয়াতে সে আর লোভ সামলাইতে পারিল না। একেবারে ছোঁচার মত নমিতার মুখখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা নোয়াইয়া তাহার অধর স্পর্শ করিল; অমনি মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। নমিতার দাঁতের চাপে সুশীলের নিজের অধর চাপা পড়িল - তাহার মানে ব্যাপারটা ঠিক জাঁতি-কলে ইঁদুর-পড়ার মত হইয়া দাঁড়াইল, এই চাপ জোর ধরিয়া শেষে নির্য্যাতনে রূপান্তরিত হইল। সুশীল তখন মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, "চুমু খেতে এসে কি বিপদেই পড়লাম। আর একটু চাপ পেলেই নীচের ঠোঁটখানা বোধ হয় কেটে দু'ফাঁক হ'য়ে যাবে।" তখন নমিতা চোখ মেলিয়া চাহিয়া, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর সপ্রেম দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, শেষে তাহার পরম সুন্দর গ্রীবাখানি সুঠাম ভঙ্গীতে দোলাইয়া বলিল, "কেমন হয়েচে? খাবে আর চুমু চুরি ক'রে? যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। যে চুরি ক'রে ঘুমন্ত লোকের চুমু খায়, তা'র মত ভয়াবহ চোর কৈ আমি তো কোথাও দেখি নি।" নমিতা ইতিপূর্ব্বেই দাঁতের চাপ ছাড়িয়া দেওয়াতে সুশীল মুক্ত হইয়াছিল।

সুশীল সপ্রেম দৃষ্টিতে নমিতার অতুল্য সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে কহিল, "যা' ব'লেচ, একেবারে খাঁটি সত্যি।" একটু হাসিয়া বলিল, "ভয়াবহ চোর না হয় হলাম্, কিন্তু যে দাঁত এমন ভয়াবহ

চোরেরও নীচের ঠোঁটখানাকে কামড়িয়ে ধ'রে কেটে ফেল্‌বার যো করে, সে দাতই বা কেমন, নমতু? কি বিপদেই না পড়েছিলাম্‌, সত্যি; যেমন চুমু খেয়েচি, অমনি একেবারে জাঁতিকলের ব্যাপার!" বলিয়া সুশীল হাসিয়াই আকুল। "সে যাই হো'ক, তুমি ঘুমোও নি দেখ্‌চি: আমিও বেঁচেচি।" তারপর নমিতার কাণের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া নীচু স্বরে কহিল, "মাইরি বল্‌চি, তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় প'ড়ে থাক্‌তে দেখে আমার দুঃখের আর কূল-কিনারা ছিল না; মনে হ'ল কে যেন আমার বুকে শক্তি-শেল হেনেচে।" বলিয়াই সুশীল নমিতার গলাখানি জড়াইয়া ধরিয়া বার কতক চুম্বন করিয়া ফেলিল।

নমিতা জবাব দিল, "নিশ্চয়ই ঘুমোই নি; তোমার পায়ের শব্দ শু'নে ঘুমের ভাণ ক'রে পড়েছিলাম, যে অতি প্রিয়, তা'র পায়ের অতি মধুর শব্দ শোনবার আগ্রহে সর্বাঙ্গ যখন ঘন ঘন রোমাঞ্চ অনুভব করে, সমস্ত মন-প্রাণ যখন সেই শব্দ উপভোগের উদ্দাম উৎসাহে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে, তখন কখনই মানুষ ঘুমোতে পারে না; প্রেম প্রিয়তমেরই প্রত্যাশী; তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারো না। তুমি বাড়ী হতে চলে গেলে মিলনের কত বড় আগ্রহ আমার মনের ভেতর ছুটাছুটী কর্‌তে থাকে; সে যা হোক, দাদার মহত্ত্বের কথা আরও দুই-একটা বলো; গত কাল 'বল্‌বো' বলেছিলে।"

"বলবো তো নিশ্চয়ই; কিন্তু গল্পটি বিশেষ ছোটখাটো হবে না; শুনতে বোধ করি, তোমার বিরক্তি বোধ হবে।"

নমিতা সুশীলের মুখের কাছে মুখ আনিয়া, তাহার সুন্দর ঠোঁট-দুইখানি ততোধিক সুন্দর ভঙ্গীতে নড়াইয়া কহিল, "ওগো, না গো না; বল্‌বে তো একটা গল্প; তার জন্যে তোমার কত তোষামোদ ক'র্‌ব, বলো তো? তোমার পায়ে কি তেল মালিশ ক'রে দিতে হবে নাকি?

সুশীল হাসিয়া কহিল "তা কি আমি বলেচি; দেখতে পাচ্চি তুমি তো বেশ লোক, নমতু! যেচে ঝগড়া কোরচো।"

"সুতরাং মানে কাজে কাজেই; এত তোষামোদ-পরামোদ করচি, তবু বোল্চ না, কাজে কাজেই ঝগড়া কোরচি; তা ছাড়া যে ফড়ে তুমি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া না ক'রে কি উপায় আছে? গল্পের দুই চার লাইন বলতে না বলতেই মুখখানা গম্ভীর ক'রে বোলবে, 'পাওনা না দিলে আর গল্প বোলতে পারবো না, নমু, শীগ্গী পাওনা মিটিয়ে দাও, নইলে এইবার গল্প বন্ধ কোরলাম।' তোমার মত ফ'ড়ে কি আর জগতে আছে না কি?"

সুশীল কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ আমি ফ'ড়ে! আচ্ছা, দেখি তোমাকে কে গল্প বলে?" ডান হাতের বুড়া আঙুল দেখাইয়া বলিল, "দায় পড়েচে আমার গল্প বোলবার জন্য।" তারপর চিৎপাত হইয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া লেপখানা টানিয়া লইয়া আগাগোড়া চাপা দিয়া সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। বেগতিক বুঝিয়া, নমিতা আসিয়া আস্তে আস্তে সুশীলের শিয়রে বসিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার মুখের লেপ তুলিয়া আদর করিয়া তাহার মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এই, ওঠো না, এমন খারাপ কথা কি বোলেচি যে তোমার এত রাগ হ'ল, ওঃ ভারি তো; গল্প জানো, তাই বোলতে বোলচি।"

সুশীল মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "আঃ ডিস্টার্ব ক'রো না, নমু, ভারি ঘুম পেয়েচে।" নমিতা আদর করিয়া তাহার মুখে হাত বুলাইতেছিল। ইহাতে সে ভারি আনন্দ অনুভব করিতেছিল আর ভাবিতেছিলেন, "আঃ! নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে বাঁচলাম; আরও কিছুক্ষণ এই আদর চলুক।"

নমিতা এইবার সুশীলের গালের উপর নিজের গাল রাখিয়া

তোষামোদ করিতে লাগিল ; "সত্যি বল্‌ছি ওঠো না , যদি দোষ ক'রে থাকি, আমাকে ক্ষমা করো ; ক্ষমা ক'রে আমাকে গল্প বলো ; এইবার খুসি হয়েচো তো ? এতেও যদি খুসি না হও তা'হলে তোমার চোখে নস্যি গুঁজে দিয়ে ঘুম বার করে দেবো।"

চোখে নস্য গোঁজার কথা শুনিয়া সুশীল তাড়াতাড়ি ভয়ে উঠিয়া বসিল। কারণ নমিতাকে বিশ্বাস নাই ; সে রাগের মাথায় চোখে নস্য গুঁজিয়া দিতেও পারে। উঠিয়া মিথ্যা করিয়া হাই তুলিয়া চোখ রগড়াইয়া মিথ্যা করিয়া কহিল, "কি যে করো, নমু ? ভারি ঘুম পেয়েছিলো, কিন্তু তুমি আমাকে ঘুমোতে দিলে না।"

নমিতা তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "চোখে নস্যি দিলে ভারি ঘুম হয় ; নস্যি দেবো, চোখে নেবে ?"

সুশীল কৃত্রিম রাগে মুখখানা বেজার করিয়া বলিল, "বেশ বেশ, আর তামাসা কোর্‌তে হবে না।"

"এখনও বল্‌ছি গল্প বলো ; নইলে তোমাকে বিশেষভাবে জব্দ করা হবে।"

"বেশ, আমি বল্‌ছি শোনো।"

"বলো।"

"পাওনা দাও ; তবে তো বল্‌বো।"

'পাওনা' আদায় করা শেষ হইলে, সুশীল কহিল, "প্রথমেই বলে রাখি, যে গল্প বল্‌বো বল্‌ছি, তার সঙ্গে আমার দুই-চারিজন বন্ধুর আচার আচরণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বল্‌বো ; তা'তে বিরক্ত হ'তে পাবে না, তা' কিন্তু বো'লে রাখ্‌চি।"

"মোটেই না, মোটেই না ; তুমি বল্‌তেই সুরু করো তো।"

সুশীল বলিতে সুরু করিল, "কোন একজন বিশিষ্ট বন্ধুর বিয়েতে আমাদের চির-পূজ্য অগ্রজের নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়ীতে মহা হৈ-চৈ! মহা কোলাহল! পাক-শাক তখন পুরা দমে চোল্‌চে, এ রাঁধুনী বলে, ডাল-তরকারি রান্না হ'য়ে গেছে, ও রাঁধুনী বলে, লুচি-পোলাওটা হ'লেই হয়, আর বাড়ীতে লোকের ওপর লোক—যাকে সাধুভাষায় বলে জন-সংসদ! নিমন্ত্রিতদের দল চমৎকার সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে দলে দলে এসে জুটেচে, বাড়ীময় লোক, ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই, বিয়ের আসরে নিমন্ত্রিতদের জাকজমকশালী পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যর কথা তোমার তো জানা আছে, চুলের বেশ ক'রে পাট ক'রে ভাল কাপড় জামা পরাতে, তাদের এক একজনকে থাকার কার্ত্তিকটির মত দেখ্‌চ্ছিলো। তাদের অনেকের আবার নূতন বিয়ে হয়েচে, পরণে শান্তিপুরের ধুতি, গায়ে দামী পোষাক, পায়ে বার্ণিস করা চামড়ার জুতো, বার্ণিসের চাক্‌চিক্য কি! আয়নার মত তাতে মুখখানা পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাদের গতিবিধির ওপর আমার বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ছিল; দেখ্‌লাম তাদের সমস্ত শ্রম-যত্ন পোষাকের পারিপাট্য বজায় রাখার দিকে, এতে তাদের উদ্যম-উৎসাহের অন্ত নেই; কেবলই জামা-কাপড় হাত দিয়ে ঝাড়্‌চে। তাদের বিশ্বাস, পোষাকের বাহার করলে সৌন্দর্য্য বাড়ে; আর সৌন্দর্য্য বাড়লেই স্ত্রীর মন পাওয়া যায়; সোজা কথা, যে পুরুষ যত সুন্দর, তার স্ত্রী তাকে তত ভালবাসে; ভ্রান্ত হোক, অভ্রান্ত হোক, এই হ'ল তাদের ধারণা।" বলিতে বলিতে সুশীল এইখানে থামিল, তারপর অতি আনন্দে নমিতার অধর স্পর্শ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, সত্যি বলো তো, নমতু, যদি হঠাৎ আমার সৌন্দর্য্য বেড়ে যায়, তা'হলে কি তুমি আমাকে বেশী ভালবাসবে না?"

শুনিয়া নমিতা হাসিল; সুশীলও হাসিল; তারপর সে বলিতে

লাগিল, "এই সব নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলো আমার পরম বন্ধু ; তা'র পকেটে ছিল একখানি ছোট্ট চিরুণী, আর একখানি ছোট্ট পকেট আর্শি ; তারও নূতন বিয়ে হ'য়েছিলো। কাজেই বুঝতে পারচো, দাম্পত্য-প্রেমে সে শিক্ষা-নবিশ ; তা'র স্থির বিশ্বাস ছিলো, যে যার স্বামী যত সুন্দর, তা'র স্ত্রী তা'কে তত ভালবাসে : তা'র মানে স্ত্রীর ভালবাসা স্বামীর রূপের অনুযায়ী ; এ বিশ্বাস ঠিক কি বেঠিক, এ কথা সে কখনও ভেবে দেখতো না, দরকারও বিশেষ ছিলো না ; কাজেই দেহের সৌন্দর্য্য যাতে বজায় থাকে, সে বিষয়ে তার চেষ্টা অক্ষুন্ন ছিলো ; প্রতিদিন তিন চার বার ক'রে সাবান ঘ'ষে একপুরু ছাল-চামড়া তুলে ফেল্‌বার যো করতো আর কি ! মুখে পাউডার মাখতো ; বেশী বেশী দামী তেল সেণ্টের ছড়াছড়ি ; কখন কখন হঠাৎ ক'রে এক শিশি অগুরুই রুমালে ঢেলে ফেলে আর কি ; আর্শিতে মুখ দেখা আর শেষ হয় না, দিনের মধ্যে কতবার যে দেখতো তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন ; সময় নেই, অসময় নেই, দেখচেই দেখচেই ; ঘুম ভেঙ্গে গেলে রাত্রি দুপুরেতে মুখ দেখতো ; এত মেহনৎ কেন করতো বুঝতে পারচো তো, নমতু ? সৌন্দর্য্য দেখিয়ে স্ত্রীর মন চুরি করবে বলে।"

সুশীল সাদরে নমিতার মুখখানি নিজের বুকে টানিয়া আনিয়া চুমু খাইয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমার ঐ বন্ধুটি বিয়ের আসরে আসার পর এদিকে ওদিকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে চারিদিক একবার বেশ ক'রে দেখে নিলো, তা'র সুদূরে বা অদূরে কেহ কোথাও তার দিকে চেয়ে আছে কি না ; যখন বুঝলো কেহই নেই, সকলেই বিয়ের রং-তামাসায় মসগুল হ'য়ে গেছে, তখন সে আস্তে আস্তে পকেট হ'তে তার আর্শিখানা বার ক'রে ফেল্‌লো ; তারপর সভয় দৃষ্টিতে আর একবার চারিদিকে চাইল ; তা'র দৃষ্টি সভয়, কারণ ভয়ও আছে, তার বন্ধুরা

এই ভাবে আর্শিতে মুখ-দেখা ধরতে পারলে, তা'র তো আর রক্ষা থাকবে না, ঠাট্টা তামাসা আর বচনের খেলায় তাকে বড়শীতে মাছ বেঁধার মত বিঁধে ফেলবে, কেউ বা হয়তো তার কাণ দুটো ধ'রেই ম'লে দে'বে। যাহোক্ যখন বুঝ্তে পারলে, ধরা পড়বার বালাই নেই (কিন্তু সে আমাকে দেখ্তে পায় নি, বাগানে আমি লুকিয়ে ব'সে ছিলাম), তখন সে পকেট হ'তে আর্শিখানা বা'র ক'রে, মুখ দেখ্তে সুরু করলে; দেখার বাহার কত! কখন সোজা সুমুখ দিকে দেখ্চে, কখন বাঁ দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখ্চে, আবার কখন ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখ্চে। মনে মনে বল্লাম, "বাহবা, ছোকরা! যত পার দেখ।" ঠিক এইখানে নমিতা বাধা দিয়া কহিল, "দাদার মহত্বের কথা শুন্তে চেয়েছি; তোমার বন্ধুরা কি করলো না করলো, তা তো জান্তে চাই নি।"

সুশীল সস্নেহে নমিতার ডান হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কহিল, "আগেই তো বলেছি, নমতু, আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে কিছু চর্চ্চা আলোচনা করবো; একটু ধৈর্য্য ধ'রে শুনে যাও, একটু পরেই দাদার কথা বল্তে আরম্ভ করবো।"

নমিতা একটু হাসিয়া কহিল, "বেশ, বেশ, বলো।"

সুশীল কহিতে লাগিল, "যা বলা হ'লো, তা' হ'তে বেশ বুঝ্তে পারচো, বিয়ের আসরে জাঁক-জমক আর চাকচিক্যের আয়োজনের অভাব ছিলো না; বরযাত্রীদের ভেতর জন কয়েক ছিলো, যাদের হাতে সোণার হাতঘড়ি ছিল; তা'রা এই অমূল্য ধন (হাত-ঘড়ি) লোককে দেখাবার জন্যে জামার আস্তিনা গুটিয়ে রেখেছিল; ভাবটা এই, লোকে দেখ্লে তা'দিকে "বাবু" বল্বে আর "বাহবা" দেবে; ঠিক জেনো, নমতু, এ ঘড়ি তা'রা বিয়ের সময় শ্বশুর বাড়ী হ'তে পেয়েছে;

গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে, দামী সোণার ঘড়ি কেনার উদাহরণ অতি বিরল। কেহ কেহ আবার গন্ধ-মাখান সিল্কের রুমাল উড়িয়ে খুব বাবুয়ানা কর্‌ছিলো; এমন কর্‌বার কারণ, যারা রুমালের এই সুগন্ধ পাবে, তারা রুমাল-ধারীর প্রশংসা ক'রবে। আবার কেহ কেহ পোষাকের পারিপাট্যে এত যত্নবান্ যে তা'দের কাপড় কিংবা জামায় অন্যের হাত ঠেকেচে কি না ঠেকেচে, অমনি দাঁত খিঁচিয়ে তা'কে তেড়ে মা'র্‌তে আসে আর কি।"

"বেশ-ভূষার এই অলস অসার গর্ব্ব-গৌরবের মাঝখানে আমাদের পূজ্যপাদ্ অগ্রজ মূর্ত্তিমান্ সরলতার মত এসে দাঁড়ালেন; তাঁর অতি সুন্দর মুখখানি বিয়ের আসরের জাজ্বল্যমান্ আলোরাশির সমুখে ঠিক পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাচ্ছিলো; পরণে সাদাসিধা জামা-কাপড়; কোনো বাহার, কোনো বাবুয়ানা নেই; তবু তাঁর স্বভাব-মধুর সৌন্দর্য্যের কাছে ঐ সব লোকের বিলাসিতা-বর্দ্ধিত রূপ একেবারে ম্লান মলিন হ'য়ে গেল; সত্যিই বটে, স্বভাবজ সৌন্দর্য্য বিলাসিতা-বর্দ্ধিত রূপরাশির চেয়ে শত-সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।"

সুশীলকে থামিতে দেখিয়া, নমিতা কহিল, "বলে যাও; থাম্‌চো কেন? আমার মনে হচ্চে, গল্পের যে জায়গায় খুব আনন্দ পাবো, আমরা এইবার সেই জায়গাতেই এসে প'ড়েচি।"

সুযোগ বুঝিয়া, সুশীল কহিল, "বিনা 'পাওনায়' আমি আর গল্প বল্‌তে পার্‌বো না, নমতু।"

'পাওনা' আদায় হইলে, সুশীল বেশ করিয়া গলা ঝাড়িয়া লইয়া, বলিতে লাগিল, "যেমন দাদা বিয়ের আসরে এলেন, অমনি সেখানে সব লোক উঠে দাঁড়াল; যাঁরা তাঁর গুরুজন, তাঁরা এসে তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন; আর যাঁরা তাঁর চেয়ে বয়সে ও মানে ছোট, তাঁরা এসে তাঁকে

ভক্তি-ভরে প্রণাম করলেন ; এল না কেবল একজন ; লোকটা দেখতে এমনি কুৎসিত যে তাকে দেখলে ঘৃণা বোধ হয়। তা'র মুখখানা ঠিক বুলডগের মুখের মত ; মাথা-জোড়া টাক ; চুল নেই বললেও চলে ; এই বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বর মরুর পিছন দিকে গোছ কতক চুলের একটি ওয়েসিস্ ; তা' ছাড়া সব জায়গাটিই মসৃণ ; তা'র গালের হাড়দু'খানা ঠিক হনুমানের হনুর মত উঁচু ; সে কুসীদ-জীবী ; এ বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে অজন্মার জন্যে দাদা দেশের দীন-দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে অনেক টাকা বিতরণ ক'রেছিলেন ; কাজেই, দেনদারের অভাবে ঐ কুসীদ-জীবীর ব্যবসা ভালভাবে চলছিলো না ; সেজন্যে আমাদের দাদার ওপর তা'র ভারি রাগ ; আর প্রতিহিংসা নেবার জন্যেই সে এখানে এসেছিলো ; কিন্তু এ কথা কেউ জানতো না।"

"যখন আমি দাদার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম্, তখন ঐ কুৎসিত-কদাকার লোকটা চোরের মত পা টিপে টিপে এসে কোন সময়ে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিলো ; আমরা আলাপ-আলোচনায় তন্ময় ছিলাম, কাজেই বুঝতে পারি নি ; তা'র পকেটে একটি লোহার হাতুড়ী লুকানো ছিল ; তাই দিয়ে সে আমাদের দাদার মাথায় সবলে আঘাত করলো ; সে আঘাত এত সজোর হ'য়েছিলো যে আঘাত পাবামাত্রই দাদার মাথা ফেটে গেল ; রক্তাক্ত দেহে তিনি প'ড়ে গেলেন ; তাঁর মাথা রইল আমার কোলের ওপর ; আর তাঁর দেহখানি পড়ল—যে বেঞ্চির ওপর ব'সে আমরা গল্প-গুজব করছিলাম্—তা'র ওপর।"

দার্শনিকের ঐ কষ্টের কথা শুনিয়া, নমিতার দুই গাল বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল ; দেখিয়া, সুশীল নিজের হাত দিয়া তাহার

চোখদুইটি মুছিয়া দিয়া, বাঁ হাত দিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বলিল, "থাক্, আর ব'লে কাজ নেই, কি বলো, নমু ? এতে তোমার ভারি কষ্ট হচ্ছে, নয় ?"

"তা' হোক্, বলো, বলো।"

সুশীল আবার বলিতে লাগিল, "যখন দাদার মাথাটি আমার কোলে পড়্লো, তখন তাঁর অতি সুন্দর মুখখানি বেদনায় ব্যাকুল ব'লে বোধ হোলো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চোখ বুজ্লেন ; কিন্তু এই দুঃসহ দুঃখের মাঝখানেও তাঁর ঠোঁটদুইখানিতে একটি স্নিগ্ধ মধুর হাসি লেগে রইল ; শেষে তাঁর সর্ব্বশরীর বার কতক কেঁপে কেঁপে উঠে, স্থির, ধীর হ'য়ে গেল ; তাঁর অবস্থা দেখে, বুঝ্লাম্, তাঁর সংজ্ঞা নেই।"

দাদার এই দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়া, নমিতার চোখদুইটি আবার কানায় কানায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এবার সুশীল নিজের রুমাল দিয়া নমিতার অশ্রুভরা চোখদুইটি মুছিয়া দিয়া, কহিল, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, কেমন, নমতু ?"

নমিতা দুই হাত দিয়া সাদরে সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বলিল, "না, না, বলো ; এখন কষ্ট পাচ্চি বটে, কিন্তু একটু পরেই যে আনন্দ পাবো, তা'তে কোন সন্দেহ নেই, বুঝ্তে পার্‌চি ; সে আনন্দের স্রোতে আমার এ দুঃখ কোথায় ভেসে যাবে। আনন্দ দুঃখের ক্ষতিপূরক।"

"কেমন ক'রে বুঝ্লে, নমতু, আনন্দ পাবে ? এখনও তো আনন্দের কোনো আভাসই পাও নি।"

"পাই নি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে, পাবো ; কেন মনে হচ্চে তাও বল্‌তে পারিনে ; যাইই হোক্ তুমি থেমো না। আবার বল্‌তে সুরু করো।"

সুশীল বলিতে লাগিল, "দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিয়ের সেই পূত-পবিত্র

আসর রক্তে রঞ্জিত কসাইখানায় পরিণত হোলো ; সেই কুৎসিত কদাকার সুদখোরটা তখন বুঝতে পারলো সেখানকার সকলেই তা'র ওপর মহা খাপ্পা হ'য়েচে, তা'রা মারের ঠেলায় তা'র হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেবে ; তখন সে সভয়ে বার-কতক এদিকে ওদিকে চেয়ে বেগতিক বুঝে, চোঁচা দৌড় আরম্ভ করলো. উন্মত্ত লোকের দল তখন চীৎকার ক'রতে লাগলো, "মার্ শালাকে, ধর্ শালাকে, ও'র মাথা নিয়ে ভাটা খেলা করবো।' একজন ছিলো, সে ছুটতে খুব ওস্তাদ, সিংহ যেমন হরিণ ধরে, সেই লোকটি ছুটতে ছুটতে এক লাফে তাকে তেমনি ভাবে ধ'রে ফেললো, তখন সে আর যাবে কোথায় ? মার্ তো মার, একেবারে চাঁদা ক'রে মার্ ! দুম্, দাম্, চটাশ্, পটাশ্ ক'রে শব্দ হ'তে লাগলো। তার মানে, ঠিক ভাদ্রমাসের তাল-পড়ার মত দুমদাম, গদাগদ্ শব্দে তা'র পিঠের ওপর কেবলই কিল-চড়-চাপড় পড়তে লাগলো। কোলকাতার রাজপথে ছিঁচ্‌কে চোর ধরা পড়লে মার খেয়ে তার যে দুর্গতি হয়, এই কুসীদ-জীবীরও সেই অবস্থা হোলো। তা'র এক ঘায়ের মূলধন আসল সমেত চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ দিয়ে শোধ করা হোলো ; মার খাওয়ার পর তা'র মুখখানা আমচুরের মত শুষ্ক নীরস বলে মনে হোলো।"

"যখন দাদার চেতনা ফিরে এলো, তখন মনে হোলো যেন আনন্দের উজ্জ্বল আলোতে তাঁর সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো ; আর তাঁর মুখখানির উপর একটি অতি মধুর হাসির রেখা দেখা গেল ; তারপর যখন তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ফি'রে এল, তখন তিনি উঠে বোসলেন ; দেখলেন, পুলিশের লোক ঐ সুদখোরটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে, কড়া পাহারায় রেখেচে ; তা'র দুরবস্থা দেখে দাদার দুঃখের আর অবধি রইল না, পুলিশ-প্রহরীর কাছে এসে, সেই এক বাড়ী লোকজনের সমুখেই কুসীদ-জীবীকে ছেড়ে দিতে বোললেন ; এই কথা শুনে, সকলেই

সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগ্‌লো ; বলা বাহুল্য, দাদার ঐ কথা শুনে, তারা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা স্বরু করে দিলো ; কেহ কেহ গলার স্বর খাটো কোরে নীচু স্বরে বিড়্ বিড়্ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'এমন ভয়াবহ লোককে বিনা সর্ত্তে ছেড়ে দেওয়া কখনই ঠিক হ'তে পারে না।' জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্তের জন্য এসেছিলেন ; তিনি এতক্ষণ মুখে লম্বা একটি পাইপ লাগিয়ে ভিড়ের পিছনে ব'সে ধূমপান ক'র্‌ছিলেন ; ওঃ, সে কি টান ! যখন তিনি চোখ বুজে সজোরে টান দিচ্ছিলেন, তখন পাইপের ভেতর দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠ্‌ছিলো ; দাদার ঐ অনুরোধ শুনে তিনি ভিড়ের পিছন হ'তে সুমুখে এলেন ; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখ্‌তে খুব সুশ্রী ; আর তাঁর স্বভাবটিও বড় সুন্দর ; ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে তাঁর শক্তি সামর্থ্য ও দক্ষতাও অসাধারণ ; তিনি কাজে নিপুণতা দেখিয়ে, সকলেরই প্রশংসাভাজন হ'য়েছিলেন ; পালোয়ানের মত হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা ; তাঁর সুন্দর নীল রঙের চোখদুটিতে এক যোড়া চশমা, সোণার সুন্দর ফ্রেমের উপর টিপ্‌ল্‌বার ; ডান চোখের কাঁচখানির ফ্রেমের ডান কিনারায় একটি ছোট টিপ্‌লি ছিল ; এই টিপ্‌লিতে একটি ছিদ্র ছিল ; এই ফুটোর ভিতর দিয়ে একটি কালো সিল্কের ফিতে পরানো ছিলো ; সেই ফিতে তাঁর ডান কাণের পাশ দিয়ে এসে, বুকের কাছে শিথিল ভাবে ঝুল্‌ছিলো। এই সিভিল সার্ভিস-ধারী ইংরাজ ভদ্র মহোদয়ের নাম খুব বড়, আর তা' উচ্চারণ করা খুব কঠিন ; তাই সকলে হেসে বল্‌তো, পূরো নামটা উচ্চারণ কর্‌তে গেলে দাঁত ভেঙে যা'বে, কাজেই তা'রা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মতি নিয়ে তাঁকে সহজ সরল মিঃ 'উইলসন' নামে ডাক্‌তো। তাঁর বড় ছেলের অতি কঠিন রোগ হয়েছিলো ; সব বড় বড় ডাক্তার রোগটিকে অনারোগ্য ব'লে স্থির ক'রেছিলেন ; কিন্তু দাদা সকলের তাক লাগিয়ে দিয়ে তা'কে

আরোগ্য ক'রেছিলেন ; এই ভাবে আরোগ্য করাতে, দেশের চারিদিকে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো, আর দেশ-বিদেশের লোকে তাঁকে সব চেয়ে বড় ডাক্তার ব'লে মেনে নিয়েছিলো : এই সুবাদে দাদা আর মিঃ উইল্‌সনের সঙ্গে বেশ ভাব-সাব ছিলো ; তা' ছাড়া দাদার নিঃস্বার্থ পরোপকারের বৃত্তি আর তাঁর ঋষিতুল্য সৎগুণের প্রমাণও তিনি যথেষ্ট পেয়েছিলেন।"

"ভিড়ের ভেতর হ'তে সম্মুখে এসে, মিঃ উইল্‌সন্ যখন দাদাকে দেখলেন, তখন তিনি সসম্মানে মাথার টুপী খুলে, তাঁকে 'যুগাবতার' ব'লে অভিনন্দিত করলেন ; তারপর তাঁর সঙ্গে হস্তমর্দ্দন ক'রে, অতি সুন্দর বাংলা উচ্চারণে বল্‌লেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আমি আপনার মত মহর্ষি-তুল্য মহাপুরুষের দেখা পেয়েচি।' হঠাৎ এই সময়ে দাদার মাথার ব্যাণ্ডেজের দিকে দৃষ্টি পড়াতে, তিনি একটু চমকিয়ে উঠে বল্‌লেন, 'ব্যাপার কি? মাথার ব্যাণ্ডেজ কেন? কি হয়েছিলো?' একটু থেমে একটু ভাব্‌লেন ; সুদখোরটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, বল্‌লেন, 'ওঃ, ঐ পাজী বর্ব্বরটা বুঝি আপনাকেই আঘাত ক'রেচে ; বাস্তবিক আমি তো তা' জান্‌তাম্ না।' দাঁত দিয়ে নীচেকার ঠোঁটখানা কামড়িয়ে ধ'রে, একবার ঐ সুদখোরটার দিকে চাইলেন ; দেখে মনে হ'ল যেন তাঁর দুই চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রিয়ে পড়্‌চে ; তারপর তর্জ্জনী কাঁপিয়ে, বল্‌লেন, 'আচ্ছা,' ও শয়তানটাকে দেখে নেবো ; ওকে শক্ত দাওয়াই দেওয়া হবে।' শেষে, দাদা মিঃ উইল্‌সনের যে মহোপকার ক'রেছিলেন, তা'র উল্লেখ ক'রে বল্‌লেন, 'আপনি আমার সন্তানের জন্যে কত ক'রেচেন ; কিন্তু যেখানে আপনি অতি বিপন্ন, সেখানে এসেও আমি আপনার কোনো উপকার করতে পার্‌লাম না, অথচ আপনার উপকার করবার যথেষ্ট সুযোগ ছিলো ; এ বড়ই অনুতাপের কথা।'

একটু থেমে পুনরায় বল্‌লেন, 'নিঃস্বার্থ পরোপকার পাওয়ার মানেই তো ধার করা; উপকার পেলেই প্রত্যুপকার করা উচিত; যে তা' করে না, সে জীবনের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য অবহেলা করে; অকৃতজ্ঞতার মত ছোট জিনিস বোধ করি জগতে আর নেই।'

দাদা বল্‌লেন, 'আপনি যা বলেচেন্, তা' সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু আপনি একটা কথা একেবারে ভুলে যাচ্চেন; সেটি এই—আপনি আমার এ সম্বন্ধে কিছু জান্‌তেন না; কাজেই বুঝ্‌তে হবে, 'যা' করেচেন, না জেনেই করেচেন; এতে কোন দোষ-অপরাধ থাক্‌তে পারে না; না জেনে কাজ ক'র্‌লে, তা'র সুবিধা এই, যে কাজটি করা হয়, সেটিকে বাদ দেওয়াও চ'ল্‌তে পারে। সে যা' হোক, আপনার কাছে আমার একটি সবিনয় নিবেদন আছে।'

'সেটি কি বলুন তো, শুনি; নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি, এ প্রার্থনা আপনার নিজের জন্যে নয়।' তারপর দাদার ভোগত্যাগের ও স্বার্থ-শূন্যতার ইঙ্গিত ক'রে বল্‌লেন, 'জগতে বাস ক'রেও যিনি জগতের বাইরে, তাঁর কখনো এমন কোনো আশা থাক্‌তে পারে না, যা' স্বার্থের সঙ্গে জড়িত; আমি বেশ জানি, আপনার দেহখানা এ জগতে বাস করে বটে, কিন্তু আপনার মন সর্ব্বদা পর-জগতের দিকে থাকে; এমন লোকের কোনো স্বার্থের চিন্তা থাক্‌তেই পারে না।'

'যে উৎকর্ষে আমার কোনো দাবি নেই, মিঃ উইল্‌সন, সে উৎকর্ষ আমাতে আরোপ করা ঠিক নয়; আপনি আমার মান-মর্য্যাদা অত্যন্ত বাড়িয়ে দিচ্চেন; আমার মত দীন হীন লোক জগতের কোনো কাজেই লাগে না। যে লোক অতি হীন, তা'র জীবনের আর দাম কি?'

'আপনার শেষ কথাটাতে আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্চে; আপনি যদি দীন হীন হন, তাহ'লে আমরা কি. দার্শনিক? জগতের

সব চেয়ে মহৎ লোক যদি এই কথা বলেন, তাহ'লে আমরা যাই কোথায়, দার্শনিক ?' তারপর একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, 'ভাষা ভাবের প্রকৃত দর্পণ নয়; মনের নিভৃত স্তরে যে চিন্তা বিচরণ করে, ভাষার শৃঙ্খলে তা'কে যথাযথভাবে বাঁধা যায় না; জিব্ মনের চিন্তার অবিকল প্রতিকৃতি হ'তে পারে না; তা' না হ'লে, আমি আপনার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিবৃতি দিতে পার্‌তাম; কিন্তু তা অসম্ভব; কাজেই আমাকে এইখানেই নিরস্ত হ'তে হোলো। এখন বলুন, আপনার অনুরোধ কি ?'

'আমার বন্ধুর হাতে হাতকড়ি দিয়ে তা'কে আট্‌কিয়ে রাখা হয়েচে; তা'র অবস্থা দেখে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হচ্চে; তাই আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌চি, তা'কে ছেড়ে দিন।'

প্রার্থনা শুনে মিঃ উইলসনের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো; তিনি স্থির হ'য়ে একটু ভাবলেন; তারপর পাইপে সজোরে একটি টান মেরে, ভুস্ ক'রে একরাশি ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে, গম্ভীর ভাবে মাথা নড়িয়ে বল্‌লেন, 'তা' হ'তে পারে না, দার্শনিক; এত বড় অপরাধীকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না।' মিঃ উইল্‌সন্ দাদার হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া, গলার স্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া, কহিলেন, 'স্বীকার করি, মহাপ্রাণ দার্শনিক, আপনি আমার যথেষ্ট উপকার ক'রেচেন; এজন্যে কৃতজ্ঞতার খাতিরে আমি আপনার জন্যে প্রাণ দিতে রাজী আছি; আমি জানি, যারা জ্ঞানী, তারা কৃতজ্ঞতার এ বাঁধন মাথা পেতে মেনে নেন; কিন্তু কৃতজ্ঞতা আর কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রভেদ আছে; কৃতজ্ঞতা এক জিনিস, কর্ত্তব্য আর এক জিনিস; তা'র মানে আমি এই বল্‌চিনে, আমি খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ, খুব জ্ঞানী; তবে আমি এই বল্‌তে চাই, কর্ত্তব্য ক'রে জ্ঞানী হবার অধিকার আমার আছে; আপনার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যের জ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে

পারি নে ; তা' ছাড়া আপনার বন্ধু হিসেবে আমি এখানে আসি নি, এসেচি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হিসেবে।'

'আমার যত বন্ধু আছে তা'দের মধ্যে আপনিই সব চেয়ে মহৎ ; আপনি কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে যে কোন অপেক্ষা রাখেন না, এজন্যে আমি আপনার প্রশংসা না ক'রে থাকতে পার্‌চিনে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন ; আর আপনার ঐ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিমাণ দিন দিন বাড়্‌তে থাকুক ; এজন্যে আমি আপনার হ'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌বো।' তারপর কহিলেন, 'কিন্তু আমি বিশেষ দুঃখিত হ'য়ে জানাচ্চি, মিঃ উইলসন্, আপনার এই বার-বার অতি হীন কস্থর আমি নিতে চাই নে ; আমি জানি, মিঃ উইলসন্, প্রত্যুপকারের আশা করা স্বার্থপরতারই নগ্নমূর্ত্তি; তার মানে যে উপকার ক'রে, উপকার প্রত্যাশা করে, সে স্বার্থের বশেই এ কাজ ক'রে থাকে। এমনি স্বার্থের বশেই আমি আমার বন্ধুকে ছেড়ে দিতে বল্‌চি নে ; যে অনুরোধ ক'রেচি, তা'র মানে এই, আমার বন্ধুকে জামিনে খালাস দিন ; জামিন চল্‌বে তো ?'

'খুব চল্‌বে।' তারপর দাদার হাতখানি আবার নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'যা বলেচি, সেজন্যে আপনি মনে কিছু কর্‌বেন না যেন।'

দাদা অপরাধীর প্রতি কতটা সহৃদয়, এ জিনিসটা যাচাই কর্‌বার জন্যেই মিঃ উইল্‌সন্ ঐ কথা ব'লেছিলেন ; এ ছাড়া আরও একটি কারণ ছিলো : তিনি ইতর লুটখোরটাকে রীতিমত শাস্তি দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন ; কারণ সে আমাদের দাদার মত একজন মহৎ লোকের বিরুদ্ধে একটা অতি গুরুতর অপরাধ করেচে। কিন্তু যখন তিনি ঐ জবাব পেলেন, তখন তিনি মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লেন ; বল্‌লেন, 'আপনি বিনা জামিনেও ওকে মুক্ত ক'রে নিতে পারেন।'

'না, মিঃ উইল্‌সন্‌, সেটা ভারি অন্যায় হবে; আমার বন্ধু আমার যেমন প্রিয়, আপনিও আমার ঠিক তেমনি প্রিয়। আমি যদি বিনা জামিনে, আমার বন্ধুকে খালাস ক'রে নিই, তাহ'লে সকলে আপনাকে নিন্দে করবে; এ জিনিসটাও আমার পক্ষে অসহ্য। আপনি বিনা সর্ত্তে আমার বন্ধুকে যে মুক্তি দিতে চেয়েচেন্‌, এ হ'তেই আমি বুঝ্‌তে পেরেচি আপনি কত উদার।'

'দেখ্‌চি, এখানকার সকলেই ওর বিরুদ্ধে; কে ওর জামিন হবে? কে ওর জন্যে টাকা জমা দেবে?'

'ধরুন, আমি।'

মিঃ উইল্‌সন্‌ সবিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লেন, 'অ্যা আপনি! আপনি জামিন হবেন!"

দাদা বলিলেন, 'হাঁ, মিঃ উইলসন্‌, আমিই।'

মিঃ উইল্‌সন্‌ যখন বুঝ্‌তে পার্‌লেন, দাদাই সেই সুদখোরটার জামিন হবেন, তখন তিনি একটি প্রলোভন দমন করতে পারলেন না; প্রলোভনটি এই—অপরাধীকে মুক্ত ক'রে নেবার জন্যে, তিনি কত টাকা জামিন দিতে প্রস্তুত; তাই মিঃ উইল্‌সন্‌ জামিনের টাকা চাইলেন; একেবারে ৫০০০৲ টাকা চেয়ে বস্‌লেন্‌। গরীব দুঃখীদিকে দান কর্‌বার জন্যে সব সময়ে দাদা নিজের কাছে অনেক টাকা রাখ্‌তেন; সে টাকার পরিমাণ পাঁচ হাজার হ'তে পনের হাজার টাকা পর্য্যন্ত। মিঃ উইল্‌সন্‌ চাহিবামাত্রই তিনি ঐ টাকা তাঁকে দিয়ে দিলেন। টাকা পেয়ে মিঃ উইলসনের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না; তাই তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন; ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে দাদার মুখের দিকে চেয়ে থেকে, ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, 'কে এই দার্শনিক? মানুষ, না দেবতা? মার খেয়েও যে মেরেচে তা'র জন্যে টাকা দিলেন, এ তো সামান্য লোকের কাজ নয়।

এখন তাঁকে দেখে আমার মনে হ'চ্চে, দার্শনিকই আমদের প্রভু যীশু। বেশ, তাঁকে আরও পরীক্ষা করি, তাহ'লে সবই স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে। বার বার পরীক্ষা ক'রে তাঁর মহত্ত্ব চয়ন করে নিই; আর সেই মহত্ত্ব উপভোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমি নিজেও আনন্দের স্রোতে ভাস্‌তে থাকি।' এই জন্যেই মিঃ উইলসন্ বল্‌লেন, 'আপনি যা' কর্‌তে যাচ্ছেন্, মহাপ্রাণ দার্শনিক, তা' অতি বিপদ-জনক; যে এত গুরুতর অপরাধ করে, সে যে শয়তান এ কথা অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে; আর এ কথাও অতি যথার্থ এই অপরাধী অতি ভয়াবহ শয়তান; কারণ, সে আপনার কাছে ঘোরতর অপরাধ করেচে; কাজেই তার বিশেষ শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু আপনি কি কর্‌চেন; শাস্তি দেওয়ার বদলে ক্ষমা ক'রে উৎসাহ দিয়ে তা'র কুটিল মনের কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্চেন; শয়তানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানে তার কুপ্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে দেওয়া।'

'অসম্ভব, মিঃ উইলসন্; আপনি বল্‌চেন, আমার বন্ধুকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি; কিন্তু এধারণা ভুল; অনুতাপ আগুনের মত। ভালবাসা হ'তে অনুতাপের আগুন জ্বলে ওঠে, আর এই আগুনে বিদ্রোহী মনের সব দোষ পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। অনুতাপের থেকেও যে গুরুতর শাস্তি আছে, তা' বলে তো আমার মনে হয় না।'

'যা' বল্‌চেন, তা' কখন কখন সম্ভব হয় বটে, কিন্তু সব সময়ে হয় না; গড় পড়তা নব্বইটা উদাহরণে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ঐ ভাবের প্রশ্রয় হ'তে পাপের প্রবৃত্তিই বেড়ে যায়।'

'ঠিক তা নয়, মিঃ উইল্‌সন্; বরং ঠিক ওর বিপরীতটিই হয়। ভালবাসাই একমাত্র ওষুধ, যা দিয়ে বিদ্রোহী মনকে ঠাণ্ডা কর্‌তে পারা যায়।' তারপরই দাদা পুলিশ-প্রহরীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'হাতকড়িটা খু'লে দাও তো ভাই।'

মিঃ উইলসনের পরীক্ষা কর্‌বার ইচ্ছা তখনও মেটে নি; তাই ঐ কথা শুনে, বল্‌লেন, 'এ বিপদ-জনক কাজ কর্‌বেন না, দার্শনিক ; ঐ স্থদ-খোরটা আপনার পরম শত্রু ; কাজেই, ওকে শাস্তি দিয়ে ঠাণ্ডা কর্‌তে হবে।'

'শত্রুতা কিম্বা মিত্রতা—সে তো মনের ওপর নির্ভর করে।' বাস্তবিকই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বন্ধুত্বই হোক আর বৈরিতাই হোক, তা' সত্যিই আমাদের অনুভূতির ওপরই নির্ভর করে, যারা নীচ, পরম বন্ধুও তাদের মনের দোষে শত্রু হয় ; আর যারা উদার তাদের মনের গুণে পরম শত্রুও মিত্র হয়।

'আপনাকে একটি কথা বলি শুনুন, যিনিই অত্যাচারে কষ্ট পান তিনিই নিরপেক্ষবিচার চান্ ; কিন্তু আপনি ক্ষমা ক'রে সেই বিচার নষ্ট কর্‌চেন ; স্থদখোরটা দোষ করেচে ; তা'কে শাস্তি ভোগ করতে দিন ; যে দোষ করেচে তা'কে অতি সহজে ক্ষমা করা ঠিক নয় ; কিন্তু আপনি তা'কে অসঙ্কোচে রেহাই দিচ্চেন : যদি আপনি তা'কে আইন-আদালতের জিম্বায় না দেন, তাহ'লে বোলতে হবে প্রকৃত পক্ষে আপনি অবিচারকে প্রশ্রয় দিচ্চেন ; আপনি তো জানেন, বিনা বিচারে অত্যাচার বা অন্যায় কখন দমন করা যেতে পারে না ; জগতে যত যত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আর মানুষের সমাজ আছে, সে সবই বিচারের উপর নির্ভর ক'রে টিকে আছে ; যেখানেই বিচারের অভাব সেইখানেই অবিচার আর অরাজকতা এসে জোটে ; তবেই বুঝ্‌তে পার্‌চেন, স্থবিচার হ'তেই শাস্তি আর শৃঙ্খলা দেখা দেয়।'

'প্রকৃত বন্ধুই অমূল্য রত্ন ; আর আমার আপনার মত সেই রকম একজন বন্ধু আছে, আজ জেনে আমি মনে মনে গৌরব অনুভব করচি ; আপনার স্থবিচারের বোধ অতি চমৎকার ; দেখে আমি কায় মন ও বাক্যে এর প্রশংসা না ক'রে থাকতে পার্‌চিনে।' দাদা সাদরে মিঃ

উইলসনের গলা জড়াইয়া ধরিলেন ; কহিলেন, 'আমি সবিনয়ে বোল্চি, মিঃ উইল্সন্, কি ভাবে এই ব্যাপারে বিচার করবেন, আমাকে বলুন।'

'দণ্ডবিধির (Penal code) ব্যবস্থায় যে শাস্তি দেওয়া উচিত, সেই শাস্তি দেওয়া হবে।'

'যা' বোলচেন, তা অতি যথার্থ ; কিন্তু আমার দুঃখ এই, মিঃ উইল্সন্, আপনি যে পদে আছেন, সেই পদে থাকাতে বাধ্য হ'য়ে দণ্ডবিধির প্রতি অনুরাগ দেখাচ্চেন্ ; কাজেই, আপনি ভুলে যাচ্চেন এ বিধি ছাড়াও আর একটি বিধি আছে ; সে বিধি এর থেকে ঢের উঁচু ; সেটি হ'ল ভালবাসার বিধি। দণ্ডবিধি মানুষের করা, আর ভালবাসার বিধি সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার করা ; পিনাল্ কোড্ অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে বিচার করে ; তাতে তার মুখ মূক হয় বটে, কিন্তু তার বুক মূক হয় না ; বেশী শাস্তির ভয়ে সে মুখে বিদ্রোহ প্রকাশ করতে সাহস করে না সত্যি, কিন্তু তা'র অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বল্তেই থাকে ; কিন্তু ভালবাসার বিধি এত চমৎকার, এত মধুর যে মুখ আর বুক তো মূক হয়ই ; তা' ছাড়াও আবার বিদ্রোহী অন্তর-বিদ্রোহের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে, একেবারে নিজের হ'য়ে পড়ে!'

দাদার কথা শুনে, মিঃ উইল্সন্ একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন ; বল্লেন্ 'আহা! কত মধুর কথাই আপনার কাছ হ'তে শুন্লাম ; যা' শুন্লাম, তা' তো মধুর বটেই, কিন্তু তার চেয়েও মধুর আবার আপনার হৃদয়খানি ; অন্তরের মাধুর্য্যই আত্মার সৌন্দর্য্য ; আর সুন্দর, মধুর আত্মাতেই ভগবানের বাস ; আপনি যেভাবে প্রেম প্রচার করচেন, তাতে আমি আপনাকে প্রভু যীশু না ব'লে থাকতে পারচি নে ; কিন্তু সে যা' হোক্, এখন আমাকে বলুন, আপনার দেহে আঘাতের যে চিহ্ন আছে, তা'র সপক্ষে আপনি কি যুক্তি-তর্ক দেখাবেন।'

সে চিহ্নগুলিকে আমি 'ভালবাসার নিদর্শন' বল্‌বো।'

'বলেন কি, দার্শনিক? প্রহার কখন প্রেম হ'তে পারে না, তার চিহ্ন কখনো প্রেম-চিহ্ন হ'তে পারে না; বুঝিয়ে দিন, কেমন ক'রে পারে।'

'এর মানে তো অতি সোজা, মিঃ উইল্‌সন্; মারার মানেই ভালবাসার অভাব নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে ভালবাসারই আতিশয্য; মার্‌লে গায়ে ক্ষত হয় বটে, কিন্তু সেই প্রহার হ'তে ভালবাসাও ফুটে ওঠে; অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়, মা সন্তানকে মারেন; তার ফলে সন্তানের দেহ ক্ষত-বিক্ষতও হয়; কিন্তু মা স্নেহ করেন না, এ মারের মানে তাই নয়; সত্যি বটে, মা শাস্তি দেবার জন্যেই সন্তানকে মারেন; সত্যি বটে, মা রাগের বশেই এ কাজ ক'রে থাকেন; কিন্তু এই মারের মধ্যেই, এই রাগের মধ্যেই, আবার মায়ের অপার অসীম অপত্য স্নেহ লুকিয়ে থাকে; যেখানে স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, এভাবে মারের প্রবৃত্তি সেখানে আসতেই পারে না। তাই বল্‌চি, মায়ের অপত্য স্নেহ সন্তানের দোষ সংশোধন কর্‌বার জন্যে প্রহারে রূপান্তরিত হয়; কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌চেন্, মিঃ উইল্‌সন্, প্রহার সব সময়ে ঠিক প্রহারই নয়; বরং প্রহার স্নেহ-ভালবাসারই একটা রূপ। তেমনি আমার বন্ধুর এই ব্যাপারেতে ঠিক এই কথাই বলা যেতে পারে। সংসারে থাক্‌তে হ'লেই টাকার দরকার; তাঁরও টাকার প্রয়োজন হ'য়েছিলো; কিন্তু ধার কেউ না নেওয়ার জন্যে তাঁর ক্ষতির উপর ক্ষতি হচ্ছিলো; এ জিনিসটা আমার বিবেচনা করা উচিত ছিলো; কিন্তু আমি তা' করি নি; কাজেই, আমাকে আঘাত ক'রে আমার অবিবেচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েচেন্; এতে আমি আমার দোষ সংশোধন ক'রে নেবার অবসর পেয়েচি; তা ছাড়া ভবিষ্যতেও এ ভুল আর আমার সহজে

হবে না। ও দিকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, মা মেরে সন্তানের দোষ সংশোধন করেন; আবার আমার বন্ধুর ব্যাপারেও দেখ্‌চি, মার খেয়ে, আমার অবিবেচনার দোষ সংশোধন হ'য়ে গেছে; কাজেই, দুয়েরই পরিণতি এক; মায়ের প্রহার যদি স্নেহের বশে হয়, আমার বন্ধুর এ প্রহারই বা ভালবাসার জন্যে হবে না কেন? এখন বুঝ্‌তে পেরেচেন, মিঃ উইল্‌সন্‌, কেন বোলেচি আমার ক্ষত ভালবাসারই নিদর্শন। আপনি বল্‌তে পারেন, আমার বন্ধু আমাকে ভালবাসার বশে মারেননি। কিন্তু মার খেয়েও যখন আমি উপকার পেয়েচি, তখন আমি এ প্রহারকে ভালবাসার বশে ব'লে ধরে নেবো বৈ কি। এ হ'তে আমরা একটি খুব ভালো শিক্ষা পাচ্ছি; আমরা বুঝ্‌তে পার্‌চি, নগ্ন অহিত সময় বিশেষে প্রচ্ছন্ন হিতেরই মূর্ত্তি; প্রহারও প্রেমেরই একটা রূপ। তা' ছাড়া, মিঃ উইলসন্‌, জগতের প্রতি ভালবাসা দেখাতে গেলে, মার খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হ'য়েছিলো; তার জন্যে তিনি মারাত্মক ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েছিলেন; মানুষের পাপ-তাপের যে ক্ষত ছিল, প্রভু যীশুর ঐ মারাত্মক ক্ষতই তা'দিকে তা' হ'তে বাঁচিয়েচে।' সহসা এই সময়ে ভিড়ের ভেতর হ'তে একজন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, 'পরম করুণ নিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষতই জগাই মাধাইকে পাপ-তাপের পঙ্কিল পথ হ'তে ফিরিয়ে, তা' দিকে পুণ্যের পথে নিয়ে গিয়েছিলো।' দাদা আবার বলতে লাগ্‌লেন, 'ত্রাণকর্ত্তার (যীশুর) জীবনী হ'তে আমরা বুঝ্‌তে পারি, ক্ষত শুধু ক্ষতই নয়, ক্ষত ক্ষতেরই প্রতিষেধক, ক্ষত ক্ষতেরই মহৌষধ।'

দাদার কথা শুনে, মিঃ উইল্‌সন্‌ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন; তাঁর সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান্‌-হৃদয়ে তখন প্রেমময় যীশুর পুণ্যময় জীবনের প্রেমের কার্য্যাবলী একটির পর একটি ক'রে জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল;

আর সেই আনন্দে তাঁর সর্ব্ব শরীর স্পন্দিত হ'তে লাগ্‌ল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চোখদুটি সানন্দ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে, সসম্মানে আমাদের দাদার হাতখানি নিজের হাতে টেনে নিলেন; বললেন, 'আপনাকে বন্ধু বলে আমি সম্বোধন করেছি; আমার এ অপরাধ আপনি নেবেন না; আমি বুঝতে পেরেছি, আপনাকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন করা আমার ভারি অন্যায় হ'য়েছে; আপনাকে বন্ধু বলবার অধিকার আমার মত নগণ্য লোকের নেই; আপনি মহর্ষিরও মহর্ষি।' নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আমি নামেই খ্রীষ্টান্, কিন্তু আপনি কাজে খাঁটি খ্রীষ্টান্; না, না, আপনিই যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং।'

'আমি বিশেষ আক্ষেপ ক'রে জানাচ্ছি, মিঃ উইলসন্, আপনি বিষম ভুল ক'রচেন; খৃষ্টান ধর্ম্মের পুণ্যময় পথে আমি একজন অকৃতী অধম নভিস মাত্র; আমার স্থির বিশ্বাস, জগতে একজন মাত্র প্রকৃত খৃষ্টান্ জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, আর মানুষের মঙ্গলের জন্যে তিনি ক্রুশে নিজেকে উৎসর্গ ক'রেছিলেন—ঠিক যেমন শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে একজন মাত্র অকৃত্রিম বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, আর তিনি পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির হ'তে অদৃশ্য হ'য়েছিলেন; তাঁদের প্রচারিত ধর্ম্মের মতে তাঁদের দ্বিতীয় তো আর কেহ নেই।'

মিঃ উইলসন্ হেসে বললেন, 'আপনার এই 'দ্বিতীয়' না থাকার মতটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারলাম না; নিজেকে অবহেলা ক'রে আপনি যত পারেন উঁচু গলায় চীৎকার করুন না কেন, আমি কিন্তু আপনার কথা শুনবো না; আপনার এই আত্ম-অনাদরের কথা আমার কানের পর্দ্দা ফাটিয়ে, আমার মগজের ভেতরে ঢুকে বিশেষ সুবিধে ক'রতে পারবে না। আমি আপনাকে ঠিক ক'রে বলচি, আপনি স্বয়ং

যীশুখ্রীষ্ট ; এই বিশ্বাসের বর্মে আমার কাণ সুরক্ষিত ; কাজেই আপনি এর বিরুদ্ধে যাই বলুন, আমি তা' শুন্‌বো না ; আপনি তো জানেন, বিশ্বাসের চাপে অবিশ্বাস ভেঙে চুরে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায় ; কাজেই, বুঝ্‌তে পার্‌চেন, নিঃস্বার্থ জেসাস্, যতই কেন না আপনি আমার বিশ্বাসের বিপরীত জিনিস দিয়ে আমার মন-প্রাণকে ভাঙাবার চেষ্টা করুন, আপনার আক্রমণ সফল হবে না। আমি বোল্‌বই বল্‌বো, আপনি স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট।'

দাদা হেসে বল্‌লেন, 'ভুল ভাবনা মনের অতি মন্দ খাবার ; তাহ'লে, মিঃ উইল্‌সন্, যত পারেন এই ভুল ভাবনা দিয়ে আপনার মনকে খাওয়ান ; কিন্তু ঠিক জান্‌বেন, এর জন্যে আপনাকে ঠক্‌তে হবে ; এমন দিন আস্‌বে—যেদিন এর জন্যেই আপনার চিন্তার গড়্‌হজম হবে ; তা'র ফলে আপনার মনের স্বাস্থ্য বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। কুধারণা বা কুচিন্তা মনের পক্ষে বড় অস্বাস্থ্যকর।'

মিঃ উইল্‌সন্ হেসে জবাব দিলেন, 'তা' যদি হয়, তা'হলে আপনার কাছে আস্‌ব ; আপনি চিকিৎসা ক'রে, আমাকে আরোগ্য কর্‌বেন্ ; আমি জানি, পারমার্থিক রোগীর চিকিৎসার জন্যে ভগবান্ আপনাকে সৃজন করেচেন ; কাজেই, বল্‌চি, নিজেকে গোপন ক'রে আমাকে ভুলোবার চেষ্টা করবেন্ না ; মহত্বকে কখন চেপে রাখতে পারা যায় না ; আগুন দিয়ে আগুন কখন নিভানো যায় না—পরীক্ষায় ফেল করে কখনো ডবল প্রমোশোন্ পাওয়া যায় না ; তা' যেমন যায় না, তেমনি মহত্বকে অনাদর দিয়ে চাপা যায় না ; এ চেষ্টা যত কর্‌বেন, মহত্ব ততই ফুটে বেরোবে। গোলাপের সুগন্ধ চাপবার জন্যে যতই আপনি তাকে নিষ্পেষিত কর্‌বেন, ততই তা'র স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে। আপনি ঠিক জান্‌বেন, দার্শনিক, প্রকৃত মহত্ব অনাদরের উদ্বন্ধনে অবধ্য। তবে

আমি বুঝতে পারছি, কেন আপনি নিজেকে গোপন করবার চেষ্টা করছেন; তার কারণ, অকৃত্রিম মহত্ত্ব দীনতার পৃষ্ঠ-পোষক; কিন্তু মনে রাখবেন, সুমহান্ যীশু, গুণ নিজেরই বিজ্ঞাপন।'

সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর মিঃ উইল্‌সন আর দাদার কথাবার্ত্তা শেষ হ'ল; তখন দাদা সুদখোরটার কাছে এলেন; তা'র হাত হ'তে আগেই হাতকড়ি খুলে নেওয়া হয়েছিলো: তার কব্জীতে লাল লাল গোল গোল দাগ পড়েছিলো; তা' দেখে আমাদের দাদার আর দুঃখের সীমা রইল না। এইখানে একটি কথা বলে রাখি, দাদা যখনই বাইরে যান, তখনই ওষুধের হ্যাণ্ডব্যাগটি হাতে করে নিয়ে যান। তার কারণ, যদি রাস্তায় যেতে যেতে কোন দীন-দুঃখী রোগীকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখেন, তাহ'লেই তাকে ওষুধ-পত্র দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেন; এ কথা তো তুমিও জান; এই সেবা করাটাকেই তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবনের অতি পবিত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করেন। তিনি সুদখোরটার কাছে এসে, ওষুধের ব্যাগ খুলে এক শিশে মলম বার করলেন; তার পীড়িত স্থানে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি অবিবেচকের মত যে কাজ ক'রে ফেলেছি, সেজন্যে দুঃখিত; তার জন্যেই আজ তোমার এত কষ্ট, তা' আমি বুঝতে পেরেছি।' তারপর আদর ক'রে তা'র পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সেজন্যে মনে কিছু কোরো না, কেমন?' ব'লেই হাত দিয়ে তা'র চিবুক একটু তুলে ধরে বললেন, 'সব শুদ্ধ তোমার কত ক্ষতি হয়েছে, ভাই?' শুনে কুসীদ-জীবী লজ্জায় মাথা নত ক'রে রইল। দাদা আবার হাত দিয়ে তার চিবুক তুলে ধ'রে, আবার স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন, 'উঁহুঁ, ওভাবে মুখ নীচু করে থাকলে তো চলবে না ভাই, তাহ'লে আমি ভারি দুঃখিত হব; তোমাকে বোলতেই হবে তোমার কত ক্ষতি হয়েছে; তা' না হলে আজ আমি তোমাকে ছাড়া

নে।' কুসীদ-জীবী তবুও মাথা নীচু করে চুপ করে রইল; মুখে কথাটি নেই। তা' দেখে দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথা বল্‌চো না কেন, ভাই? কিসে তোমার কষ্ট হচ্চে, আমাকে বল তো, দাদা?' যখন কুসীদ-জীবী মুখ তুল্‌ল, তখন দেখ্‌তে পাওয়া গেল, তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠেচে; সে অশ্রু-ভরা চোখদুটির সজল করুণ দৃষ্টি দাদার মুখের উপর ফেলে, সবিষাদে বললো, 'কিসে কষ্ট হ'চ্চে জিজ্ঞেস কর্‌চেন? যে অন্যায় করেচি, তা'র জন্যে অনুতাপে আমি একেবারে পাগলের মত হ'য়ে গেছি; আমার ভেতর যে শয়তান ছিল, অন্যায়ের মাদকতা তাকে উত্তেজিত করেছিল; এখন সে মরে গেছে; আর এই শয়তানের জায়গায় সুবুদ্ধির উদয় হ'য়েচে; আমি বুঝ্‌তে পেরেচি, মহাপ্রভু দার্শনিক, আপনিই আমার প্রেমের নিতাই; এ পতিতকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যেই জন্মেচেন।' তারপর দুই হাত যোড় ক'রে নতজানু হ'য়ে বল্‌ল, 'আপনি জানেন, প্রভু, যে মন বুঝতে পেরেচে দোষ করেচি, সে মন দোষীর বুককে কিভাবে কাট্‌তে থাকে; অনুতাপের তীব্র আঘাত আমার মন-প্রাণকে পলে পলে তিলে তিলে কেটে কুচি কুচি করে দিচ্চে।' বলিয়াই ভক্তিভরে দাদার দুইপা জড়াইয়া ধরিয়া, কহিল, 'তাই বল্‌চি, প্রভু, আপনার কাছে ক্ষমা না চে'য়ে আমি শান্তি পাচ্চি নে; আপনি তো জানেন, দীন-দয়াল, ক্ষমাই শত্রুকে প্রেম-পাশে বাঁধ্‌বার একমাত্র শেকল; তাই বল্‌চি, আমাকে ক্ষমা করে, প্রেম-পাশে বাঁধুন।'

দাদা সুমুখ দিকে ঝুঁকে পড়ে, দুই হাত দিয়ে তা'কে জড়িয়ে ধ'রে, নিজের বুকে আকর্ষণ ক'রে বল্‌লেন, 'ক্ষমা চাইবার তো দরকার নেই, ভাই; এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমার দোষ বেশী; এখন আমাকে বল তো, দাদা, তোমার কত টাকা ক্ষতি হয়েচে।'

'আপনি গরীব-দুঃখী কৃষকদিকে যে টাকা দিয়েচেন, সত্যি কথা

বল্‌তে কি, সেজন্যে আমার কোনো ক্ষতিই হয় নি ; আমার যত দেন্‌দার আছে, তা'রা হয় মাতাল না হয় জুয়ারী ; যতই দিন্‌ আর যতই থুন, তা'দের দেনা হবেই হবে ; ঐ সব জোচ্চোর জালিয়াৎদের মধ্যে মনের প্রকৃত সম্পদ কিছুই নেই ; অপরাধ ক'রে ক'রে তাদের মনে পাপের মর্‌চে ধ'রে গেছে ; হাতে তা'রা পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারে না ; পার্‌বে কোত্থেকে ? ব্যাটারা কেবল মদ মার্‌বে আর জুয়া খেল্‌বে ; কাজেই হাতে কাণা কড়িটি পর্য্যন্ত থাকে না ; যা'দের মনের ঐশ্বর্য্য নেই, আর্থিক ঐশ্বর্য্যও তাদের থাক্‌তে পারে না। সে যা'ই হোক্‌, এখন বলি, কেন বেশী আয়ের আশা করেছিলাম ; এ বৎসরে অনাবৃষ্টি হওয়াতে, ফসল তেমন হয়নি ; কাজেই চাষাদের অভাব খুবই বেশী হবে ; সেজন্যে ভেবেছিলাম, থাল-ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়েও তা'দিকে দেনা কর্‌তে হ'বে ; নইলে দু'বেলায় দু'মুঠো জুট্‌বে কোত্থেকে ? কিন্তু ভগবান্‌ করুন, আপনি দীর্ঘজীবী হো'ন্‌। আপনার ঐ সদয় হাতদু'খানির অকাতর দান তাদের জীর্ণ-শীর্ণ অর্থকোষকে সভার সুপুষ্ট ক'রে তুলেচে ; গরীব চাষাদের দারুণ দুঃখ হবে, এই ভেবেই আপনি এ বৎসর আপনার দানের হার বাড়িয়ে দিয়েচেন্‌ ; আপনার মত পরের দুঃখে কাতর দানবীর বিশ্ব-প্রেমিকের যা' করা উচিত, আপনি তাইই করেচেন্‌। অর্থপুষ্ট সদান হাত দারিদ্র্যের যুদ্ধে চির জয়যুক্ত। অর্থের আবির্ভাবেই দারিদ্র্যের তিরোভাব ঘ'টে থাকে। শুনে, আশা করি, বুঝ্‌তে পার্‌চেন্‌, বাস্তবিকই আমার কোনো লোকসান হয় নি। যেটাকে লোকসান বলে মনে কর্‌চি, সেটা আমার কল্পনা মাত্র। তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি যে দান করেচেন্‌, তা' খুবই ন্যায়-সঙ্গত হ'য়েচে ; নইলে নিরন্ন কৃষকেরা অনাহারে একমুষ্টি অন্নের জন্যে হায়, হায় ক'রে স্ত্রী-পুত্র সমেত ম'রে যে'তো। আপনি প্রেম-পারাবার, আপনি অপার করুণা-সিন্ধু ; তাদের এ দুঃখ

আপনার মত দেবতার বুকে সহ্য হবে কেন? তাই দেশব্যাপী এই বিশাল বিরাট অন্নহীনতার হাহাকারের ঠিক সময়েই প্রতিকার করেচেন; আমার মত কীটাদপি তুচ্ছ, সুদখোর পয়সা-পিশাচের জন্যে আপনার দান বন্ধ থাক্‌তে পারে কি? আপনার পর-দুঃখ-কাতর, প্রেম-করুণা-কোমল হৃদয়খানি জগতের আর্ত্তনাদকে নিজের বিপদ ব'লেই মনে করে যে; এমন স্নেহ-সহানুভূতি-মাখা হৃদয় দেশ-দীর্ঘ নিরন্নতার হাহাকারে কখন নীরব, নিঝুম হ'য়ে থাক্‌তে পারে কি? আপনি যে নিরন্নের জনক-জননী, আপনি যে আর্ত্ত-আতুরের পালক-পিতা।'

'বোধ করি, আমি যে কথা জিজ্ঞেস্ কোরেচি, তুমি তা' ভুলে গেছ, ভাই; তাই, এই অবান্তর জবাব দিচ্চো; তুমি যা বোল্‌চো, আমি তা' শুন্‌তে চাই নি; আমি জানি, আমার কাজে প্রশংসার যোগ্য কিছুই নেই; যা' কোরেচি, তা' আমার কর্ত্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়; এইবার বল্‌তো, ভাই, তোমার কত ক্ষতি হয়েচে।'

'এর জবাব একটু পরেই দিচ্চি; এখন আমাকে উন্মুক্ত কণ্ঠে নিজের কথা বল্‌তে দিন্। আমার মধ্যে টাকাকড়ির লোভ অত্যন্ত বেশী ছিলো; ভেবেছিলাম্, এ লোভ কখনও যাবে না, কিন্তু এখন একেবারে গিয়েচে। উন্মত্ত জনতার উদ্দাম প্রহারে আমি বুঝ্‌তে পেরেচি, লোভেই মৃত্যু। সত্যি কথা বল্‌তে কি, মার খেয়েই আমি সোজা হয়েচি; পিঠে বেশ গরম গরম ঘা কতক না পড়্‌লে কি আমার মত বাঁকা শয়তান সোজা হয়? আমার নষ্টামির সঙ্গে সঙ্গে মার পড়েচে; ঠিক ঘামুখে ওষুধ পড়েচে। এই লোভের বশেই আমি আপনার মত মহাপ্রাণকে আঘাত কোরেছিলাম। আর এই এক ঘায়ের মূলধন সুদে আসলে বেড়ে গিয়ে বর্ষিত হ'য়ে আমার পিঠ-পেট ভরিয়ে দিয়েচে; এই মারের ঠেলায় আমি নিশ্চয়ই ম'রে যেতাম, যদি না আপনার যোগ্য অনুজ (ছোট ভাই) আমাকে উদ্ধার

কোর্‌তেন। নিঃসন্দেহ যে আপনাকে মার্‌তে দেখে তিনি আমার ওপর রেগে গস্ গস্ কর্‌ছিলেন ; নিঃসন্দেহ যে আপনার রক্ত দেখে তাঁর দুই চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরিয়ে পড়্‌ছিল ; তবু তিনি যখন দেখ্‌লেন, আমার এই মরণশীল দেহখানা সেই শৃঙ্খলাহীন, নিষ্ঠুর-নির্ম্মম উত্তেজিত জনতার কঠোর কবলে পড়েচে, তখন আমার দারুণ দুরবস্থার করুণ দৃশ্যে তিনি আর দয়ার্দ্র-চিত্ত না হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লেন না ; তাই তিনি তাঁর স্বাভাবিক করুণার বশে আমার দিকে হ'লেন। তারপর, পক্ষী-জনক যেভাবে তা'র দুই সস্নেহ পক্ষ বিস্তার ক'রে, তা'র শিশু-শাবককে উন্মত্ত ঝড়-জলের হাত হ'তে রক্ষে করে, আপনার অনুজও (সমীর তাঁর এই দলিত-পীড়িত সন্তানটিকে মারের ঝড়-ঝাপ্‌টা হ'তে বাঁচাবার জন্যে তাঁর স্নেহ-মাখা, অভয় দুটি বাহু প্রসারিত ক'রে, আমাকে বুকে চেপে ধ'রে জনতার কিল-চড়-চাপড় নিজেই হজম ক'রে আমাকে রক্ষা কোর্‌লেন ; যাঁ'রা চাঁদা করে দমাদম্ গদাগদ্ শব্দে মার্‌ধোর সুরু কোরেছিলেন, তাঁরা যখন এটা বুঝ্‌তে পার্‌লেন, তখন কিল-চড় মারাটা বন্ধ কর্‌লেন। দুই-একজন চোখ টিপে ইশারা ক'রে বল্‌লো, 'কোর্‌চো কি, ভায়া ? ব্যাটা সুদখোরকে যখন বাগে পেয়েচো, তখন ছেড়ো না ; মেরে হাতের সুখ ক'রে নাও: ও সুদ নিয়ে আমাদের রক্ত শোষে, আমরা মেরে ওর রক্ত বার ক'রে দিই।' কিন্তু আপনার ভাই জবাব দিলেন, 'জানি, আমি দাদার অযোগ্য ভাই ; তবু, তিনি যে প্রেম-দীনতার সেবক, সেই প্রেম-দীনতার সেবা করাই আমার পবিত্র ধর্ম্ম ; ভালবাসা দিয়ে জয় করাই আমাদের কর্ত্তব্য, মেরে হাত-ছাড়া করা নয়।' তা'র কথা শু'নে মার-ধোর বন্ধ হ'ল. আর আমিও সেই বিপন্ন অবস্থা হ'তে রক্ষে পেলাম। তাঁর আব আপনার কাছ হ'তে ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত পেলাম, তা' হ'তে আমি বেশ

বুঝ্‌তে পেরেচি, 'ভালবাসাই হৃদয়কে হৃদয়ের সঙ্গে এক করে, আর অমিলের খাল-ডোবাকে মিলনের সেতু দিয়ে যোগ ক'রে দেয়; কাজেই যে ভালবাসা আত্মার সঙ্গে আত্মাকে যোগ করে দেয়, কেবল সেই ভালবাসাই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মাকেও যোগ করে দিতে পারে। এই-বার আপনার কথার জবাব দিই; আমার কল্পিত ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০০৲ টাকা; তবে এ ক্ষতি তো কল্পনা মাত্র; কল্পনা প্রায়ই বাস্তবের বিরোধী; কাজেই, এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই তো কিছু।'

দাদা পকেট হইতে এক হাজার টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া, কুসীদ-জীবীর হাতে দিয়া কহিলেন, 'আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করচি, ভাই, এই নোটখানা তুমি নাও; এই টাকাটা ক্ষতি-পূরণ হিসেবে তোমাকে দেওয়া হোলো; কারো ক্ষতি করা কখনই উচিত নয়, কাজেই দিলাম।'

কুসীদ-জীবী নোটখানা ফিরাইয়া দিয়া মাথা নত করিয়া, সলজ্জভাবে বলিল, 'দয়া ক'রে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, মহাপ্রাণ দার্শনিক; ভালবাসার যে 'অমূল্য নোট' দিয়ে আমাকে মহা ধনবান্ ক'রে দিয়েচেন তারপর এ তুচ্ছ, এ নগণ্য নোট নিয়ে আমি কি করবো? ভালবাসাই চরম বস্তু, ভালবাসাই পরম বস্তু, টাকা তো তা'র ঢের নীচের জিনিস।'

'তা' জানি, ভাই; কিন্তু ছেলে-পিলে নিয়ে যখন সংসার কোর্‌তে হয়, তখন টাকার দরকারও তো আছে।' দাদা বাঁ হাত দিয়ে সস্নেহে কুসীদ-জীবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, ডান হাত দিয়া তাহার চিবুকখানা একটু নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, 'নেবো না বল্‌লে কি চলে, ভাই? সংসারের খরচ আছে তো; কাচ্ছা-বাচ্ছারা যখন 'এ খাবো ও খাবো'

বলে জেদ ধর্‌বে, তখন তা'দিকে পয়সা দিতে হবে তো। এ কথা ভুলে যেয়ো না, ভাই।' এই বলিয়া, দাদা নোটখানি তাহার পকেটে ভরিয়া দিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 'লোকসান করানো ভারি অন্যায়, বুঝ্‌তে পেরেচো তো, ভাই ?'

দাদাকে নোটখানি দিতে দেখিয়া, মিঃ উইল্‌সন্‌ বলিয়া উঠিলেন, 'যাঁর অন্তর মহৎ, তিনি মহত্ত্ব তো দেখাবেনই।' বলিয়াই মিঃ উইল্‌সন্‌ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাসিতে গিয়া, সহসা তিনি আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কুসীদ-জীবীকে কোনো-না-কোনো একটি কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে, সকলেই এই আশা করিয়াছিল; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, শাস্তির বদলে সে মোটা রকমের একটা দাঁও মারিয়া বসিল, তখন একদিকে যেমন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না, অপর দিকে আবার তেমনি তাহাদের রাগের সীমা রহিল না; তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল, 'অ্যাঁ, ব্যাটা কর্‌লো কি! মার-ধোর করেও এক হাজার টাকা মেরে নিলো; উহুঁ, তা' হ'তে পারে না; বাগিয়ে ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে পাদান দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গেই মারিবার উদ্যম-আয়োজন পূরা দমে চলিতে লাগিল। তাহারা এমনি উন্মত্ত হইয়াছিল যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সুমুখেই চীৎকার করিতে লাগিল, 'কুচ্‌ পরোয়া নেই, লাগাও মার্‌ পাজীটাকে; মেরে জেল খাট্‌তে হয় সেও আচ্ছা। চোখের সাম্‌নে এত বড় অন্যায় করেও, ঐ উল্লুক সুদখোরটা যে লাভবান্‌ হবে, তা' আমরা সইতে পার্‌বো না; ও আমাদের পরম বন্ধু দার্শনিককে আঘাত কোরেচে; এ দোষের সমুচিত শাস্তি দেওয়া চাইই।' বলিয়াই তাহারা দাদার দিকে চাহিয়া কহিল, 'আপনার ঐ সরল পথের পথিক আমরা নই, দার্শনিক; আমরা চাই, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, প্রাণের বদলে প্রাণ, আর

উপস্থিত ক্ষেত্রে মারের বদলে মার।' তারপরই প্রমত্ত জনতার উপর দিয়া উত্তেজনার একটি উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গ বহিয়া যাইতে লাগিল; কেহ কেহ মালকোঁচা মারিতে লাগিল; কেহ কেহ জামা গেঞ্জি তফাতে ফেলিয়া দিয়া, আঁটিয়া সাঁটিয়া কাপড় পরিতে লাগিল; কেহ কেহ পেশী ফুলাইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল; কেহ কেহ দাঁত খিঁচাইয়া কুসীদ-জীবীকে ভেঙাইতে লাগিল। আবার কেহ কেহ রাগে মুখ চোখ লাল করিয়া, তাহার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; মোট কথা সুশান্ত জনতা এখন রোষ-রুদ্র হইয়া, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিল। জনতার হাব-ভাব দেখিয়া, ভয়ে কুসীদ-জীবীর প্রাণ উড়িয়া যাইবার যো হইল; সে যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পলাইবার উপায় নাই, তখন সে মনে মনে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিল, আর জগৎ-জননীর ষোড়শ উপচারে পূজা দিবে বলিয়া মানসিকও করিয়া ফেলিল— ঠিক্ এমনি সময়ে উন্মত্ত জনতা মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দে একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে আর কি! তখন সে বেগতিক বুঝিয়া, তড়াক্ করিয়া এক লাফ মারিয়া, দার্শনিকের পিছনে আসিয়া তাঁহার কামিজের প্রান্ত ধরিয়া, ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া, কাঁপিতে লাগিল; জ্বর আসার সময়ে ম্যালেরিয়ার রোগী যেভাবে কাঁপে, কুসীদ-জীবীর কাঁপুনিটা সেই ধরণের। নিকটেই একখানা টেবিল পড়িয়াছিল; দার্শনিক, কুসীদ-জীবীকে মিঃ উইল্‌সনের জিম্বায় রাখিয়া, ঐ টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য, দাদা জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় সুবাগ্মী ছিলেন; তিনি এইভাবে বক্তৃতা দিলেন:—

'স্নেহের ভ্রাতৃবৃন্দ,

বোধ করি, তোমরা ভুলে গেছ, আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটি পূত-পবিত্র বিবাহের আসর; এখানে উত্তেজনা দেখানো অতি

অশোভন ব'লেই মনে হয়। আমি তোমাদিকে সবিনয়ে বল্‌চি, তোমরা ধীর হ'য়ে, আমার কথা শোনো; উত্তেজনার আগুনে তোমাদের মন জ্বলে পুড়ে যাবার যো হ'য়েচে; কাজেই এখন তোমাদের স্থচিন্তা করবার ক্ষমতাও নেই; এ কথা অস্বীকার করা চলে না, স্নেহের প্রিয়তমগণ, আমরা উত্তেজিত হই শুধু প্রবঞ্চিত হবার জন্যে। কাজেই উত্তেজনাই প্রবঞ্চক; আর এই উত্তেজনাই আমাদের সুচিন্তার সুধারাকে কুচিন্তার কুচক্রে নিক্ষেপ করে; এই উত্তেজনাই আবার আমাদিকে উন্মত্ত উশৃঙ্খলতায় প্ররোচিত করে; প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, উত্তেজনার আগুনে আমরা নিজেকে আহুতি দিয়ে নিজেকেই পুড়িয়ে ফেলি। ভেবে দেখো, জগতে যত যত অপরাধ হ'য়েচে, তার বেশীর ভাগই উত্তেজনার বশেই হ'য়েচে; কাজেই বুঝ্‌তে পারচো, অপরাধ উত্তেজিত মস্তিষ্কেরই শাবক; সে জন্যে অনুরোধ করুচি, উত্তেজনা থামিয়ে ধীর হও। তোমাদের ধারণা, আমার বন্ধু কোন শাস্তিই ভোগ করেন নি, বা কোর্‌চেন না; কিন্তু তোমাদের এ ধারণা ভুল; মারের বদলে সাদর, সস্নেহ চুম্বন শাস্তিশূন্যতা নয় (জনমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি ও করতালি), বরং এই চুম্বনই অতি গুরুতর শাস্তি; এই চুম্বনই প্রজ্বলিত উননের মূর্ত্তি ধ'রে, অতি বড় বিদ্রোহীর হৃদয়কেও অনুতাপের আগুনে জ্বালাতে থাকে; তাহ'লেই বুঝ্‌তে পারচো, সস্নেহ চুম্বন কত বড় শাস্তি।'

'আমার আর একটি কথা শেনো; তোমাদের ধারণা, আমি শান্তি-স্থাপক; এমন চিন্তাকে কখন মনেও স্থান দিও না; তোমরা স্থির জেনো, শান্তি সব সময়ে শান্তি নয়, বরং শান্তি সময় বিশেষে বিদ্রোহেরই একটি পূর্ব্ব রূপ। কখন কখন বায়ুর চাপ কমে যাওয়াতে, আমরা প্রকৃতির স্তব্ধ নীরব ভাব দেখতে পাই; কিন্তু সত্যি সত্যিই এ কি নীরবতা?

মোটেই নয়; কারণ বাইরে প্রকৃতি ধীর হ'লেও ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অধীর হ'য়ে পড়ে; আর বাইরের এই শান্ত ভাবের মধ্যেই ঝড় আসার জন্যে যে যে আয়োজন দরকার ভিতরে ভিতরে সেই সেই আয়োজনই চল্‌তে থাকে; কাজেই প্রকৃতির ভিতরটা অশান্তই হ'য়ে ওঠে। আশা করি, তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌চো, প্রবল ঝড় এলে কি বিপদেরই সৃষ্টি হয়। মনে রেখো, প্রবল ঝড় প্রকৃতির বিদ্রোহ; তেমনি আমার বন্ধুর ব্যাপারেও আমি শাস্তি স্থাপনের একটা মিথ্যা অভিনয় করেচি মাত্র; কারণ, এ শাস্তি আমার বন্ধুর মনে প্রকৃত বিদ্রোহই এনে দিয়েচে; তাঁর হৃদয়খানি বিশ্লেষণ করো; দেখ্‌তে পাবে, তিনি যা' ক'রে ফেলেচেন, তা'র বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরে এক মহা বিপ্লবের সৃষ্টি হ'য়েচে; কাজেই, তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌চো, সময় বিশেষে বাহ্যিক শাস্তি অন্তর্‌-বিদ্রোহেরই একটি মূর্ত্তি।'

'হয়ত আমার ভুল হবে না, যদি বলি—তোমরা এখন যে উত্তেজনা দেখাচ্চো, আমার প্রতি ভালবাসার বশেই দেখাচ্চো, নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদিকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ কোর্‌চি, এই উত্তেজনার কথাটা একবার ভাল ভাবে বিবেচনা কর; তাহ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, তোমাদের উত্তেজনার মানে কি, আর তা' কতদূর সঙ্গত? মানে এই —তোমাদের এই উত্তেজনা আমার প্রতি ভালবাসার অভিব্যক্তি; অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু বিনা উত্তেজনায় ভালবাসার যে মাধুর্য্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে, সে জিনিসটা তোমরা উপভোগ কর্‌তে পার্‌চো না। আমি তোমাদিকে ভালবাসি; কাজেই আমার আন্তরিক ইচ্ছা —তোমরা উত্তেজনা-বিহীন ভালবাসার মধুরতা উপভোগ কর; সেই জন্যে তোমাদিকে অনুরোধ কর্‌চি, আমার বন্ধুর প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে আমাকে বাধিত কর, আর তোমরাও ভালবাসার মাধুর্য্য উপভোগ কর।'

'আমার বন্ধু কি ভাবের মর্ম্মান্তিক শাস্তি পেয়েচেন, তাই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। আর ভালবাসা কেমন জিনিস, তা' নিয়েও একটু আলাপ করা যাক্। এই আলোচনার প্রথমেই ব'লে রাখি, ভালবাসাই হৃদয় যোগ করে, আবার ভালবাসাই হৃদয় ছেদ করে; ভালবাসা যখন শাস্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন ভালবাসার শেষোক্ত রূপটিই দেখ্‌তে পাওয়া যায়: কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তোমরা এই জিনিসটি দেখেও দেখ্‌তে চাচ্চো না, বুঝেও বুঝ্‌তে চাচ্চো না; এই জন্যেই তোমাদের মন বিদ্রোহে উন্মুখ। কাজেই আমি তোমাদিকে অনুরোধ কোর্‌চি, তোমরা ভালো ক'রে ভাবো। যখন ভাব্‌বে, তখন দেখ্‌তে পাবে, কত গুরুতর শাস্তি বন্ধুকে দেওয়া হ'য়েচে; সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝ্‌তে পার্‌বে, যে হাতুড়ীর যে ঘা আমার মাথায় পড়েছিলো, সেই হাতুড়ীর সেই ঘাই এখন তাঁরই বুকে পড়্‌চে। ভালবাসাকে যখন শাস্তি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, তখন যাঁকে এ শাস্তি দেওয়া হয়, তাঁর মনের অনুভূতি এমনি বিড়ম্বিত হয় যে তিনি আঘাত ক'রেও মনে করেন, 'আমি নিজেকেই আঘাত ক'রেচি। তা'র মানে ভালবাসার কারসাজিতে মনের তন্ত্রী এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে আঘাতকারীকে বাধ্য হয়ে মনে কর্‌তে হয়, আমি নিজেকেই আঘাত ক'রেচি।'

'শত্রুতা দমন কোর্‌বার্ জন্যে এ যাবৎ যত যত অস্ত্র আবিষ্কৃত হোয়েচে, আমার মনে হয়, তা'দের মধ্যে ভালবাসাই সব চেয়ে শক্তিমান্।' ঠিক এমনি সময়ে ভিড়ের ভেতর হ'তে একজন উচ্চ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন্ 'জগতে যত যত মহাবীর জন্ম গ্রহণ কোরেচেন্, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য দুইজন—প্রেমময় নিত্যানন্দ আর প্রেমিক-প্রবর যীশু: ঐতিহাসিক সব বীরপুরুষই তাঁদের তুলনায় তুচ্ছ।' তারপর আমাদের দাদা আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, 'স্নেহ-ভালবাসা

কামান-বন্দুক আর গোলাগুলি অপেক্ষা শত-সহস্র গুণে বলবান্; অস্ত্র-শস্ত্র-হীন প্রেমের যীশু কোটি কোটি মহানুভব আলেকজাণ্ডারের চেয়েও কোটি কোটি গুণ প্রতাপশালী।' পূর্ব্বোক্ত লোকটি ভিড়ের ভেতর হ'তে আবার ব'লে উঠ্লেন্, 'অস্ত্রহীন প্রেম-পাগল নিত্যানন্দ অসংখ্য, অগণ্য মহাবীর নেপোলিয়ান অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বলবান্।'

উপসংহারে দাদা বল্লেন্, 'প্রভু যীশু আর জগতের অন্য অন্য প্রেমিক প্রভুগণ যে পথ, যে আদর্শ দেখিয়ে গিয়েচেন্, আমাদেরও সেই পথ সেই আদর্শ অবলম্বন করা উচিত; কাজেই, তোমাদের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ এই—তোমরা শান্ত হও, স্থির ধীর ভাবে নিজ নিজ কাজে মন দাও।' দাদার বক্তৃতা দেওয়া শেষ হইলে, উন্মত্ত জনতা শান্ত হইল।

দাদার বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ উইলসন্ তাঁর সম্বন্ধে কিছু বোল্বার্ জন্যে উঠ্লেন্; টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে বোল্তে লাগলেন:—

'ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথমেই ব'লে রাখি, প্রায়ই দেখ্তে পাওয়া যায়, পরিবর্ত্তন অবস্থা-প্রসূত; আপনারা সকলেই জানেন, বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি এখানে আসিনি, এসেছিলাম্ ফৌজদারী ব্যাপারের তদন্ত কোর্তে; কিন্তু অবস্থার আধিপত্য সময়ে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে পড়ে; আমার ভাগ্যেও তাই ঘটেচে; কাজেই ফৌজদারী ব্যাপারের পরীক্ষক হিসাবে এসে, আমি নিজেই পরীক্ষার্থী হ'য়েচি; তা'র মানে মহাপ্রাণ দার্শনিকের অদ্ভুত চরিত্র দেখে, কয়েকটি পারমার্থিক প্রশ্ন ও তার জবাব আমার মনের মধ্যে উদয় হোয়েচে; আমি সেই প্রশ্নগুলির জবাব আপনাদিকে শোনাচ্চি; দার্শনিকের দেব-দুর্লভ চরিত্র দেখে, আমার মনে হোচ্চে, তিনিই আমাদের মহানুভব, মহাপ্রাণ যীশু; স্বর্গ

ছেড়ে এসে, আবার মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ কোরেচেন্; তাঁর আজকের কাজের আদর্শ হ'তে আমার মনে যে চিন্তার উদয় হোয়েচে, তা' এই :— যখন প্রেমময় যীশু এ জগতে প্রকট ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সমসাময়িক লোকদের মধ্যে প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন্; সে প্রচার তিনি তাঁদের শক্তি-সামর্থ্যের উপযোগী ক'রেই কোরেছিলেন্; এখন তাঁ'র দেওয়া সেই পারমার্থিক ভাব যথেষ্ট প্রসার লাভ কোরেচে; আর জগতের লোক পুরুষানুক্রমে তাঁর সেই প্রেম ধর্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠানের ফলে তা' সম্যক্ উপলব্ধি কোরেচেন; কাজেই তাঁরা সেই প্রেম-ধর্ম্মের উচ্চতম স্তর পাবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে পোড়েচেন্, বোধ করি, তাঁদের এই সাগ্রহ পিপাসা মিটাবার জন্যে আর ভক্তদের সঙ্গে প্রেমের আনন্দ উপভোগ কোর্‌বার জন্যে প্রেমময় যীশুই দার্শনিকের মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হোয়েচেন; আর তাঁর প্রেমের সার্ব্ব-জনীন ধরণ-ধারণ দেখে, আমার স্থির বিশ্বাস হ'য়েচে—প্রতি দেশের প্রতি লোকই তাঁকে পরম প্রেমিক প্রভু ব'লে সমর্থন কর্‌বেন। উপসংহারে আমি বল্‌তে চাই, আমাদের দার্শনিকই প্রেমময় প্রভু; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বিশ্ব-নিয়ন্তার নীচেই তাঁর স্থান।'

মিঃ উইল্‌সনের বলা শেষ হইলে, দাদা আবার উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, 'স্নেহের প্রিয়তমগণ, মিঃ উইল্‌সন্ যা' বোলেচেন, তা' তোমরা বিশ্বাস কোরো না; তোমরা জানো, বন্ধুর কাজ বন্ধুর গুণ বাড়ানো। টেলিস্‌কোপ্ বাস্তবের চেয়েও বড় মূর্ত্তি অমাদের চোখের সাম্‌নে ধরে; মিঃ উইল্‌সনের জিব্‌খানিও টেলিস্‌কোপের মত বর্দ্ধনকারী; এই জিব্ দিয়ে বন্ধু হিসেবে তিনি আমার গুণ বাড়িয়ে দিয়েচেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে, দার্শনিক পারমার্থিক নিরাশায় কি ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন; সেই সময় হইতেই তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। এখন দুপুর রাত্রি; তাঁহার উপাসনার সময়। বিফলতার যে ভাব তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখন দারুণ দুঃখে পরিণত হইল; আর এই দুঃখ তাঁহার মনের কিনারায় সজোরে ধাক্কা দিতে সুরু করিল; তাহাতে তাঁহার হৃদয়খানি মুস্‌ড়াইয়া পড়িবার যো হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি জীবনে আর সফল হইতে পারিবেন না। নিরাশায় এইভাবে নিরুদ্যম হইয়া, তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "বলা বাহুল্য, প্রভু, তুমি সব চেয়ে শক্তিমান্ পারমার্থিক সেনানায়ক; তুমি তো বুঝ্‌তে পার্‌চো, প্রেমময়, আমার মনে বিফলতার অরাজকতা এসে জুটেচে; তা'র মানে, বিফলতা হ'তে দুশ্চিন্তার যে অরাজকতা আসে, আমার মন সেই অরাজকতায় পূর্ণ হোয়েচে; তুমি ছাড়া এ অরাজকতা দমন ক'র্‌তে পারে, এমন শক্তিমান্ কেহ নয়, প্রভু; কাজেই, হাত যোড় করে, সজল চোখে, মিনতিময় স্বরে জানাচ্চি, প্রেমময়, আমাকে সাহায্য করো, আমার অশান্ত মনে শান্তি দাও; শীগ্রী এস, করুণাময়; আমার পক্ষ সমর্থন করো; আমার মনের ক্ষেত্রে আমার মনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হও; বিফলতা কি ভাবে, কত প্রকারে আমার উদ্যম উৎসাহ লুণ্ঠন কোর্‌চে, দেখ; তা'র গতি-বিধির ওপর কড়া পাহারা রাখো; যুদ্ধের সব আয়োজন ঠিক ক'রে ফ্যালো;

তোমার সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন সাহস দেখাও ; আগেও বোলেচি, আবারও বোল্‌চি, মুখ্যতঃ সন্দেহ আর নিরাশা মনের এই বিদ্রোহ এনেচে ; তা'দের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, হারিয়ে দিয়ে, তা'দিকে মন হ'তে একেবারে দূর ক'রে দাও ; আর আর যে সব বিদ্রোহী আছে, পরাস্ত ক'রে তা'দিকেও নিধন করো ; আমার অন্তর-রাজ্যে তোমার বিজয়-নিশান উড়াও ; সেখানে তোমার চিরস্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করো ; পারমার্থিক প্রেমের সুন্দর উপকরণ দিয়ে, আমার হৃদয়-মস্‌নদ্ সাজাও ; তোমার পরম পবিত্র পুণ্যময় চরণদুখানি এই সিংহাসনে স্থাপন করো ; আমার সর্ব্বময় অধীশ্বর হও।" এইভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মনে একটি আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখা দিল ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রার্থনার সুরও পাণ্টাইয়া গেল ; তিনি তখন এইভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "এই অতি দীন, এই অতি কাঙাল উপাসকের কথায় তুমি কি কাণ দেবে না, সর্ব্বশক্তিমান্ ? জগতে যত যত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, সে সকলেরই মতে তুমি কৃপা ও করুণার সাগর ; কিন্তু আমার প্রতি কৃপা দেখাতে কি তুমি বিমুখ হবে ?" দার্শনিকের বিষাদ-মাখা চোখ দুইটি অশ্রুর ভারে ভারী হইয়া উঠিল ; সেই অশ্রু তাঁহার সুন্দর গালদুইখানি বাহিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। তিনি আবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আমার চোখদুটি কি অশ্রুতেই স্নান কোর্‌তে থাক্‌বে ? এ অশ্রুর বিরাম বিশ্রামের সময় কি কখন আস্‌বে না ? তোমার বিরহ যে অসহ্য, প্রভু।"

গভীর নিরাশা শক্তিশেলের মূর্ত্তি ধরিয়া, তাঁহার হৃদয়খানিকে বিঁধিতে লাগিল। তাঁহার মুখখানি দুঃখে ম্লান ও মলিন হইয়া উঠিল ; তাঁহার চোখদুইটি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল ; তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল ; তিনি না পারিলেন বসিতে, না পারিলেন দাঁড়াইতে ; তাঁহার স্বর বদ্ধ হইয়া গেল ; তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন।

সত্য, দার্শনিকের সংজ্ঞাহীনতা প্রায় দৈনন্দিন হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তাঁহার এই চেতনাহীনতার একটু বিশেষত্ব ছিল। অন্য অন্য বারে ইহা মাত্র ঘণ্টা কয়েক থাকিত; কিন্তু এবারে উপর্য্যুপরি তিন দিনের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না; এমন স্থায়ী ভাব অস্বাভাবিক; কাজেই, বাড়ীর সব লোকের মনই দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় ভরিয়া উঠিল।

দার্শনিকের সংসারে এখন মাত্র পাঁচ জন লোক; তাঁহার বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভাই সমীর ও তাহার স্ত্রী, আর বৈমাত্রেয় বোন নমিতা ও তাহার স্বামী সুশীল। শেষের দুইজন তো দুই চারি দিনের মধ্যেই নিজেদের বাড়ী চলিয়া যাইবে।

যদিও সমীর আর নমিতা দার্শনিকের বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন বটে, তবু স্বাভাবিক ভক্তি ও ভালবাসায় তাহারা তাঁহার সহোদর আর সহোদরাকেও ছাড়াইয়া যাইত; আর বিমাতার তো কথাই নাই; তিনি তো অপত্য স্নেহের সজীব মূর্ত্তি—সাক্ষাৎ জগৎ-মোহিনী জগৎ-ধাত্রী; পরের ছেলেকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া, 'বাবা-বাছা' বলিয়া আদর করিয়া, আবার প্রয়োজন বোধে রসগোল্লার ভাণ্ডাটি তাহাদের মুখের কাছে ধরিয়া তাহাদিগকে আপনার সন্তান করিয়া লইতে তাঁহার আর যোড়াটি ছিল না; তাঁহার স্নেহের পাশে পড়িলে, তাঁহাকে নিজের মা বলিয়া না ভাবিয়া, পাশাইবার উপায় কোন ছেলেরই ছিল না; স্নেহের ক্ষেত্রে তাঁহার আপন-পর এ বিচার ছিল না; সন্তান দেখিলে তাহাকে নিজের বলিয়া স্নেহ করিতে হয়, ইহাই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি; কাজেই, তাঁহার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

যখন মা দেখিলেন, দার্শনিকের সংজ্ঞাহীনতা একাদিক্রমে তিন দিন

ধরিয়া স্থায়ী হইয়া রহিল, তখন তাঁহার মন দুশ্চিন্তায় ভরিয়া উঠিল. তাঁহার বিষাদ-মাখা চোখ দুইটিতে অশ্রু থৈ থৈ করিতে লাগিল; দুঃখ-কষ্টের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয়খানি ভাঙিয়া পড়িবার যো হইল। বিপন্ন সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর চিত্রখানি যেন তাঁহার চোখের সুমুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহাকে জন্মের মত হারাইতে হইবে, এই ভয় তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিল; তিনি নতজানু হইয়া, হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "তুমি অন্তর্য্যামী, সর্ব্বশক্তিমান্; কাজেই, অনায়াসে বুঝতে পার্‌চো, প্রভু, দুঃখের আগুন আমার দেহমনকে কি ভাবে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিচ্চে; আমার সন্তান অতি তরুণ; মৃত্যুর বয়স তা'র হয় নি; তাই, তোমাকে আমার প্রার্থনা জানাচ্চি, করুণা-নিদান, আমার সন্তানের জীবন তা'কে ফিরিয়ে দাও; তার বদলে আমার জীবন নাও।" প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি দার্শনিকের শিয়রে আসিয়া বসিলেন।

সুদীর্ঘ সংজ্ঞাহীনতার পর যখন দার্শনিকের চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহার মা, ভাই আর বোনের সবিস্ময় আনন্দের আর সীমা রহিল না। দার্শনিক চোখ মেলিয়া পট্ পট্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন. দেখিলেন একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! তাঁহার মাথাটি তাঁহার স্নেহময়ী জননীর কোলের উপর, তাঁহার স্নেহের ভাই-বোন তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত; দুইজনে তাঁহার দুই পাশে বসিয়া অতি যত্নে তাঁহার হাত-পায়ে হাত বুলাইতেছে; তাহাদের চোখ চারিটি বর্ষায়মান্ মেঘের মত জলে ভরা; দেখিয়া, দার্শনিক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সবাই যে কাঁদ্‌চো, দেখতে পাচ্চি; ব্যাপার কি, সমু? আমাকে বল তো. ভাই।"

সংজ্ঞাহীনতার পর প্রায় সকল লোকই একটা ক্লেশের ভাব বো[illegible]

করেন; কিন্তু দার্শনিক চেতনা-লাভের পর তেমন কিছু অনুভব করিতেন না; ইহাই ছিল তাঁহার চেতনা-হীনতার বিশেষত্ব; তাহা ছাড়া তিনি আবার ক্ষেত্র বিশেষে বুঝিতেই পারিতেন না যে তাঁহার সংজ্ঞালোপ ঘটিয়াছিল; এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিল: আর ঘটিল বলিয়াই তিনি উপরের ঐ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন।

দার্শনিকের চেতনা-লাভে যে আনন্দ তাঁহার মা, ভাই আর বোনের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, তাহা বর্ণনারও অতীত আবার কল্পনারও অতীত; কারণ, অতি আনন্দের সীমা মানুষের ভাব ও ভাষার বাহিরে। তাহাদের বিষাদ-মাখা মুখ কয়খানি মধুর হাসিতে ভরিয়া উঠিল; আর তাহাদের চোখের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দার্শনিকের মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। তাহার ভাইয়ের আনন্দ এত বেশী হইল যে সে গোটা কতক ডিগ্‌বাজী মারিয়া ফেলিল। তারপর ত্রাং করিয়া এক লাফ মারিয়া দার্শনিকের এক পাশে আসিয়া বসিল। এইখানে বলা আবশ্যক, দোষই বলুন আর গুণই বলুন, সমীরের একটি বিশেষত্ব ছিল; অতি আনন্দে সে তাল সামলাইতে পারিত না; দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া সে কখন কখন হাসিয়া, গাহিয়া, নাচিয়া এক মহাকাণ্ড বাধাইত; আবার কখন কখন আনন্দের আধিক্যে মাটিতেই গোটা কতক কিল মারিয়া বসিত; এই স্বভাবের বশেই সে এই ক্ষেত্রে ডিগ্বাজী মারিয়া ফেলিল। তাহার স্বভাবই এমনি বালক-সুলভ ছিল।

দার্শনিকের বোনের আনন্দেরও সীমা ছিল না; সে যে মুহূর্তে দার্শনিককে চোখ মেলিতে দেখিল, সেই মুহূর্তেই হাত-বুলানো বন্ধ করিয়া একেবারে তাঁহার মুখের কাছে আসিয়া বসিল; তারপর তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন বোধ হচ্ছে আপনার, দাদা?"

দার্শনিক একটু হাসিয়া, আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত দিয় কহিলেন, "ভালই আছি, ভাই। কিন্তু তোমরা সবাই কাঁদ্‌চ কেন, দিদি? তোমাদের দুঃখের কারণ কি, বল তো।"

নমিতা জবাব দিল, "আমরা ভেবেছিলাম, বোধ করি আপনার জীবন—।" নমিতা বলিতে বলিতে থামিয়া গেল।

দার্শনিক বাক্যটি শেষ করিয়া কহিলেন, "ভেবেছিলে, আমি জীবন হারাতে বসেচি; আমি চেতনা হারিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা মনে করেছিলে বুঝি, আমি জীবন হারাতে ব'সেচি; তাই তোমরা কাঁদ্‌ছিলে, নয় নমু?"

নমিতা বলিল, "সত্যিই তাই, দাদা, তুমি তো জানো, দুঃখ হ'লেই মানুষ কাঁদে, আর কান্নাই কেবল দুঃখ কমাতে পারে; দুঃখ যখন প্রবল হয়, তখন কাঁদলে দুঃখ অনেকটা কমে যায়।"

সমীর মহা খুসি হইয়া মাথা নড়াইয়া কহিল, "ঠিক বলেচো, নমতু, তোমার সঙ্গে, ভাই, আমি একেবারে একমত।" বলিয়াই দুই হাতের ব্যবধান যতদূর সম্ভব কমাইয়া বলিল, "এই এতটুকু তর-তফাৎ নেই। সত্যি কথাই তো, দুঃখ যখন প্রতি পলে অন্তরের প্রতি অণু-পরমাণুকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিতে থাকে, তখন মানুষ না কেঁদে থাক্‌তে পারে না।"

দার্শনিক সমীর ও নমিতার দিকে চাহিলেন; তাঁহার চোখদুইটি দিয়া স্নেহ যেন উছ্‌লাইয়া পড়িতে লাগিল; তিনি দুই হাত দিয়া সস্নেহে তাহাদের মাথা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তোমাদের কথা আমি সর্ব্বতো-ভাবে সমর্থন করি, সমু-নমু; কিন্তু একটি কথা এখনও আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি নে; তোমরা কাঁদছিলে কেন? তুমি জানো, সমু, তুমিও জানো, নমু, আমি ঘুমোচ্ছিলাম।"

দার্শনিক তাঁহার সংজ্ঞালোপের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। এই ভাবে ভুলিয়া যাওয়াই তাঁহার বিশেষত্ব; কাজেই তিনি কহিলেন, "তুমি তো জানো, সমীর, ঘুম দৈনিক জীবনের বিশ্রাম; সংজ্ঞা যখন থাকে, তখনই জীবনের দিন, আর ঘুমে যখন চেতনা লোপ পায়, তখনই জীবনের রাত্রি; ঘুম তো জীবনের অনন্ত রাত্রি নয়; তা'র মানে, ঘুমোলেই তো মানুষ মরে না, বা মরে যেতে পারে, এমনও তো নয়; তা'র জন্যে এত কান্না কেন?"

সমীর সসম্মানে দার্শনিকের একখানি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কহিল, "সত্যিই তাই বটে, দাদা; কিন্তু ঘুম যখন বিনা বিরামে তিন চার দিন ধ'রে চল্‌তে থাকে, তখন এই অবিরাম ঘুমই যে আপনা হ'তে মৃত্যুর ধারণা নিয়ে আসে; সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেই যে অনেক সময়ে মৃত্যু লুকিয়ে থাকে; তা' ছাড়া আপনি তো ঘুমোন নি; আপনি সংজ্ঞাহীন হ'য়েছিলেন; আবার যদি ঘুমিয়েই থাকেন, আপনার ঘুম তিন দিন স্থায়ী হ'য়েছিলো। এ বড় অস্বাভাবিক ঘুম।"

সমীরের কথায় দার্শনিক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; সস্নেহে ভাইয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তুমি কি বল্‌চো, আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, সমীর; তুমি বোল্‌চ, আমি তিন দিন ধ'রে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম; কিন্তু আমার তো মনে হোচ্চে, মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে ঘুমিয়েছিলাম।"

দার্শনিকের কথা সমীর ও নমিতার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইল; অন্য কেহ এ কথা বলিলে, বোধ করি, তাহারা দুইজনে হাসিয়া ঘর ফাটাইবার আয়োজন করিত; কিন্তু দার্শনিককে তাহারা দুই জনেই দেবতার মত ভক্তি করিত; কাজেই, হাসিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করিতে পারিল না; তবু হাসির বেগ দমন করা নমিতার পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল; তাই, নমিতা মুখে কাপড়

গুঁজিয়া হাসির বেগ দমন করিতে করিতে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসি- আচ্ছা করিয়া এক চোট হাসিয়া লইয়া, তারপর লক্ষ্মী মেয়েটি সাজি- আসিয়া দার্শনিকের পাশে বসিল; সমীরের অবস্থাও 'তথৈবচ' তবে সে এদিকে ওদিকে চাহিয়া, হাত দিয়া ঠোঁট দুইখানা চাপি- ধরিয়া, অতি কষ্টে হাসির বেগ দমন করিল; তারপর গম্ভীর হই- কহিল, "আমার কথা শুনে বিস্মিত হোচ্চেন, দাদা? এ খুবই স্বাভাবিক; যে জিনিস অতি আকস্মিক, প্রায় দেখতে পাওয়া যা- সেই জিনিসই বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়; বোল্‌চেন্‌, 'এক ঘণ্টা আ- ঘুমিয়েচি; কিন্তু এটা আপনার মনে হচ্চে মাত্র, কিন্তু যে জিনি- মনে হয়, তাই যে সব সময়ে ঠিক, এমন নয়।"

দার্শনিক মায়ের কোলে তখনও পর্য্যন্ত শুইয়াছিলেন; তিনি এতক্ষণ কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; এখন হা- বাড়াইয়া আঙুল দিয়া দার্শনিকের ঠোঁটদুইখানি সস্নেহে একটু নাড়ি- আঙুলের প্রান্ত মুখে ঠেকাইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, "আমি না ব'- থাকৃতে পারৃচি নে, বাবা, তোমার ঘণ্টার জ্ঞান কিছু মোটা হ'- গেছে; তবে এতে তোমার দোষ নেই; অনেকক্ষণ অচেতন হ'- পড়ে থাকৃলে, সকলের বুদ্ধিই একটু মোটা হয়; আজ তিন দিন ধ'- তুমি অচেতন হ'য়ে পড়েছিলে।"

শুনিয়া দার্শনিকের মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল; ঠিক এ- সময়ে মা, ভাই ও বোনের শারীরিক কৃশতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তাই তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের সকলকেই রোগ- রোগা দেখ্‌চি কেন, বল তো, মা?" বলিয়াই দার্শনিক ছোট ছেলেটি মত আব্দার করিয়া পূজনীয়া জননীর হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিলেন দার্শনিক মায়ের কাছে ছোট ছেলের মত আব্দার মাঝে মাঝে করিতেন

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই ; গোঁফ-দাড়ি পাকিলেও, সন্তান মায়ের কাছে নিজেকে শিশু ব'লেই মনে করে।

দার্শনিক মায়ের কোল হইতে মাথা তুলিয়া ইতিপূর্ব্বেই উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তখন সমীর ঐ প্রশ্নের জবাব 'দিব দিব' মনে করিল, কিন্তু পারিল না ; সে একবার দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তারপরই আবার মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সমীর সঙ্কোচ করিতেছে, দার্শনিক তাহা বুঝিলেন ; তাই, সস্নেহে তাঁহার ছোট ভাইয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দ্বিধা কোর্‌চো কেন? তোমাদের রোগা দেখাচ্চে কেন, বল তো, সমু।"

প্রশ্ন শুনিয়া সমীর তাঁহার মুখের দিকে আবার চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের মত মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল ; দার্শনিক আদর করিয়া আঙুল দিয়া তাহার দুই গাল স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "বলো তো, সমু ; এতে সঙ্কোচ কর্‌বার তো কিছু নেই, ভাই।"

সমীর একেবারে দার্শনিকের মুখের কাছে নিজের মুখখানি আনিয়া সবিনয় ভঙ্গিতে ঠোঁট নড়াইয়া কহিল, "আপনার কথার জবাব পরে দেবো, দাদা ; আমার কথাগুলি আগে শুনুন, কেমন ?"

"তোমার কথা তো শুন্‌বো, সমু ; কিন্তু আমার কথার জবাব কেন দিচ্চো না, বলো।"

"সে কথা শুন্‌লে আপনার ভারি রাগ হবে, তাই—।"

"রাগ হবে ! রাগ হবে।" বলিতে বলিতেই দার্শনিকের মুখখানি ম্লান মলিন হইয়া উঠিল। এ মলিনতার মানে কি, সমীর তাহা বুঝিতে পারিল ; কারণ, আগে একদিন সে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিল, 'প্রেম-দীনতার সেবকদের রাগ করিতে নেই ; রাগ হ'ল মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু।' এই কথা এখন মনে পড়াতে, সমীরের অত্যন্ত

লজ্জা বোধ হইতে লাগিল ; সে অগ্রজের পাদুইখানি ধরিয়া কহিল, "ও কথা বলা আমার ভারি অন্যায় হ'য়েচে ; আমাকে ক্ষমা করুন, দাদা।" তারপর বলিল, "আমার যা' বল্‌বার আছে, তা' বল্‌বার আদেশ দিন তাহ'লে ; শেষে আপনার কথার জবাব দেবো।"

"বেশ, বলো।"

এখানে বলা আবশ্যক, দার্শনিক যে আপ্রাণ চেষ্টায় প্রেম-দীনতার সেবা করিতেন, সমীর ইহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিল ; কিন্তু সে দার্শনিকের ঘন ঘন উপবাসে আর তাঁহার এই ভাবের আরও অনেক আত্ম-নির্য্যাতনে মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইত : কখন কখন সে এ সবের জন্য নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিত ; আবার কখন কখন এই সব নির্য্যাতনের দুঃখ নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবনেরও চেষ্টা করিত ; কিন্তু যখনই চেষ্টা করিত, তখনই আবার অগ্রজের প্রতি তাহার স্বাভাবিক ভক্তি ও ভালবাসা আসিয়া বাধা দিত। আজ যখন সে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অনুমতি পাইল, তখন সে স্থির করিয়া ফেলিল, প্রাণ ভরিয়া অকপটে নিজের দুঃখের কথা দাদাকে জানাইবে ; দুঃখ-কষ্টের যে সব কথা শূল-বেদনার ন্যায় তাহার বুকে বিষম খোঁচাখুঁচি সুরু করিয়াছিল, এই তাক বুঝিয়া সে বেবাক সেইগুলি বলিতে সুরু করিল ; কহিল, "আপনি জানেন না, দাদা, আমার মন কিভাবে আপনার জন্যে অহরহ কাঁদে। আপনার অতি অল্প আঘাতেই আমি মর্ম্মে মর্ম্মে শেল-বেঁধার মত মারাত্মক বেদনা বোধ করি ; আপনার সামান্য কষ্টেই আমার মনে হয় কে যেন আমার ছাল-চামড়া কেটে কেটে তাতে নুন-লঙ্কা ছিটিয়ে দিচ্চে। আপনি তো জানেন, যে ভালবাসে তা'র মন যাকে ভালবাসে, তা'র দেহে বাস করে। কিন্তু আপনি তা' দেখেও দেখেন না, দাদা ; কাজেই আমার মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে।" সমীর একটু

থামিয়া ফোঁস্ করিয়া এমনি সজোরে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল যে তাহার শব্দে দার্শনিক চমকাইয়া উঠিলেন; তারপর সে আবার কহিতে লাগিল, "আপনি কোটি-কোটিপতি; ধন-ঐশ্বর্য্যে আপনি রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট্; রাজা-মহারাজার তহবিলে যত যত অর্থ আছে, আপনার অর্থকোষে তা'র থেকেও ঢের বেশী টাকা আছে; এই অসংখ্য টাকা-কড়ি আপনি দীন-দুখীকে দান করেন; এ তো অতি সুন্দর, অতি চমৎকার; এতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই—কিছুমাত্র আক্ষেপ নেই; বরং এতে আমি খুবই আনন্দ পাই; কিন্তু এই দেওয়া-থোয়ার পর যে টাকাটা পড়ে থাকে, সে টাকার দিকে ভুলেও আপনি চান্ না; কেবল, দেবার সময় যখন দরকার হয়, তখনই তাতে হাত দেন দেখ্‌তে পাই।"

দার্শনিক সস্নেহে সমীরের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আমাদের অর্থকোষে পূর্ব্ব-পুরুষদের সঞ্চিত কোটি কোটি টাকা যে আছে, তা' আমি জানি, সমু; আর এও জানি, ভাই, দেনা-পাওনা বাদে আমাদের ভূসম্পত্তি আর কারবারের খাঁটি বার্ষিক আয় আট কোটি টাকা; তা' ছাড়া এ কথাও আমার অবিদিত নয়, সমীর, আমাদের অর্থকোষে যে টাকা-কড়ি আছে, তা' রাজা-মহারাজাদের ঐশ্বর্য্য হ'তেও ঢের বেশী; কিন্তু—।" দার্শনিক একটু থামিয়া সমীরের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার স্নেহ-ভরা চোখ দুইটি সমীরের উপর স্নেহ বর্ষণ করিতে লাগিল; তিনি আবার কহিতে লাগিলেন, "কিন্তু ভুলে যেয়ো না, সমু, পাত্রাপাত্র বিবেচনা ক'রে দান করাই হোলো প্রকৃত সম্পদ, অর্থকোষের গুরু ভার নয়; ধনী তখনই অতি নির্ধন—যখন তিনি দানের প্রকৃত পাত্রকে না দিয়ে কেবলই সঞ্চয় কর্‌তে থাকেন; টাকা-কড়ি তাঁদের প্রচুর থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তর অতি দরিদ্র।" আদর করিয়া হাতের আঙ্গুল দিয়া সমীরের চিবুকখানি একটু নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি

ঠিক জেনো, সমু, যাঁদের বহু টাকা আছে অথচ যাঁরা মোটেই দান করেন না, তাঁরাই যথার্থ নির্ধন ; কাজেই, বুঝ্‌তে পার্‌চো, যোগ্য পাত্রকে দান ক'রে, টাকার থলীর ভার কমানোই হোলো প্রকৃত ধনাঢ্যতা। যা বলা হ'য়েচে, তা' হ'তে বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে, নয় সমু, নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ কর্‌বার্ জন্যে পাই-পয়সাটিও ব্যয় করা আমাদের উচিত নয় ; সম্পত্তি আর কারবারের সমস্ত আয়ই যোগ্য পাত্রে বিতরণ করা উচিত ; আর পূর্ব্ব-পুরুষদের সঞ্চিত যে টাকা আছে, তা' হ'তে কিছু কিছু সাংসারিক অত্যাবশ্যক জিনিস-পত্রে খরচ করা উচিত ; যা' ব'লেচি, তা' এখন শুন্‌লে তো, সমীর ? কোটি কোটি টাকা কোটি কোটি পাত্রকে দানের জন্যে ; দান ক'রে টাকা-কড়ি কমানোই প্রকৃত সম্পত্তি, প্রকৃত ঐশ্বর্য্য।"

"ঠিক বুঝ্‌তে পেরেচি, দাদা ; ধনবানের সঞ্চয় দীন-দুঃখীর জন্যে ব্যয় হওয়া উচিত ; দানজ অর্থহীনতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা।" সমীরের আরও অনেক কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু সে আর কিছু বলিতে পারিল না ; তাহার অন্তর তখন আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল ; কাজেই কিছু বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। অতি আনন্দের এই অভিভূত ভাব যখন কাটিয়া গেল, তখন সে সসম্ভ্রমে দার্শনিকের একখানি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া, প্রথমে বুকে ও পরে মাথায় ভক্তি-ভরে রাখিয়া কহিল, "আমি যে আপনার ছোট ভাই, এ আমার পরম সৌভাগ্য।" তারপর দার্শনিকের নিকট হইতে আরও শিখিবার জন্য সে আবার বলিতে লাগিল, "আপনার খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ, আরাম-বিরাম সবই যে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না ; আপনি ইচ্ছামত আপনার জীবনকে উপভোগ্য ক'রে তুল্‌তে পারেন ; আপনার পরিতোষের জন্য আমি সর্ব্বদাই জীবন

উৎসর্গ কোর্‌তে প্রস্তুত আছি; নমুকে আপনি নিজ হাতে ক'রে মানুষ কোরেচেন; আপনার পবিত্র সেবায় সে জীবন দিতে সদাই রাজি; কিন্তু আপনি আমাদের সেবা-যত্ন চান্ না; আপনি দারিদ্র্য দীনতায়, অনুতাপ-অনুশোচনায়, ক্লেশ-কষ্টে জীবন কাটাতে চান্; আপনি দিনের পর দিন অনাহার-অনশনে থেকে নিজের অতুল্য সুন্দর দেহখানিকে কঙ্কালসার ক'রে ফেলেন। কেন আপনাকে আমরা এভাবে থাক্‌তে দেবো; আপনাকে এত ভালবাসি, তা'র দরুণ আপনার ওপর কি আমাদের কোনো দাবি নেই?"

"তোমার সব কথাই সত্যি, সম্; সত্য, তোমরা দুইজনে আমার সেবা করতে চাও; কিন্তু আমি অতি বড় হতভাগা, সমীর; তোমরা যা' চাচ্চ, সে জিনিস নেবার অধিকার আমার নেই; যে নেবে, নেবার আগে তা'র দেওয়া উচিত; যে নিজে সেবক নয়, তা'র সেবা নেওয়া উচিত নয়; দেখ্‌তে পাই, রাস্তা-ঘাটে কত সেবার পাত্রই পড়ে রয়েচে; কিন্তু তা'দের ক'জনের সেবা কর্‌তে পারি?" বলিতে বলিতেই একটি দীর্ঘশ্বাস দার্শনিকের বুক চিড়িয়া বাহির হইয়া আসিল; তিনি আবার কহিতে লাগিলেন, "এইবার শোনো, আমি কি জন্যে উপোষ করি; যেমনই আমি কোনো খাবার মুখে তুলি, অমনি আমার ক্ষুধাতুর দলিত পিষ্ট পথচারী অনাহারী ভাইদের বিষাদ-মলিন মুখগুলি আমার চোখের সমুখে ফুটে ওঠে; তা'দের কাতর মুখের করুণ দৃশ্যে আমি মনে মনে বড় কষ্ট পাই; আমার অন্তর তখন দুঃখে কষ্টে ফুলে ফেঁপে উঠ্‌তে থাকে; মন যখন দুঃখে ভ'রে ওঠে, খাবার প্রবৃত্তি তখন আস্‌তেই পারে না; মুখ মনের স্বভাবজ ভৃত্য।" দার্শনিকের চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া কান্নার বেগ চাপিতে লাগিলেন; বেগ কতকটা কমিলে, তিনি কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখ

মুছিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "যে দিকেই চাই, সেই দিকেই আমার উপবাসী ভাইদের শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখ্‌তে পাই ; জগতে এত যে সেবার পাত্র রয়েচে, কিন্তু তাদের ক'জনের সেবা আমি কর্‌তে পারি, সমীর ?" হতাশ ভাবে মাথা নড়াইয়া কহিলেন, "কিছু না, সমীর, কিছু না, কিছুই কর্‌তে পারি নে।" দার্শনিকের বুক চিড়িয়া, আবার একটী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল ; আর তাঁহার কান্নার বেগ অসংবরণীয় হইয়া উঠিল ; দুই হাতের তালুতে মুখ ঢাকিয়া, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন ; অনেকক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর মুখ তুলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "এখন বুঝ্‌তে পার্‌চো, সমীর, আমি জগতের কোন কাজই কর্‌তে পারি নে ; এমন অকেজো, অহিতকর জীবনের মূল্যই বা কি ? তবে এ কথা ঠিক, যে দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনে অক্ষম, তা'র অন্ততঃ দুঃখ-দারিদ্র্যের অস্তিত্বে আস্থাবান্ হওয়া উচিত ; এতে হয় কি জানো, সমীর ? দুঃখ দূর কর্‌তে পারি বা না পারি, যা'রা সেবার পাত্র, তাদের প্রতি স্নেহ-সহানুভূতির সঞ্চার হয়।"

সমীর কহিতে লাগিল, "আপনি মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্য ; কিন্তু এত রূপের আপনি কোন মান-মর্য্যাদাই রাখেন না ; একবার একখানা আর্শি খুলে চেয়ে দেখুন দেখি, দাদা, আপনার দেব-দুর্লভ রূপরাশি এই সুদীর্ঘ তিন দিনের উপবাসে কি হয়ে গেছে ?' একটু থামিয়া আবার কহিল, "আপনি স্বেচ্ছায় পাপী-পাষণ্ডের মার খান্ ; তা'দের প্রচণ্ড আঘাতে আপনার নবনী-কোমল দেহখানি ক্ষত-বিক্ষত হয়। কেন আমি আপনাকে এভাবে অপমানিত হ'তে দেবো ? কেন আমি আপনাকে এভাবে আহত হ'তে দেবো ? কেন আমি আপনাকে এভাবে রক্তাক্ত হ'তে দেবো ?" সমীরের ওষ্ঠাধর রাগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রাগ সামলাইতে না পারিয়া সে এমন

একটি কাণ্ড করিয়া বসিল যাহা, সে ইতিপূর্ব্বে কখনও করে নাই ; সহসা গায়ের সার্ট-কোট খুলিয়া, ছুড়িয়া তফাতে ফেলিয়া দিল। গা খুলিয়া, বুক-পেশী ফুলাইয়া যখন সে দাঁড়াইল, তখন তাহার সুন্দর-সুকুমার অথচ পাষাণ-কঠিন দেহখানি দেখিয়া তাহাকে 'কলির ভীম' ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সে কহিল, "আপনাকে বলে রাখ্‌চি, দাদা, এইবার যদি কোন পাজী আপনার গায়ে হাত তুল্‌তে আসে, তাহলে সে টেরটা ভালো করেই পাবে।" সমীর দাঁত খিঁচাইয়া ঘুষি পাকাইয়া বলিল, "এক কিলে তা'র—।" সহসা সে ঘরের দেওয়ালে একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বসিল ; সে আঘাত এমনি জবর হইল যে দেওয়াল হইতে একখানা প্রকাণ্ড চাপ খসিয়া পড়িল ; তারপর কহিল, "এক কিলে তা'র নাম ভুলিয়ে দেবো ; তার স্মরণ থাকে যেন আমি বিশ্ব-বিজয়ী কুস্তিগির পালোয়ান ; এতদিন যে আপনার অত্যাচারকারীকে কোন কথা বলি নি, তা'র একমাত্র কারণ তা'দিকে কিছু বল্‌লে আপনি মনে মনে দুঃখ পাবেন ব'লে ; কিন্তু আর তা' হবে না ; এইবার হ'তে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' ; আর ভালো মানুষটি সেজে থাক্‌বো না।" এই কথা শুনিয়া দার্শনিক একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; দেখিয়া সমীরের উত্তেজনার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া দার্শনিক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ; বুঝিয়াই সে লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বাস্তবিক এই উত্তেজনার জন্য সমীরকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না ; একে পালোয়ান লোক ; তাহার উপর রাগের কারণটাও কিছু বেশী ; কাজেই, তাল সামলাইতে না পারিয়া দেওয়ালে কিল মারিয়া বসিল ; তখন বুঝিতে পারে নাই, দার্শনিক ইহাতে দুঃখিত হইবেন ; এখন যখন সে বুঝিল, তখন লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর অগ্রজের চরণদুইখানি

জড়াইয়া ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, "আমি উত্তেজনার বশে ভারি অন্যায় ক'রে ফেলেচি; যা' কখন করি নি, আজ রাগের মাথায় তাই ক'রে ফেলেচি; আমায় ক্ষমা করুন, দাদা; আপনি যে প্রেমের অবতার: উত্তেজনা আপনার ভাল লাগ্‌বে কেন?"

সমীরের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সত্য-সত্যই দার্শনিক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে অনুতপ্ত হইয়া তাহার পাদুইখানি জড়াইয়া ধরিতেই তাঁহার দুঃখের ভাবটা কাটিয়া গেল; তিনি নীচু হইয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে একটি কথা বোল্‌চি, শুনে রাখো, সমীর; অন্যের সুখের জন্যে কষ্ট স্বীকার করাই হোলো সব চেয়ে বড় আনন্দ; প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ আর প্রেম-প্রাণ যীশুর জীবনই হোলো এর চরম আদর্শ; জগতের পাপ-তাপ দূর কর্‌বার জন্যে প্রেম-পাগল নিমাই অনন্ত অসীম দুঃখকে স্বেচ্ছায় সাদরে বরণ করেছিলেন; মহাপ্রাণ যীশুও জগতের কষ্ট মোচন কর্‌বার জন্যে ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; প্রেম-ধর্ম্মের এই দুইজন অমর অক্ষয় অবতার এই ভাবে কষ্ট স্বীকার ক'রে কত আনন্দই না উপভোগ করেছিলেন; একবার এই কথাটা ভেবে দেখ দেখি, সমীর; তাই বলে, মনে কোরো না, আমি তাদের সঙ্গে নিজের তুলনা কর্‌চি, তা' নয়; তবে আমি বল্‌তে চাই, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলা আমাদের সকলেরই উচিত।"

"আপনি যা' বল্‌লেন্ তা' অতি চমৎকার; আপনি যে প্রেম-দীনতার মূর্ত্তিমান্ সেবক, তা'ও আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি।"

দার্শনিক আবার কহিতে লাগিলেন, "আমি জানি, সমু, তুমি সত্যি সত্যিই আমাকে অত্যন্ত ভালবাস; কাজেই, আমার যা'তে আনন্দ হয়, তা'তে তোমারও আনন্দ হওয়া উচিত; মনের একত্ব ভালবাসারই

একটি অবস্থা ; এই অবস্থা না এলে ভালবাসা প্রকৃত হয় না ; কাজেই সত্যি সত্যিই তোমার কথামত দুঃখ হ'তেই যদি আমি আনন্দ পাই, তা হ'লে এই দুঃখ হ'তে তোমারও আনন্দ পাওয়া উচিত। আনন্দ আর নিরানন্দ মনের খেলনা: কারণ অনুভূতি মনের অনুমোদন।"

দার্শনিকের মনের ঐ ভাব হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভালবাসা চরম দ্রাবক ; আর তাঁহার ভালবাসার স্পর্শের মধ্যে যাহা কিছু আসিত, তাহাই ভালবাসায় পরিণত হইত। কুসীদ-জীবীর ব্যাপারেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্পর্শই পরিবর্ত্তক।

সমীর দার্শনিকের কথামত কাজ করিবার প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলিল, "আমি প্রায় সব সময়েই আপনার কাছে থাকি ; কাজেই ভালবাসার সব চেয়ে উঁচু অবস্থা সম্বন্ধে আপনি যা' বোলেচেন, তা আমি বুঝতে পেরেচি ; আর এই জিনিসটাকে আপনি আমাকে আমার স্বভাবে বসিয়ে নিতে বোল্‌চেন : কিন্তু বাস্তব জগতের সঙ্গে আচার-আচরণে আমি তা' সব জায়গায় পারবো না—বিশেষতঃ আপনার প্রতি যদি কেহ কোন অন্যায় করে, তাহ'লে তো নয়ই। তবু আপনার মতের প্রতি আমি সাধ্যমত অনুরাগ দেখাতে চেষ্টা করবো ; কারণ, আমি আপনাকে সব চেয়ে ভালবাসি, সব চেয়ে ভক্তি করি : আপনার সম্বন্ধে আমি যা' বলেচি, ঠিক তাইই করব ; কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আপনার ঐ মত ঠিক বজায় রাখবো। ভালবাসার খাতিরে প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্ত জগতে ভূরি ভূরি পাওয়া যায় ; বাবরের দৃষ্টান্ত এর একটি ; ছেলের জীবনের জন্যে বিপন্ন হ'য়ে, তিনি ভগবানের নিকট হুমায়ুনের বদলে নিজের মৃত্যু কামনা করেছিলেন ; ভগবানও তা' মঞ্জুর করেছিলেন ; কাজেই বাবরের দৃষ্টান্ত হ'তেই আমরা প্রিয়জনের জন্যে আত্ম-বিসর্জ্জনের

উদাহরণ পাই; আমিও এই ভাবেই আমার অতি প্রিয়জনের জন্যে জীবন দিতে চাই।"

দার্শনিক কহিলেন, "আমার মার খাওয়া সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলে এইবার তা'র জবাব দিই; তুমি ঠিক জেনো, সমীর, এই মার খাওয়াতেই প্রকৃত জয়; জগতে যাঁরা সব চেয়ে বড় প্রেমিক, তাঁদের জীবনী হ'তে এই জিনিস শিখ্‌তে পারা যায়।"

"আপনি যা' বল্‌তে চান, আমি তা বুঝতে পেরেচি, দাদা; আপনি বল্‌তে চান, মার খেয়েও মার দেওয়া হয় ভালো; যিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, মার খেয়ে তাঁর দেহ রক্তে ভেসে গিয়েছিলো; কিন্তু এই রক্তমাখা ক্ষতই আবার ঐ দুই জনের হৃদয়কে অনুতাপের প্রচণ্ড আঘাতে জর্জ্জরিত ক'রেছিলো; তাঁরা এ মারের জন্যে অনুতাপে জ্বলে পুড়ে, নিজেদের মন নিষ্পাপ নির্ম্মল ক'রে, পরম দয়াল নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়, স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ কর্‌তে পেরেছিলেন: কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্চে, নিত্যানন্দ যে জয় করেছিলেন, তা' প্রকৃতপক্ষে তাঁর দৈহিক পরাজয়ের উপর নির্ভর কর্‌চে; আবার, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়ে তাঁর যত যত বিরুদ্ধাচারী ছিল, তাদের হৃদয় অনুতাপের শেলে বিদ্ধ করেছিলেন, তিনি ক্রুশে অপ্রকট হয়েছিলেন বটে; কিন্তু অপ্রপ্রট হ'য়েও জগতের মনে সবল জীবন নিয়ে আবার দেখা দিয়েছিলেন। সগৌরব তিরোভাবই অমরত্ব; কাজেই, আপনি দেখচেন, দাদা, আমি বুঝতে পেরেচি, কেন আপনি যেচে কষ্ট পেতে চান।"

দাদার কাছ হইতে আরও অনেক কিছু শিখিব, সমীরের এই ইচ্ছা তখনও প্রবল ছিল; কাজেই সে বলিতে লাগিল, আপনি যে ভাবে জীবন কাটাচ্চেন, তা' মোটেই সন্তোষ-জনক নয়, দাদা; এ ভাবে জীবন-যাপন-করাটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না; জগতের সব

লোক যে ভাবে জীবন-যাপন করে, যে ভাবে আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ করে, আপনিও তাই করুন দাদা, এইই হ'ল আমার আন্তরিক ইচ্ছা; তাহ'লেই আমি ভারি আনন্দ পাবো।"

"আমার জন্যে তুমি যে এত ভাবো, এতে আমি ভারি খুসি হয়েচি; তোমার ধারণা, আমি জীবনের সব উপভোগ্য জিনিসই ত্যাগ করি, নয় সমু? কিন্তু তোমার এ ধারণা ঠিক নয়, ভাই।" বলিয়াই দার্শনিক নিজের হাত দিয়া সস্নেহে সমীরের চিবুকখানি স্পর্শ করিলেন; তারপর তাহাকে সাদরে নিজের বুকে টানিয়া আনিয়া, তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া কহিলেন, "তুমি যেমন ভাবো, ব্যাপারটা ঠিক তা' নয়; আমার জীবনের আনন্দ উপভোগের পরিমাণ ঢের বেশী; তুমি ভাবো, আমি নিজেকে কেবলই কষ্ট দিই; আমি বড় সরল, বড় সাধাসিধা; কিন্তু তুমি জানো তো, সমীর, ত্যাগী না হ'তে পারলে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারা যায় না; তুমি বোল্‌চো, আমি উপোষ ক'রে দুর্ব্বল কুৎসিত হয়েচি, কঙ্কাল-সার হ'য়ে গেছি; এর উত্তরে আমি এই বল্‌তে চাই, সমীর, মনের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য, দেহের সৌন্দর্য্য নয়; মনই প্রকৃত মানুষ, দেহ তো তা'র ভাড়াটে বাড়ী; কাজেই গৃহ অপেক্ষা গৃহীর যত্ন বেশী নিতে হবে বৈ কি। মনের নৈতিক আর পারমার্থিক উন্নতি এবং উৎকর্ষই মানুষের যথার্থ সৌন্দর্য্য; শুধু সৌন্দর্য্যে নয়, সমীর, অপর অপর সব বিষয়েই মন সত্য আর বাস্তবের আধার। প্রশ্ন আর উত্তরের আকারে কয়েকটি সমস্যার এইখানেই সমাধান করা যাক্‌:—(১) পার-মার্থিকতা কি? এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও একটি অন্তর্-সত্ত্বা আছে; পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট; এই সম্বন্ধ স্বীকার করা, খুঁজে বার করা আর অনুরাগ দিয়ে উপলব্ধি করার নামই পারমার্থিকতা। (২) জীবন কি? পারমার্থিকতায় আনন্দ পাওয়া যায়; সেই আনন্দের

যে তৃষ্ণা, তা' মিটানোর ধারাবাহিক (ক্রমিক) কালই জীবন। (৩) উপভোগ কি? পারমার্থিক আনন্দের পিপাসা মিটানোর ক্রমিক গতিই উপভোগ। (৪) জগদীশ্বর কি বস্তু? অনন্ত অসীম প্রেম ঃ পরমানন্দের সর্ব্ব-শক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ সজীব সত্তাই জগদীশ্বর। জগদীশ্বর সম্বন্ধে এই কথা বল্‌লাম্, তার কারণ, এর বেশী কল্পনা মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে। (৫) প্রেম কি? যে জিনিস মনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করে, তা'র প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণই প্রেম। মানুষের অন্তরে যত রকমের ভালবাসা থাকে, তাদের মধ্যে পারমার্থিক প্রেমই ব্যাপক। ব্যোম নামে এক রকম জিনিস আছে; তা' অতি হাল্কা আর সূক্ষ্ম; ব্যাপক হিসেবে এর মত সূক্ষ্ম জিনিস আর নেই, কাজেই প্রেমকে পারমার্থিক ব্যোম বলে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গাই এই প্রেম-ব্যোমে বেষ্টিত ; আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক প্রেম-ব্যোমের এই আবরণই জগদীশ্বরের সুস্পষ্ট আত্ম-প্রকাশ। প্রেমের এই সর্ব্বত্র ব্যাপকতাই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার স্বরূপ। (৬) আনন্দ কি? প্রেম উপলব্ধি করার পর যে অনুভূতি আসে, সেই অনুভূতিই আনন্দ। কেহ কেহ বলেন, প্রেম আর আনন্দের উৎপত্তি সম-সাময়িক ; কাজেই, তাদের উপলব্ধি আর অনুভূতি পরস্পরের অনুবন্ধী। যা' বলেচি, তা' হ'তে, বোধ করি, বুঝ্‌তে পেরোচো, সমীর, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই প্রেমময় ; কাজেই, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই আনন্দময় ; তাই, প্রেমই উপাসকের প্রিয়তম।"

সমীর কহিল, "সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্যে আপনি অতুল্য ; কিন্তু আপনার এই অসামান্য রূপ ধূলায় ধূসর হয় ; আপনি রূপ-লাবণ্যে একেবারে উদাসীন।" সমীর দার্শনিকের পাশে বসিল ; সসম্ভ্রমে তাঁহার ডান হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "আপনাকে আমি মিনতি

ক'রে বল্‌চি, দাদা, আমার কথা শুনুন ; আপনাকে শুন্‌তেই হবে কিন্তু, দাদা ; আপনি যে শুধু কষ্টের ভেতর দিয়েই জীবন কাটাবেন, সেটী আর আমি হ'তে দিচ্চি নে : যে ভালবাসে, পুরস্কার চাওয়ার দাবি তা'র নিশ্চয়ই আছে ; আমি আপনাকে ভালবাসি : কাজেই, আপনার কাছ হ'তে পুরস্কার চাই , এ পুরস্কার আর কিছুই নয় : যা' বোলবো, তাতে আপনার সম্মতি ; উপোষ ক'রে, ধূলায় ধূসর হ'য়ে, আপনি আপনার রূপ-দেহ নষ্ট করেন, তা' আর আপনি করবেন না, বলুন ; সৌন্দর্য্য সেই অনাদি অনন্ত স্রষ্টা-শিল্পীরই কারুকার্য্য ; এ সৌন্দর্য্য নষ্ট করবার্ জন্যে নয়, ধূলায় ধূসর করবার্ জন্যে নয়।"

দার্শনিক জবাব দিলেন, "যেটিকে তুমি আত্ম-নির্য্যাতন বোল্‌চো, সমীর, সেইটিই হোলো আমার প্রকৃত সুখ : অন্তর্-সত্তাই হোলো মন : পরমাত্মার সংস্পর্শে যে সুখ আসে, চেষ্টা করে সেই সুখ উপলব্ধি করাই মনের কাজ ; শরীর সম্বন্ধে যে প্রকৃত ভক্ত যত উদাসীন্, বুঝ্‌তে হবে, তিনি পারমার্থিক সুখের সন্ধানে তত একনিষ্ঠ ; স্থির জেনো, সমীর, এই সুখের উপলব্ধিই হোলো প্রকৃত উপভোগ। প্রতি মানুষের মধ্যেই দুইটি সত্তা আছে—(১) বহিঃসত্তা আর (২) অন্তর্-সত্তা : আর এমন একটা অবস্থা আছে, যখন সেই দুটি সত্তা এক হ'য়ে যায় ; এই অবস্থার দুইটি কাজ—(১) বহির্জগতের প্রতি ঔদাস্য আর (২) প্রেমে অন্তর্-সত্তার পরিপূরণ, এবং জগতে তাহার বিকীরণ।

দার্শনিক যাহা বলিলেন, সমীর তাহা বুঝিল ; তবু সুখ-শান্তি সম্বন্ধে তাহার নিজের যে ধারণা ছিল, সেই ধারণা দাদার মনে বদ্ধমূল করিবার জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল ; তাই সে কহিল, "আপনি মনে কোরবেন না যেন, দাদা, আমি বাজে বক্তৃতা দিচ্চি : আমি সত্যি কথাই বল্‌চি : আবার বলি শুনুন—যে ভালবাসে, সে পুরস্কার দাবি করতে পারে ;

আমি আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি আর ভক্তি করি ; কাজেই, আমার কথায় রাজী হ'য়ে, আমার এই উপকারটুকু করতে হবে ; নইলে আমি ছাড়্বো না।" এই বলিয়া সমীর দার্শনিকের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া তাহার পাদুইখানি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া, কহিল, "বলুন, আমার কথা শুনবেন ; নইলে আমি আপনার পা ছাড়্বো না ; আমার কথামত কোন কোন বিষয়ে আপনাকে রাজী হ'তেই হবে ; যে যে বিষয়ে আপনি একান্ত উদাসীন, সেই সেই বিষয়ে—যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, স্নান আহার, নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদ ইত্যাদিতে আপনাকে যত্নবান্ হ'তে হবে।" তারপর মহা আনন্দে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া আব্দারের স্বরে কহিল, "আপনি যে এইভাবে নিজেকে অবহেলা কর্তে থাক্বেন্—আপনার এই বৃত্তিকে কোন মতেই আর চল্তে দেওয়া উচিত নয়। কি বলো, নমু ?"

নমিতা মহা উৎসাহে মাথা নড়াইয়া বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক বোলেচেন্, ছোটুদা। বড়দা ঐ ভাবে কষ্ট করেন দেখে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায় ; তবু কিছু বল্তে পারি নে ; ভয় হয়, পাছে বড়দা মনে কোনো আঘাত পান।" বলিতে বলিতেই নমিতার চোখদুটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

নমিতার কাছ হইতে উৎসাহ পাইয়া সমীর খুসি হইয়া আদর করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "আমি কি ঠিক করেচি জানো, ভাই নমতু ? ঠিক করেচি, দাদা যেই আত্ম-নির্য্যাতন করবেন, অমনি আমরা দুই ভাই বোনে তাঁর পিছনে লেগে থেকে যাতে তিনি আর নিজেকে কষ্ট দিতে না পারেন সেই চেষ্টা করবো।" তারপর দার্শনিকের দিকে চাহিয়া তাঁহার পাদুইখানি আবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আশা করি, আমি যা' চেয়েচি, তা' আপনি আমাকে দেবেন ; আপনার সেবা করতে পেলে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো ; মানুষের সেবা

করতে করতেই লোকে দেবতার সেবা করতে শেখে ; আর আপনার জীবন তো দেবতা আর মানুষের এককালীন সেবার উজ্জ্বল আদর্শ। আপনিও অস্বীকার করতে পারেন না, দাদা, আমি সব চেয়ে আপনাকেই বেশী ভালবাসি ; কাজেই, আপনিই আমার সব চেয়ে আগের সেবার বস্তু ; আর আমি আশা করি, আপনার সেবা করতে করতেই আমি ভগবানের সেবা করতে শিখবো।” বলিয়াই সমীর সদর্পে একবার নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “কি বলো, নমু, ঠিক বলি নি, ভাই ?”

নমিতা মহা আনন্দে বার কতক মাথা নড়াইয়া বলিল, “ঠিক বলেচেন, ছোটদা, ঠিকই বলেচেন।” বলিয়াই সে দার্শনিকের পায়ের নিকট বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, “ছোট্‌দার কথায় আপনাকে রাজী হ'তেই হবে, বড়দা ; নইলে আমরা ভারি দুঃখিত হব।” সমীরের দিকে চাহিয়া, বলিল, “হাঁ, আর এক কথা —বড়দা ডাকে গিয়ে রোগীর বাড়ী হ'তে, কিম্বা হাঁসপাতাল হ'তে ফিরে এলে পায়ের জুতো খুলে নিয়ে ব্রাশ বুলিয়ে আমিই ঠিক জায়গায় রেখে দেবো, তা' কিন্তু ব'লে রাখচি, ছোটদা'।”

দার্শনিক মহা মুস্কিলে পড়িলেন ; তিনি জানিতেন, তাঁহার স্নেহের এই ভাই-বোন দুইটি অত্যন্ত অভিমানী ; তাহাদিগকে ‘না’ বলিয়া ক্ষুণ্ণ করিলে তাহারা মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, আর তিনি নিজেও মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইবেন। তাই, তাঁহার যাহা বলিবার ছিল, সেই কথাগুলি তিনি একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, “কেন তুমি এত কষ্ট ক'রে, এত ছোট কাজ করতে যাবে, দিদি ? যখন আমার গোঁফ-দাড়ি পাকবে, আর থুড়্‌থুড়ে বুড়োটি হ'য়ে যাবো, তখন তুমি আমার সেবা কোরো, কেমন নমতু ?”

নমিতা জবাব দিল, “আপনার সেবা করা ছোট কাজ !” তারপর

সে মাথা নীচু করিয়া, মাথার উপর দার্শনিকের পাদুইখানি ভক্তিভরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এ চরণদুখানি সেবা করতে পায় ক'জন বড়দা? আমার বড় সৌভাগ্য তাই পাবো।"

দার্শনিক কহিলেন, "যারা যথার্থ সেবার পাত্র, তা'দের সেবা করাই প্রকৃত সেবা: এই জিনিসটিই বেশী দরকার, আর যা' অতি দরকার, তাতেই আগে মন দেওয়া উচিত; সেবা সম্বন্ধে আমার ধারণা এই; কাজেই তোমাকে বলচি, সমীর, যেখানে সেবা করা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেইখানেই আগে মন দাও।" তারপর সস্নেহে সমীরের কাঁধে তাহার ডান হাতখানি রাখিয়া বলিলেন, "আমার তো সেবা নেওয়ার বেশী দরকার নেই, ভাই। কেমন, আমার কথা বুঝতে পারচো তো? তবে, তুমি ভালবাসার খাতিরে আমার সেবা করতে চাও, এই জন্যে বলচি, সেবার প্রকৃত পাত্রের সেবা ক'রে, যে সময়টুকু পাবে, সেই সময়টুকুতে আমার সেবা কোরো।" একটু থামিয়া বলিলেন, "আশা করি, তোমার যা' কিছু বল্‌বার ছিল, এইবার বলা শেষ হ'য়েচে। এখন আমাকে বলো, তো, সমু, তোমাদের রোগা দেখাচ্চে কেন?"

সমীর প্রথমে একটু দ্বিধা বোধ করিল; কিন্তু একটু আগেই সে দার্শনিকের ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল; কাজেই কহিল "আমাদের রোগা রোগা দেখাচ্চে, তা'র কারণ আপনাকে তিন দিন ধ'রে অচেতন হ'য়ে থাক্‌তে দেখে আমরাও এই তিন দিন যাবৎ জলগ্রহণ করি নি।"

দার্শনিক বলিয়া উঠিলেন, "আঁ্যা! বলো কি সমীর! তি-ইন দি-ই-ইন!" তারপর সবিস্ময়ে সমীরের মুখের পানে কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ওঃ! সেইজন্যে তোমাদের

সকলকে এত রোগা রোগা দেখাচ্চে; তাহ'লে তো তোমাদিকে আমি ভারি কষ্ট দিয়েচি, সমু। আহা, মানুষ হ'য়ে মানুষকে কি এত কষ্ট দিতে আছে?" বলিতে বলিতেই দারুণ দুঃখে দার্শনিকের দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সমীর আর নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা এজন্যে মনে কিছু কোরো না যেন!" শেষে দার্শনিক সস্নেহে তাহাদের দুই জনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "উপোস না ক'রে খেলেই তো ভাল হোতো।"

সমীর দার্শনিকের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে কহিল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করচি, মনে কিছু কোরবেন না যেন; আপনি কেন মাঝে মাঝে উপোষ করেন, দাদা?"

দার্শনিক জবাব দিলেন, "উপোস করার একটি কারণ তো আগেই বলেচি; তবে পারমার্থিক কারণেও আমি অনেক সময়ে উপোষ করি।"

সমীর কহিল, "পারমার্থিক কারণে কেমন ক'রে উপোষ করা হ'তে পারে, আমাকে বুঝিয়ে দিন।"

দার্শনিক কহিলেন, "পৃথিবীর সব দেশের ধর্ম্মগ্রন্থেই উপোস করার ব্যবস্থা আছে, এইই হোলো উপবাসের পারমার্থিক হেতু; এই সব গ্রন্থের মত অনুসারে উপবাসই ভালবাসাকে জাগিয়ে রাখে; পারমার্থিক উদ্দেশ্যে নীচের কয়েকটি কারণের জন্যে উপবাস করা দরকার:—

(১) পারমার্থিক চিন্তার প্রবল পিপাসা সময়ে সময়ে আমাদের স্বাভাবিক ক্ষুৎ-পিপাসার ইচ্ছাকেও ভুলিয়ে দেয়; এই জিনিসটি ঠিক তখনই হয়—যখন পারমার্থিক তত্ত্বে তন্ময়তা অত্যন্ত প্রবল হয়; তদ্গত-চিত্ত লোক পারত্রিক চিন্তায় মন-প্রাণ হারিয়ে ফেলেন; কাজেই, পান ও আহারের কথা একেবারে ভুলে যান। (২) উপবাসে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে, আর এর ফলে দৈহিক শক্তি অপকৃষ্ট বোধ

হওয়ায় দীনতা আসে ; মনে রেখো, সমীর, রীতিমত পান ও আহারের ফলে এই শারীরিক শক্তি প্রবল হয়, বিষয়-বুদ্ধি বাড়ে—ঐহিক চিন্তাও বাড়ে। (৩) উপবাস একটি পূত পবিত্র অনুষ্ঠান : এই অনুষ্ঠানই স্বর্গীয় ধর্ম্মাবতারদের পুণ্যময় স্মৃতি উপবাসীর মনে সজীব ও সজাগ করে রাখে। (৪) উপবাস ভালবাসারই অভিব্যক্তি। এই পৃথিবীতেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের অতি আপনার লোক মারা গেলে, আমরা তা'র জন্যে দুঃখে উপোষ ক'রে, তা'র স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই। বাস্তব জগতে যা' সত্যি, পারমার্থিক ক্ষেত্রেও তা' সত্যি। প্রাণ-পণ চেষ্টা ক'রেও যখন কোন ভক্ত তাঁর প্রাণ-প্রিয় পরমেশ্বরকে দেখতে না পান, তখন সাভিমান দুঃখে তিনি উপোষ করেন। বাস্তব জগতের লোক যে জন্য উপোষ করে তা' হ'তেও বেশ বোঝা যাচ্ছে, আবার পারমার্থিক ক্ষেত্রেও লোক যে জন্যে উপোষ করে, তা'হতেও বেশ বোঝা যাচ্চে, উপবাস ভালবাসার আয়ুঃ বাড়িয়ে দেয় ; কারণ উপোষের কথা যতবারই তাদের মনে হয় ততবারই তাঁরা যাঁর জন্যে উপোষ করেন, তাঁ'র কথা তাদের মনে পড়ে ; কাজেই বুঝতে পারচো, উপবাস ভালবাসার পরমায়ু বাড়ায়।"

সমীর কহিল, "তা' যখন হয়, দাদা, তাহ'লে ক্ষেত্র বিশেষে আমি তো জীবন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপোষ কোরবো।"

নমিতা বলিল, "খাসা কথা বোলেচেন ছোটদা' ; ঠিকই তো তাই, উপোষ করলে ভালবাসা বাড়ে, কাজেই যেখানেই আর যখনই উপোষ করা দরকার মনে করবো, সেইখানেই আর তখনই উপোষ কোরবো।"

দার্শনিকের পূজনীয়া মাতা-ঠাকুরাণী কহিলেন, "আমিও উপোষ করার পক্ষপাতী ; স্নেহজ উপবাসে স্নেহ বাড়ে।"

উপবাস হইতে স্নেহ-ভালবাসা বাড়ে এই কথা জানিতে পারিয়া যখন দার্শনিকের মা, ভাই ও বোন ইহার অনুকূলে মত দিতে লাগিলেন,

তখন দার্শনিক মহা মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁহার মা যেন আর এভাবে উপবাস না করেন; কাজেই কহিলেন, "তোমার এভাবে উপোষ করা উচিত নয়, মা; উপোষ করলেই মানুষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে; আর দুর্ব্বলতা মৃত্যুকে ডেকে আনে। যাঁদের বয়স হ'য়েচে, উপোষ করলে তাঁদের এই জিনিসটা প্রায়ই ঘটে থাকে। তার মানে, প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, যারা প্রাচীন, তারা উপোষ্ করলে বেশী ক্ষেত্রেই মারা যান্; কাজেই, তোমার উপোষ করা উচিত নয়, মা; তা' ছাড়া এ রকম ক্ষেত্রে উপোষ করার কোনই দরকার নেই।"

মা কহিলেন, "মন যখন উপোষ করতে চায়, বাবা, মুখ তখন খাবে কেমন করে? কর্ম্ম মনোজ; মনই দেহের শক্তি। যখন তিন দিনের উপোষের ফলে তোমার শুষ্ক-শীর্ণ দেহখানিকে মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখতাম, তখন ঐ করুণ দৃশ্যে আমার হৃদয় কান্নার রোলে ভ'রে উঠতো; এ অবস্থায় কি খাওয়া যায়, বাবা? ইচ্ছে হ'বে কেন?" বলিতে বলিতেই মায়ের চোখ দুইটি অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তারপর মা সস্নেহে দার্শনিকের কপাল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তা' ছাড়া ক্ষুধার তাড়নায় যখন সন্তানের শূন্য পাকস্থলী জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে, মায়ের মুখে তখন খাবার উঠবে কেন, বাবা? তোমার ছেলে-পিলে তো হয় নি; কাজেই বুঝবে কেমন ক'রে, বাবা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কত বড় অরাজকতা মায়ের মনের শান্তি নষ্ট করে—যখন সন্তান তিন দিন ধ'রে অভুক্ত হ'য়ে, অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে।" তারপর আবার দার্শনিকের কপাল চুম্বন করিয়া তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তুমি স্থির জেনো, বাবা, সস্নেহ অন্তর স্নেহজ দুঃখেরই আগার; তার মানে, যে অন্তরে স্নেহ, সে অন্তর, স্নেহের পাত্রের দুঃখ হ'তে যে কষ্ট হয়, সেই দুঃখেই ভরে ওঠে; যদিও তুমি আর আমি বিভিন্ন

ব্যক্তি, তবু আমার অন্তর তোমার দেহেই সর্ব্বদা বাস করে! স্মরণ রেখো, বাবা, সন্তানের দেহ মায়ের মনের নিত্য নিকেতন।"

মায়ের কথায় দার্শনিক এত মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে তিনি কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক বিস্ময়ে নীরব হইয়া রহিলেন; আর তাঁহার বাক্যের প্রতি অংশ তাঁহার প্রতি অণু-পরমাণুতে, প্রতি শিরা-উপশিরায় পুলকের প্রবাহ সৃষ্টি করিল; তারপর তিনি কহিলেন, "বুঝ্‌তে পেরেছি, মা, মা'ই অপত্য-স্নেহের সজীব মূর্ত্তি, মায়ের হৃদয়ই প্রেম-ধর্ম্মের পুণ্যময় মন্দির।" একটু থামিয়া, কহিলেন, "আজ পর্য্যন্ত ভগবানের উপাসনাতেই নতজানু হ'য়েছি, কিন্তু তোমার সম্মুখে জানু নত ক'রে কখন তো উপাসনা করি নি।" তারপর নতজানু হইয়া কহিলেন, "বুঝ্‌তে পেরেছি মা, মা'ই জগতের মধ্যে পরমেশ্বরের জীবন্ত মূর্ত্তি; মায়ের হৃদয় স্নেহ-ভালবাসার বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর সমস্ত জগতই ইহার ছাত্র; নিঃস্বার্থ কাজই এই স্নেহ-ভালবাসার অভিব্যক্তি।"

———

চতুর্থ অধ্যায়

যেখানে দার্শনিক বাস করিতেন, সেখান হইতে মাইল কয়েক দূরে একখানি গ্রাম ছিল. এখানে এক ঘর মহা ধনবান্ গৃহস্থ বাস করিত. এককালে এই পরিবারের জাঁকজমক আর ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের অন্ত ছিল না: তখন নিম্ন শ্রেণীর প্রজারা বলিত, "হাঁ, বাবু তো বাবু সুনীল বাবু! সোণার থালে খেয়ে রূপোর পাত্রে আঁচান।" আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চোখ ঘুরাইয়া, সদর্পে বলিত, "নিশ্চয়, বাবু ওঃ বলি সুনীল বাবুকে! শুনেচি না কি তিনি রূপোর খাটে পা রেখে সোনার খাটে শুয়ে থাকেন; একেবারে রাজপুৎ-তুর গো. একেবারে রাজপুৎ-তুর! কৈ করুক দেখি আর কোন লোক এমনি ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই ভাবের কত কি আজগুবী কথা শুনা যাইত; কিন্তু এই সোণার থালে খাওয়া আর সোণার খাটে শোওয়া কতদূর সত্য. তাহা সঠিক বলিতে পারি না: তবে এ কথা সত্য যে সুনীল এককালে যেমন ধনশালী ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি সৌখীনও ছিল। সে শান্তিপুর-ফরাসডাঙ্গার তাজা-টাটকা ধুতি ছাড়া ব্যবহারই করিত না। কিন্তু আজ-কাল অত্যন্ত সখ আর অমিত ব্যয়ের ফলে সে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র্য অমিত ব্যয়ের কোলেই লালিত-পালিত। এইজন্য তাহার দুরবস্থার আর সীমা ছিল না। তাহার পৈতৃক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাটি দেনদারেরা দখল করিল; শেষে তাহাকে একখানি ভাঙা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় লইতে হইল। সেটিকে

গো-শালা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; চালের জায়গায় জায়গায় খড়-কাবারি বাহির হইয়া গিয়াছে; সময়ের ঘা খাইয়া প্রায় সব পাঁচীলই জায়গায় জায়গায় ভাঙা; কুঁড়েখানির বাহিরের চেহারা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, যাহারা তাহাতে বাস করে, তাহারা অতি দরিদ্র; এমনি ভগ্ন ঘরে একখানি ভগ্ন চেয়ারে ততোধিক ভগ্ন মনে স্থনীল বসিয়াছিল; তাহার এখনকার চেহারা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এককালে সে বেশ রূপবান্ ছিল। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য এখন তাহাকে রূপের হাটে দেউলিয়া করিয়া, কুৎসিত-কদাকার করিয়া তুলিয়াছে; মুখখানি বিবর্ণ-বিষণ্ণ; চামড়া ফুঁড়িয়া হাড় বাহির হইয়া আসিতেছে; চোখ দুইটি কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে; দুই গালের হনু চামড়া ঠেলিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে; গায়ে কোট, জায়গায় জায়গায় তালি-মারা আবার জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া; ছিন্ন-ভিন্ন অংশ দিয়া কনুই দুইটি উঁকি মারিতেছে; জুতা যোড়াটির অবস্থা এমনি যে হারাইয়া গেলেও দুঃখ করিবার কিছুই নাই; তাহাদের অবসর প্রাপ্তির সময় হইয়াছিল, তবু অবসর দেওয়া হয় নাই; যখনই কোন লোক তামাসার ছলে জুতা যোড়াটির জন্ম বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিত, তখনই স্থনীল হাসিয়া জবাব দিত, "আমার এই জুতা-যোড়াটি কোন একটি অতি মান্য, অতি গণ্য পাদুকা প্রতিষ্ঠানের যমজ বংশধর; প্রতিষ্ঠানটি কিছু দিন আগে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে; সেই মহামান্য, অগ্রগণ্য বিপণীর ধন্য পণ্য ধারণ ক'রে, আমি যতদূর সম্ভব তার পুণ্য স্মৃতিটুকু স্মরণীয় ক'রে রাখতে চাই; কাজেই, এই পাদুকা-যুগলের মায়া-মমতা ত্যাগ করতে পারছি নে।" কিন্তু এই অতি প্রাচীন, শততালি, শতছিদ্র জুতা-যোড়াটি অব্যবহার্য্য হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহার করার একমাত্র কারণ—স্থনীলের রিক্তহস্ততা। তাহার বাক্স-প্যাটরা ঠেঙাইলেও একটি পয়সা

র আধ্‌লা বাহির করিবার যো নাই। পেটের ভাত জুটে না, নূতন জুতা কিনিবে কোথা হইতে? এই ভাবে সুনীল কথার লঘুত্বে পকেটের শূন্যত্ব ঢাকিত। অল্প কথায় বলিতে গেলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দারিদ্র্য যেন ফুটিয়া বাহির হইত।

দার্শনিকের সঙ্গে সুনীলের বাল্য ইতিহাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে দার্শনিকের সহপাঠী; পাঠ্য অবস্থায় সে ছিল তাঁহার পরম শত্রু, এ শত্রুতার কারণ—দার্শনিক ছিলেন তাঁহাদের শ্রেণীর সব ছেলের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। সুনীল ভাবিত, সে যেমন বোকা, দার্শনিকেরও তেমনি বোকা হওয়া উচিত। ক্লাসের পড়া বলিতে না পারায়, তাহাকে 'নিল-ডাউন' (নতজানু) হইয়া থাকিতে হইত; মারধোর খাইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ-মুখ মুছিতে হইত; আবার কোন কোন দিন মাথায় 'গাধার টুপি' পরিয়া, স্কুল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হইত, ক্লাসের পড়া তৈরি করিতে না পারাতে এমনি কত কি শাস্তি ভোগ করিতে হইত; কিন্তু দার্শনিকের এ সব বালাই ছিল না; তাহা ছাড়া সুনীল যখন এই ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইত, আর শিক্ষক মহাশয়দের নাক-সিট্‌কানি আর মুখ-ভেঙানো সহ্য করিত, দার্শনিক তখন তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করিয়া, তাঁহাদের প্রশংসা-ভাজন হইতেন; তাঁহারা দার্শনিককে বলিতেন, "পচা পানার মধ্যে পদ্মফুল, ছাই-ভস্মের মধ্যে হীরের টুকরো" ইত্যাদি ইত্যাদি। শিক্ষকদের এই সব মন্তব্যে সুনীল মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইত। নীচু ক্লাসে পড়ার সময় এই সব ব্যাপার ঘটিয়াছিল; কিন্তু যখন দুই জনে উঁচু শ্রেণীতে পড়িত, তখন সুনীল দার্শনিককে লেখা-পড়ায় হারাইয়া দিবার ইচ্ছায় লেখা-পড়ায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অনেক উন্নতি করিল বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দার্শনিক তাহার কাছে চির অজেয় হইয়াই রহিলেন;

অবশেষে সুনীলকে নিজ মুখেই স্বীকার করিতে হইল, "অধ্যবসায়ের নিকট প্রতিভা চির অজেয়।" সুনীল তাহার বুদ্ধিকে পরিশ্রমের শিলে ফেলিয়া মাজিয়া ঘষিয়া তীক্ষ্ণ করিল বটে, কিন্তু কোন পরীক্ষাতেই সে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করার একাধিপত্য হইতে হটাইতে পারিল না। টেষ্ট্ পরীক্ষা দেওয়ার পর সে একদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া কহিল, "কোনো বিষয়ে আমি দার্শনিকের ওপর হ'তে পেরেচি কি না?" শুনিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় মুখখানা অত্যন্ত ভার-ভার করিয়া, বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "রামো চন্দর! তুমি যে কি বল, সুনীল, তা'র ঠিক-ঠিকানা নেই, তা'র ওপরে হওয়া কি সোজা কথা! অমনি হ'লেই হোলো! কোনো বিষয়েই তুমি তা'র সমান নও; আমি তো তা'র পরীক্ষার কাগজ-পত্র দেখে ঠিক করেচি, সে সরস্বতীর বড় পুত্র। সে হ'ল মহা প্রতিভাবান্, তা'র কাছে কি তোমার পাত্তা পাবার যো আছে? সত্যি কথা বল্তে কি, সুনীল, সে সব বিষয়ের সব প্রশ্ন অতি সুন্দর ভাবে লিখেচে; তাকে সব বিষয়েই পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া উচিত; আর আমি তোমাকে সঠিক বল্‌চি, আমি তা'কে পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে বেশী দিতাম্ যদি এই দেওয়াটা নীতি-বিরুদ্ধ না হ'ত; বুঝ্‌তে পেরেচো? বাস্তবিক, সুনীল—।" হেড্ মাষ্টার মহাশয় এদিকে ওদিকে বার কতক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন, নিকটে কেহ কোথাও আছে কি না, তাঁহার মনের ভাব—তিনি যে কথা বলিতে যাইতেছেন, সুনীল ছাড়া আর কেহ যেন তাহা শুনিতে না পায়; পাইলে হেড মাষ্টার হিসাবে তাঁহার মান-মর্য্যাদার হানি হইবে; তাই আর একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া গলার স্বর যতদূর সম্ভব মিহি করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "বাস্তবিক সুনীল, তোমার প্রতিযোগী সব প্রশ্নের উত্তর এত

সুন্দর ভাবে দিয়েচে যে আমি নিজে তো তেমন উত্তর দিতে পারিই না, এমন কি বিশ-ত্রিশ জন হেড্ মাষ্টার সমবেত চেষ্টার ফলেও তেমন উত্তর দিতে পারেন কি না সন্দেহ। আহা, এমন ছেলে কি হয়, সুনীল? দেশের গৌরব, বংশের গৌরব। সে হ'ল মূর্ত্তিমান্ প্রতিভা, আর প্রতিভা হ'ল বিস্ময়কর জিনিসের কারখানা।" তারপর ফ্যাং করিয়া প্যাড্ হইতে একখানা কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া, আর খপ্ করিয়া কলমদানী হইতে একটি কলম তুলিয়া লইয়া তাহা দোয়াতের কালীতে ডুবাইয়া খস্ খস্ করিয়া তাড়াতাড়ি লাইন্ কয়েক লিখিয়া, সুনীলের হাতে কাগজ টুক্‌রাটি দিয়া বলিলেন, "এই, আমি তোমাকে লিখে দিলাম্, সুনীল, তোমার প্রতিযোগী এবারকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সব বিষয়েই প্রথম স্থান দখল করবেই। এ যদি সত্যি না হয়, তাহ'লে আমি হেড্-মাষ্টারের পদ নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো। হাঁ, আর এক কথা তোমাকে বলে রাখি শোনো, সুনীল; হেড্-মাষ্টারি করে গোঁফ-দাড়ি পাকিয়ে ফেল্‌লাম্, বাপু, কিন্তু তোমার প্রতিযোগীর মত লেখা-পড়ায় এমন তুখড় ছেলেটি কৈ কখনো চোখে পড়্‌ল না।" উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "লক্ষ লক্ষ ছেলে পড়িয়েচি, কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল হ'ল তোমার প্রতিযোগী।" মহা-আনন্দে টেবিলের উপর দুম করিয়া এক কিল মারিয়া কহিলেন, "হাঁ একেই তো বলি ছেলে; এমন ছেলেকে ভালবেসে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তে ইচ্ছে করে; তাহ'লে, বোধ করি, বুক জুড়িয়ে যায়।" তারপর সুনীলের ডান হাতখানি ধরিয়া, নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া নিজের হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি ও লিখেচো, ভাল, সুনীল; তোমার প্রতিযোগী ফার্ষ্ট হয়েচে, তুমি সেকেণ্ড হয়েচো; তোমার নম্বরও বেশ ভালই হয়েচে; এই দেখ

তোমাদের নম্বর।” বলিয়াই হ্যাণ্ডেল ধরিয়া টানিয়া, ডেস্ক খুলিয়া, তাহার ভিতর হইতে নম্বরের একটি তালিকা বাহির করিয়া কহিলেন, “ফুল মার্কস্ ৭০০ নম্বর; তোমার প্রতিযোগী পেয়েচে ৬৯৩ নম্বর, প্রকৃত পক্ষে ৭০০ নম্বরই তা'কে দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু প্রতি বিষয়েই এক নম্বর ক'রে আমি জোর ক'রে কেটে নিয়েচি; তোমার নম্বরও নিতান্ত মন্দ নয়; তুমি পেয়েচো ৬২০ নম্বর। এই দেখে আমার বোধ হচ্চে, তুমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে; আর তোমার প্রতিযোগী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নম্বরের রেকর্ড ব্রেক্ ক'রে, প্রথম স্থান অধিকার করবে।” বলা বাহুল্য হেড্-মাষ্টার মহাশয়ের দুইটি কথাই সত্য হইয়াছিল।

এক ঢোক চিরতা-সার খাইলে লোকের মুখের চেহারা যেমন বিকৃত হইয়া আসে, দার্শনিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় স্নীলের মুখের চেহারাও ঠিক্ তেমনি দেখাইল। আর কাটা ঘায়ের উপর নুন-লঙ্কার ছিটা পড়িলে তাহা যেমন জ্বলিতে থাকে, দার্শনিকের উৎকর্ষের কথা শুনিয়া স্নীলের ভিতরটাও ঠিক তেমনি জ্বলিতে লাগিল। সে যাহা হউক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ-নীচ সব পরীক্ষাতেই দার্শনিক সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে করিতে চলিলেন, আর স্নীল ঠিক তাঁহার নীচের স্থান দখল করিতে করিতে চলিল।

আগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, স্নীল লেখা-পড়ায় দার্শনিকের উপরের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না; এই বিফলতার ফলে তাহার মনে তাঁহার প্রতি একটি শত্রুতার ভাব জাগিয়া উঠিল; বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবটি বাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে দার্শনিকের নাম শুনিলে সে তাহার মুখখানা প্যাঁচার মুখের মত গম্ভীর করিয়া তুলিত।

হ,, ইহাকেই তো বলে শক্রতা ; নাম শুনিলেই মুখ গম্ভীর হইয়া আসিবে, কিল-চড় মারিতে ইচ্ছা হইবে ; তবেই না সেটা শক্রতা ; নইলে আবার শক্রতা কি ? এই ভাবের শক্রতা কিছু দিন চলিল, কিন্তু তারপর সুনীলের মধ্যে একটি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

এই নশ্বর জগতে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয় ; জোয়ার মাত্রেরই ভাটা আছে ; যেমন সুনীলের বয়স আরও বাড়িতে লাগিল, তেমনি সে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হইতে লাগিল, আর দার্শনিকের প্রতি মনে মনে শক্রতার বদলে বন্ধুভাব পোষণ করিতে লাগিল। বাস্তব জগতের বাস্তবতঃ অভিজ্ঞতা হইতে সে বেশ বুঝিতে পারিল, "বন্ধুত্ব আর সহানুভূতি—এই দুইটি হইল দুইটি বিরাট বিশাল স্তম্ভ—আর মানুষের সমাজ ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া আছে।" সে আরও বুঝিতে পারিল "বন্ধুত্ব অবহেলার জিনিস নয় বরং ঐকান্তিক চেষ্টায় লাভ করবার জিনিস। কাজেই দার্শনিকের প্রতি শক্রতার ভাব পোষণ করা তাহার উচিত নয়।" কিন্তু এ কথা সে বুঝিতে পারিল তখন—যখন দারুণ দারিদ্র্য তাহার করাল কবল বিস্তার করিয়া তাহাকে নির্য্যাতনের দন্তে ফেলিয়া ভীষণ ভাবে চর্ব্বণ করিতে লাগিল।

সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখ সুখময় অতীতকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যখন বর্ত্তমানের তীব্র কটু আস্বাদন মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে, তখন গৌরবময় অতীতের সুন্দর সুমধুর স্মৃতি শনৈঃ শনৈঃ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের মনকে সেই সুস্নিগ্ধ অতীতের সুমোহন প্রতিকৃতিখানি রচনা করিতে উৎসাহিত করে। সুনীলের অবস্থাও সেদিন ঠিক এমনিই হইল, যখন দারিদ্র্যের দাহনে তাহার মন-প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল ; সে ভাবিতে লাগিল,

"না বুঝে বেশী খরচ কর্‌লেই ভাগ্য-লক্ষ্মী পালিয়ে যান্; আর তাঁর প্রসন্নতা বিষণ্ণতায় পরিণত হয়।" সুনীল একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "কি ছিলাম! আর কি হয়েচি! অতুল পৈতৃক সম্পত্তির মালিক ছিলাম! ক্রোরপতি ছিলাম! পিতামহ ও পিতার সঞ্চিত নগদ এক কোটি টাকা উত্তরাধিকারী হিসেবে পেয়েছিলাম। তা' ছাড়া ছিল বিশাল ভূসম্পত্তি—যার বাৎসরিক আয় কালেক্টারী বাদে খাঁটি এক লক্ষ টাকা। আমাদের অর্থকোষ হ'তেই গরীব-দুঃখীদিকে টাকা-কড়ি দেওয়া হ'ত, আমাদের ভাণ্ডার হ'তেই নিরন্নকে অন্ন দেওয়া হ'ত. আমাদের বস্ত্র-ভাণ্ডার হ'তেই বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া হ'ত। এই সব পরম পবিত্র কাজগুলি আমি নিজের হাতেই কত করেচি। বাড়ীর অন্দর-বাহির হ'তেও যেন সুখ-সমৃদ্ধি ফুটে বেরোতো। কিন্তু অমিত-ব্যয়ের ফলে আমি এখন কি হয়েচি? এক অমিতব্যয় ছাড়া আমার আর কোন দোষ নেই বা ছিল না, চরিত্রহীন নই; নেশা বা বদখেয়াল নেই; নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র; শুধু ঐ দোষেই আজ আমি পথের ভিখারী; তাই আজ আমাকে দুর্দ্দশার পঙ্কিল পথ দিয়ে জীবনের দৈনন্দিন পর্য্যটন সম্পন্ন কর্‌তে হচ্চে; দেখ্‌চি, অমিতব্যয় হ'তেই দারিদ্র্য আসে; জীবনের যা' কিছু মধুর, যা' কিছু সুন্দর, দারিদ্র্যের দায়ে তা' নষ্ট হয়, আর যা' কিছু কটু, তা'ই এসে জোটে।" সুনীল যেখানে বসিয়াছিল, সেখান হইতে ঠিক এমনি সময়ে তাহার প্রাসাদতুল্য পৈতৃক অট্টালিকার অভ্রভেদী চূড়াটি তাহার চোখে পড়িল। সুনীল পলকহীন চোখে সেই চূড়াটির দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল; চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কান্নার বেগ অসংবরণীয় হইয়া উঠিল; তাহার চোখ ফাটিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতে লাগিল, আর সেই অশ্রুতে তাহার মুখ-বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একটু পরে বেশ করিয়া চোখ মুছিয়া

লইয়া সে মনে মনে কহিতে লাগিল, "ঐ বাড়ী আমারই ছিল; ওর সঙ্গে আমার মা-বাবার পরম পূজ্য স্মৃতি জড়ানো; কিন্তু আজ আমি আর ও বাড়ীর কেউ নই; দারিদ্র্য আমাকে পর ক'রে দিয়েচে; অমিত-ব্যয় আমার কাণ ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে এনে, এই অতি বিশ্রী একটা গোশালায় আমাকে বসিয়ে দিয়েচে; ঠিকই করেচে; নইলে আমার মত পাজী অমিতব্যয়ীর জ্ঞান হবে কেন? শাস্তি পাওয়াই আমার উচিত; শাস্তি সময় বিশেষে মানুষের দোষ সংশোধন ক'রে দেয়: বোধ করি, এই জন্যেই ভগবান্ আমাকে দারিদ্র্যের দণ্ডে দণ্ডিত করেচেন্; এ তাঁর অতি চমৎকার বিধান হ'য়েচে!" এই ভাবে দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্ত্রী-পুত্রের অনশন-মলিন, বিষণ্ণ মুখদুইখানি সুনীলের চোখের সুমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহাদিকে না দেখিয়া, সে আর সেখানে সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না: কাজেই, যেখানে তাহারা ছিল, সে সেই দিকে আসিতে লাগিল।

এখানে বলা আবশ্যক, স্ত্রী-পুত্রের অনাহার-মলিন মুখের বেদনা-করুণ দৃশ্য এড়াইবার জন্যই সুনীল তাহার স্বাভাবিক স্নেহের বশে নিজেকে তাহাদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল; আবার এই স্নেহই তাহার মনে তাহাদের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইবার প্রবল ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিল; স্নেহ সময় বিশেষে দুইটি অঙ্ক অভিনয় করে; যাহাদিগকে ভালবাসা হয়, তাহাদের দুঃখ দেখিলে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, সেই ভয়ের হাত এড়াইবার জন্য স্নেহ আমাদিকে তাহাদের সঙ্গ হইতে সরাইয়া লইয়া যায়; আবার, সহানুভূতি হইতে যে দুঃখ বোধ হয়, সেই দুঃখে কাঁদিয়া, প্রিয়জনের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইবার জন্য ঐ স্নেহই আমাদিগকে তাহাদের নিকট টানিয়া লইয়া যায়।

যখন সুনীল তাহার স্ত্রী-পুত্রের নিকট আসিতেছিল, তখন দেখিতে

পাইল, তাহার পুত্রের চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু টল্‌মল্ করিতেছে কাজেই সে সেইখানে দাঁড়াইয়া, তাহাদের হাবভাব দেখিতে লাগিল।

সুনীলের স্ত্রীর নাম লতিকা, পুত্রের নাম শৈলেন। মা ও সন্তানের চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখিতে পাইল। এই অশ্রুর কারণ, বেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সে কিছুই খাইতে পায় নাই; কাজেই, সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তবু সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, তাহার বাহিরের ভাব-ভঙ্গিতে যেন তাহার ক্ষুৎ-পিপাসার কাতর ভাব প্রকাশ হইয়া না পড়ে; সেজন্য সে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছিল, ভয়—তাহার ঐ ভাব দেখিলেই, মা মনে মনে কষ্ট পাইবেন আর সন্তান-লালন-পালনে তাঁহার অক্ষমতার কথা ভাবিবেন; কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার তীক্ষ্ণ ক্ষুধায় শাণ পড়িতে লাগিল, তখন সে ক্ষুৎ-পিপাসার কঠিন পীড়ন আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহার সাশ্রু লোচনেই তাহা প্রকাশ পাইল। ইহা দেখিয়া, তাহার মা বলিল, "কাঁদ্‌চ কেন বল তো, শৈলু? তোমার খুব খিদে পেয়েচে, নয় বাবা?"

শৈলেন জানিত, কথা বলিয়া দুঃখ জানানোর চেয়ে নীরবে দুঃখ সহ্য করা ঢের ভাল; আগেকার বহু ব্যাপার হইতে সে এ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিল; কাজেই, সে জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল; সুমুখেই এক লোটা খাবার জল ছিল, সেই লোটা মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া ঢক্ ঢক্ শব্দে পান করিয়া খালি পেট জলে বোঝাই করিয়া ফেলিল। তাহার মা বুঝিল, দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটানো ছাড়া এ জল খাওয়ার মানে আর কিছুই নয়। এই দৃশ্যে তাহার মন দুঃখে ভরিয়া উঠিল। মায়ের মুখের চেহারা দেখিয়া শৈলেন তাহা বুঝিতে পারিল; তাই তাহার মনে অন্য ধারণা জন্মাইবার জন্য কহিল, "আমাদের এখন সময় খারাপ, তা'তে কিছু আসে যায় না, কি বলো, মা? খাওয়ার অভাব

এ আতিশয্যে কোনো লাভ বা লোকসানই নেই ; এর অভাব পূরণ করবার জন্যে জল আছে ; গুরুপাক খাবারেও যেমন পেট ভরে, জলেও ঠিক তেমনি হয় ; ভগবান্ কত করুণাময় ; তিনি জল সৃষ্টি ক'রে আমাদের কতই না উপকার করেচেন্, অথচ জল সহজেই পাওয়া যায়।"

বালকের কথা শুনিয়া মা স্থির ধীর দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ; সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত শিশির-বিন্দুর মত তাহার চোখ দুইটি অশ্রুতে চক্ চক্ করিতে আরম্ভ করিল । তার পর সেই অশ্রু তাহার চোখের কিনারা ছাপাইয়া, টপ্ টপ্ করিয়া বিন্দুর পর বিন্দু মাটিতে পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শৈলেন বেশ বুঝিতে পারিল, মাকে সান্ত্বনা দিবার আশা-ভরসা বৃথা। ভগবানের ঐ কৃপা করুণার উল্লেখ তাহার কাছে অতি অরূপ, অতি অকরুণ বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ইহা তাহার চোখের সম্মুখে তাহার সন্তান-লালন-পালনের অক্ষমতাকে স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাবে আঁকিয়া তাহার অপত্য স্নেহ-সহানুভূতিতে বিশেষ ভাবে আঘাত করিয়াছে। লতিকা শৈলেনকে কোলে লইয়া তাহাকে চুম্বন করিল ; কহিল, "তুমি যে আমাদের সন্তান হ'য়ে জন্মেচ, শৈলু, এ তোমার অতি বড় দুর্ভাগ্য, বাবা ; নইলে আমাদের মত হতভাগ্য মা-বাবার কাছে তুমি আসবে কেন ? আহা ম'রে যাই, বাবা আমার ; এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খেতে না পেয়ে তোমার কতই না কষ্ট হ'চ্চে।" লতিকার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল ; সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না ; কান্নার বেগ থামাইবার জন্য দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিল ; দেখিয়া শৈলেন নিজের হাত দিয়া মায়ের হাত সরাইয়া দিয়া তাহার মুখখানি অনাবৃত করিয়া ফেলিল ; করিবামাত্রই দেখিতে পাইল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে ; সে কাপড়ের আঁচল দিয়া, মায়ের

চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল, "আমি জানি, মা, দারিদ্র্যের মত অভিশাপ আর নেই ; হাব ভাবে তা' ফুটিয়ে তুলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবার আরও বড অভিশাপ ; আমি ঠিক তাইই করেচি ; কাজেই ভারি অন্যায় করেচি, মা।"

মা সস্নেহে তাহার মুখে হাত বুলাইয়া কহিল, "না, শৈলু, তুমি যে দোষ করেচ, তা' ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয় ; দারিদ্র্য নিজেই নিজের স্মারক ; এ জিনিস দরিদ্রদিকে পেয়ে ব'সে, তাদের মনে একেবারে কায়েমী পাট্টা নিয়ে বাস করতে থাকে।"

শৈলেন কহিল, "তোমার কথা বুঝেচি, মা ; দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলবার আছে, যারা গরীব, দারিদ্র্য তাদের মনকে সবটা দখল ক'রে, সেখানে বেশ সুখেই রাজত্ব করতে আরম্ভ করে দেয়।"

শৈলেনের কথা শুনিতে শুনিতেই, লতিকার বেদনা-ভরা চোখ দুইটি হইতে অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শৈলেন বালক বটে, কিন্তু সে বয়সের বেশী বুদ্ধিমান, সে জানিত, দারিদ্র্যের চিন্তা হইতে এখন তাহার মন ঘুরাইতে পারিলেই ভাল হয় ; তাই কৌশলে এ কাজটি করিবার ইচ্ছায় কহিল, "আমাকে একটা গল্প বল না, মা ; গল্প শুনতে পেলে আমি বেশ ভাল থাকি ; তাই তোমাকে বলচি, আমাকে একটি গল্প বল ; হাঁ মা, তোমাকে বলতেই হবে।" বলিয়াই সে আব্দার করিয়া মায়ের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শৈলেনের গল্প শুনিবার এই সাগ্রহ ইচ্ছা হইতে লতিকা বেশ বুঝিতে পারিল, "ক্ষিধেয় শৈলেনের ভারি কষ্ট হোচ্চে, সেই কষ্ট এড়াবার জন্যেই সে গল্প শুনতে চাইচে।" কাজেই সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমার পারিবারিক জীবন কি কষ্টকর! আমি যে অঙ্ক অভিনয় করচি, তা' কত দুঃখময়! মায়ের হাত রুচিকর খাবার দিয়ে ক্ষুধাতুর সন্তানের পেট ভরাবার জন্যে ; কিন্তু

আমি মা হ'য়ে কি করুচি ?" লতিকার চোখ দুইটি হইতে আবার অশ্রু পড়িতে লাগিল। "আমি মা হ'য়ে শুষ্ক গল্প ব'লে আমার ছেলের ন্যায্য ক্ষুধাটুকু মেটাবার চেষ্টা করুচি। উঃ ভগবান! যখন মানুষ দুরবস্থায় পড়ে, তখন তা'র মরণই ভাল।"

লতিকা আর ভাবিতে পারিল না; তাহার পায়ের নখ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত একটি নিষ্ফল আক্ষেপ ছুটাছুটি করিতে লাগিল; এ অনুতাপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; তাহার বেদনা-ভরা বুকখানি ছিঁড়িয়া, একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। গল্প বলিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া শৈলেন মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দেরী কোরো না, মা, তোমার জানা সব চেয়ে ভাল গল্পটি বলো, কেমন মা? আর এর মধ্যে আমি আর এক গ্লাস জল খেয়ে নিই।"

ক্ষুধার ঠেলায় শৈলেনের পেট তখন চাঁইচুঁই করিয়া বাপান্ত করিতে-ছিল; তাই সে পেট ভরাইবার জন্যই জল খাইল; কিন্তু তাহার মায়ের মনে অন্য ধারণা জন্মাইবার জন্য ভ্রূ কোঁচকাইয়া মহা বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া কহিল, "উঃ! বাপ্‌রে! কি গরম আজ! গরমের ঠেলায় বার বার তেষ্টা লাগায় জল না খেয়ে আর উপায় নেই; দ্যাখো না, মা, কত ঘেমেচি!" বলিয়াই সে জামার যে অংশ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া আবার কহিল, "গ্রীষ্মটা ভারি খারাপ কাল; এ কাল্‌টাকে আমি দু' চোখে দেখ্‌তে পারি নে; এই কালে জামা-কাপড় ঘামে ভিজে একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।" তারপর ঘামে ভেজা অংশটা নাকের কাছে আনিয়া শুঁকিল এবং নাক সিট্‌কাইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "ছি, ছি, কি টক্ গন্ধই হয়েচে!" শেষে ঠুসিয়া আর এক লোটা জল খাইয়া পেটটিকে ধামার মত করিল।

শৈলেন তাহার মায়ের সঙ্গে এই চাতুরী খেলিল বটে, কিন্তু ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইল না; ইহাতে আনন্দ অনুভব করা তো দূরের কথা তাহার দুঃখ আরও বাড়িয়া গেল; শৈলেনের এই ঘন ঘন জল পান করা ও পিপাসা পাওয়া তাহার কাছে অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; সে জল-ভরা মেঘের মত ভিজা ও ভারী চোখ দুইটি অন্য দিকে ফিরাইল। বালক তাহা বুঝিল; তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া খুসি করিবার ইচ্ছায় সে তাহার মায়ের নিকট আসিয়া বসিল, কাপড়ের আঁচল দিয়া মায়ের চোখ দুইটি মুছাইয়া দিল; দুই হাত দিয়া আব্দার করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, "কেঁদো না, মা, এতে আমার ভারি কষ্টবোধ হয়।" মা মাথা নড়াইয়া সম্মতি জানাইতে গেলে, দুই চারি ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার চোখ দুইটি হইতে ঠিক শৈলেনের মুখের উপরই ঝরিয়া পড়িল; শৈলেন আবার তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, "না, মা, আর তুমি কিছুতেই কাঁদতে পাবে না, তুমি একটু আগে গল্প বলবো বলেছিলে, এইবার বলো।"

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, এ জগতে যাহা কিছু একঘেয়ে তাহার হাত হইতে সকলেই অব্যাহতি পাইতে চায়; দিন কয়েক হইতে আর্থিক অভাব ও অনটনের দারুণ দুশ্চিন্তা বিশ মণের বোঝার মত গুরুভার হইয়া লতিকার ঘাড়ে চাপিয়া তাহার ঘাড় ভাঙিবার উপক্রম করিয়াছিল। ইহার হাত এড়াইবার ইচ্ছা তাহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল; তাই কোন রুচিকর জিনিসে মন ডুবাইবার জন্য তাহার ভারি আগ্রহ হইল; ভাল গল্পে মন ভাল থাকে; কাজেই, সে শৈলেনকে নীচের গল্পটি বলিতে লাগিল:—"আমাদের গ্রাম হ'তে মাইল কয়েক দূরে একটা জায়গা আছে; সেখানে একজন লোক আছেন; তাঁর দেব-দুর্লভ গুণ আর ভাল ভাল কাজের জন্য তাঁকে মানুষের বেশে

দেবতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না ; সকলেই তাঁকে 'দার্শনিক' ব'লে ডাকে ; তাঁর সম্বন্ধে একটি ভারি মজার গল্প আছে ; তা' এই :—এক রাত্রে তাঁর ঘরের ভেতর একটি চোর ঢুকেছিলো ; তাঁর ঘরের দোর, কি রাত্রি, কি দিন, সব সময়েই খোলা থাকে ; ঐ চোরের কাছে একখানি খুব ধারালো চক্চকে ছোরা ছিল ; ঘরে ঢুকে সে দেখ্তে পেলে, দার্শনিক অঘোর নিদ্রায় অচেতন হ'য়ে পড়ে আছেন ; সুযোগ বুঝে, সে ঠিক করলো, অতি মূল্যবান্ কিছু চুরি করতে হবে ; কিন্তু চুরি করবার মত কোন জিনিসই সে খুঁজে বার করতে পারলে না ; কাজেই, সে রেগে খাপ্পা হ'য়ে উঠ্লো, আর তা'র সব রাগটা গিয়ে পড়লো দার্শনিকের ওপর ; সে রেগে দাঁত কড়্-মড়্ করতে লাগ্লো ; তা'র মনের ভাব তখন—'দার্শনিককে এক কোপ্ পেলে আর দু'কোপ চাইনে'। তারপর সে ছোরায় আঙুল দিয়ে, বেশ ক'রে একবার তার ধার পরীক্ষা ক'রে নিলো ; ছোরার হ্যাণ্ডেল্টা হাতের মুঠোর মধ্যে খুব ক'সে না চেপে ধ'রে, সে একবার পিছন দিকে চাইলো ; তারপর ইঁদুর ধরবার সময় বেড়াল যেমন পা টিপে টিপে গুঁড়ি মেরে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে ঐ পাজী নর-পিশাচটা দার্শনিকের কাছে এলো ; তারপর তার বুকে ছোরা বসায় আর কি—এমন সময় তা'র মনে সন্দেহ হ'ল, কেউ যদি এসে পড়ে, তাহ'লে মার খেয়ে হাড়-গোড় তো ভেঙে যাবেই ; তা' ছাড়া, বোধ করি, ফাঁসি-কাঠেও ঝুলতে হবে। কুকর্ম্মীর মন সন্দেহের কারখানা ; কাজেই, সে পা টি'পে টি'পে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে এসে, এদিকে ওদিকে উঁকি মারতে লাগ্লো ; এই ভাবে অতি সাবধানে সে চারিদিক বেশ ক'রে দেখে নিলো ; বাইরে এ'সে লোকজন দেখ্তে পাওয়া তো দূরের কথা, এমন কি চারিদিকে কোথাও একটি মশাও দেখ্তে পেলো না ; কাকেও কোথায়

দেখ্‌তে না পেয়ে, সে দার্শনিকের কাছে আবার ফিরে এলো। ছোরা রাখ্‌বার জন্যে সে কোমর-বন্ধ ব্যবহার কর্‌তো; কোমর-বন্ধ হ'তে ছোরাখানা আবার বার ক'রে দার্শনিকের বুকে বসিয়ে দেবার জন্যে হাতের মুঠোর মধ্যে চে'পে ধর্‌লো; এমন সময় কোন একটা অজ্ঞান কারণে তা'র হাত কেঁপে ওঠাতে, তা'র হাত হ'তে ছোরাখানা ঠকাস ক'রে মেঝেতে প'ড়ে গেল; কাজেই যে শব্দ হ'ল, তা'তে দার্শনিকের ঘুম ভেঙে গেল; যেমন তিনি চোখ মেলে চাইলেন্, অমনি তিনি চোরটাকে দেখ্‌তে পেলেন; তা'র ছোরাখানা তখন ভেঙে দুই আধ-খানা হ'য়ে গিয়েছিলো; দেখেই দার্শনিক বুঝ্‌তে পার্‌লেন্, তা'র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে; বুঝেও তিনি চোরটাকে কোনো কথা বল্‌লেন না; শুধু একটু হাস্‌লেন; দার্শনিকের চরিত্রের বিশেষত্ব অনির্ব্বচনীয়. মৃত্যুকে আস্‌তে দেখেও তিনি কিছুমাত্র ভয় পান না; আর যদি বুঝ্‌তে পারেন্, তাঁর মৃত্যুতে অপরের উপকার হবে, তাহ'লে তিনি সাদরে মৃত্যুকে বরণ কর্‌তে প্রস্তুত হন্; তিনি জানেন, শুধু বেঁচে থাকাই প্রকৃত জীবন নয়; প্রকৃত জীবন তা'র থেকে ঢের উঁচু জিনিস; জগতের মনে বাস করাই প্রকৃত জীবন; মহৎ কাজ কর্‌তে পার্‌লেই এমন জীবন লাভ কর্‌তে পারা যায়, তা'ও তিনি জানেন। প্রকৃত পক্ষে, শৈলু, মহৎ কাজই প্রকৃত জীবন, আর প্রকৃত জীবনই মহৎ কাজ। দার্শনিকের স্বপক্ষে এইখানে আমার বলা উচিত, তার সমস্ত জীবনটাই মহৎ কাজের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যা'ই হোক্, চোর যখন দেখ্‌লো, দার্শনিক জেগে উঠেচেন, সে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌লো; কিন্তু হঠাৎ পালাবার চেষ্টা কর্‌তেই, তা'র পা গেল পিছ্‌লে; অমনি সে গদাম্ ক'রে প'ড়ে গেল; তারপরেই একেবারে চিৎপাত! পড়েই চোরটা মুখখানা একটু বিকৃত ক'রে, দাঁত বার ক'রে, নাক সিট্‌কিয়ে বল্‌লো,

'উঃ বাপ্‌রে! মা রে! গেলাম রে!' তারপরই বাছাধনের মুখে আর কথাটি নেই; থাকবে কোত্থেকে? যে পড়া পড়েছিলো, তাতেই সে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলো; আর মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝেতে ধাক্কা লেগে, তার মাথা ফেটে গিয়েছিলো। দার্শনিক দেখ্‌লেন, ব্যাচারার মাথা-মুখ, হাত-পা পেট-বুক একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্চে; দেখে তাঁর আর দুঃখের সীমা রইল না; চোরের পাশে ব'সে, তিনি সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসকের মত তা'র ক্ষত জায়গাটি পরীক্ষা করতে লাগলেন্; তোমাকে বলতে ভুলেচি, শৈলু, দার্শনিক একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আবার সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসকও বটেন; পরীক্ষার পর ক্ষত জায়গা বেশ ক'রে ধু'য়ে, তাতে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে বেঁধে, মেঝে হ'তে তুলে, তাকে তাঁর নিজের দুধের মত শাদা বিছানার ওপর শুইয়ে দিলেন; যিনি বিশ্ব-প্রেমিক, তিনি জগতের সব লোককেই ভালবাসেন; তাঁ'র কাছে জানা-অজানার মধ্যে কোনো প্রভেদই নেই; তাঁর মন জগতের সব লোকের মনকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করে, আর এ মন স্নেহ-ভালবাসার সুতো দিয়ে জগতের মনকে আপনার ক'রে নিয়ে নিজের সঙ্গে গেঁথে ফেলে। সংজ্ঞা যখন ফি'রে এল, চোরটা নিজের ব্যবহারের কথা মনে ক'রে ভারি লজ্জিত হোলো; সে না পার্‌লো মাথা তুল্‌তে, না পার্‌লো কথা বল্‌তে; তাই যতদূর সম্ভব মাথা নীচু ক'রে চুপ করে ব'সে রইলো; অনুতাপ আর অনুশোচনায় তার গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগলো; দার্শনিকের যে জয় হয়েচে, এই অশ্রুতেই তা' বোঝা গেল, ভালবাসা দিয়েই দার্শনিক তা'কে জয় ক'রে ফেল্‌লেন্, সুজন কুজনের চির-বিজয়ী। অনেকটা সময় কেটে গেলে, চোরটা দার্শনিকের দিকে অশ্রু-ভরা চোখে চেয়ে বল্‌লে, 'আমি আপনার কাছে ভারি অন্যায় করেচি।' তারপর সে নতজানু হ'য়ে হাত যোড় ক'রে বল্‌লো, 'আমাকে ক্ষম করুন,

মহাপ্রাণ দার্শনিক; যদি ক্ষমা করতে না চান, তাহ'লে আমাকে শাস্তি দিন; মন্দের বদলে ভাল করা আমার মত গুরুতর অপরাধীর পক্ষেও অতি কঠোর শাস্তি; অনুতাপ অপরাধীর নিষ্ঠুর কসাই; আমার মনে হ'চ্চে, আক্ষেপ আর অনুশোচনা আমার ছাল-চামড়া কেটে কেটে তুলে দিয়ে যেন আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্চে; আমার মনের অবস্থা আপনাকে আরও বিশদ্ ভাবে বলি, শুনুন; শুনে যদি মনে করেন, ক্ষমা করাই ঠিক, তাহ'লে তাই করুন; আমি যে কি ভয়াবহ শয়তান, আমার কথা শুনে, তা' বিচার করুন; আপনি দয়া ক'রে মাসে মাসে যা দান করেন তাতেই আমি লালিত-পালিত; তবু কৃতজ্ঞ হ'য়ে আপনার পায়ে মন-প্রাণ অঞ্জলি না দিয়ে, আমি আপনাকেই হত্যা করতে এসেছিলাম. আমি এ যাবৎ কাল জানতাম না, কৃতজ্ঞতাই উপকৃতের হৃদয়-চোর, কৃতজ্ঞতা হিতকারীর পাদ-পদ্মে উপকৃতের পূত পবিত্র অর্ঘ্য, আজ তা' আমি বুঝতে পারলাম; এর আগে বুঝতে পারি নি ব'লে আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম; কাজেই আমি যে কত বড় শয়তান তা' তো আপনি বেশ বুঝতেই পারচেন; যে উপকারী, যদি কেহ তা'র বিরুদ্ধে কোনো রকমের অস্ত্র ধরে, তাহলে সেই অস্ত্র নিরোধ করাই উপকৃতের উচিত; কিন্তু আমি করেচি কি? ঠিক তার উল্টো কাজ করেচি; মানুষ হয়েও মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ করেচি; যে ভাবের নরহত্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম,জগতে তা' অতি বিরল; এইবার বলি, কিসে আমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছিলো।' খপ্ ক'রে দার্শনিকের পা দু'খানি ধ'রে ফেলে বল্লো, 'এমন কয়েকটি কথা বলতে যাচ্চি, যা আপনার কাছে আমার না বলাই ভাল; শুধু সত্যের খাতিরে আমাকে বলতে হোচ্চে, তাই বোলচি; সেজন্যে মনে কিছু কোরবেন না যেন; আমি হ'লাম একজন ঘোর জুয়ারী, পাক্কা পাজী আর জোচ্চোরের

জোচ্চোর। লোকের পকেট মার্‌তে, গাঁট কাট্‌তে আর সময় বিশেষে নরহত্যা কর্‌তে আমার আর যোড়াটি নেই; আপনি আমাকে মাসে মাসে যত টাকা দেন, আমি তার বেশীর ভাগই জুয়াখেলায় উড়িয়ে দিই, কাজেই, পেটের ভাত, আর পরণের কাপড়ও জোটে না; মাসে মাসেই টাকা-কড়ির বিশেষ অভাব হয়; এর ফলে আমার পনের শো' টাকা দেনা হ'য়ে গেছে; চুরি কোরে এই টাকা শোধ দেবো ভেবেছিলাম; ধরা না পড়লে চুরির মত মহাবিদ্যে তো আর জগতে নেই, অন্ততঃ আমার মত পাজী পাষণ্ডেরা তো তাই বোঝে। সে যা'ই হোক্‌, চুরি কর্‌বার্‌ জন্যে তো আপনার ঘরে ঢুক্‌লাম্‌; কিন্তু আপনার ঘরখানা খুঁজে, চুরি করবার্‌ মত কোন জিনিসই বার কর্‌তে পার্‌লাম্‌ না; তখন আপনার ওপর আমার ভারি রাগ হোলো; ভাবলাম্‌, 'অ্যাা খুঁজে মোলাম্‌, অথচ কিছুই পেলাম্‌ না, তবে দিই দার্শনিকের বুকে এক ছোরা বসিয়ে; উনি সব জিনিস সাম্‌লিয়ে রাখাতেই তো আমি কিছুই পেলাম না; এই জন্যেই আমি আপনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম।'

এই সব কথা শুনে দার্শনিক বল্‌লেন, 'আমার সঙ্গে এসে তো, ভাই; বিশেষ একটু কাজ আছে।' এই ব'লে দার্শনিক তা'কে নিজের ধনাগারে নিয়ে গেলেন; তা'র হাতে দুই হাজার টাকার নোট দিয়ে বল্‌লেন, 'এই নাও, ভাই, তোমার দেনা শোধ কোরো।'

দার্শনিক টাকা দিতে চাইলেন বটে, কিন্তু দেবামাত্রই সে তা' নিতে পার্‌লো না; কারণ, কিছু আগেই সে দার্শনিককে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলো; এই কথা মনে ক'রে সে লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো; তা'র এই সলজ্জ আর সসঙ্কোচ ভাব দেখে, দার্শনিক নোট কয়খানি তার পকেটে পুরে দিয়ে বল্‌লেন, 'টাকা প্রয়োজনের

জন্যে; কাজেই টাকা নিয়ে তুমি তোমার দরকারে লাগাও। আচ্ছা তোমার ছোরাখানার দাম কত, আমাকে বল তো, ভাই।'

চোরটা সবিনয়ে বল্‌লো, 'এ কথা জিজ্ঞেস কর্‌চেন কেন, জান্‌তে পারি কি? ছোরাখানার দাম আড়াই টাকা; দামটা কিছু বেশী।' তারপর দার্শনিকের পাদুটি ভক্তি-ভবে দুই হাত দিয়ে ধ'রে, শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লো, 'একটি কথা বল্‌তে আমার ভারি ইচ্ছে হচ্চে; তাই সে কথাটি না ব'লে আমি থাক্‌তে পার্‌চি নে, তাই বোল্‌চি: আমার এই বলার ধৃষ্টতা মাপ কর্‌বেন। ছোরাখানার দাম আড়াই টাকা, শুনে বোধ হয়, আপনি বিস্মিত হয়েচেন; একটু হবারও কথা বটে: কিন্তু সত্যিই আমার এ ছোরা-খানার দাম আড়াই টাকা; কেন, তা' বলি শুনুন; যারা কোল্‌কাতার ফুটপাতে ব'সে, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, 'আচ্ছাওয়ালা দু' আনা, জার্ম্মাণ-ওয়ালা দু' আনা, লে যাও বাবু দু' আনা,' তাদের কাছ হ'তে এ ছোরা কেনা নয়; শুধু কেনা নয়, এ কথাই বা বলি কেন; তারা এ ছোরা চোখে দেখেচে কি না সন্দেহ; এ হোলো শেফিল্ডে তৈরি খাঁটি ইস্পাতের ছোরা; কাজেই, এর দাম এত বেশী।'

দার্শনিক চোরটার হাতে আড়াই টাকা দিয়ে বল্‌লেন, 'এই নাও তার দাম; ছোরাখানি ভেঙে তো নষ্ট হ'য়ে গেল; এ রকম ক্ষতি হ'তে দেওয়া তো উচিত নয়, কি বলো?' তারপর বাঁ হাত দিয়ে আদর ক'রে তা'র গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লেন, 'একটি কথা তোমাকে আমি ব'লে রাখচি, ভাই, শোনো:—এই বাড়ীখানিকে তুমি নিজের বাড়ী ব'লে মনে কোরো; যখনই আসা দরকার মনে কর্‌বে, তখনই এখানে এসো; এখানে আস্‌তে কখনও লজ্জা বোধ কোরো না যেন।' ডান হাত দিয়ে তা'র চিবুক স্পর্শ

করে বল্‌লেন, 'তুমি হোচ্চ আমার ভাই; জগতে যত যত লোক দেখতে পাও, সবাই, সবারই ভাই; কারণ আমরা সকলেই সেই জগৎ-পিতা হ'তে জন্মেচি।' দার্শনিক আরও কত কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে চোরটার চোখ হ'তে জল পড়্‌তে দেখে, তিনি একটু থেমে বল্‌লেন, 'ওকি! কাঁদ্‌চো কেন?'

চোরটা বল্‌লো, 'আপনার মহত্ত্ব দেখে, আমি চোখের জল আটকে রাখ্‌তে পার্‌চি নে, মহাপ্রাণ দার্শনিক, তাই কাঁদচি; মহত্ত্ব মন-প্রাণকে গলিয়ে দেয়; মন পাষাণের মত কঠিন হ'লেও, মহত্ত্ব দেখ্‌লে গলে যায়। আবারও বলি, শুনুন, আমি হ'লাম পাকা পাজী; আমার মন ছিল লোহার মত কঠিন; কাজেই, ভেবেছিলাম এ মন কখনই নরম হবে না; এমন ধারণার কারণ, ঘন ঘন নিষ্ঠুর কাজ ক'রে আমি এমন হয়েছিলাম; কাজেই আমার মধ্যে লেশমাত্র মায়া-মমতা ছিল না; আপনি তো জানেন, নিরন্তর নিষ্ঠার পরিণতিই প্রকৃতি। কিন্তু এখন দেখচি, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। যা' কিছু ঘৃণা, যা' কিছু হেয়, তাতেই আমার মন পচে, খসে, গলে খসে যাচ্ছিলো; কিন্তু আপনার মহত্ত্ব আজ আমাকে তা' হ'তে রক্ষে করেচে; এখন আমি বুঝতে পেরেচি, কার্য্যতঃ মহত্ত্ব মনের আবিলতার অমোঘ ঔষধ।' তারপর চোরটা দার্শনিকের সুমুখে নতজানু হইয়া হাত যোড় করিয়া স্থির দৃষ্টিতে দার্শনিকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; শেষে নত মস্তকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'আজ আমি আপনার কাছ হ'তে যে শিক্ষা পেলাম, এত বড় শিক্ষা আমি আর জীবনে কোথাও পাই নি।' সহসা দার্শনিকের পায়ে হাত দিয়া বলিল, 'এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ কর্‌চি, এ যাবৎ যে ভুল ক'রে এসেচি, সে ভুল আর কখনও হবে না;' একটু থেমে, হাত যোড় ক'রে বল্‌লো, 'তাহ'লে আমি এইবার আসি।'

পাছে সেই গভীর রাত্রে রাস্তা দিয়ে যেতে চোরটার বিশেষ কষ্ট বা অসুবিধা হয়, এই ভয়ে দার্শনিক তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হ'লেন না ; তাই তার একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে, সস্নেহে তা'র পিঠ চাপড়িয়ে বল্‌লেন, 'এত রাত্রে আর গিয়ে কাজ নেই, কি বলো ? আজ রাত্রিটার মত এইখানেই থেকে যাও, কেমন ?'

দার্শনিক ভাল বিছানা-পত্র এনে দিলে, সে তাঁর পালঙ্কের পাশেই আর একটি পালঙ্কে শুয়ে পড়লো ; কিন্তু মোটেই ঘুমোতে পার্‌লো না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দার্শনিকের নাক ঘড়োড়্ ঘড়োড়্ শব্দে ডাক্‌তে লাগ্‌লো ; কিন্তু চোরটার আর ঘুম হোলো না ; দার্শনিকের অমায়িক ব্যবহারে তাঁর প্রতি তার অনুরাগ খুব বেড়ে গিয়েছিলো ; দার্শনিকের নাক-ডাকার শব্দ পাবামাত্র সে বিছানা হ'তে ধড়্‌মড়্ ক'রে উঠে বস্‌লো ; স্থির অপলক দৃষ্টিতে দার্শনিকের মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'কে এই দার্শনিক ? ইনি মানুষ, না দেবতা ? মানুষ এত মহৎ হ'তে পারে না ; এঁকে দেবতা ব'লে পূজা করাই আমার উচিত ; কিন্তু আমি কি করেচি ? এমন যে দেব-তুল্য দার্শনিক তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম ; আমার পাপের আর সীমা নেই।' এই ভাবতে ভাবতে চোরটার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগলো, আর তা'র বিছানা চোখের জলে ভিজে যেতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসে অতি সাবধানে (যেন দার্শনিকের ঘুম ভেঙে না যায় এমনি ভাবে) তাঁর পাদু'খানি নিজের বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'না বুঝ্‌তে পেরে যে দোষ ক'রেচি সে দোষ নিও না, প্রভু।' এই ভাবে সে চোখের জল ফেলে আর অনুতাপ ক'রে, সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে দিয়ে, সকালে দার্শনিকের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌চো, শৈলু, দার্শনিককে

হত্যা করতে এসে, সে তার দুষ্টামি-নষ্টামিকেই হত্যা ক'রে বস্‌লো।"

শৈলেন গল্প শুনিয়া মহা আনন্দে তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া এক গাল হাসিয়া কহিল, "দার্শনিককে তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে, মা? আহা! এমন লোক কি আর হয়; তিনি তো মানুষ নন, তিনি দেবতা।" এই বলিয়া আব্দার করিয়া মাকে কহিল, "বলো না, মা, তুমি দার্শনিককে কেমন ক'রে জান্‌লে?"

মা বলিল, "জান্‌ব বৈকি, বাবা, জান্‌বার বিশেষ কারণ আছে; তিনি হচ্চেন আমার বাবার প্রতিবেশী; তাঁর বাড়ী আমাদের বাড়ীর ঠিক পাশেই, তবে সব কথাই বলি শোন:—আমাদের সংসারে আমার বাবাই ছিলেন কেবল উপার্জ্জনক্ষম; কিন্তু মারাত্মক রোগে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো; কাজেই, তিনি আর উপার্জ্জন করতে পার্‌তেন্ না; শেষে আমাদের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াল যে টাকা-কড়ির অভাবে আমাদের সংসার অচল হ'য়ে উঠলো; কাজেই, আমাকে লালন-পালন করা আমার মা-বাবার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়লো। দার্শনিক আমাদের এই দুর্দ্দশার কথা জান্‌তেন্; আমাদের দুঃখ দূর কর্‌বার্ জন্যেও সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তিনি টাকা-কড়ি দিয়ে সাহায্য কর্‌তে দ্বিধা বোধ কর্‌তেন; তাঁর ভয় হ'ত—পাছে তাঁর টাকা-কড়ি দেওয়াটাকে আমার মা-বাবা অপমানের বিষয় ব'লে মনে করেন। শেষে যখন আমাদের দারিদ্র্য আর দীনতা চরম সীমায় উঠ্‌লো, তখন একদিন বাবা দার্শনিককে তাঁর রোগশয্যার পাশে আনালেন; তাঁকে নিজের ছেলে ব'লে সম্বোধন ক'রে, আমার শিশু-দেহখানিকে তাঁর কোলের ওপর বসিয়ে দিলেন; সস্নেহে দার্শনিকের চিবুক স্পর্শ ক'রে বল্‌লেন্, 'আমার এই শিশু-সন্তানটিকে নিয়ে তুমি নিজের ছোট বোনটির মত তাকে পালন কোরো, বাবা; আমার অবস্থা তো দেখ্‌তে

পাচ্চো ; আজ খেতে কাল নেই ; এ অবস্থায় ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।' আমাকে তাঁ'র জিম্বায় দেওয়ার দিন কয়েক পরেই আমার বাবা ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। কাজেই শুধু আমার নয়, আমার মায়ের ভরণ-পোষণের ভারও তাঁর কাঁধেই পড়লো ; এই দুটি কর্ত্তব্য তিনি এত সুন্দর ভাবে করেচেন যে তা' ভাষায় বল্‌তে পারা যায় না ; আরও একটি জিনিস এখানে বলা দরকার ; সেটি এই :—দার্শনিক যেমন রুচিকর আর পুষ্টিকর খাবারে আমার দেহখানাকে সুস্থ-সবল ক'রে তুলেছিলেন, তেমনি আবার প্রকৃত শিক্ষার ততোধিক রুচিকর আর পুষ্টিকর খাবারে আমার মনের সুবৃত্তি গুলিকে ততোধিক সুপুষ্ট আর ততোধিক স্বাস্থ্যবান্ ক'রে তুলে'চন্. তাঁরই কৃপায়, তাঁরই অনুগ্রহে আমি অতি সহজেই এম, এ, পাশ করেচি. শুধু যে পাশ করেচি তাই নয়, শৈলু, বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে অনার্সে (honours) আমিই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলাম, আর এম, এ, পরীক্ষাতে ঐ সাহিত্যেই প্রথম হ'য়েছিলাম্ ; তাঁ'রই অভিভাবকতায়, তাঁরই শিক্ষকতায় আমি লেখা-পড়ায় এত সুনাম, এত সুযশ লাভ কর্‌তে পেরেছিলাম ; আহা, তাঁর মহত্ত্বের কি আর সীমা আছে, বাবা ; তিনিই তো ভগবান্, তিনিই তো দেবতা।" বলিয়াই লতিকা দেবী দুই হাত যোড় করিয়া তাহা কপালে ঠেকাইয়া, দার্শনিকের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করিতে লাগিল ; তারপর কহিল. "কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌চো, শৈলু, দার্শনিকের কাছে আমি কত ঋণী। আমার জীবনের বাল্য ইতিহাস সম্বন্ধে যা' যা' বলেচি, সে সবই আমি মায়েব কাছ হ'তে শুনেচি।"

গল্প শোনার পর শৈলেনের ঘুম পাইয়াছিল ; কাজেই সে পাশের ঘরে শুইতে গেল। সে চলিয়া গেলে, লতিকা আবার নিজেদের দুঃখের

কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; আস্তে আস্তে জানালার নিকট আসিয়া তাহার ভাঙা গরাদের একটা অংশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার অশ্রু-ভরা চোখ দুইটির ব্যাকুল দৃষ্টি শূন্যের দিকে নিবদ্ধ; পরণে ময়লা কাপড়; মাথার চুলগুলি উড়ো খড়ের মত শুকনো; মাসাধিক কাল তাহাতে তেল পড়ে নাই; তাহার কারণ, পয়সার অভাবে তেল কিনিতে পারে নাই, এই অবস্থায় জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ঠিক মূর্ত্তিমান্ দারিদ্র্যের মত দেখাইতেছিল। যখন লতিকা এইভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে তাহার কাঁধের উপর একখানি সস্নেহ হাতের মৃদু মধুর চাপ অনুভব করিল; চাপ পড়িতেই সে পিছন দিকে চাহিল; দেখিল আগন্তুক আর কেহ নহে, তাহার স্বামী সুনীল। সে কহিল, "দার্শনিকের সম্বন্ধে তুমি শৈলেনকে যা' যা' বলেচ, সে সব কি সত্যি, লতু?"

লতিকা বলিল, "খাঁটি সত্যি; তাহ'লে যেটুকু বল্‌তে বাকি আছে, সেটুকুও বলে ফেলি, শোন; তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে, স্থির জেনো, সেই মহাপুরুষ দার্শনিকেরই উদ্যম-উৎসাহেরই ফল; তিনি চেষ্টা না কর্‌লে, এ বিয়ে হোতো না; তিনি তোমাকে ভাল ভাবেই জানেন; কারণ, তুমি হোচ্চ তাঁর সহপাঠী; তোমার সঙ্গে তিনি আমার বিয়ে দিতে চাইতেন; কারণ, তুমি যেমন বিদ্বান, তখন আবার তেমনি ধনবান্ ছিলে; কাজেই, তিনি তাঁর এই মনের কথা আমার মায়ের কাছে বলেন; শুনে মা আমাদের বিয়ে সম্বন্ধে তোমার অভিভাবকদের কাছে প্রস্তাব করেন। হাঁ, আর এক কথা, আমাদের সব খরচই দাদা (দার্শনিক) নিজের অর্থকোষ হ'তে বহন করেছিলেন; অবশ্য মা কর্ত্তা সেজে এ টাকা নিজে হাতে ক'রে খরচ করেছিলেন। সব শুদ্ধ বিয়েতে কত টাকা খরচ হ'য়েছিলো, জানো? ত্রিশ হাজার টাকা। তিনি এত

খরচ করেছিলেন কেন, শুনবে? তুমি ধনীর সন্তান; তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'চ্চে; কাজেই যদি বেশী টাকা খরচ করা না হ'ত, তাহ'লে লোকে ভাবতো, গরীবের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া হোচ্চে।"

সুনীল কহিল, "তুমি যা' যা' বোল্‌চো, লতু, সে সবই আমি সত্যি ব'লে মানি। আমি জানি, দার্শনিক দয়ার সাগর; জগতে যত বড় দানশীল লোক আছে, বোধ করি, দার্শনিক তা'দের সকলের ওপরে। তা' ছাড়া সে অতি মহৎ; তার মহত্ত্বের কথা তোমাকে বলি, শোন. অতি বাল্যকাল হ'তেই দেখতে পাওয়া যায়, দার্শনিকের চরিত্রে মনুষ্যত্বের চেয়ে দেবত্বের লক্ষণই বেশী; কিন্তু আমার এখন এই বড় দুঃখ হয় যে ছাত্রজীবনে আমি তা'কে বরাবরই ভুল বুঝে তা'র প্রতি অন্যায় করেচি. কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যত বারই আমি তার প্রতি অন্যায় করেচি, তত বারই আমি তার মহত্ত্বেরই পরিচয় পেয়েচি। আজও আমার মনে পড়ে, একদিন স্কুলে আমি একটা ঢিল ছুড়ে, তাকে মেরেছিলাম. তাতে তার মাথা ফেটে গিয়েছিলো, আর দর্ দর্ করে রক্ত পড়্‌ছিলো. অনেক ছেলে এই ব্যাপারটা দেখে, আমার ওপর চটে লাল হ'য়ে উঠলো, কেহ দাঁত খিঁচিয়ে, কেহ ঘুষি পাকিয়ে, কেহ কিল উঁচিয়ে, আমাকে তেড়ে মার্‌তে এল; তারপর আমাকে না ধ'রে, একেবারে দমাদম্ প্রহার! মনে হ'ল পিঠের ওপর যেন তুবড়ি ফুট্‌চে। এক কথায়, আমি যেন সরকারী ঢাক; তাই যে পার্‌লো. সেই আমার পিঠে ঘা কতক ক'রে বসিয়ে দিয়ে আমার পিঠ বাজিয়ে দিলো। তারপর কেহ আমার পা ধর্‌লো, কেহ আমার হাত ধর্‌লো; শেষে, যেভাবে মড়া নিয়ে যায়, সেই ভাবে সবাই মিলে আমাকে ধ'রে, হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের কাছে নিয়ে চল্‌লো; তাঁর উত্তম মধ্যম ঘা কতক আমার পিঠে না পড়লে, তাদের মনে শান্তি নেই; তারা মার আমাকে নিশ্চয়ই

খাওয়া তো, যদি না দার্শনিক তাতে বাধা দিতো ; তারা কি দার্শনিকের কথা প্রথমে শুন্‌তে চায় ? একজন তো খেঁকিয়ে উঠে দার্শনিককে বল্‌লো, 'নেহি মাংতা হ্যায়, ভাগো।' তার ভাবটা এই, তুমি অপরাধীর হ'য়ে ওকালতি কর্‌তে কেন আস্‌চো ? তোমার কথা আমরা শুন্‌বো না, ওকে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা মার খাওয়াবোই খাওয়াবো। যাই হোক্ দার্শনিক তো অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তা'দিকে নিরস্ত কর্‌লো ; তারপর সে যা' বল্‌লো, তা' অতি সুন্দর ; বল্‌লো, 'ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়, শান্তি-স্থাপন আর বন্ধুত্ব হবার আগে রক্তপাত হ'য়েই থাকে ; কাজেই আমার বিশ্বাস, আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হবার জন্যেই আমাদের মধ্যে এমন ব্যাপার ঘটেচে ; আমার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনো জিনিস আছে যার জন্যে সুনীল এমন করেচে ; তা'তে কিছু আসে যায় না ; আমি আশা করি, আমার এই রক্তপাতের ফলেই আমাদের বন্ধুত্ব ঘনীভূত হবে' ; দার্শনিকের জীবনের এই খণ্ড ঘটনাটি তার অপূর্ব্ব চরিত্রের সৌন্দর্য্যে আর মাধুর্য্যে সুশোভন।"

তারপর সুনীল আর লতিকার মধ্যে তাহাদের সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সুনীল সস্নেহে লতিকার গালে হাত দিয়া বলিল, "তোমার অদৃষ্ট ভারি মন্দ, লতু ; তাই আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েচে ; অন্য কোন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হোতে।"

লতিকা সুনীলের জামার বোতাম লাগাইয়া দিতে দিতে কহিল, "এমন চিন্তাকে মনেও স্থান দিও না ; মানুষ যখন জন্মায়, তা'র কপালে কি ঘট্‌বে-না-ঘট্‌বে, ভগবান তখনই তা' ঠিক ক'রে রেখে দেন ; সাধ্য কি যে মানুষ তা' ব্যর্থ করে।"

সুনীল তাহার হাতখানি স্ত্রীর গালে ঠিক সেইভাবেই রাখিয়া

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তুমি কি ছিলে আর কি হ'য়েছ, লতু? সোণার প্রতিমার মত তোমার সেই সুশ্রী-সুন্দর মুখখানি কি হ'য়ে গেছে, একবার দেখ দেখি, লতু? এমন বিশ্রী হ'য়েচ যে তোমাকে আর সে মানুষ ব'লে চেন্‌বার যো নেই; উঃ!" সুনীল আর কথা বলিতে পারিল না; ক্ষণিকের জন্য তাহার দুঃখ-ভরা চোখদুইটির বিষণ্ণ দৃষ্টি তাহার স্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া সে দারুণ বেদনায় মুখ নামাইল। কিছু পরে মুখ তুলিয়া আবার কহিল, "এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, সবই আমার জন্যে; ভগবান আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, সুবিচারই কর্‌চেন্; আমি নিজে কষ্ট পাচ্চি, এতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই; কিন্তু তোমরা দুজনে তো নিরীহ; কাজেই, তোমাদের কষ্ট দেখে, দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে; যেখানে নিরীহ লোক কষ্ট পায়, সেখানে বুঝ্‌তে হবে, সুবিচারের অভাবই ঘটেচে; তবু, মানুষ বলে, ভগবান্ নিরপেক্ষ। কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্চি, ভগবান্ ঠিক তার বিপরীত।"

লতিকা হাত দিয়া সুনীলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ছি, ছি, এমন কথাটি মুখেও এনো না; এ কথা উচ্চারণ কর্‌লেও পাপ হয়; ভগবান্ যা' বিধান করেচেন্, তার একটা-না-একটা সুযুক্তি আছেই আছে। তুমি তো জানো, ছাই-পাঁশেরও একটা মূল্য আছে; এ জগতে কোনো জিনিসই মূল্যহীন নয়। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, দারিদ্র্য মনের মলা-মাটি পরিস্কার ক'রে দেয়; এর ভেতরে যে কঠোরতা থাকে, তা' মনের স্বাভাবিক উগ্রতাকে নরম ক'রে আনে। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়, ধন আর মান বাড়লেই মানুষের স্বভাব প্রায়ই নষ্ট-দুষ্ট হয়; এর কারণ, ধনী ধনের গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে; এইভাবে ন্যায়ের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে, অন্যায়কে আশ্রয়

ক'রে সে অত্যন্ত উদ্ধত হ'য়ে পড়ে। এ কথা যেমন সত্যি, এ কথাও আবার তেমনি সত্যি যে দারিদ্র্য হ'তেই চরম দুরবস্থা আসে; এর কঠোরতা অতি ভীষণ; তবু আবার এ কথাও স্বীকার করতে হবে, দুরবস্থা সেই অনাদি অনন্ত ভগবানের সস্নেহ আহ্বানের কথাই জানিয়ে দেয়; দুর্দ্দশায় পড়লেই মানুষের মন নরম সরম হয়; এইভাবে নরম হ'য়ে আমাদের মন ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে শেখে। এর ফল এই হয়, আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হ'য়ে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারি।"

"তোমার কথা অতি সত্য, লতিকা; শুধু যে সত্যি এমন নয়, ইহা জীবনের একটি প্রধান শিক্ষা; কার কাছ হ'তে তুমি এ শিক্ষা পেয়েচ, লতু।"

লতিকার অনাহার-ক্লিষ্ট, শুষ্ক, পাণ্ডুর মুখখানিতে একটি মধুর হাসি দেখা দিল; সে কহিল, "মহৎ শিক্ষা মহতেরই দান।"

"তা আমি জানি; কিন্তু কে এ শিক্ষা দিয়েচেন, তা' শুনতে পাবো না কি?"

"যিনি আমাকে মানুষ করেচেন, তিনিই এ শিক্ষা দিয়েচেন।"

"দারিদ্র্য সম্বন্ধে তুমি দার্শনিকের যে মতামতের কথা বললে তা' অতি সুন্দর; আমার মনে হোচ্চে, আমি জীবনে যত যত উত্তম-বাদী লোক দেখেচি, তা'দের মধ্যে দার্শনিকই সকলের সেরা; তোমাকে সত্যি কথা বলতে কি, লতু, দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমার অনেক কুধারণা ছিল; কিন্তু তা'র মত-মন্তব্য শুনে আমার সে সব ধারণা দূর হয়েচে; এখন আমি বেশ বুঝতে পেরেচি, দুর্ভাগ্য বা দুর্দ্দশা মানুষের স্বকৃত, আর বেশী ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়, দারিদ্র্য মানুষেরই অবিবেচনার ফল, তবু দারিদ্র্য শুধু অভিশাপই নয়; বরং দরিদ্র হ'লেই মানুষ

অসহায় হ'য়ে প'ড়ে, ভগবানে নির্ভরশীল হয়, আর এই নির্ভরতার ফলে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।" তারপর সুনীল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকিয়া আবার কহিল, "কিন্তু একটা জিনিসে আমার ভারি কষ্ট হয়; সেটা হোচ্চে—।" বলিয়াই সে থামিয়া গেল; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

লতিকা দেখিল তাহার স্বামী একটু বিমনা হইয়াছে; তাই সে সাদরে তাহার মুখখানি একটু তুলিয়া ধরিয়া, নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "আবার হোলো কি, বল তো; আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা ভাব্চো বুঝি নয়?" তারপর দুই হাত দিয়া তাহার চিবুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আর ভাব্তে হবে না, বুঝেচো? ও সব ভাবাভাবি আমি মোটেই পছন্দ করি নে; কাজেই তোমাকে আর আমি ভাব্তে দেবো না।"

"যা' কিছু গ্লানিকর, তাই বড় হানিকর, লতিকা; মনে করি ভাব্বো না; কিন্তু না ভেবেও থাক্তে পারিনে যে; দুঃখ-দারিদ্র্যের দুর্ভাবনা আমার মনকে কুকুরের এঁটুলির মত কামড়িয়ে ধ'রে আছে, যতই আমি বাধা দিই না কেন, এ চিন্তা আমার মনে উদয় হবেই হবে; হা-হুতাশের যে সব দীর্ঘশ্বাস আমি বুকের ভেতর চেপে আছি, সে সব দীর্ঘশ্বাস যদি আমি একবারে ছেড়ে দিই, তাহ'লে বোধ করি, একটা ঘুর্ণাবর্ত্তের স্মৃষ্টি হ'য়ে যাবে।" তারপর লতিকার কথা তুলিয়া বলিল, "দার্শনিকের পরম পবিত্র, প্রিয়-দর্শন উপবনে তুমি সুন্দর, সুশোভন ফুল্ল কুসুমটির মত ছিলে; বিয়ে ক'রে তোমাকে সেখান হ'তে তুলে নিয়ে আসা আমার উচিত হয় নি, লতিকা; অপর কারো সঙ্গে তোমার বিয়ে হোলে, বোধ করি, তুমি খুব সুখী হোতে পারতে। তাহ'লে আর তোমাকে এ অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হোতো না; কিন্তু

আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়াতে তোমার কি হয়েচে! দুরবস্থার চরম সীমায় এসে তুমি যেমন শারীরিক কষ্ট পাচ্চো, আবার তেমনি মানসিক কষ্ট পাচ্চো; স্ত্রীলোক কুপাত্রে পড়্‌লে তা'র দুর্গতির অবধি থাকে না; তোমারও তাই হয়েচে, লতু; তোমাকে বিয়ে করা আমার বড়ই অবিবেচনার কাজ হয়েচে; এই অবিবেচনার বিষময় ফল আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্‌চি; বিবেক যখন অবিবেচনার দংশন অনুভব করে, তখন কত কষ্ট যে হয়, তা' তুমি বুঝ্‌বে কেমন কোরে, লতু?"

"এমন ভাবনাকে আর কদাচ মনে স্থান দিও না; এই চিন্তাকে যদি মনের মধ্যে পোষো, তাহ'লে সে তোমার অন্তরকে দুদিনে গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে; তুমি কি জানো না, দুর্ভাবনা অতি ভীষণ সর্ব্ব-গ্রাসী, যে তাকে পোষণ করে, তা'র দফা সে রফা করে?"

"স্বীকার করি, তোমার কথা সত্যি; কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্চো, লতিকা, যারাই দুরবস্থায় পড়ে, উদ্বেগ তা'দিকে একেবারে পেয়ে বসে; তাদের মন হ'তে তা'র আর সহজে নড়ন-চড়নটি থাকে না। সে যা' হোক্‌, আমি তোমার কথামত চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বো; এখন বল, কি কর্‌লে আমি তোমাদিকে দুর্দ্দশার হাত হ'তে বাঁচাতে পারি।"

"বাঁচাবার দরকার নেই; কারণ, তুমি পার্‌বে না।"

"চাকরির চেষ্টা করা যাক্‌, কি বলো?"

"পেলে তো ভালই হয়; কিন্তু পাবে কোথায়? আর পেলেই কি তুমি ঠিকমত চাকরি কর্‌তে পার্‌বে? যে আজীবন সুখ আর সমৃদ্ধির কোলে লালিত-পালিত হয়েচে, সে কি বেলা দশটা হ'তে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলম পিষ্‌তে পার্‌বে?"

যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে পিয়ন আসিয়া খট্‌-খট্‌, খট্‌-খট্‌ শব্দে কড়া নড়াইল;

ডাকিবামাত্র সাড়া না পাইয়া সে মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া, দাঁত বার করিয়া চীৎকার করিল, "বাবুজী হ্যায়।" সুনীল আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই, সে একপাশ হইয়া লম্বা এক সেলাম ঠুকিয়া কহিল, "আপ্‌কো একঠো মণি-অটার হ্যায়, বাবুজী।" একখানা খাম আর খান দশেক দশ টাকার নোট হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেই লতিকা সবিস্ময়ে সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা কোত্থেকে এলো শুনি ; আবারও ধার করা হোচ্চে না কি ?"

সুনীল সস্নেহে বাম বাহু দিয়া লতিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতের আঙুল দিয়া তাহার গালদুইখানি একটু পীড়ন করিয়া বলিল, "না, গো না ; ধার করতে যাবো কেন ? আর গেলেই বা আমাকে দেবে কে ? সবাই তো জানে, আমরা খেতে পাই নে ; খেতে না পেয়ে আমরা যে কাঁটা-চাম্‌ড়া-সার হয়েচি, এ কি তারা দেখতে পায় না ? কে আমাকে এ অবস্থায় ধার দেবে বলো।"

"তবে টাকা এলো কোত্থেকে ?"

"সব কথাই বোল্‌বো ; একটু সবুর করো না ; কারণ, সবুরে মেওয়া ফলে।"

খাম খানি খুলিতে খুলিতে সুনীল বলিল, "কর্ম্মই কর্ম্মীর প্রকৃত নমুনা ; এই টাকা-পাঠানো দার্শনিকের কার্য্যতঃ মহত্ত্বের একটি বড় সুন্দর নিদর্শন ; এর ইতিহাসের আগা-গোড়া সবই আমি তোমাকে বোল্‌চি শোনো ; দিন-কয়েক আগে আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, আমার হাতে দুই-এক পয়সা যা' আছে, তা' শীঘ্রই খরচ হ'য়ে যাবে, কাজেই তখন কেমন কোরে খরচ-পত্র চালাবো ভেবে আমি ভারি উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লাম্ ; সেজন্য ঠিক কোর্‌লাম্, দার্শনিককে টাকা পাঠাতে লিখি ; কারণ, আমি জানি, সে অতি দানশীল লোক ; লিখলে সেটাকা

কড়ি দিয়ে সাহায্য করবেই করবে; কিন্তু তারপরই আবার আমার মনে হোলো, না, তা' ক'রে কাজ নেই; বরাবরই তার প্রতি একটা শত্রুতার ভাব পোষণ ক'রে এসেচি; কাজেই দ্বিধা বোধ হোচ্ছিলো। শেষে আমার মনের মধ্যে মান-অপমানের একটা যুদ্ধ বেধে গেল; তা'তে অপমানেরই জয় হোলো; চরম দুর্দ্দশায় আত্ম-সম্মান প্রায়ই আত্ম-ঘাতী হয়। সে যাই হোক্, আমি দার্শনিককে একখানি পত্রে দশ টাকা পাঠাতে লিখলাম্, কিন্তু সে পাঠিয়েচে ১০০৲ টাকা।" খাম খানি হইতে পত্র বাহির করিয়া বলিল, "শোনো, দার্শনিক কি লিখেচে।" বলিয়াই সে একটু উচ্চ কণ্ঠে পড়িতে লাগিল, "ভাই সুনীল, তোমার পত্র পেয়ে, আমার আনন্দের আর অন্ত-অবধি নেই; অপরিমেয় আনন্দকে কলমের ডগে ধরাইতে পারা যায় না; তার কারণ, সব সময়ে ভাষা ভাবের অবিকল ছবি নয়; তুমি যে আমার তল্পি-তল্পা আর আমাকে তোমার নিজের ব'লে ভাব্‌তে সুরু করেচো, এ কথা জেনে আমার ভারি আনন্দ হয়েচে; এই আনন্দ আকার-প্রকার-হীন, কূল-কিনারা-হীন মহাসমুদ্রের মূর্ত্তি ধ'রে, তা'র স্রোতের প্রবাহে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। আমরা দুইজনেই এক; তোমার এই একত্বের অনুভূতি হ'তে বেশ বোঝা যাচ্চে, তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাস; যাঁরা স্নেহ বা ভালবাসায় পরস্পর গাঁথা, তাঁদের ঐ বোধই (একত্বের অনুভূতিই) ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি। যাই হোক্, তুমি একবার এখানে এসো; দেখা দিয়ে আমাকে বাধিত কোরো, কিম্বা তোমার বাড়ীতে যাবার অনুমতি এই পত্রের উত্তরে আমাকে দিও; তা-হ'লে আমি ভারি আনন্দিত হব। দুটি অনুরোধের যে কোন একটি রাখলেই আমি কৃতার্থ হবো; লতু-শৈলু কেমন আছে? তা'দিকে আমার স্নেহাশীষ দিও; তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো।"

পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহা শুনিয়া লতিকার ঠোঁট দুইখানিতে মধুর হাসির একটি প্রবাহ ছুটিয়া গেল; সে হাসি অবর্ণনীয়। বলা বাহুল্য সুনীল আর দার্শনিকের মিলনই এ আনন্দের একমাত্র কারণ লতিকা বলিল, "এখন বুঝ্‌তে পার্‌চো, আমার দাদার হৃদয় কত মূল্যবান ধাতুতে তৈরি; এই সামান্য পত্রখানিতেও তাঁর কত মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েচে।"

"তা' তো বটেই, লতিকা; তবে তা'র মহত্ত্ব আজ নূতন নয়; মহৎ সে ছিল, আছে আর চিরকালই থাক্‌বে; কারণ ভগবান্ তা'কে আগা গোড়া মহত্ত্বের উপাদান দিয়েই গড়েচেন্; এ কথা আমি বরাবরই জান্‌তাম —এখনও জানি। দার্শনিকের সঙ্গে আমার শত্রুতার গুপ্ত রহস্য তোমাকে বলি, শোনো; তা'র মহত্ত্বই ছিল আমার শত্রুতার প্রধান কারণ; প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, মানুষ যখন নিজেকে কারো থেকে নিকৃষ্ট ব'লে বুঝ্‌তে পারে, তখন সে তা'র প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ ক'রে থাকে; আমার শত্রুতাও অনেকটা এই ধরণের। আমি মনে মনে তো বেশ জান্‌তাম্, হাজার মাথা খুঁড়লেও আমি তা'র সমান হ'তে পার্‌বো না।"

"তাঁর প্রতি এখনও কি তুমি সেই ভাব পোষণ করো?"

"অসম্ভব; তা' কখনই কর্‌তে পারি নে; শত্রুতাই বলো, আর মিত্রতাই বলো, দুইই অবস্থা সাপেক্ষ।"

"তিনি যে অনুরোধ করেচেন্, সে সম্বন্ধে কি কর্‌বে ভাব্‌চো?"

"এখনও ত কিছু ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারি নি; কাজেই তোমার পরামর্শ চাচ্চি।" তারপর সুনীল ডান হাতের দুইটি আঙুল দিয়া লতিকার অধরখানি একটু টিপিয়া দিয়া কহিল, "সত্যি বল তো কি করা যায়; আমি নিজেই যাবো, না কি তা'কেই আস্‌তে লিখ্‌বো?"

লতিকা স্বামীর কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া একটু ভাবিল; নিজের মনেই ঠিক করিতে লাগিল, "আমার স্বামীরই সেখানে যাওয়া উচিত; কারণ তিনি আমাকে স্নেহের সহোদরার মত ভালবাসেন; তাহা ছাড়া আমার স্বামীকে তিনি দুইটি কারণে ভালবাসেন; প্রথমতঃ তিনি তাঁহার সহপাঠী; দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার দাদা হিসাবে তাঁহারও বড় ভাই। এখন যদি আমি তাঁহাকে আসিতে লিখি, তাহা হইলে তিনি স্বচক্ষে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিতে পাইবেন; ইহাতে তিনি একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবেন; কাজেই আমার স্বামীরই তাঁহার কাছে আগে যাওয়া উচিত; আবার মান-মর্য্যাদাতেও তিনি আমাদের চেয়ে বড়; সেজন্যেও আমার স্বামীরই সেখানে আগে যাওয়া উচিত!"

এই ভাবিয়া লতিকা হাসি-মুখে বলিল, "তুমি আমার পরামর্শ চাচ্চ; কাজেই তোমাকে বোল্‌চি, তোমারই সেখানে যাওয়া উচিত।"

"বেশ, যা' বোল্‌চো, তাই কোর্‌বো; তোমার কথাই চরম নিষ্পত্তি ব'লে মেনে নিলাম্।"

"কবে যাবে?"

"আজই খাওয়া-দাওয়ার পর; ঠুসে এক পেট খেয়ে নিই তো; তারপর যাওয়া যাবে, কি বলো? দার্শনিকের কৃপায় আজ আমাদের পোষ মাস। হাতে কাণা কড়িটি ছিলো না। কিন্তু এখন একশ টাকা এসে উপস্থিত।" বলিয়াই সুনীল খাবার কিনিয়া আনিতে গেল; কিছু পরে একটি খুব বড় শালপাতের ঠোঙায় সের দুই লুচি, খান কয়েক কচুরি আর সিঙারা, খানিকটা বুটের ডাল আর আলুর দম আনিয়া তিনটি ভাগ করিল; ভাগ করিয়াই একটি টানিয়া লইয়া কপ্‌ কপ্‌ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। এক সঙ্গে এত খাবার মুখে ভরিতেছিল যে তাহার দুইখানি গালই টোব্‌কা লুচির মত ফুলিয়া উঠিতেছিল; চিবানোর চকাম্ চকাম্

শব্দের তো বিরাম নেই; না থাকিবারই কথা; অনেক বেলা পর্য্যন্ত পেটে কিছু না পড়াতে সে তখন 'লঙ্কার ফেরত' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আহারাদি শেষ হইলে, স্থনীল দার্শনিকের বাড়ী যাইবার জন্য তৈরী হইতে লাগিল; হাতে টাকা পাইয়াছে; ছেঁড়া-পচা চামড়ার জুতা যোড়াটা টান্ মারিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া একযোড়া টাটকা-নূতন জুতা পায়ে দিল; গ্রামেই ঘর কয়েক চামার বাস করিত; তাহাদের কাছে নূতন জুতা কিনিতে পাওয়া যাইত; স্থনীল তাহাদের নিকট হইতে একটু আগেই জুতা যোড়াটি কিনিয়া আনিয়াছিল; দোকান হইতে তখনি কেনা একখানি ধোয়া মিলের কাপড় আর একটি কোট পরিয়া ফিট্‌ফাট্ বাবুটি সাজিয়া রওনা হইল। লতিকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত আসিযা কহিল, "রাস্তায় যাবার সময় দেখে শুনে যেয়ো; সাধ্য পক্ষে বাধা-বিঘ্ন এড়াইবারই চেষ্টা কোরো; আর যদি তেমন তেমন (বেগতিক) বোঝো, তাহ'লে বাড়ী ফিরে এসো। সেখানে যাবার দরকার নেই।"

জীবনকে বিপন্ন করার চেয়ে প্রসন্ন করাই বেশী বাঞ্ছনীয়, বোধ করি, এ কথা জগতের প্রায় সকলেই জানেন; এই হিসাবে ধরিতে গেলে লতিকার ঐ সতর্ক বাণী অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হয় বটে; তবু তাহার ও কথা বলিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল; সে তাহার স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসিত; প্রিয়তমের বিপদের আশঙ্কা করাই হ'ল ভালবাসার একটি ধর্ম্ম।

লতিকার মুখে ঐ কথাগুলি স্থনীলের কাণে ঠিক ছেলেমানুষের কথার মতই শুনাইল; তাই সে হাসিয়া জবাব দিল, "কি ভাবে বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়, কি ভাবেই বা তা'র হাত এড়াতে হয়, আর কি ভাবেই বা বিপদকে জয় কর্‌তে হয়, তা' আমি বেশ জানি; কাজেই বুঝ্‌তে

পারুচো, ওভাবে পরামর্শ দেবার কোনই দরকার নেই; দুঃখ আর দারিদ্র্যের এত ঘা খেয়েও যখন আমি মরি নি, তখন রাস্তায় বিপদ-আপদেও আমি কখনই মরুবো না। আমি হলাম্ ডাংপিটে বে-পরোয়া লোক; তোমার কোনো ভয়-ভাবনা নেই; আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আর আস্তে হবে না; তুমি ঘরে ব'সে একটু বিশ্রাম কর গে, যাও।"

"তামাসা রাখো; যা' বোল্চি, শোনো।"

"তামাসা তো করি নি, লতিকা; যেমন জ্যান্তটি যাচ্চি দেখ্চো, ঠিক তেমনি জ্যান্তটি ফিরে আস্বো দেখ্তে পাবে। চিত্রগুপ্তের খাতায় কখনই আমার নাম নেই; থাক্লে কোন-দিন-না-কোন-দিন তা'র পেয়াদা এসে আমার ঠ্যাংএ দড়ি বেঁধে আমাকে এর আগেই এক দিন হিড় হিড় ক'রে টান্তে টান্তে নিয়ে যেতো; তা' যখন গেল না, তখন বুঝ্তে হবে, আশু মৃত্যু আমার কপালে নেই; তাই বোল্চি, আমার জন্য ভেবো না; নাকে সরষের তেল দিয়ে, নাক ডাকাতে সুরু করো গে; গ্যাখো তো, ঠিক চোঁ ক'রে গিয়ে বোঁ করে ঘুরে আসি।"

"বিশ্রাম তো কোরুবো, কিন্তু তুমিই যে তা'তে বাধা দিচ্চো; তোমার কথা শুনে তো আর বিশ্রাম করুতেই ইচ্ছে হোচ্চে না; যা' হোক্ শোনো:—আমাদের গাঁ হ'তে ক্রোশ খানেক দূরে একখানি অতি ছোট গ্রাম আছে; সেখানে একটি ক্ষ্যাপা কুকুর আছে; শুন্চি না কি, সেই কুকুরটা অতি ভয়ঙ্কর; লোক দেখ্লেই, দাঁত বার ক'রে তেড়ে এসে তাকে ঘ্যাক্ ক'রে কামড়িয়ে দেয়; কত লোককে যে বিনা দোষে কামড়িয়েচে, তা' আর সংখ্যা করা যায় না; তাই বোল্চি সাধ্যপক্ষে সে রাস্তা দিয়ে যেয়ো না; আর যদিই বা বিশেষ কোনো কারণে যেতে বাধ্য হও, তাহ'লে খুব সাবধানে যেয়ো; নইলে সেই ক্ষ্যাপা কুকুরটা তোমাকে নিশ্চয়ই কামড়িয়ে দেবে।"

সুনীল এক গাল হাসিয়া জবাব দিল, "যদি কামড়িয়েই দেয়, সে তো ভাল কথা; তাহ'লে আমিও কুকুরটাকে কামড়িয়ে দেবো, তাহ'লেই শোধ-বোধ হ'য়ে যাবে।" বলিয়াই সুনীল মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল; দেখিয়া লতিকার সর্ব্বাঙ্গ তপ্ত তেলে নিক্ষিপ্ত পাচ-ফোড়নের মত রাগে লাফাইতে লাগিল; সে রাগের তাল সামলাইতে না পারিয়া একেবারে খাপ্পা হইয়া কহিল; "দ্যাখো, আমাকে চটিও না, যদি এই ভাবে চটাও তাহ'লে তোমার পায়ে মাথা কুটে রক্ত-গঙ্গা কোর্‌বো, দেখ্‌বে—।" বলিয়াই দুই পা আগাইয়া আসিয়া তাহার মাথা কুটিতে যায় আর কি; ঠিক এমনি সময়ে সুনীল দুই বাহুর বেষ্টনে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তামাসা ক'রে, স্বেচ্ছায় তোমাকে একটু রাগিয়েচি; সেজন্যে মনে কিছু কোরো না, লতু; একবার মনে ক'রে দেখ, লতিকা, আজ কত দিন হ'ল, আমার মুখে হাসি দেখ নি, আজ কত দিন হ'ল, আমার তামাসা-তরল কণ্ঠ শোনো নি; যেদিন হ'তে আমাদের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হয়েচে, ঠিক সেই দিন হ'তেই আমার মুখ হাস্য-বিরল হ'য়েচে; বোধ করি, আমাদের সেই সগৌরব অবস্থা আর ফিরে আস্‌বে না।" বলিতে বলিতেই সুনীলের চোখের পাতা দুইটি অশ্রুতে ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া দুই ফোঁটা জল টপ্‌ টপ্‌ করিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িল; হাত দিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া আবার কহিল, "সে দিন ফিরে আস্‌বে না, জানি; তবু দার্শনিকের পত্র পেয়ে আজ আমার ভারি আনন্দ হয়েচে, সেই আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে তোমার সঙ্গে তামাসা করেচি, সেজন্যে মনে কিছু কোরো না।"

"মনে কিছু না হয় কোরলাম না, কিন্তু—।" লতিকা দরজা আগ্‌লাইয়া তাহাতে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু তুমি যে

আমার কথামত রাস্তায় চল্‌বে ব'লে তো আমার মনে হয় না, কাজেই তোমাকে আর আমি সেখানে যেতে দেবো না; এই আমি দরজা আগ্‌লিয়ে দাঁড়ালাম; দেখি, তুমি কেমন কোরে যাও।"

লতিকার হাবভাব দেখিয়া সুনীল মনে মনে হাসিতে লাগিল; আবার তামাসা করিয়া কহিল, "দার্শনিকের কাছে আমাকে পাঠানো. বোধ করি, তোমার মোটেই ইচ্ছে নয়; ভাবভঙ্গী কর্ম্মের ভাষ্য; তোমার ভাব-গতিক দেখে আমার তো তাই মনে হোচ্চে।" এই শুনিয়া লতিকা রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিল; সে গম্ভীর হইয়া কহিল, "ন্যাকামি কর্‌তে পার্‌লে, হাসি-তামাসা তা'তে বেশ ফুটে ওঠে দেখতে পাচ্চি। তুমি আমার মনের ভাব বেশই জানো, তবু ন্যাকামি কোর্‌চো; তুমি যে মস্ত বড় বাহাদুর তা'তে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার মাথা খেয়ে এটুকু হোচ্চে মনে রেখো; হাস্যাস্পদ হওয়া বড়ই বিড়ম্বনা।"

সুনীল সাদরে লতিকার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি বুঝতে পেরেচি, লতু, তোমার সঙ্গে তামাসা করে আমি ভারি অন্যায় করেচি; কেন করেচি শোন; আগেও বলেচি, আবারও বল্‌চি, "যেদিন হ'তে দুঃস্থ হয়েচি, সেদিন হ'তেই মনের স্বস্তি-শান্তি হারিয়েচি, তাই তামাসা ক'রে একটু আনন্দ উপভোগ কোর্‌চি।" তারপর লতিকার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার মনে হোচ্চে, আজ আমি সব চেয়ে সুখী জীব; প্রথম কারণ—আজ আমি দার্শনিককে দেখ্‌তে পাবো, দার্শনিক মহাপুরুষ, মহাপুরুষকে দেখ্‌তে পাওয়াই প্রকৃত তীর্থযাত্রা; এ হোলো মহা আনন্দের জিনিস, এই আনন্দও তামাসা কর্‌বার একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ—তুমি দার্শনিকের আদর-যত্নে লালিত-পালিত এ জেনে আমার যে আনন্দ হয়েচে, তামাসা করাটা সে আনন্দের জন্যও বটে। এইবার তামাসার কথাটাই একটু

বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাক্; তামাসা সময় বিশেষে আনন্দজ। তামাসাই হোলো বিরক্তিকর জিনিসের হাত হ'তে রক্ষে পাবার একটি প্রধান উপায়। দারিদ্র্য মরুভূমির মত কষ্টদায়ক, আর তামাসা তা'র মধ্যে মরূদ্যানের মত স্নিগ্ধকর; এই তামাসাই সময় বিশেষে ক্লেশকর জীবনের ক্লান্তিকর ভাব দূর ক'রে দেয়; কাজেই তোমার সঙ্গে তামাসা করেচি. হাসি-তামাসায় অনেকটা সময়. নষ্ট হোলো; আর আমাকে আটকিয়ে রেখো না; দোর ছাড়ো, আমাকে যেতে দাও; তোমার কথামতই আমি রাস্তায় চল্‌বো।"

"ঠিক তো? এইবার ছুটী।" লতিকা দোর ছাড়িয়া দিল; বাড়ী হইতে গজ কয়েক যাওয়ার পর সুনীল পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রীর বিদায়-করুণ চোখ দুইটির সজল দৃষ্টি ঠিক তার পিঠের উপর নিবদ্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়

সুনীল দার্শনিকের বাড়ী চলিয়া গেল; তাহার অনুপস্থিতিতে লতিকার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল; সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, শৈলেন ঘুমাইতেছে; আসিয়া তাহার শিয়রে বসিল; তারপর নত হইয়া শৈলেনের গালদুইখানি চুম্বন করিল। তাহার সস্নেহ ঠোঁট-দুইখানির সুখকর স্পর্শে শৈলেনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া হাত দিয়া বার কতক চোখ রগড়াইয়া, মায়ের মুখের দিকে চাহিল; ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দার্শনিক অতি উদার লোক, নয় মা? তিনি টাকা দিয়ে সাহায্য না কর্‌লে, বোধ হয় আমরা অনাহারে মরে যেতাম।"

লতিকা সাদরে তাহার অধর চুম্বন করিয়া বলিল, "তিনি টাকা পাঠিয়েচেন, একথা তুমি জান্‌লে কেমন কোরে, শৈলু?"

শৈলেন মায়ের গলা আরও জোরে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাহার মায়ের মুখের কাছে নিজের মুখ আনিয়া জবাব দিল, "আমি সব শুনেচি, মা, যখন পিয়ন টাকা দিতে এসেছিলো, তখন আমি ঘুমোই নি, ঘুমোবার চেষ্টা কোর্‌ছিলাম। আচ্ছা, মা, দার্শনিকের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?"

লতিকা উত্তর দিল, "তিনি যে তোমার মামা হন।"

"তাঁর দেব-দুর্লভ গুণের কথা শুনে, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হোচ্চে,

মা; মহৎ লোককে দেখে, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে মানুষ অনেক সময়ে নিজেও মহৎ হোতে পারে, নয় মা?"

"পারে বৈকি, শৈলু; তুমিও যা'তে সুযোগ্য মামার যোগ্য ভাগ্নে হ'তে পারো, সে চেষ্টা কোরো।"

"তা' কি সম্ভব হবে, মা; আমার মনে হোচ্চে, আমি তোমাকে একবার বোল্‌তে শুনেচি যে, মামার মহত্ত্বের কথা বলে শেষ করা যায় না; তা' যদি হয়, তাহ'লে কেমন কোরে আমি তাঁর সমান হবো?"

"তাঁর সমান হওয়া! সে তো একেবারে অসম্ভব, শৈলু; তবে বিশেষ চেষ্টা কর্‌লে, তুমি কতকটা তাঁ'র মত হ'তে পারো; তাঁর তুল্য মহৎ লোকের ধারণা করাও সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব।"

"কি ভাবে চেষ্টা কর্‌বো, আমাকে বলে দাও, মা।"

"মহৎ হবার জন্যে চেষ্টা কর্‌বে; তা' ছাড়া জগদীশ্বরের উপর নির্ভরতা এর আর একটি উপায়, সাগ্রহ প্রার্থনায় ভগবান্‌কে তুষ্ট করো; তাহ'লে তিনি তোমায় নিশ্চয় আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন্; জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ পরমাশ্চর্য্য; এ আশীর্ব্বাদের আর তুলনা নেই, এ জিনিস অসম্ভবকেও সম্ভব কোর্‌তে পারে, এর ফলে কঠিনতা কোমলতায়, নির্দ্দয়তা দয়ায়, শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয়। তবে আবার এও দেখতে পাওয়া যায়, মামার চরিত্রগত মহত্ত্ব ক্ষেত্র বিশেষে ভাগ্নেতেও বর্ত্তায়। তোমার মামা মহৎ, কাজেই সবটা না হোক্, অন্ততঃ তাঁর কিছু মহত্ত্ব তোমার প্রাপ্য।"

মাতা-পুত্রের মধ্যে ঐ ভাবের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল—ঠিক এমনি সময়ে ছোট-খাটো গুজরাটী হাতীর মত বিশালকায় একজন স্ত্রীলোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল; তাহাকে আসিতে দেখিয়া মাতা-পুত্রের কথাবার্ত্তা সহসা বন্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকটি দেখিতে রাক্ষসীর

মত ভয়ঙ্কর ; কেহ কেহ তাহাকে 'মুট্‌কী' বলিত ; আবার কেহ কেহ 'তারকা রাক্ষসী' বলিত। তাহার পাদুইখানা মোটা মোটা গদার মত হৃষ্টপুষ্ট, হাতদুইখানাও বেশ শাঁসালো ; সে কোলা ব্যাংঙের মত থপ্ থপ্ করিয়া চলিত ; টাকা ধার দিয়া খুব বেশী সুদ লইত ; সেজন্য লোকে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত ; একে কদাকার চেহারা, তাহার উপর সুদখোর ; যেমন আকৃতি আবার তেমনি প্রকৃতি ; এই দুইটি দোষের একত্র সমাবেশ ঠিক গোদের উপর বিষফোড়ার মত ঘৃণ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু, যদিও কদাকার, তবুও তাহার সৌন্দর্য্য বাড়াবার উদ্যম আয়োজনের অভাব ছিল না, প্রতিদিন দুই বেলা ঘণ্টা দুই ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে খস্ খস্ করিয়া সাবান ঘষার পর ঝামা ঘষিয়া, দেহের ছাল-চামড়া প্রায় তুলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিত : সে বুঝিত, শুধু সাবান ঘষিলে কি হইবে ; যদি কাল রং একটু ফিকে হয়, তবে এই খোঁচা খোঁচা ঝামা ঘষার ঠেলাতেই হইবে। সাবান আর ঝামা ঘষার পর পাউডার মাখা তো আছেই। 'মুট্‌কী' এত মেহনৎ করিত বটে, তবু তাহার কাল রং আর ফর্সা হইল না ; যেমন কাল, তেমনিই থাকিল ; একটু উন্নতি এই হইল, কাল চামড়ার উপর ব্রুশ্ ঘষিলে তাহার ফলে কাল রংটা যেমন একটু চিক্-চিক্ করে, তেমনি সাবান আর ঝামা ঘষার ফলে তাহার কাল চামড়ার জেল্লা একটু বাড়িয়া গেল। ভাল ভাল পোষাক পরার সখও বেশ ছিল, বাসি-করা ধপ্-ধপে শাড়ী ছাড়া পরিত না, তাহার পাড়ের বাহার ছিল একটি দেখিবার জিনিস, পান খাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া দেখিত, কেমন লাল হইয়াছে। পোষাক আর সাবান-পাউডার ছাড়া আর সব বিষয়ে খরচে সে ছিল অত্যন্ত কৃপণ, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাহার কোন বাবুয়ানা ছিল না, আলুর খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া তরকারি বানাইত, তাহাতে তেলের

গন্ধও থাকিত না; ইহাই আবার ছিল তাহার অতি উপাদেয় তরকারি।

যে ঘরে শৈলেন আর লতিকা গল্প করিতেছিল, মুট্‌কী আসিয়া সেই ঘরের চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইল; তারপর তাহাদের স্বাস্থ্য বা স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে কপালে চোখ তুলিয়া ভয় দেখাইতে স্থরু করিল, "দেখচি, তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা না কর্‌লে, তোমরা সোজা হবে না। টাকা ধার নিয়ে শোধ দেবার নামটি নেই; আর তা' হ'তে দিচ্চিনে; আজই তোমাকে সব দেনা মায় কড়া-ক্রান্তিটি পর্য্যন্ত শোধ ক'রে দিতে হবে; বুঝ্‌তে পারি নে, কেমন কোরে দেন্‌দারেরা বসে বসে ত্বেলা স্থখে শান্তিতে পিণ্ডি গেলে; গরু-শূয়োরের মত হাম্ হাম্ ক'রে খেতেও বা ইচ্ছে হয়! মরণ নেই তাদের! আমার মনে হয়, মরণই তাদের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত. যারা সময়ে দেনা শোধ কর্‌তে পারে না, আমি হ'লাম তাদের যম. এই ভাবে ধার দিয়ে কত দেনদারের সংসার আমি নষ্ট করেচি, জানো?" বলিয়াই সে আঙ্গুলের পাব গণিতে গণিতে কহিতে লাগিল, "এক— ত্বই—তিন—চার—।"

তাহার হাব-ভাব দেখিয়া লতিকার মুখখানি ভয়ে শুকাইয়া গেল। আর শৈলেন তাহার কদাকার চেহারা ও তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া উঠিয়া গিয়া একেবারে লেপ চাপাইয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

লতিকা কহিল, "দেনা শোধ দেবার দিন অতীত হ'তে এখনও ত্বমাস সময় আছে; তবে এত শীগ্রী মোকদ্দমা কর্‌বে কেন?"

'মুট্‌কী' মুখ ভেঙাইয়া লতিকার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কহিল, "কর্‌বে কেন? ও মা গো, উনি আমার গুরু ঠাকুরুণ; তাই ওর কথা শুনে অমাকে কাজ কর্‌তে হবে; বেশ কোর্‌বো, আমার যা'

ইচ্ছে তাই কোর্‌বো।" তারপর তাহার কদাকার মুখখানাকে ততোধিক কদাকার ভঙ্গিতে বিকৃত করিয়া দাঁত বাহির করিয়া কোলাব্যাঙের মত থপ্ থপ্ করিতে করিতে চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া ঘরের মেঝের উপর আসিয়া বসিল; শেষে বাঁ হাতের উপর ভর দিয়া ডান হাতখানাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মেঝের উপর গুম্ করিয়া এক কিল মারিয়া কহিল, "সুদ সমেত সব টাকা এখ্‌নি দেবে তো দাও; নইলে, গাল দিয়ে তোমার পিতৃ-পুরুষদিকে উদ্ধার তো কোর্‌বোই, তা' ছাড়া মোকদ্দমা ক'রেও তোমাদিকে অপদস্থ কোর্‌তে ছাড়্‌বো না।"

মুট্‌কীকে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া, লতিকা মনে মনে ভাবিল, "মারিবে নাকি।" তাই সভয়ে গজখানেক পিছাইয়া গিয়া বসিল; তারপর, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া আকুল হইল: এমন সময়ে সেখানে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কুমারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সৌন্দর্য্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না; তাহাকে দেখিলে বোধ হয় তাহার সুন্দর সুকুমার মূর্ত্তিখানি সেই চির নিত্য সুদক্ষ শিল্পীর কোটি কোটি বর্ষের সশ্রম সাধনার ফল, কেহ কেহ তাহাকে 'মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য' বলিত; আবার কেহ কেহ তাহাকে দেব-দুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নিখুঁত সজীব প্রতিমা বলিত। তাহার নাম ইন্দিরা; সে তাহার স্বাভাবিক স্নেহ-কোমল কণ্ঠে মুটকীকে কহিল, "ব্যাপার কি আমাকে বল তো।"

মুট্‌কী ভাহা মিথ্যা কথা বলিয়া জবাব দিল, "কিছু না, বহু দিন হোলো লতিকা দেবীকে দেখি নি, তাই দেখা ক'রে ওঁর খোঁজ-খবর নিতে এসেছিলাম্; এক গাঁয়ে বাস, খোঁজ-খবর না নিয়ে কি থাক্‌তে পারা যায়, মা; এ কথা সত্যি কি না আপনিই বলুন।"

প্রতিমা ইন্দিরার খুড়তুত বোন; সে ইন্দিরার পিছনেই ছিল; সট্ করিয়া দুই পা আগাইয়া আসিয়া সে মুট্‌কির মিথ্যা কথার জবাব দিল;

রাগে কপালে চোখ তুলিয়া, কহিল, "খোঁজ নিতে, না খোঁচা দিতে ? দুটির কোন্‌টি তোর্ প্রকৃত উদ্দেশ্য ? তুই কি আমাকে জানিস্ নে, মুট্‌কী ? তোর মত সুদখোর, পয়সা-পিশাচ স্ত্রীলোকের আমি হলাম্ যম।" মুট্‌কীর পায়ের তলা হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত একবার অগ্নি-দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া কহিল, "ভেবেচিস মিথ্যে কথা ব'লে রেহাই পাবি, সেটি হবার যো নেই। আমি তোর্ সব কথা শুনেচি ; তুই আমাদের পূজনীয় বৌদিকে যে ভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত কোরেচিস্ তা' আমি তোর্ পিছন হ'তে স্বকর্ণে সব শুনেচি ; তাঁ'র ঘরে সবলে অন্যায় কো'রে ঢুকে তুই আইন-আদালতও স্বেচ্ছায় উপেক্ষা কোরেচিস তা' জানিস, তোর দেনার দলীলপত্রে কি তোকে এই ভদ্র-গৃহস্থের ঘরে ঢুকে এ বাড়ীর লোককে অপমান কর্‌বার অধিকারও দেওয়া আছে না কি ?" আঙুল দিয়ে দোর দেখাইয়া বলিল, "যা, বেরিয়ে যা, নইলে তোর চুলের গোছা ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে আর ঝাঁটা মার্‌তে মার্‌তে তোকে এখান হ'তে বিদেয় কর্‌বো। লোক মানা নেই, জন মানা নেই, একজন ভদ্র মহিলার ঘরের ভেতর ঢুকে, তাঁকে অকথ্য অবাচ্য ভাষায় গালি-গালাজ কোর্‌চিস। আঁা, এখনও বেরোলি নে ! বেরো বল্‌চি, নইলে ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দোবো।" বলিয়াই প্রতিমা মুট্‌কীর চুলের গোছা চাপিয়া ধরে আর কি ! "জানিস, এ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বাড়ী। এখানে বাড়ীর লোক ছাড়া মশা-মাছিটি পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে সাহস করে না ; কিন্তু তুই ভালুকের মত থপ্‌থপে চেহারা নিয়ে ঢুক্‌লি কোন সাহসে ; ভাল চাস তো বেরো।"

প্রতিমার কথা শুনিয়া ভয়ে মুট্‌কীর অন্তর-আত্মা খাঁচা-ছাড়া হইবার উপক্রম হইল ; সে ভয়ে জড়সড় হইয়া থতমত খাইয়া গেল। উঠিয়া পালাবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; প্রতিমার কথার ঝাঁজে মুট্‌কী এমনি অভিভূত হইয়াছিল যে তাহার উঠিবার শক্তিও ছিল না।

আগেই বলা হইয়াছে—প্রতিমা ইন্দিরার খুড়তুত বোন; তাহার চেয়ে সে দুই বৎসরের ছোট। প্রতিমার স্বভাবটি ছিল পুষ্পের মত কোমল অথচ সময় বিশেষে বজ্রের মত কঠিন; আর ইন্দিরা ছিল রূপেও দেবী, গুণেও দেবী; তাহার রাগ-রোষ বলিয়া কোন জিনিস ছিল না; ভালবাসায় বশ করা ছিল তাহার জীবনের মূল মন্ত্র। প্রতিমার রাগ দেখিয়া ইন্দিরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইল; তাহার সস্নেহ অথচ বিষাদ-মাখা চোখ দুইটির দৃষ্টি প্রতিমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া সাদরে তাহার চিবুকখানি স্পর্শ করিয়া কহিল, "ছি, পিতু! এত রাগ কি করতে আছে, ভাই; তুমি ভারি উত্তেজিত হ'য়ে পড়েচো, দিদি; উত্তেজিত হ'লে মানুষ অন্ধ হ'য়ে যায়; উত্তেজনা হ'তেই মাদকতা আসে; উত্তেজনার মদ খেলে মানুষের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে ওঠে।"

প্রতিমা ইন্দিরাকে দেবীর মত ভক্তি করিত; তাহার ঐ কথায় সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল; লজ্জায় মাথা নত করিয়া কহিল, "যা' ক'রে ফেলেচি তার জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত, মেজদি; আমাকে ক্ষমা করো।" এই বলিয়া সে ইন্দিরার ডান হাতখানি ধরিয়া ফেলিল।

আগেই বলা হইয়াছে, প্রতিমার তিরস্কারে মুট্‌কী অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। এখনও সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল; দেখিয়া ইন্দিরার ভারি কষ্ট হইল; তাই সে মুট্‌কীর গায়ে তাহার স্নেহ-স্নিগ্ধ হাত দুইখানি বুলাইয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল, "তোমার কি দরকার আমাকে বল তো?"

ইন্দিরার সস্নেহ স্বর মুট্‌কীর কানের ভিতর দিয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেখানে এক অপূর্ব্ব আনন্দের লহরী তুলিয়া দিল; সে মুগ্ধ নেত্রে ইন্দিরার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "এত স্নেহ-

মাখা স্বরে কেহ কখনো আমাকে কথা বলে নি; সবাই আমাকে 'মুটকী' বা 'তারকা রাক্ষসী' ব'লে ঘৃণা করে।" বলিতে বলিতে তাহার চোখের পাতায় বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু টল্ মল্ করিতে লাগিল; দেখিয়া ইন্দিরার চোখেও জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সে অতি কষ্টে তাহা সামলাইয়া লইয়া কহিল, "বোলেচে বৈকি; বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ। হাঁ, এইবার আমার কথাটার জবাব দাও তো।"

মুটকী ডান হাত দিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া বলিল, "আমার কাছে লতিকা দেবীর কিছু দেনা আছে; আমার ইচ্ছে তিনি যেন আজই সে দেনা শোধ ক'রে দেন।"

"তোমার পাওনা কত?"

"সুদে আসলে পাঁচ হাজার টাকা।"

"ছাখো, তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা করো; আমি শীগ্‌গীর আসচি।"

ইন্দিরা মিনিট পাঁচ পরে ফিরিয়া আসিয়া মুটকীর হাতে পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়া কহিল, "আমি হ'লাম আমাদের পূজনীয় বৌদি'র খাজাঞ্চি, বুঝেচো; তাঁর টাকাকড়ি যা' কিছু আছে সবই আমার কাছে থাকে; কাজেই তিনি তাঁর দেনা শোধ করতে পারেন নি। আরও এক কথা ভাল কোরে হিসাব ক'রে দেখ, তোমার পাওনা পাঁচ হাজার টাকার বেশী নয় তো; যদি হয়, এই সঙ্গেই নিয়ে যাও।"

"বেশী তো নয়ই, মা; বরং হিসেব মত দেখতে গেলে আমার প্রকৃত পাওনা একশো টাকা কম পাঁচ হাজার টাকা। আমি হ'লাম সুদখোর, কাজেই চামার চশমখোর; লোককে ঠকিয়ে নেওয়াই আমাদের পেশা, তাই অন্যায় কোরে একশো টাকা বেশি নিয়েচি; আপনি সেই টাকাটা ফেরৎ নিন্; আপনার মত দেবীকে ঠকিয়ে বেশী টাকা নেবো এত বড়

বুকের পাটা কি আমার হ'তে পারে ? যে নেবে, তার নিঃবংশ হবে যে, হাত কুড়িয়ে যাবে যে ; এই নিন্ আপনার একশো টাকা।” বলিয়াই মুটুকী একখানা একশত টাকার নোট ফিরাইয়া দিতে আসিল ; দেখিয়া ইন্দিরা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “থাক্, থাক্, এ টাকা আর ফেরৎ দেবার দরকার নেই ; যখন দিয়েচি, তখন এ টাকা আর আমি ফেরৎ নেবো না ; টাকা ধার দিয়ে তুমি তো আমাদের যথেষ্ট উপকার কোরেচো সন্দেহ নেই ; এই উপকারের সকৃতজ্ঞ প্রতিদান হিসেবে তোমাকে এ টাকাটা নিতেই হবে, মেয়ে ; তা' যদি না পারো, তাহলে এ টাকাটা সৎকাজে লাগিয়ে দিও। আমি জানি, এ টাকাটা তোমারই ; কাজেই ইচ্ছেমত ব্যবহার কোরো।”

মুটুকী নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইন্দিরার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিল ; তারপর ঝর্ ঝর্ করিয়া পশলা খানেক কাঁদিয়া ফেলিল ; চোখের জলে তাহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল ; কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সে গলবস্ত্র হইয়া ইন্দিরার পায়ের ধূলা লইতে গেল ; ইন্দিরা তাড়াতাড়ি পা দুই পিছাইয়া গিয়া কহিল, “করো কি ; করো কি ?” মুটুকি কিন্তু ছাড়িল না ; ইন্দিরার উদ্দেশে মাটিতে ঢিপ্ করিয়া মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর বলিয়া উঠিল, “মা যেন আমার লক্ষ্মী ঠাকৃরুণটি ! অতুল্য রূপ-গুণের এমন একত্র সমাবেশ আমি তো আর কোথাও দেখি নি ; মা আমার রূপেও দেবী, গুণেও দেবী ; রাঙা চরণদুখানির দর্শন-সৌষ্ঠবই বা কত ; দেখ্‌লেই পাদু'ইখানি বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে।” বলিয়াই মুটুকী ইন্দিরার পাদুইখানি আবার ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; ইন্দিরা ব্যস্ত হইয়া একটু সরিয়া গিয়া কহিল, “ছি, এমন কোরো না ; আমি দেবীও নই, লক্ষ্মীও নই ; রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ।”

ইন্দিরার কথা মুট্‌কী কানেও তুলিল না ; সে নিজের আবেগেই বলিতে লাগিল, "তুমি বেঁচে থাকো, মা ; সুখে থাকো, মা ; আজ আমি তোমার কাছে বড় শিক্ষাই পেলাম্‌ ; বুঝতে পেরেচি, টাকাকড়িই চরম বস্তু নয় ; তা'র চেয়েও ঢের বড় জিনিস আছে ; সে জিনিস স্নেহ-ভালবাসা , তা' টাকা-কড়ি দিলে মেলে না, অন্তর দিয়ে পেতে হয় ।"

ইন্দিরা কথাটা চাপা দিয়া কহিল, "দ্যাখো, তোমাকে একটা কথা আমার বোল্‌বার আছে—"প্রিতু আমার ছোট বোন ; সে রাগের মাথায় তোমাকে অনেকগুলো অন্যায় কথা বোলে ফেলেচে ; সেজন্য তুমি মনে যেন কোন দুঃখ কোরো না, কেমন' ?"

"তিনি আপনার বোন, আমার কি কেউ নন্‌, মা ? আমারও যে মায়ের বোন্‌, মাসী মা ; মা-মাসিমা যদি মেয়ের দোষ দেখে কিছু বলেন তা কি কখনো দোষের হ'তে পারে মা ?"

ইন্দিরা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তা' তো বটেই, তা' তো বটেই ।"

মুট্‌কী একটু হাসিয়া কহিল, "তা' ছাড়া যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরও তো চাই, মা ; বোন্‌ঝীটির যে কোনো গুণ নেই ; তা'র মুখখানি তো নয় যেন ক্ষুরখানি ! মুখের চোপা কতো ! মুখ খুল্‌লে যেন অসংযত কথার তুব্‌ড়ি ফুট্‌তে থাকে ! তার সুমুখে টেকে কার সাধ্যি । ক্রুদ্ধ সাপের মত ফণা তুলে তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে একজন নিরীহ গোবেচারাকে দংশন ক'রে যে বিষ ঢেলেচি, তার যোগ্য প্রতিফল তো পাওয়া চাই । লতিকা দেবীর কোনো দোষ নেই ; তাঁর দেনা শোধের এখনও এক মাসের বেশী সময় আছে । সে সময়ের কথা বিবেচনা না ক'রে, তাঁর বাড়ী বয়ে এসে যেমন কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ কোরেচি, মাসীমাও আমার মাথায় তেমনি মুগুর বসিয়ে দিয়েচেন ; কাজেই মার

খেয়ে এখন কেঁউ কেঁউ কর্‌তে হবে বৈ কি ; মাসীমা তো ঠিকই কোরেচেন তা' ছাড়া মাসী মা এমন না কোর্‌লে আমার মা-মাসীমা এই দুটি জনকে চিন্‌তাম কেমন কোরে ? ভগবান্‌ যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে।"

মুটকীর এই নিরপেক্ষ সত্যবাদিতায় প্রতিমা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল ; মুটকীকে শাস্তি দিয়া সে নিজেও বড় কম শাস্তি ভোগ করিতে-ছিল না ; রাগের মাথায় কতকগুলি কড়া কথা বলিয়া সে অনুতাপের জ্বালায় জ্বলিতেছিল : তাহাকে খুসি করিবার ইচ্ছায় সে তাড়াতাড়ি নিজের গলার সোনার হারগাছটি (দাম পাঁচ শত টাকা) খুলিয়া মুটকীর গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, "স্নেহের চিহ্ন হিসেবে এই হারগাছটি তোমাকে দিলাম।" তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার মাসীমা ব'লে তোমাকে দেবার অধিকার আমার আছে, তাই দিলাম ; আর আমি যে সব কটু কথা বোলেচি ভুলে যেয়ো, কেমন ?" একটু অনুতপ্ত স্বরে কহিল, "তোমাব এই মাসীমাটি ভারি গরম মেজাজী ; অল্পেই সে চটে ওঠে ; সেজন্যে যেন তুমি দুখ্যু কোরো না।" বলিতে বলিতেই প্রতিমার চোখদুইটি অশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল, আর সেই অশ্রু ফুটন্ত গোলাপের মত তাহার রক্তাভ গাল দুইখানি বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"গরম মেজাজী ! তাতে কি আসে যায়, মাসী মা ? গরম মেজাজী হলেও আপনি ঠাণ্ডাও তো বড় কম নন ; যে উষ্ণতা ঠাণ্ডায় ঢাকা পড়ে, সে উষ্ণতায় দোষ কি ? অচল অটল তুষার-ঢাকা হিমাচলের পাশে ছোট্ট একটি আগ্নেয়গিরি থাক্‌লে, তাতে কি আসে যায়, মাসী-মা ?" তারপর মুটকী লতিকার পাদুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল, "যে দোষ কোরে ফেলেচি, সেজন্যে মনে কিছু কোরো

না, মা।” শেষে সবিনয়ে দুই হাত যোড় করিয়া কহিল, “আসি, মা, আসি, মাসীমা।” ইন্দিরা, লতিকা ও প্রতিমা তিন জনেই বলিল, “এস, এস।”

যাইবার আগে মুট্‌কী দেনার দলীল-পত্র প্রতিমার হাতে দিয়াছিল, সে এখন তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইন্দিরা ও প্রতিমার শৈশব সুনীল আর লতিকার বিবাহিত জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত; তখন তাহারা দুই বোনে বালিকা, এক জনের বয়স বার, অপর জনের দশ, দুইজনেই সুনীলকে নিজেদের সহোদর বড় ভাইয়ের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। ইন্দিরার পিতা সুনীলের পিতার প্রতিবেশী, দুই জনেই আবার হরিহর-আত্মা ছিলেন। প্রধান বিচারপতি (ইন্দিরার পিতা) সুনীলকে নিজের বড় ছেলে বলিয়া মনে করিতেন; এই সুবাদে সুনীলও ইন্দিরা আর প্রতিমাকে নিজের সহোদরা বলিয়া জ্ঞান করিত; কাজেই সুনীলের বিবাহের পর হইতেই তাহারা দুইজনে লতিকাকে নিজেদের পূজনীয় বৌদিদি বলিয়া যথেষ্ট সম্মান করিত। ইন্দিরা ও প্রতিমা সুনীলের সস্নেহ ভ্রাতৃত্ব আর লতিকার সাদর স্নেহ-যত্ন বৎসর কয়েক উপভোগ করার পর লেখা-পড়া শিখিতে কলিকাতা চলিয়া যায়। ইন্দিরা ইংরাজী সাহিত্যে ও দর্শন-শাস্ত্রে এম, এ, পাশ করিয়াছিল; প্রতিমাও ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পাশ করিয়াছিল। দুই জনেই নিজের নিজের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইন্দিরার পিতা অত্যন্ত কড়া অভিভাবক; কাজেই লেখা-পড়া শেষ হইবার আগে তিনি তাঁহার কন্যা দুইটিকে গ্রাম্য বাড়ীতে আসিতে দিতেন না; এখন দুইজনেই লেখা-পড়া শেষ করিয়াছে: তাই তাহাদিগকে তাহাদের পল্লী-ভবনে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন, ইন্দিরা দুই বৎসর বয়সে মাতৃহীন

হইয়াছিল, আর প্রতিমা এক বৎসর বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়াছিল। তাহাদের শৈশবে সুনীলের মাতা এই দুইটি বোনকে এত স্নেহে এত যত্নে লালন-পালন করিয়াছিলেন যে তাহারা সুনীলের মাকেই নিজের মা বলিয়া জানিত; ইহাই হইল এই দুইটি পরিবারের সুদৃঢ় ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি। তাহা ছাড়া প্রধান বিচারপতিও ইন্দিরা ও প্রতিমার মাতৃ-বিয়োগের পর হইতে তাহাদিকে এমন আদরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন যে দুইজনই দুইজনকে সহোদরা বলিয়া মনে করিত।

যখন দেনার দায়ে সুনীলের বসত-বাটী উত্তমর্ণের হাতে চলিয়া গেল তখন সে মহা মুস্কিলে পড়িল। কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ইন্দিরাকে পত্র দিতে লতিকাকে অনুরোধ করিল। ইন্দিরাদের প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকার সংলগ্ন একটি বাগান ছিল; তাহাতে খান কয়েক ভাঙ্গা-চোরা ঘর ছিল; সেইজন্য সুনীল লতিকাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিতে বলিল যে সেই ঘর কয়েকখানি অস্থায়ী-ভাবে কিছু দিনের জন্য ব্যবহার করিতে ইন্দিরার পিতা তাহাদিকে দিতে পারেন কি না, যদি পারেন এই কথা প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইন্দিরা যেন তাহাদিকে পত্র দিয়া জানায়। এই ঘর কয়খানি যে নিজেদের ব্যবহারের জন্য চাহিতেছে এ কথা লতিকা স্পষ্ট করিয়া পত্রে লেখে নাই। কাজেই ইন্দিরাও তাহার লেখার ধরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল, বোধ করি গরু বাছুর রাখিবার জন্য চাহিতেছে; কিন্তু আজ যখন বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহার বড় ভাই সুনীল সপরিবারে সেইখানে বাস করিতেছে, তখন ইন্দিরার হৃদয়খানি অভিমানে জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দিরার রাগ ছিল না, কিন্তু বুক-ভরা অভিমান ছিল। এতক্ষণ সে এ অভিমান দেখাইতে পারে নাই, কারণ সেখানে মুটকী ছিল। সে

চলিয়া গেলে, ইন্দিরা তাহার অভিমান-কাতর চোখদুটির ব্যথা-ভরা দৃষ্টি একটিবার মাত্র লতিকার উপর ফেলিয়া প্রতিমার হাত ধরিয়া একটি টান দিয়া কহিল, "চলে এসো, প্রিতু, এখানে আমাদের আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়।" বলিয়াই ইন্দিরা প্রতিমার হাত ধরিয়া কেবলই টানিতে লাগিল ; দেখিয়া লতিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, তারপর দুই হাত দিয়া সস্নেহে ইন্দিরার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অপূর্ব্ব সুন্দর গাল দুইখানিতে চুমু খাইয়া কহিল, "আমার ওপর রাগ কোরেচো, ইন্দু? আমি বোধ হয় কিছু দোষ কোরেচি, না ভাই?"

অভিমানে ইন্দিরার মুখখানি কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল ; সে বলিল, "কোরেচো বৈ কি বৌদি। আমি জোর কোরে বোল্‌তে পারি তুমি আমাদিকে একটুও ভালবাস না ; এ কথা বোল্‌বার আমার যথেষ্ট কারণ আছে ; যদি তুমি আমাদিকে এতটুকু ভালবাসতে, তাহ'লে এই গোয়ালে বাস না ক'রে, আমাদের প্রাসাদতুল্য বাড়ীখানাতে অনায়াসে বাস কোর্‌তে পারতে ; পর ভাবো, তাই করো নি, ব্যবহারেই মন জানা যায়, ভালবাসা-না-বাসা ব্যবহারেই প্রকাশ পায়, বড়্‌দি'। আজ দাদা যদি এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, তাহ'লে এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার লড়াই বেধে যেতো।" তারপর ইন্দিরা তাহার অতুল্য সুন্দর মুখখানি একটু বিকৃত করিয়া, বলিল, "ছি, ছি, এই গোয়ালে কি মানুষে বাস কর্‌তে পারে, এতো গরু-ভ্যাঁড়ার থাকবার্ জায়গা।" প্রতিমার হাত ধরিয়া আর একটি টান দিয়া কহিল, "চোলে এসো, প্রিতু ; কেন আমরা এখানে থাক্‌ব? যে ভালবাসে না, তা'র কাছে থেকে লাভ কি?" ইন্দিরা লতিকার সস্নেহ বাহু-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, প্রতিমার হাত ধরিয়া আবার টানিতে লাগিল ; প্রতিমা ফোড়ন দিয়া বলিল, "ঠিক বোলেচো, মেজদি' ; এখানে

থাকা আমাদের উচিত নয়; চলো এখান হোতে যাই।" বলিয়াই প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপদ বুঝিয়া, লতিকা দুই জনেরই হাত ধরিয়া বলিল, "চোলে যেয়ো না, লক্ষ্মী দিদিরা আমার।" তারপর দুই-জনেরই চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "যদি দোষই কোরে থাকি, তাহ'লে হয় শাস্তি দাও, না হয় ক্ষমা করো; দুটির যেটি ভালো বিবেচনা হয়, তাই করো।"

ইন্দিরা কহিল, "তুমি যে ব্যবহার কোরেচো, বৌদি, তাতে আমাদের অন্তর ছেদ হ'য়ে গেছে; এই ছেদ আমরা একত্র-বাসের সূতো দিয়ে যোড়া দিতে চাই; কারণ, ভালবাসার কাজ যোগ করা, ছেদ করা নয়।"

"যা' বোলচো, তা বুঝতে পেরেচি, ইন্দু, একত্র বাসের জন্যে এখান হ'তে উঠে যেতে বোল্‌চো, এই না?"

"ঠিকই তাই, আমার ভারি ইচ্ছে, তুমি তল্পি-তল্পা নিয়ে এই গোয়াল ছেড়ে চোলে এসো।" এই কথা বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষাও করিল না। পর মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাওয়া গেল, ইন্দিরা তাহার পূজনীয়া বৌদিদির ব্যাগ-বাক্স মাথায় তুলিয়া প্রতিমাকে বলিতেছে, "বিছানা-পত্র গুলো নিয়ে শীগ্‌গীর চলো, প্রিতু।" দুই বোনকে আসবাব পত্র লইয়া যাইতে দেখিয়া, লতিকা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল; প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "আমি গরীব; আমার জন্যে কেন এত কোর্‌চো, ইন্দু?"

ইন্দিরা সবিস্ময় দৃষ্টিতে একবার লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "গরীব! তুমি কি বোল্‌চো, বউদি? হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতির বড় মেয়ে কখনই গরীব হ'তে পারে না; বাবা বলেন, 'আমার পুত্র-বধূই (সুনীলের স্ত্রীই) হোলো আমার বড় মেয়ে, আর ইন্দু-পিতু আমার মেজ ও ছোট মেয়ে।' তা' সত্ত্বেও কেন তুমি নিজেকে গরীব বোলে

মনে কোরচো, এ তো আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি নে, বউদি'। তোমার এখনকার অবস্থার কথা বাবা জানেন না, কারণ তোমরা দুজনেই এ খবর চেপে রেখে দিয়েচো; যখন তিনি শুন্‌তে পাবেন তখন দেখবে মজাটা, তুমিও বকুনি খাবে, দাদাও বকুনি খাবেন। এই না-জানানোর জন্যে তিনি ভারি দুঃখিত হবেন, রাগও কোর্‌বেন্‌। আমরা হোলাম্‌ একই পরিবারের লোক; কাজেই সুখ আসুক্‌, দুঃখ আসুক্‌, আমাদিকে সমান ভাবে তা' বেঁটে নিতে হবে।"

লতিকা জানিত, ইন্দিরার কথা সর্ব্বৈব সত্য; কাজেই তাহার এই ছোট বোনটির ভালবাসা-মাখানো কথায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। তাহা ছাড়া তাহার কথায় লতিকার অত্যন্ত আনন্দ হইল; তাই সে দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া ফেলিল, "আয় তো রে ইন্দু, আয় তো ভাই, তোর্‌ ছেলেবেলায় তোকে যেভাবে চুমু খেতাম্‌, সেইভাবে তোর আর একটা চুমু খাই; একটি চুমু খেয়েচি বটে, কিন্তু ভাল ভাবে খেতে পাইনি বোলে তেমন মিষ্টি লাগেনি। ও কি! দাঁড়িয়ে রইলি যে! বড় হোয়েচিস্‌ বোলে লজ্জা কোর্‌চিস্‌, না রে? ওরে তুই যত বড়ই হ' আমার কাছে সেই দশ বছরের মেয়েটি ছাড়া আর কিছুই নোস্‌, বুঝ্‌তে পার্‌লি? শীগ্‌গীর্‌ আয়, দেরী কোরিস্‌ নে, তোর্‌ চুমু না খেয়ে আমি এখান হ'তে এক পাও নড়্‌বো না, এ তুই ঠিক জানিস্‌।"

অগত্যা ইন্দিরাকে লতিকার প্রসারিত দুই সস্নেহ বাহুর মধ্যে ধরা দিতে হইল। ধরা দিবামাত্রই লতিকা তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাকে পাঁচ মিনিট ধরিয়া চুমু খাইল; খাওয়া শেষ হইলে, কহিল, "আঃ কি মিষ্টিরে তোর্‌ চুমু! এইবার চল্‌।" লতিকা কখন কখন ইন্দিরাকে 'তুইও' বলিত।

কিছু পরে, আস্‌বাব-পত্র লইয়া, যখন প্রধান বিচারপতির রাজ-

প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় লতিকাকে আনা হইল, তখন ইন্দিরা নিজের বড় সুট্‌কেস খুলিয়া শৈলেনের জন্যে একরাশি সুট্ বাহির করিয়া, একটি ছাড়া সব গুলি লতিকার হাতে দিল; যে সুটটি তাহার হাতে ছিল, তাহা শৈলেনকে পরাইয়া দিয়া কহিল, "দেখ, বৌদি, দেখ, আমাদের শৈলুকে কেমন সুন্দর দেখাচ্চে—ঠিক যেন সুন্দর সুকুমার রাজপুত্রটী!"

"আমার কিন্তু মনে হয় না, ইন্দু, শৈলেন সুন্দর রাজপুত্রের মত প্রিয়দর্শন; যদি তোমার চোখে তাকে সুন্দর দেখায়, তাহ'লে বুঝতে হবে তুমি তা'কে অত্যন্ত স্নেহ করো, যে স্নেহ করে, তার চোখে স্নেহের বস্তু সুন্দর তো লাগবেই।"

ইন্দিরা হাসিয়া কহিল, "মতামত দেবার জন্য তোমাকে তো আমি নেমন্তন্ন করি নি, বৌদি; সত্য মতামতের অপেক্ষা করে না।"

তারপর, যখন লতিকা আর প্রতিমা দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তখন ইন্দিরা শৈলেনকে একখানি নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল; তাহাকে একটি ক্রিকেট বল, একটি ব্যাট্ আর খানকয়েক উইকেট্ দিয়া, 'আরও খান কয়েক দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিল; তারপর সে নিজে বসিয়া শৈলেনকে তাহার কোলের উপর বসাইল; তাহাকে চুম্বন করিয়া, গলার স্বর যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া নীচু স্বরে কহিল, "শৈলু, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস কোর্‌বো, বাবা; ঠিক জবাব দেবে তো?"

খেলার সরঞ্জাম পাইয়া সে ভারি খুসি হইয়াছিল; তাই আনন্দে ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল, "নিশ্-চয় দেবো, পিসিমা, কিন্তু যে জিনিসটা আপনি দেবো বোলেচেন, সেটা যত শীগ্গী পারেন আমাকে দিয়ে দিতে

"তা' দেবো বৈ কি, বাবা ; এখন আমার কথাটার জবাব দাও ; তুমি কি জানো, শৈলু, তোমার বাবার দেনার দলীল-পত্র কোথায় আছে?"

"এ কথা কেন জিজ্ঞেস কোর্চেন্, পিসি মা ?"

"আমার দরকার আছে ।"

"আপনি কি সেগুলি চান্ ?"

ইন্দিরা আবার তাহার চুমু খাইয়া, কহিল, "চাই বৈকি, বাবা ? যেখানে দলীল-পত্র আছে, সেখানকার সন্ধান যদি তোমার জানা থাকে, তাহ'লে আমাকে সেগুলি এনে দাও দেখি, শৈলু। খুব সাবধান! তোমার মা যেন এর বিন্দু-বিসর্গও জান্তে না পারেন।"

দলীল আনিতে যাইয়া শৈলেন ভাবিতে লাগিল, "পিসি মা কি জন্য দলীল-পত্র চান্।" ভাবিয়া ভাবিয়া সে সঠিক কারণটি আন্দাজ করিয়া জল্পনা করিতে লাগিল, "বোধ হয় ধার-শোধের জন্যে দলীলগুলি দরকার, তাই পিসিমা চেয়েচেন্।" শৈলেন জানিত, একটি কব্জা-ভাঙা, আরস্থলা-বহুল কাঠের বাক্স আছে ; তাহার ভিতর একটি খুব বড় কৌটা আছে ; সেই কৌটার মধ্যে তাহার পিতার দেনার দলীল-পত্র আছে ; এই বাক্স বা কৌটা তালা-বন্ধ থাকিত না ; কারণ ভাগ্য মন্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুনীল ধার-শোধের বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই অবজ্ঞায় অবহেলায় দলীল-পত্রগুলিকে সেই-খানেই ফেলিয়া রাখিত ; সেজন্য সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে শৈলেনকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না ; সেগুলি পাইয়াই সে তাহার পিসিমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহার হাতে দিল ; তারপর খপ্ করিয়া তাহার পিসি-মায়ের হাত ধরিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া আব্দারের স্বরে কহিল, "যে জিনিসটা আমার পাওনা রইলো, পিসিমা, সে জিনিসটা যত শীঘ্রী পারেন আমাকে দিতে হবে কিন্তু, ভুলে গেলে চলবে না।"

ইন্দিরা আদর করিয়া, শৈলেনের মাথায় হাত দিয়া বলিল, "দেবো বৈ কি, বাবা, আচ্ছা, তুমি এখনই একটি জিনিস নিয়ে যাও।" এই বলিয়া একটি খুব বড় বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি তিন নম্বরের ফুটবল আর একটি ইন্‌ফ্লেটার্ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এখন ফুটবল-ক্রিকেট খেলা করো, এগুলি নষ্ট হ'য়ে গেলে তোমাকে টেনিস্-ব্যাড্‌মিণ্টন্ প্রভৃতি খেলবার সরঞ্জাম বার কোরে দেবো, কেমন বাবা? সেগুলি এখন এই বাক্সের মধ্যেই রইলো; তোমারই রইলো; যখন দরকার হবে, আমার কাছ হ'তে চেয়ে নিও।"

শৈলেন যখন জানিতে পারিল এতগুলি খেলার সরঞ্জাম তাহার পিসিমা তাহার জন্য আনিয়াছেন, তখন তাহার মুখে আর হাসি ধরে না, সে আনন্দের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, ঘরের মেঝের উপর গোটা কতক ডিগ্‌বাজী মারিয়া ফেলিল; তারপর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া ইন্দিরার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনার মত কেউ আমাকে এত ভালবাসে না পিসিমা, আপনি মা-বাবার থেকেও আমার বেশী আপনার।"

"দূর্ ক্ষ্যাপা ছেলে! ও কথা বোল্‌তে নেই, মুখে ঘা হয়; মা-বাবার মত কেউ কি ভালবাসতে পারে? তুমি যা বোল্‌চো, তা' ভুল।"

"ভুল কি নির্ভুল, এ বিবেচনা করার মত সময় শৈলেনের ছিল না; পিসিমায়ের কাছে আর বেশী অপেক্ষা করার সময়টাকেও সে সময়ের বাজে খরচ বলিয়া মনে করিতেছিল; কারণ সে হাতে বল পাইয়াছিল, এখন বলটিকে পাম্প করিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া দুম্-দাম্ শব্দে পিটাইতে পারিলেই সে বাঁচে; তাই সে বলিল, "আমি এখন যাই, পিসিমা।"

ইন্দিরা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিয়া তাহার

চিবুকে হাত দিয়া বলিল, "এস, বাবা, এস; দেখো যেন বল খেল্‌তে গিয়ে হাত-পা না ভাঙে।"

পিসিমার অনুমতি পাইবামাত্র শৈলেন তড়াক্‌ করিয়া এক লাফে ঘর হইতে বাহির হইয়া এক দৌড়ে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

হাতে দলীল পাইয়া ইন্দিরা পড়িতে লাগিল; পড়া শেষ হইলে দেনা সম্বন্ধে সে সব কথাই বুঝিতে পারিল; দেনাগুলিকে সে দুই ভাগে ভাগ করিল—(১) খুচরা দেনা আর (২) থোক্‌ দেনা। খুচরা দেনা পনের হাজার টাকা, থোক্‌ দেনা দুই লক্ষ টাকা। এখানে বলা আবশ্যক, থোক্‌ দেনা শোধ করিতে পারে নাই বলিয়া সুনীলের ভূসম্পত্তি বেহাত হইয়া গিয়াছিল দলীল পড়িয়া ইন্দিরা তাহা বুঝিল। তাহার হাতে যে টাকা-কড়ি ছিল তাহাতে খুচরা দেনা শোধ হইবে; আর সে তাহাই শোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল; কারণ, এই দেনারই তাগাদা বেশী। থোক্‌ দেনাটা সে তাহার পিতার নিকট হইতে টাকা লইয়া পরে শোধ করিবে, এই স্থির করিল। তারপর তখনই বাড়ীর চাকরকে ডাকিয়া সুনীলের উত্তমর্ণদিকে বাড়ীতে আনাইয়া তাহার খুচরা দেনা শোধ করিয়া দিল। দলীল পড়িয়া সে ইহাও বুঝিয়াছিল, থোক দেনা শোধ করিতে পারিলে সুনীলের ভূসম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার আশা আছে; কাজেই সে এ বিষয়ে তাহার পিতা ঠাকুর মহাশয়কে সবিস্তারে একখানি পত্র লিখিয়া দিল।

ধার-শোধের ব্যাপার চুকিয়া গেলে, ইন্দিরা কহিল, "দাদা কোথায় বৌদি'? অনেকক্ষণ তো এখানে এসেচি, কৈ তাঁকে তো দেখ্‌চি নে; ব্যাপার কি? তিনি কি কোথাও গেছেন?"

"হ্যাঁ, ইন্দু, তিনি দার্শনিকের বাড়ী গেছেন। দার্শনিককে কি তুমি জানো?"

দার্শনিকের নাম শুনিয়া ইন্দিরার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি অনুরাগে রক্তাভ হইয়া উঠিল, আর তাহার হৃৎপিণ্ডখানা আনন্দে এমনি জোরে লাফাইয়া উঠিল যে সে লতিকার কথার জবাব দিতে পারিল না। জবাব দিল প্রতিমা। সে দার্শনিককে আধ্যাত্মিক গুরুর মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। লতিকার মুখে তাঁহার নাম শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "কে তাকে না জানে, বৌদি? পৃথিবী খুঁজ্‌লেও তাঁর মত আর একজনও মহৎ লোক পাওয়া যাবে না; সকলেই তাঁকে মহাপুরুষ বোলে সম্মান করে. আহা, তাঁর মত লোক কি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায়।" বলিতে বলিতেই প্রতিমার দুই চোখ দিয়া যেন ভক্তি ও শ্রদ্ধা উছলাইয়া পড়িতে লাগিল; আর ইন্দিরার বুকের ভিতরটা অসীম আনন্দে ঢেকীতে পার-পড়ার মত দাম দাম্ শব্দে লাফাইতে লাগিল। প্রতিমা আবার কহিল, "বল না, বৌদি, কেন দাদা দার্শনিকের কাছে গেছেন।"

"কারণ, আমার দাদা (দার্শনিক) তাঁকে নেমন্তন্ন কোরেচেন্।"

প্রতিমা মহা বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "দার্শনিক তোমার দাদা হন্, বৌদি; তাহ'লে তুমি তো তাঁকে ভাল ভাবেই জানো দেখ্‌চি।"

"নিশ্চয়ই জানি; শুধু কি জানি রে প্রিতু, আমার জীবনই তো তিনিই দিয়েচেন; তিনি না থাকলে কি আর আমি বাঁচতাম্; কোন্ দিন মরে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতাম্। যখন আমি অতি শিশু, তখন আমার মা বাবা তাঁর ওপরেই আমার লালন-পালনের ভার দিয়েছিলেন। আশা করি এইবার বুঝতে পেরেচো, প্রিতু, তোমারা দুটি বোনে যেমন তোমাদের দাদার লালিত-পালিত, আমিও অমার দাদার তেমনি।"

প্রতিমা আবার সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ওঃ তাই বুঝি!"

যেখানে লতিকা আর প্রতিমার মধ্যে দার্শনিকের বিষয়ে আলোচনা

চলিতেছিল, ইন্দিরা সেইখানেই বসিয়াছিল। তাহার হাতে তখন একটি জরুরি কাজ ছিল ; তাহা শেষ করার জন্য সেখান হইতে ক্ষণেকের জন্য তাহার অন্য ঘরে যাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু দার্শনিকের বিষয়ে কথাবার্ত্তা তাহার এত মধুর বলিয়া বোধ হইল যে সে হাতের কাজ ভুলিয়া তন্ময় হইয়া সেই কথা শুনিতে লাগিল। আর এমনি ভাবে সেখানে শিকড় গাড়িয়া বসিল যে উঠিবার নামটি পর্য্যন্ত করিল না। এ আকর্ষণের কারণ ইন্দিরা দার্শনিকের লেখা সব বইই পড়িয়াছিল ; এই সব বই ছিল তাহার কাছে অসীম আনন্দের সব চেয়ে উঁচু জিনিস আর সাহিত্যের ও পরমার্থের সব থেকে বড় বস্তু . এই সব পড়িয়া তাহার মন উঁচু ধরণের সাহিত্য ও পারমার্থিকতার ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বইয়ের মধ্যে ভালবাসার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ইন্দিরার এমনি বিশ্বাস হইয়াছিল যে প্রেম ও দীনতার এই অপূর্ব্ব সেবকটিই তাহার নিজের ভক্তি-শ্রদ্ধার সব চেয়ে বড় পাত্র হওয়া উচিত ; আর তাঁহার লেখার ধারা হইতে ইহাও সে বুঝিয়াছিল, দার্শনিকের কথা-কাজ একই, দার্শনিকই ভালবাসার সজীব মূর্ত্তি। ঐ সকল বিবরণ হইতে বেশ বোঝা যায়, ইন্দিরা দার্শনিককে ভালবাসিত , এ ভালবাসা ছিল যেমন গাঢ় তেমনি গভীর , কাজেই বাহিরে ইহার কোন তরঙ্গই ছিল না বা তাহা বুঝিবারও উপায় ছিল না। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অতি গভীর, তাহা অন্তরেই থাকে। ইন্দিরার ভালবাসাও তেমনি ছিল, তাহার প্রবাহ অবাধ গতিতে তাহার মনের মধ্যে বহিত। কাজেই যখন দার্শনিকই প্রতিমা ও লতিকার আলোচ্য বিষয় হইলেন, তখন সে মন দিয়া তাঁহার বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুনিতে লাগিল। প্রতিমা কহিল, "দাদা আসবেন কখন, বৌদি ?"

"তা তো বোলতে পারি নে, ভাই।"

"দার্শনিক কি দাদার সঙ্গে আসবেন?"

"তা তো সঠিক জানিনে, ভাই; তবে তিনি এলেও আসতে পারেন; কারণ, তাকে যে পত্র দিয়েচি, তাতে তাঁকে এখানে আসবার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ কোরেচি।"

"পত্রখানা কি দাদার সঙ্গে পাঠিয়েচ?"

"নিশ্চয়ই। তা ছাড়া আশা করি, তোমার দাদা তাঁকে এখানে না এনে ছাড়বেন না।"

"ভগবান্ তোমার এ ইচ্ছে পূর্ণ করুন, বউদি; আর আমি জগতের সব চেয়ে মহৎ লোকের দেখা পাবার আশায় অপেক্ষা কোর্‌তে থাকি।"

সুনীল ঠিক সময়ে নিজের গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। যখন সে দার্শনিকের ঘরের দোরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিল, তিনি তন্ময় হইয়া হিন্দু-দর্শনের একখানি পুস্তক পড়িতেছেন; পড়িতে পড়িতে এমনি তন্ময় হইয়াছেন যে তিনি সুনীলের আগমনের ব্যাপারটা একেবারে টেরই পাইলেন না। সুনীলও স্থির করিল, সে তাঁহার পড়ার কোন বিঘ্ন ঘটাইবে না, কাজেই সে নিঃশব্দেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, আবার নিঃশব্দেই তাঁহার পাশে একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল; তবু পাঠক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মন তন্ময়তার বন্দী।

সুনীল যে চেয়ারে বসিয়াছিল, তাহার উপরে একখানি বই ছিল; বসিবার আগে সে বইখানি হাতে করিয়া তুলিয়া লইল; তারপর পাতা খুলিয়া পড়িতে সুরু করিয়া দিল; মিনিট পনের পড়ার পর সহসা বইখানি সুনীলের হাত হইতে মেঝের উপর পড়িয়া গেল, অমনি ধপ্ করিয়া শব্দ হইল; সেই শব্দে দার্শনিকের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল, শব্দ পাইয়া দার্শনিক বই হইতে মুখ তুলিলেন; চাহিতেই সুনীলকে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়াই তাহাকে সুনীল বলিয়া চিনিলেন বটে, কিন্তু তখনই আবার

তাঁহার সন্দেহ হইল—'সুনীল তো এত রোগা নয়, সে বেশ বলবান্ আর অতি সুপুরুষ, কিন্তু আগন্তুক যে রোগা, হাড়-গোড় বাহির হইয়া গিয়াছে।' সুনীল ইহা বুঝিতে পারিয়া কহিল, "চিন্‌তে পারচো না, দার্শনিক, আমি কে? অবশ্য এ বুঝ্‌তে না পারাটা খুবই স্বাভাবিক, যাদের সঙ্গে বহু দিন ধরে দেখা নেই, তাদিকে ভুলে যাওয়াটাই তো সম্ভব।"

দার্শনিক তাঁহার ডান হাতখানা বাড়াইয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "সব সময়ে ঠিক তা' নয়, সুনীল, বরং অনেক সময়ে ঠিক তার উল্টোটাই হয়, ভাই।"

এইবার দার্শনিক তাহাকে সুনীল বলিয়া সঠিক চিনিলেন; বই বন্ধ করিয়া, এক পাশে রাখিয়া, আবার কহিলেন, "প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, এই না দেখতে পাওয়াটাই তাদিকে স্মরণ করিয়ে দেয়; বিরহের সময় মিলনের ইচ্ছেটাই বেশী হয়।" তারপর দার্শনিক স্থির দৃষ্টিতে সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন "উঃ!"

ইহা লক্ষ্য করিয়া সুনীল বলিল, "বুঝ্‌তে পেরেচি, দার্শনিক, কেন তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে, আমার হাড়-পাঁজ্‌রা বেরিয়ে গেছে; কুৎসিত হোয়েচি; এইজন্যেই তোমার দুঃখ হোয়েচে, এই না? এমন হওয়ার কারণ কি জানো, ভাই দার্শনিক? কারণ দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের পীড়নে মানুষ বিশ্রী হোয়ে যায়, কাজেই শ্রীহীন হোয়ে পোড়েচি; তোমাকে এর কারণটা—।"

দার্শনিক বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন বোল্‌তে হবে না, ভাই, আপততঃ না বলাই ভাল; লতু-শৈলু কেমন আছে আমাকে বলো, আশা করি, তারা ভালই আছে।"

"ভাল তো থাক্‌তেই পারে না; যারা দুরবস্থায় পড়েচে, তারা কি কখনও ভাল থাক্‌তে পারে? তুমি তো জানো, অভাবের তাড়নায় দেহ-মন দুটিই নষ্ট হয়; নিজের দুঃখ-কষ্টের ওজন দেখে আমার ভারি বিশ্বাস হোয়েচে দুরবস্থা সংক্রামক রোগের মত ভয়াবহ; এর ফল বাড়ীর সকলকেই ভোগ করতে হয়; কাজেই বুঝতে পারচো তোমার বোন-বোনপো ভাল থাক্‌তেই পারে না।"

শুনিয়া দার্শনিক অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন; তাঁহার বুক চিড়িয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল; তিনি কহিলেন, "মন্দ খবরে আমাদের মন একেবারে মুস্‌ড়িয়ে পড়ে।" তারপর আর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উদাস দৃষ্টিতে ঘরের মেঝের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। দার্শনিকের এই চুপ করিয়া থাকাটা সুনীলকে বিশেষ ভাবে আঘাত করিল; সে বাঁ হাত দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মানুষ দুঃখে যখন চুপ কোরে থাকে, তখন বুঝতে হবে দুঃখ খুবই বেশী হোয়েচে; আমার মনে হোচ্চে, যে খবর দিয়েচি, তাতে তুমি মনে প্রাণে ভারি কষ্ট পাচ্চো।"

"ঠিক বোলেচো, সুনীল; কিসে আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ হোচ্চে জানো? তোমাদের আমি কিছুই কোরতে পারিনি, ভাই, এইজন্যে—একদিকে তোমাকে দেখে যেমন আমার আনন্দের অবধি নেই, অপর দিকে আবার তেমনি লতু-শৈলুর শারীরিক অবস্থার কথা শুনে আমার দুঃখেরও অন্ত নেই; তাদিকে দেখ্‌তে আমার ভারি ইচ্ছে হোচ্চে, সুনীল; দুঃখ-কষ্টের সময়ে দেখতে পেলেও, কষ্ট অনেকটা কমে যায়।"

সুনীল পকেটে হাত ভরিয়া একখানি খাম বাহির করিল; দার্শনিকের হাতে দিয়া কহিল, "তোমার বোন পত্রখানি দিয়েচে, নাও।"

খাম খুলিয়া, পত্র বাহির করিয়া, দার্শনিক বেশ করিয়া পড়িলেন;

তারপর আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে, পত্রখানি মুড়িয়া পকেটের ভিতর রাখিলেন। তখন সুনীল দেখিল দার্শনিকের অপরূপ সুন্দর মুখখানি একেবারে কালী হইয়া গিয়াছে, আর তাঁহার দুই চোখের পাতায় পাতায় অশ্রু-বিন্দু জড়াইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের অত্যধিক তাপে পদ্মের পাপড়ি শুকাইয়া যেমন ম্লান হইয়া যায়, দার্শনিকের মুখের ভাবও ঠিক তেমনি হইল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার চোখদুটি অশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সুনীল দার্শনিকের এ ভাব লক্ষ্য করিল; পত্রে কি লেখা ছিল তাহা সে জানিত না, সে নিজে পত্র পড়ে নাই, তবে দার্শনিকের ভাব দেখিয়া সে আন্দাজ করিল, পত্রে নিশ্চয়ই এমন কিছু লেখা আছে যাহার জন্য দার্শনিক অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছেন, সে আরও বুঝিয়াছিল, এই দুঃখকর জিনিসটি তাহাদের দারুণ দুর্দ্দশার খবর ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই বলিল, "বুঝ্‌তে পেরেচি, দার্শনিক, কেন তুমি এত দুঃখিত হোয়েচ।"

দার্শনিক মুখ তুলিতেই সুনীল দেখিতে পাইল, তাহার চোখে দুই ফোঁটা বড় বড় অশ্রু চক্ চক্ করিতেছে; তাহা এখন তাহার গাল বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল। দার্শনিক চোখ মুছিয়া, জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যা' আন্দাজ কোরেচো, তা' পরে শুন্‌বো, এখন তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস্ কোর্‌বো, তা'র জবাব দিতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

"জিজ্ঞেস করবারও দরকার নেই, আমি তা বুঝতে পেরেচি; তুমি জান্‌তে চাও কত টাকা হোলে আমাদের ভূসম্পত্তি উদ্ধার করা যেতে পারে, এই না?"

"তোমার অনুমান সম্পূর্ণ সত্যি, এ অনুমান কেমন কোরে কর্‌লে জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি কি?"

"তোমার মুখের ভাব দেখে বুঝ্‌লাম, ভাই ; মুখের ভাব হ'তে মনের ভাষা অনেক সময়ে বুঝ্‌তে পারা যায় ; কাজেই তোমার বোল্‌বার আগেই বুঝ্‌তে পেরেচি।"

"তাহ'লে কত টাকা লাগ্‌বে বলো।"

"পরিমাণটা খুবই বেশী, ভাই ; তাই তোমার কাছে বোল্‌তে ভারি লজ্জা বোধ হোচ্চে ; কারণ এর পরিমাণটা যত বেশী হবে, আমার অমিতব্যয়ের পরিমাণটাও ঠিক সেই অনুপাতে বেশী বোলে প্রমাণ হবে ; যেখানেই কলঙ্ক সেইখানেই শঙ্কা-সঙ্কোচ।"

"স্বীকার করি তোমার কথা সত্যি ; কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্চো, সুনীল, যেখানে বন্ধুত্ব, সঙ্কোচের সেখানে স্থান পাওয়া উচিত নয়।"

দার্শনিকের কথা শুনিয়া, সুনীল তাহার ধারের পরিমাণটা বলিতে বাধ্য হইল ; কহিল, "ভূসম্পত্তি উদ্ধার কোর্‌তে হ'লে দুই লাক্ টাকা দরকার ; কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌চো, উদ্ধার করার আর কোন আশা নেই।" বলিয়াই সুনীল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া গেল ; তাহার চোখ দুইটি অশ্রুসিক্ত হইয়া ছল্ ছল্ করিতে লাগিল ; তাহার মুখখানি মলিন হইয়া গেল।

দার্শনিক সবই লক্ষ্য করিলেন ; তাঁহার চোখেও জল আসিবার উপক্রম হইল। তিনি ঘাড় বাঁকাইয়া একটু থাকিয়া চোখের জল সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, "এ টাকাটা যোগাড় করা কি একেবারে অসম্ভব, সুনীল ?"

"এ যে অসম্ভব তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, ভাই ; যে লোকের হাতে কাণা কড়িটি পর্য্যন্ত নেই, কে তাকে এত টাকা ধার দেবে ? সত্যি কথা বোল্‌তে কি, সময়ে সময়ে আমার এমন অবস্থা হয় যে আধ পয়সার মুড়ি-মুড়কী কেনবার সামর্থ্যও আমার থাকে না।" বলিয়াই

সুনীল জোর করিয়া একটি ম্লান হাসি হাসিল। এই হাসিটি একখানি ধারাল ছোরার মূর্ত্তি ধরিয়া দার্শনিকের কোমল হৃদয়খানিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে লাগিল। দার্শনিক তাঁহার একখানি হাত দিয়া গভীর স্নেহে সুনীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ধরো কেউ যদি তোমাকে এই টাকাটা দেয়, তাহ'লে তুমি নেবে কি ?"

সুনীল উদাস ভাবে ম্লান মুখে বলিল, "তুমিও যেমন, কে আর দেবে বলো; দু' গণ্ডা পয়সা দেনা চাইলে, কেউ আমাকে দিতে চায় না; আমাকে ধার দেবে দুই লাক্ টাকা; তবেই হোয়েচে। আবার তাও বলি, কি দেখেই বা আমাকে দেবে ? আমার আছে কি ? থাকবার মধ্যে আছে খান দুই ভাঙা চেয়ার, পায়া-ভাঙা ছারপোকা-বহুল একখানা তক্তা আর খান কতক ছেঁড়া লেপ-তোষক, সেগুলোর চেহারা দেখলে মনে হবে শ্মশান-ঘাট হ'তে তুলে আনা হয়েচে; আর আছে ছেঁড়া-খোঁড়া ব্যাগ আর ফুটো-ভাঙা বাক্স। ঘর বাড়ী কিছুই নেই। এ সব দেখে কে আমাকে দু লাখ টাকা ধার দেবে, ভাই ?" কথাগুলি শেষ করিয়াই সুনীল হাসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিতে সাহস করিল না; দেখিল, শরতের পূর্ণ চন্দ্রকে রাহুতে গ্রাস করিলে তাহা যেমন অন্ধকার-ময় হয়, দার্শনিকের শুভ্রোজ্জ্বল মুখখানির উপর দুঃখের ছায়া পড়াতে তাহা তেমনি মসীময় হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার দুই চোখে জল, আর তিনি প্রাণপণ শক্তিতে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া কান্নার বেগ সামলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সুনীলকে চেয়ারের উপর বসিতে বলিয়া, তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন; সুনীল দেখিতে না পায় এমন একটি জায়গায় দাঁড়াইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া ফেলিলেন; মনে মনে কহিলেন "সেই সুনীল আর এই সুনীল! কত প্রভেদ! সেই সুন্দর সুকুমার

চেহারা আজ কি হোয়েচে! উঃ ভাবতেও কষ্ট হয়; নাঃ, আর ভাববো না।" দার্শনিকের চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। চোখ মুছিয়া তিনি মিনিট কয়েক সেইখানে পায়চারি করিলেন। তারপর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিতেই সুনীল পূর্ব্বের কথা তুলিয়া বলিল, "বড় দান বড় বেশী জগতে দেখতে পাওয়া যায় না; এ জিনিস অতি বিরল, আর যা অতি বিরল তার কদর খুব বেশী; কাজেই বোধ করি, এ জিনিস বড় একটা চোখে পড়ে না।"

"তোমার কথা সত্যি; কিন্তু এ কথাও বলা যেতে পারে, যে যার অতি প্রিয়, তার কাছে তার কোন জিনিস অদেয় থাক্‌তে পারে না।"

"তোমার কথার মানে সঠিক বুঝতে পার্‌চি নে, বেশ সহজ কোরে বলো।"

দার্শনিক হাসিয়া কহিলেন, "আমি যা ভাল বুঝি, তাই বলি; আর যা বলি, তাই ভাল বুঝি।"

"তবে তুমিই কি আমাকে টাকা ধার দিতে চাও, দার্শনিক? যদি তাই হয় তাহ'লে ধারের একটা দলীল লেখা যাক।"

দার্শনিক আঙুল দিয়া সুনীলের ডান গালে একটি টোকার মারিয়া কহিল, "বন্ধুত্বের বাঁধনই সব চেয়ে বড় দলীল, সুনীল; দলীলের বাঁধন তার কাছে কিছুই নয়।"

"যদি তোমাকে ফাঁকি দিই তাহ'লে—।"

"তাহ'লে তুমি নিজেকেই ফাঁকি দেবে। দুইটি হৃদয় এক হওয়ার নামই তো প্রকৃত বন্ধুত্ব। তা ছাড়া যদি তুমি নাই দাও, তাতেই বা কি? তোমার টাকা তুমিই নিচ্চো, এতে আবার দেওয়া-নেওয়ার কথা কেন? কিন্তু এ কথাটা তোমাকে বোল্‌তে সাহস করি নি; ভেবেছিলাম বল্‌লে যদি তুমি কিছু মনে করো; কিন্তু এ কথা ঠিক জান্‌বে, তোমার

প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন, কাজেই তোমার প্রয়োজন মেটানোর মানে আমারই ঋণ-মুক্তি।”

“মানুষ যে দেবতা হয় তা'র মূলেই তো ত্যাগ, আজ আমি বেশ বুঝতে পারচি, কেন লোকে তোমাকে ‘দেবতা’ বলে।”

শুনিয়া দার্শনিক হাসিয়া কহিলেন, “তুমি যেভাবে আমাকে প্রশংসা কোরতে সুরু কোরেচো, ভাই, তা' হ'তে মনে হোচ্চে, আজই তোমার সব প্রশংসা নিঃশেষ হ'য়ে যাবে; কাজেই বোলচি, এক দিনে সব প্রশংসা শেষ কোরে ফেলো না, ভবিষ্যতের জন্যে কিছু রেখে দাও। প্রকৃত কথা বোলতে কি, সুনীল, আজকের ব্যাপারে যা কিছু বাহবা বাহাদুরি সবই তোমার প্রাপ্য। আর এক কথা—আমার কাছে তুমি অসঙ্কোচে তোমার অভিযোগ জানিয়েচো, এই যে দ্বিধা করো নেই, এ হ'তেই বেশ বুঝতে পারা যাচ্চে, তুমি আমাকে তোমার আপনার ব'লে ভাবো; আর তোমার ব্যবহারে আমাকেও তুমি শিখিয়ে দিয়েচো কেমন কোরে বন্ধুকে আপনার ব'লে ভাবতে হয়; যদি এ'তে আমার কিছু পাওনা থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে সেটা তোমার পাওনা হ'তেই পেয়েচি; ভাল কোরে শোনো, সুনীল।” দার্শনিক ডান হাত দিয়ে সুনীলের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “আমাকে অযথা প্রশংসা না কোরে আমার সঙ্গে এসো ভাই।”

ঐ কথা বলিয়া, দার্শনিক সুনীলকে নিজের কোষাগারে লইয়া গেলেন সিন্ধুক খুলিয়া, সুনীলকে দরকার-মত নোট লইতে বলিলেন; সে সিন্ধুকে যত নোট ছিল, তাহার প্রত্যেকটির মূল্য দশ হাজার টাকা; কিন্তু সুনীল লইতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল, তাহাকে সঙ্কোচ করিতে দেখিয়া, দার্শনিক একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া, কহিলেন, “এখনও আমাকে ‘পর’ ভাবচো, সুনু। এতে লজ্জা কোরবার আছে কি, ভাই?” এই বলিয়া

দার্শনিক সুনীলের হাত চাপিয়া ধরিয়া নোটে তাহার হাত ঠেকাইয়া দিয়া বলিলেন, "নাও, সুনীল, নইলে আমি ভারি দুঃখিত হবো তা কিন্তু বলে রাখচি।"

সুনীল আর দ্বিধা করিল না, নিজের হাতে করিয়াই দশ হাজার টাকার কুড়িখানা নোট লইল; দার্শনিক তাহা ছাড়া আরও একখানি নোট তাহার পকেটে ভরিয়া দিয়া কহিলেন, "এখানাও নিয়ে রাখো; কি জানি, হিসেব-পত্র করার পর যদি দেখ, দেনা শোধ কোর্‌তে দুই লাক্ টাকার বেশী লাগ্‌বে, তখন বিশেষ মুস্কিলে পড়্‌তে হবে তো; তার থেকে আগে হ'তে সাবধান হ'য়ে থাকাটাই ভাল—কি বলো?"

ইহার কি জবাব দিবে সুনীল ঠিক করিতে পারিল না। সে স্থির দীপ্ত দৃষ্টিতে দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার দুই চোখ দিয়া নির্ব্বাক কৃতজ্ঞতা উছ্‌লাইয়া পড়িতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চোখ বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; সে চোখ দুইটি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কে বলে, এ পৃথিবী নরক; যে জগতে দার্শনিক আছে সেই জগৎই তো স্বর্গ।"

দিন কয়েক সাদর সেবা-যত্ন উপভোগ করার পর সুনীল আর্শিতে মুখ দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "মাইরি বোল্‌চি, দার্শনিক, তোমার বাড়ী এসে, ভাই, আমি একটু মোটা হোয়ে গেছি; এই দ্যাখো না—।" বলিয়া অনাহারের ঠেলায় গালের যে জায়গা টোল খাইয়া গিয়াছিল, সেই জায়গাটা আঙুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া কহিল, "এই জায়গাটায় মাস গজিয়েচে ব'লে একটু ফুলো ফুলো দেখাচ্চে।"

দার্শনিক কহিলেন, "তুমি আর হাসিও না, ভাই।"

সুনীল একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "সত্যি বোল্‌চি, তুমি মনে কর্‌চো বুঝি আমি তামাসা কোর্‌চি?"

"বেশ তো; তা' যদি হয়, তাহ'লে এখানে আর কিছু দিন থেকে যাও।"

"থেকে নিশ্চয়ই যেতাম, কিন্তু তার যে উপায় নেই, ভাই; তাদের দুজনকে প্রায় অসহায় অবস্থায় ফেলে এসেচি।"

"তাহ'লে এক কাজ করো; বাড়ী গিয়ে তাদের দুজনকেও এখানে নিয়ে এসো।"

"যদি সুবিধা বুঝি, তাহ'লে সেই ব্যবস্থাই কোর্‌বো; কিন্তু তার আগে তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ী যেতে হবে। কবে যাবে? আমার সঙ্গেই চলো না, ভাই।"

"তুমি বাড়ী যাওয়ার পর দিন গেলে কি কোনো অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধা আবার কি? তাই যেয়ো। তুমি যাবে শুন্‌লে তোমার বোন কিন্তু ভারি খুসি হবে, হ্যাঁ, টান্ বটে তার ভাইয়ের প্রতি! ভাইযের নাম কোর্‌তেই সে যেন হাতে স্বর্গ পায়।"

দার্শনিক হাসিয়া কহিলেন, "লতুর বিশেষ পরিচয় তোমাকে দিতে হবে না, সুনীল, যে পালন করে, সে ভালই জানে, যাকে পালন করা হয় তার অন্তর কেমন? তার মত বোন পাওয়া সত্যিই গর্ব্ব-গৌরবের জিনিস।"

"তোমার বোনও বলে, তোমার মত দাদা পাওয়া ভগবানের বিশেষ দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়; কাজেই প্রকৃত-গৌরবের বস্তু যে কে এ বুঝে ওঠা, ভাই, বড্ডই কঠিন।" তারপরই সুনীল হা-হা করিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তাহ'লে তোমার যাওয়া সম্বন্ধে ঐ কথাই ঠিক রইলো।"

পরদিন বৈকালে সুনীল বাড়ী রওনা হইল।

প্রধান বিচারপতির বাড়ীর সম্মুখে তার দিয়া ঘেরা একটি বড়

উপবন ছিল। সেইখানে আসিয়া সুনীল শৈলেনকে দেখিতে পাইল। পিতাকে দেখিয়াই পুত্র 'বাবা' বলিয়া মহা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল; তারপর ছুটিয়া আসিয়া পিতার দুইখানা হাতই ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "বাবা, আমার দুই পিসিমাই এসেচেন; বড় পিসিমা আমাকে কত জিনিস দিয়েচেন—ফুটবল দিয়েচেন—ক্রিকেট দিয়েচেন আরও কত কি।" একটু নীচু স্বরে কহিল, "বলেচেন আরও অনেক জিনিস দেবো; পিসিমা খুব ভাল, নয় বাবা?"

দুই পিসিমাই খুব ভাল, সে কথা কি আর "বোল্‌তে। হ্যারে শৈলু, তোর পিসিমারা এসে আমার খোঁজ-খবর করেন নি?"

নিশ্‌-চয় কোরেচেন, আপনি কবে আসবেন জানবার জন্যে তাঁরা ভারি ব্যস্ত হোয়ে পড়েচেন। জান, বাবা, পিসিমা আমাকে যে ফুটবল দিয়েচেন না, সেটা কি হাল্‌কা! ওরে বাস্‌! পায়ে ঠেকেচে কি না ঠেকেচে অমনি সোঁ কোরে উড়ে যায়। পিসিমা বলেন, সেটা বিলেতী বল কি না, তাই অ্যাতো হাল্‌কা, আচ্ছা, বাবা, এ কথা কি সত্যি।"

শৈলেনের কথা সুনীলের কাণেও ঢুকিল না। সে তখন অন্য কথা ভাবিতেছিল। ইন্দিরা ও প্রতিমা আসিয়াছে জানিয়া অবশ্য তাহার আনন্দের সীমা ছিল না সত্য, কিন্তু তাহারা যে তাহাকে দুই কথা শুনাইতে ছাড়িবে না ইহা ভাবিয়া সে একটু দমিয়াও গেল; কারণ সে জানিত তাহাদিকে নিজের দুরবস্থার কথা না জানাইয়া, সে ভাই হিসবে নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছে। সে এদিক-ওদিক চারিদিকে চাহিয়া একবার বেশ করিয়া দেখিয়া লইল, কেহ নিকটে আছে কি না। যখন দেখিল কেহ নাই তখন সে শৈলেনের কানের কাছে নিজের মুখ আনিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল, "হ্যারে, শৈলু, তোর পিসিমারা

কি আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বোল্‌ছিলেন, তাঁরা বোধ হয় আ...র ওপর খুব রাগ কোরেচেন, না রে?"

"তাঁরা রাগ করেন নি তো, বাবা; বরং দুঃখিতই হোয়েচে..." বলিয়াই শৈলেন আবার নিজের কথা বলিতে সুরু করিয়া দিল; কহি... "পিসিমা যে ব্যাট্‌টা দিয়েচেন, বাবা, সেটা হোলো সিয়ালকোটের বা... যেমন শক্ত, তেমনি মজবুত! খটাম্ খটাম্ শব্দে ক্রিকেট্ পিটো... সহজে ভাঙবার যোটি নেই. এ কি আর যে সে ব্যাট্!"

সুনীল ভাবিল, 'রাগ করেনি দুঃখিত হোয়েচে।' ইহা তো আ... মুস্কিলের কথা। কাজেই সে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তাই ... আগের চেয়ে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সুনীল বেশই জা... স্নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রে রাগের অপেক্ষা দুঃখেই বেশী কষ্ট প্রকাশ পা...

শৈলেন দেখিল, তাহার বাবার পা আর উঠিতে চাহিতেছে ..., তাহার মুখেও ভয়ের চিহ্ন। ইহা লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, "তুমি... পেয়েচো ব'লে মনে হোচ্চে যে, বাবা।"

"সত্যিই ভয় পেয়েছি, শৈলু; যাঁরা কর্ত্তব্য করে না, তাদিকে ... সময়ে না-এক-সময়ে ভয় পেতেই হবে। তুমি কখন কর্ত্তব্যে অব... কোরো না শৈলু।"

এইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পিতা-পুত্রে বাড়ীর ফটে... নিকট আসিল; সেখান হইতে সুনীল দেখিতে পাইল তাহার দ্বিতলের বারান্দায় দাড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সু... তাহাকে তাহার নিকট আসিতে ইশারা করিল। সে আসিবাম... সুনীল বলিয়া উঠিল, "তোমার দাদার কথা সবই আমি পরে বোল্... এখন তুমি আমাকে আমার বোনদের কথা বলো।"

"যে আমার দাদার কথা আগে না বোল্‌বে, আমিই বা তাকে ...

বোনদের কথা আগে বোল্‌তে যাবো কেন? কি দায় পড়েচে আমার; সে আগে বোল্‌বে না, তাকে আগে বলা উচিতও নয়।"

সুনীল লতিকার ডান হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া গলার স্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল, "অবহেলা ধারাল ছুরির মত তীক্ষ্ণধার ; এ জিনিস অন্তরকে কেটে খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলে, তা তো তুমি ভাল কোরেই জানো, লতু, তা ছাড়া দুঃসময়ে নির্দ্দয়তা দেখালে, তা হৃদয়কে আবার আরও বেশী কোরে কাট্‌তে থাকে। এ ভিন্ন স্ত্রী হিসেবে আমার কথা শোনাই তোমার কর্ত্তব্য।"

লতিকা ঠাট্টা করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখচি, তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান তো বেশ টনটনে হয়েচে ; বলি, এ কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা ইন্দিরাকে চিঠি লেখার সময় ছিল কোথায়? মনে পড়ে, তখন পরামর্শ দিয়েছিলাম, পত্রে আমাদের দুরবস্থার কথা বাবাকে (ইন্দিরার পিতাকে) জানাও, না জানালে তিনি ভারি দুঃখিত হবেন, আর জানালে আমাদের দেনার নিশ্চয়ই তিনি একটা ব্যবস্থা কোরে দেবেন। তখন যে আমার কথা শোনা হোলো না বাবুর, এখন বোঝো তা'র ঠ্যালাটা। ঐ তো তোমার দুই বোনই এখানে এসে হাজির! যাও না তাদের কাছে, গিয়ে তাদের ঠোঁট-নাড়া আর মুখ-নাড়া খাও গে।"

"ইন্দু-প্রিয়ু বুঝি আমার ওপর খুব চোটেচে, না, লতু?"

"তা কি আর চোটেচে, বোলেচে, দাদা এলেই তাঁর মুখের কাছে রসগোল্লা আর ছানাবড়ার ঠোঙা ধোর্‌বো।"

সুনীল বুঝিল, স্ত্রীর নিকট হ'তে কোন অনুকূল জবাব পাওয়া যাইবে না, কাজেই সে বিষণ্ণ মনে দ্বিতলে উঠিয়া গেল, দেখিল তাহার দুই বোন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; দুইজনেই তাহাকে দেখিল, তবু তাহার সঙ্গে কথাও কহিল না ; দেখার পর দুইজনেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ইহা দেখিয়া সুনীলের ভারি অনুতাপ হইল। সে যে অন্যায় করিয়াছে সেজন্য সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিল। এখন কি করা উচিত তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। সে নিজের মনে ভাবিতে লাগিল, "এ ব্যাপারে অন্যায় যা কিছু তা আমিই কোরেচি। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাকে একটু নরম হোতেই হবে, বিনয়ের ভাব দেখালে অন্যায়ের ভার অনেকটা কমে যায়। দোষ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলে, যাদের কাছে দোষ করা হয়, সহজেই তাদের সহানুভূতি পাওয়া যায়।" এই ভাবিয়া সে ইন্দিরা ও প্রতিমার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল পড়াতে যেন তাহারা একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে; বুঝিল তাহাদের এ তন্ময়তা ঝুটা, তবু সুনীল তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য তাহাদের তন্ময়তার অকৃত্রিমতা পড়ায় আরোপ করিয়া বলিল, "আমি বাধা হোয়ে তোমাদের লেখাপড়ায় একটু বিঘ্ন ঘটাচ্চি, ইন্দু-পিতু, সেজন্যে মনে কিছু কোরো না; আশা করি, তোমরা ভালই আছ।"

ইন্দিরা ও প্রতিমা দুইজনেই বই হইতে মুখ তুলিয়া সুনীলের মুখের দিকে চাহিল, দুইজনের মধ্যে প্রতিমাই কথা কহিয়া বলিল, "এ আপনার ভারি দয়া, দাদা, যে এতদিন পরেও আপনি আমাদিকে আপনার বোন ব'লে চিনতে পেরেচেন—যদিও জানি আপনার এই চিনতে পারাটা মৌখিক ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু মনে করি এই জিনিসটাই আমাদের পরম ভাগ্যি। এ হ'তে আমরা বুঝতে পেরেচি, আপনি আমাদিকে ভুলেই গিয়েছিলেন; হঠাৎ আজ আমাদিকে দেখে আমাদের কথা মনে পড়ে গেছে। যদি সশরীরে এখানে না আসতাম, তাহ'লে বোধ করি আমাদের কথা আপনার মনেই পড়তো না।"

কড়া কথায় মানুষের অন্তর ছেদ হ'য়ে যায়, আর অতি আপনার লোকের কাছ হ'তে যখন আমরা রূঢ় কথার আঘাত পাই, তখন

আমাদের দুঃখ সব চেয়ে বেশী হয়। প্রতিমার কড়া কথা শুনিয়া সুনীলের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখখানা কাঁচিমুঁচি করিয়া কহিল, "যে ভুল কোরে ফেলেচি, সে ভুল তোমরা দুজনেই ভুলে যেয়ো, ভাই।" একটু থামিয়া আবার একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমরা যে জিনিসটাকে আমার অন্যায় ব'লে মনে কর্‌চো, প্রিতু, বিশেষ কারণে আমি তা কোর্‌তে বাধ্য হোয়েছিলাম, ভাই। সে যাই হোক্‌, বোধ হয় তোমরা শুনে সুখী হবে, আমি দুরবস্থার হাত হোতে আজই নিষ্কৃতি পাবো। তোমরা দুজনেই তো জানো, দিদি, টাকা হাতে এলেই দুরবস্থা দূর হয়। এই ছাখো—।" সুনীল পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া নিকটের একটি টেবিলের উপর ছুড়িয়া দিয়া কহিল, "এই দেখ, প্রিতু, এই দেখ, ইন্দু, দারিদ্র্যের হাত হোতে বাঁচবার কি উপায় আমি কোরে এসেচি, আমার প্রিয় বন্ধু দার্শনিক ভাল্‌বাসার উপহার হিসেবে আমাকে এই টাকা দিয়েচে। সে হোলো অতি মহৎ; কাজেই এই টাকা দিয়ে সে আমাকে পাবের দায় হোতে মুক্ত কোর্‌তে চায়।"

দার্শনিক এত বড় একটা মহৎ কাজ করিয়াছেন শুনিয়া ইন্দিরার অতুল্য সুন্দর মুখখানি প্রশান্ত মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; আর তাহার হৃদয়খানি ভিতরে ভিতরে আনন্দে নাচিতে লাগিল। একে তো দার্শনিকের প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহার উপর তাঁহার এই নূতন মহৎ কাজের পরিচয় পাইয়া তাহার মুখখানি গাঢ়তর নব অনুরাগে লাল হইয়া উঠিল। যে অতি প্রিয়, তাহার মহত্ত্বের কথা শুনিলে অনুরাগ স্বভাবতঃ বাড়িয়া যায়। পাছে সাময়িক কাজে বা কথায় দার্শনিকের প্রতি তাহার এই অনুরাগের ভাব প্রকাশ পায়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি সুনীলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য,

দার্শনিকের মহত্ত্বের কথা ভাবিতে ভাবিতে ইন্দিরা ও প্রতিমা দুইজনেই যে সুনীলের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়াছিল, তাহা তাহারা ভুলিয়া গেল, আর দার্শনিক তাহাদের দাদাকে ভালবাসার খাতিরে তাঁহার অপমান হইতে মুক্ত করিতেছেন বুঝিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত খুসি হইল, তাহা ছাড়া প্রতিমার আন্তরিক ইচ্ছা ইন্দিরার সহিত যেন দার্শনিকের বিবাহ হয়; কারণ দুই জনই দুই জনের সব বিষয়ে যোগ্য; এমন কি এক সময়ে প্রতিমা দার্শনিকের সহিত ইন্দিরার বিবাহের কথাবার্তা চালাইবার জন্য প্রধান বিচারপতিকে পরামর্শও দিয়াছিল; তাঁহার নিজেরও বিশেষ ইচ্ছা যাহাতে দার্শনিকের সহিত ইন্দিরার বিবাহ হয়, এইজন্য তিনি দার্শনিকের মাতাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মায়ের পত্রে জানিলেন দার্শনিক বিবাহ করিবেন না; জানিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। তবে তাঁহার মা এ কথাও লিখিয়া পাঠাইলেন, যদি সে বিবাহ করে তাহা হইলে তিনি তাঁহার কন্যারই সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। কাজেই বুঝিতে পারা যায় প্রতিমা দার্শনিকের খুবই পক্ষপাতী, সেজন্য যখন সুনীল দার্শনিকের প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন সে বলিল, "আপনি তিন-চার দিন ধ'রে দার্শনিকের অতিথি হোয়েছিলেন, কাজেই আপনারও তাঁকে নিমন্ত্রণ কোরে আসা উচিত ছিল; যদি তাঁকে নিমন্ত্রণ করা না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে বোলতেই হবে আপনি খুব ভুল কোরেচেন।"

সুনীল জবাব দিল, "আমি কি এতই বোকা, প্রিতু, যে দার্শনিককে নিমন্ত্রণ কোর্‌তে আমার ভুল হবে; তা মনে করিস্ নে, রে ভাই, আমি তাকে নিমন্ত্রণ কোরে এসেচি।"

"তাহ'লে তিনি আপনার সঙ্গে এলেন না কেন? তিনি কি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি?"

"আমাদের বাড়ী আস্‌বে না! এমন কথা সে কখনই বোল্‌তে পারে না রে. দিদি ; যে নিজের ইচ্ছেয় অপরের অতিথি হয়, সে কোনো মতেই বন্ধুর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য কোর্‌তে পারে না।"

"তাহ'লে কবে তিনি আস্‌বেন, দাদা ?"

"কাল বিকেলে।"

"তাহ'লে আমাদের মহামান্য অতিথির জন্যে আমাদের সব আসবাব-আয়োজন আজ হোতেই ঠিক কোরে রাখতে হবে, কি বলেন ?"

প্রতিমার বিশেষ চেষ্টায় সেই রাত্রেই বাড়ীতে একটি পরামর্শ-সভা হইল। দার্শনিক নিশ্চয়ই আসিবেন—এই উপলক্ষে যাহার যে কর্তব্য তাহা ঠিক করা হইল। সভা শেষ হইলে সকলে শুইতে গেল ; সকলেরই বেশ সুনিদ্রা হইল, হইল না কেবল ইন্দিরার। দার্শনিক এ জগতে সব চেয়ে মহৎ লোক, তিনি তাহাদের বাড়ী আসিবেন, এই আনন্দে ইন্দিরা ঘুমাইতে পারিল না , সে বিছানা হইতে উঠিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল, "দার্শনিকের মত মহাপুরুষের দেখা পাওয়া পরম সৌভাগ্য ; আমি বড় আশা কোরে ব'সে আছি, প্রভূ, তাঁকে দেখ্‌বো, তাঁর মূল্যবান্ উপদেশ শুন্‌বো ; আমার এ আশা যেন পূর্ণ হয়।"

পরদিন বৈকালে দেখা গেল, সুনীলের মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ; ইহার দুইটি কারণ—(১) ঋণ-পরিশোধ আর (২) দার্শনিকের অবশ্য আগমন। মহামান্য অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পিতা-পুত্রে আসিয়া বাড়ীর ফটকের নিকট দাঁড়াইল, আর সুনীলের স্ত্রী তাহার দুই বোনকে সঙ্গে লইয়া ছাদের উপর উঠিল ; দেখিতে লাগিল, দার্শনিক আসিতেছেন না। যখন সূর্য্য প্রায় অস্তমিত, ঠিক এমনি সময়ে ইন্দিরার অনুসন্ধিৎসু চোখ দুইটি অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভার দিকে আকৃষ্ট

হইল ; ইহার একটু পরেই সে রাস্তার দিকে চাহিতেই, সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, তাহার চোখের সুমুখে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি নূতন সূর্য্য উদয় হইয়াছে। সে দেখিল, তাহাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একজন পদচারী আসিতেছেন ; তিনি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর , তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইতেছিল, তাঁহার রূপের ছটায় রাস্তার দুই দিক যেন আলো হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দিরা লতিকার মুখে দার্শনিকের রূপের কথা শুনিয়াছিল ; কাজেই আগন্তুককে দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিল, "ইনিই দার্শনিক। তাহার অনুমান সত্য কি না জানিবার জন্য তাহার ভারি ইচ্ছা হইল , ভাবিল, লতিকাকে শুধাইবে কিন্তু লজ্জায় পারিল না। লতিকা ও প্রতিমা তখনও পর্য্যন্ত দার্শনিককে দেখিতে পায় নাই, কারণ তাহাদের দৃষ্টি তখন অন্য দিকে ছিল।

সুনীল যখন দেখিল দার্শনিক ফটকের নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন সে গজ কয়েক আগাইয়া গিয়া, কহিল, 'এসো, ভাই, এসো।" তারপর দুই হাত বাড়াইয়া, বন্ধুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। পরে দুইজনে যখন দ্বিতলে আসিল, তখন লতিকা ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া, দার্শনিকের সুমুখে দাঁড়াইল , একবার সলজ্জ ভাবে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, নতজানু হইয়া দার্শনিকের পাদুইখানিতে মাথা ঠেকাইয়া ভক্তি-ভরে প্রণাম করিল। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেই দার্শনিক সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, লতু।" একটু থামিয়া বলিলেন, "দেখ্‌চি তুমি রোগা হোয়ে গেছ, না দিদি? সে যা' হয় হোক, তোমাকে দেখে আমার যে আনন্দ হোচ্চে তা বোল্‌বার নয় , বহুদিন না দেখার পর দেখা হ'লে, সে দেখায় বড় আনন্দ হয়।"

সুনীল এক গাল হাসিয়া কহিল, "এ ভাবে দেখা হওয়া যে সত্যিই মধুর এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু নিজের বোনের সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্ত্তা বোল্‌তে আরম্ভ কোরেচো তা' দেখে মনে হোচ্চে শীগ্রী এ কথাবার্ত্তায় সেমি-কোলেন্ বা ফুল্‌স্টপ্ (পূর্ণ ছেদ) পড়্‌বে না; কাজেই বোল্‌চি, নিজের বোনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তাটা আপাততঃ একটু বন্ধ করো; এখন চলো আমার বোনদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিযে দিই; নিজের বোনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা তো আছেই, বুঝ্‌লে না, ভায়া?" বলিয়াই সুনীল লতিকার অনিবার্য্য আক্রমণ সহিবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়া দাড়াইল।

তপ্ত তেলে বেগুন পড়িলে তেল যেমন লাফাইয়া উঠে, সুনীলের কথা শুনিয়া লতিকার অন্তরটাও রাগে তেমনি লাফাইতে লাগিল; কিন্তু দার্শনিক সুমুখে ছিলেন বলিয়া সে রাগটা সামলাইয়া লইয়া শান্ত সহজ কণ্ঠে বলিল, "দেখ্‌চেন, দাদা, দেখ্‌চেন্ রকমটা; কত ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হোলো; দাঁড়িযে দু' দণ্ড আপনার সঙ্গে কথা কইব তা' না; অমনি তা'তে শত্রুতা কোর্‌তে আরম্ভ করা হোয়েচে!" সুনীল ও লতিকার ঝগড়া করার রকম দেখিযা দার্শনিক একটু হাসিলেন কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

স্বামীর সুমুখে দাদার সঙ্গে কথা লতিকাও বলিত, নমিতাও বলিত।

একেই তো লতিকা সুনীলের ঐ কথায় তাহার উপর চটিয়া গিয়াছিল তাহার উপর লতিকাকে আরও চটাইবার জন্য সে লতিকার দিকে চাহিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "খুব সম্ভব ইন্দু-পিতু তাদের ঘরেই আছে

লতিকা জবাব দিল, "শুন্‌চেন্, দাদা, শুন্‌চেন্, ওঁর বোনরা কোথায় আছে, সে খবরও আমাকে দিতে হবে, উনি নিজে কোন খবরই

রাখ্‌বেন্ না, তারা কোন্ ঘরে আছে তা আমি কি জানি?" বলিয়া লতিকা একটু হাসিল।

"না বল্‌লো তো ব'য়ে গেল; এসো, ভাই, এসো।" বলিয়াই সুনীল দার্শনিকের হাত ধরিয়া তাঁহাকে একরকম টানিয়াই লইয়া যাইতে লাগিল; তাঁহাকে তাহাদের ঘরের ভিতর আনিয়া আঙুল দিয়া দার্শনিককে দেখাইয়া কহিল, "ইনিই হোলেন দার্শনিক; সাহেবেরা এঁকে বলেন 'যীশুখ্রীষ্ট'; হিন্দুরা বলেন 'নিত্যানন্দ', আর আমি বলি ইনি একাধারে নিত্যানন্দ ও যীশুখ্রীষ্ট দুইই।" ইন্দিরার দিকে আঙুল বাড়াইয়া দার্শনিককে বলিল, "ইনিই হোলেন আমার বড় বোন; নাম ইন্দিরা, দর্শন আর ইংরাজী সাহিত্যে ইনি এম, এ, পাশ কোরেচেন; দুটি বিষয়ের পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার কোরে দুটি সোনার মেডেল পেয়েচেন।" তারপর প্রতিমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার ছোট বোন প্রিতুও এ বৎসর এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান দখল কোরে স্বর্ণ পদক পেয়েচে।

সুনীলের কথা শুনিয়া, দার্শনিক মহাখুসি হইয়া ইন্দিরা ও প্রতিমাকে কহিলেন, "আমার মত একজন নগণ্য লোক যে আপনাদের মত সুশিক্ষিত কুমারীকে দেখ্‌তে পেয়েচে, এ বড় সৌভাগ্যের কথা। শিক্ষাই মনের আলোক, এতে মূর্খতার অন্ধকার নষ্ট হয়।"

ইন্দিরা ও প্রতিমা দার্শনিককে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইল; তারপর প্রতিমা কহিল, "সৌভাগ্য যে কার সেটা ভাববার কথা, মহাপ্রাণ দার্শনিক, সৌভাগ্য সত্যিই আমাদের; যা'রা সোনার মেডেল পেয়েচে বা পায়, আমার মনে হয়, তাদের চেয়ে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নম্বরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন তিনি ঢের বেশী সম্মান ও প্রশংসার পাত্র; আপনার ছাত্রজীবনের অনেক কথা দাদার কাছ হ'তে শুনেচি

তিনি বলেন আপনার মত প্রতিভাবান্ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কখন পায় নি, ক. পাবে না।"

"আপনাদের দাদা আমার উৎকর্ষের কথা বোলেচেন বটে, কিন্তু দেখুন, সেটা কিছু বাড়িয়ে বোলেচেন, তার কারণ, তিনি আমায় খুবই ভালবাসেন, তা ছাড়া যিনি নিজে বড়, তিনি সকলকেই বড় কোরে দেখেন; কাজেই তিনি আমার যত প্রশংসা কোরেচেন, আমার বিশ্বাস আমি তত প্রশংসার যোগ্য নই।" লতিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বলো, লতু?" দার্শনিক ভাবিয়াছিলেন লতিকা তাহার কথা সমর্থন করিবে, কিন্তু সে করিল ঠিক তাহার বিপরীত; সে বলিল,"আমার মনে হয়, দাদা, জগৎ আপনাকে যেভাবে আর যত রকমে প্রশংসা করে, আপনি তার চেয়ে ঢের বেশী প্রশংসার পাত্র।"

ইন্দিরা এতক্ষণ চুপ করিয়া মুখটি বুজিয়া বসিয়াছিল; এইবার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তোমার কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন কোরচি বৌদি।" দার্শনিকের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমরা আরও বোলচি, মহাপ্রাণ দার্শনিক, আপনি দেবতুল্য, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে, প্রতিবাদ করুন।" তারপর তাহার সুন্দর গ্রীবাখানি সুন্দর ভঙ্গীতে দোলাইয়া জোর গলায় বলিল, "মানুষের কাজ দেখেই গুণাগুণ আরোপ করা হয়; তা যখন হয়, তখন আপনাকে দেবতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না; আপনার প্রায় সব কাজই অসাধারণ, অলৌকিক, কারণ মানুষে তা পারে না, পারে দেবতায়।"

দার্শনিক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি হোলেন দর্শন-শাস্ত্রের দরদী ছাত্রী, কাজেই ন্যায়-শাস্ত্রেরও; তাই এ কথা বোলচেন, আর বোধ হয় সেই জন্যেই তর্কের দিকে আপনার ঝোঁকও কিছু বেশী, কিন্তু উপস্থিত ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে বিশেষ কাজ হবে না।"

তারপর অন্য বিষয় লইয়া তাহাদের কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল, লতিকা কহিল, "ভেবেছিলাম, দাদা, আপনি এখানে আস্‌তে পারবেন না।"

"কেন, রে লতু ? এ ভাববার কারণ কি ?"

"আপনার সময় অল্প, সেইজন্যে।"

সত্যিই অল্প বটে ; কিন্তু সময় অল্প হোক্ বা বেশী হোক, স্নেহের ডাক তা মান্‌বে কেন, ভাই ? তুমি ঠিক জেনো দিদি, স্নেহ ভালবাসার ডাক সকলের ওপরে, আর যা সকলের ওপরে, তাই সকলের আগে।" দার্শনিক তাঁহার পকেট হইতে দুইগাছি অতি মূল্যবান হীরার হার বাহির করিয়া লতিকার হাতে দিল—একগাছি তাহার নিজের জন্য, অপর গাছি শৈলেনের জন্য। হার দুইগাছি দিয়া কহিলেন, "হারে লতু, আমার ভাগ্নে কই ? এসে অবধি তাকে তো কই দেখচি নে।"

এখানে বলা আবশ্যক, সুনীল দার্শনিককে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে সময়ে শৈলেন তাহার কাছে ছিল ; কিন্তু একটু পরে বালকসুলভ খেয়ালের বশে কোথায় যে সে উধাও হইল তাহা কেহ জানিত না। দার্শনিক জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, লতিকা তাহার মুখখানা একটু বেজার-বিরক্ত করিয়া বলিল, "যে তোমার ভাগ্নে, দাদা ! তার কোনো গুণ নেই ; বোধ হয় ঘুড়ির পেছু পেছু ছুটেচে ; তারপর একরাশি ধূলো-বালি গায়ে মেখে ভূত সেজে বাড়ী আস্‌বে, তার কথা আর বলেন কেন ?"

দার্শনিক একটু থামিয়া কহিলেন, "এই কথা তো বোল্‌চো, লতু ; কিন্তু তুমি ছেলেবেলায় কি কোর্‌তে, দিদি ? রাস্তার যত ধূলো-কাদা সর্ব্বাঙ্গে মেখে এসে আমাকেও মাখিয়ে দেবার জন্যে জিদ্ ধোর্‌তে ; যদি না মাখতাম, তাহ'লে রাগে ধ্রাস্ কোরে মাটিতে প'ড়ে, হাত-পা ছুড়ে

কাঁদতে ; ছেলেদের দস্তুরই এই ; ওদের ওপরে কি রাগ কোরতে আছে, দিদি ?” শুনিয়া সুনীল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; তারপর বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের মুঠার একটি আঘাত করিয়া, চট্‌ করিয়া একটি শব্দ করিয়া বলিল, “তবেই দ্যাখো, ভাই দার্শনিক, তোমাদের আদরের বোনটি কেমন ! উনি নিজের দোষ দেখতে পান না, কিন্তু পরের দোষ দেখবার বেলায় ওঁর পিঠের ওপর দুটো চোখ গজায় ।”

প্রতিমা আপত্তি করিয়া কহিল, “কেন, দাদা, আপনি সকলের সমুখে বৌদিকে লজ্জা দিচ্চেন ? এ আপনার ভারি অন্যায় ।”

“অন্যায়, তা তো জানি, রে প্রিতু , কিন্তু বাগে পেয়েচি, তা’ ছাড়বো কেন ? বাগে পেলে তোর বৌদি’ই কি আমাকে ছাড়তো ? একেবারে শতমুখ হোয়ে আমার নিন্দে কোরতো ।” তারপর প্রতিমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, “রাগিয়ে দিয়ে একটু রগড় দেখচি, তা বুঝতে পারচো না, দিদি ?”

ঠিক এমনি সময়ে শৈলেনকে ঘরের দোরের নিকট দেখা গেল ; তাহার ডান হাতে ৩ নম্বরের পাম্প-করা একটি ফুটবল , নাকের ডগে ও কপালে খানিকটা কাদা ; বোধ করি কাদা-মাখা বল হেড করিতে গিয়া তাহার মাথায় না লাগিয়া ঐ দুই জায়গায় লাগিয়াছিল , খেলায় ব্যস্ত থাকায়, মুছিবার ফুরসৎও পায় নাই । পায়ের দুই-তিন জায়গায় নছাল উঠিয়া গিয়াছে, জায়গায় জায়গায় সামান্য রক্তও পড়িয়াছে । পরণের হাফ-প্যাণ্টটি একেবারে কাদা-মাখা ; শৈলেন যে ফুটবল খেলিয়াই বাড়ী ফিরিতেছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না । তাহাকে এই অদ্ভুত বেশে বল হাতে করিয়া চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইতে দেখিয়া লতিকা রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, “ঐ যে মুখপোড়া ! দেখুন, দেখুন, কেমন ভূত সেজে এসে দাঁড়িয়েচে ।”

প্রতিমাও চটিয়া উঠিয়া জবাব দিল, "কেন, বৌদি, তুমি ছেলেকে যখন তখন বকো? তোমার জ্বালায় ও কি দু দণ্ড খেলতেও পারে না?" শৈলেনের নিকট আসিয়া কাপড়ের আঁচল দিয়া শৈলেনের নাকের ও কপালের কাদা মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া কহিল, "যাও তো, বাবা, কাদা-ধূলো বেশ কোরে ধুয়ে-মুছে ভেল্‌ভেটের স্থুট্‌টা প'রে এসো।"

শৈলেনের রংটি ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সে যখন ব্লু রংয়ের ভেলভেটের একটি স্থুট্ পরিয়া আসিয়া দোরের নিকট দাঁড়াইল, তখন তাহাকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই দার্শনিক বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! কি সুন্দর!"

শুনিয়া প্রতিমা একটু হাসিয়া কহিল, "ও কথা কদাচ বোল্‌বেন না, মহাপ্রাণ দার্শনিক, ও কথা বোল্‌লে দোষ হয়; এ বাড়ীতে একজন আছেন তিনি ও কথা বলা সইতে পারেন না; আমাদের ছেলে যে সুন্দর, সে কথা বোল্‌বার অধিকারও আমাদের নেই; বোল্‌লেই তিনি মুখ বিষ কোরে ফোঁস্ ক'রে বোলে উঠবেন, 'কি আর সুন্দর।' সেদিন ঐ কথা বোলেছিলেন ব'লে তিনি তাতে চ'টে উঠে বিশেষ আপত্তি কোরেছিলেন।" কথাগুলি বলিয়াই প্রতিমা আড় চোখে একবার লতিকার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার মুখ দিয়া বিষ পড়িতেছে, বুঝিল যাহাকে লক্ষ্য করিয়া খোঁচা মারা হইয়াছে, সে ঠিক বুঝিয়াছে, তাই মনের আনন্দে একটু হাসিয়া, শৈলেনের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে কহিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বাবা, এসো।"

ছোট পিসিমার সস্নেহ কণ্ঠে উৎসাহিত হইয়া শৈলেন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতদুইখনি নিজের হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "মামা কই, পিসিমা? আপনি বোলেছিলেন, তিনি আসবেন; এখনও আসেন নি বুঝি?"

শৈলেনের কথা শুনিয়া, ঘরের সকলে হাসির চোটে ঘর ফাটাইবার যো করিল; হাসিলেন না কেবল দার্শনিক; তিনি দুই পা আগাইয়া আসিয়া আঙুল দিয়া তাহার গাল দুইটি স্পর্শ করিলেন, তারপর দুই হাত দিয়া একেবারে তাহাকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার দুই গালে চুমু খাইয়া বলিলেন, "আমিই তোমার মামা, শৈলু, আগে তো তুমি আমাকে দেখ নি, তাই চিন্‌তে পারুচো না।" তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি খেলা কোরতে গিয়েছিলে, নয়?"

শৈলেন সবিনয়ে মাথা নীচু করিয়া, সলজ্জ ভাবে কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।" বলিয়াই দার্শনিকের পায়ের কাছে নতজানু হইয়া তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর তাঁহার পায়ের তলায় হাত ঢুকাইয়া, ধূলা লইয়া মুখে বুকে ঠেকাইল। দেখিয়া সুনীল ও লতিকা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "হাঁ বেশ কোরে মামার পায়ের ধূলো নাও, আর হাত জোড় কোরে প্রার্থনা করো 'যেন আপনার পায়ের ধূলোর যোগ্য হোতে পারি।" প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দার্শনিক নত হইয়া তাহার দুই গালে আবার দুইটি চুমু খাইলেন, তারপর তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাকো, বাবা; ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, দেশের মুখ উজ্জ্বল করো, দশের প্রশংসা-ভাজন হও।"

মামা-ভাগ্নের আলাপ-পরিচয় শেষ হইলে, ইন্দিরা কহিল, "আপনি যে সব বই লিখেচেন, মহাপ্রাণ দার্শনিক, কি চমৎকারই সেগুলি হোয়েচে। আহা বই তো নয় যেন এক-একখানি জ্ঞানের জাহাজ! যেমন ভাব, তেমনি ভাষা! আর যেখানে ভগবানের সম্বন্ধে লিখেচেন্, সেখানটা পড়লে পাঠকের মনে হোতেই হ'বে যেন সে স্বর্গে গিয়ে স্বচক্ষে ভগবান্‌কে দেখতে পাচ্চে। তা' ছাড়া ভক্তি, ভালবাসা আর দীনতার এমন চরম আদর্শ দেখিয়েচেন্ যে আমি তো আর জগতের কোথাও এমনটি দেখতে

পাই নে, যিনিই পড়্বেন্ তাঁকেই আপনার পরম ভক্ত হোতে হ'বে, তাঁর এমন ভাব, এমন ভাষা, তাঁর মস্তিষ্ক ও অন্তরের ধারা যে কেমন তা' তাঁর লেখা হোতেই বেশ বোঝা যায়, আপনার রচনার মত জ্ঞানগর্ভ লেখা আমি তো আর কখন দেখি নি।"

সবিনয় হাসিতে দার্শনিকের সুন্দর মুখখানি উজ্জল হইয়া উঠিল তিনি কহিলেন, "আমাকে এভাবে লজ্জা দেবেন না; আমার লেখার চেয়ে ঢের ভাল ভাল লেখা আছে।"

প্রতিমা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "আমি বহু লেখকের বই পড়েছি কিন্তু আপনার বই সব চেয়ে ভাল, এ'র সঙ্গে কারো তুলনা করাই চলে না।" ইন্দিরা তাহার কথায় সায় দিয়া কহিল, "ঠিক বোলেচো, প্রিয়ু, তা' ছাড়া বাবা বলেন, কি সে-কালের, কি এ-কালের সব লেখকের চেয়েই আপনি ভাল. তিনি আরও বলেন, শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আপনি সম্রাট্।"

"তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন, তাই এ কথা বলেন; এর আগে আমি তিন্ তিন্ বার তাঁর কাছে এসেছিলাম্; খুব সম্ভব সেই সময় হোতেই তিনি আমাকে ভালবাসেন।"

ইন্দিরা কহিল, "আমার কিন্তু তা' মনে হয় না; মানুষ যে ভালবাসে তার একটা-না-একটা বিশেষ কারণ নিশ্চয়ই থাকে; আমার বিবেচনা হয়, বাবা যে আপনাকে ভালবাসেন, তার কারণ আপনিই আপনার গুণে তার মধ্যে এই ভালবাসা জাগিয়ে দিয়েচেন।"

"কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্চেন, ভালবাসা অন্ধ।"

"তা' আমি জানি, কিন্তু ভালবাসা অন্ধ তখনই—যখনই তা' অন্তরে দৃঢ় হয়ে যায়, কিন্তু যখন এ ভালবাসা জন্মায়, তখন তা'র নিশ্চয়ই একটা কারণ থাকে।"

লতিকা আর প্রতিমা ইন্দিরার কথাই সমর্থন করিল, আর সুনীল মহাআনন্দে নিকটের একটি টেবিলের উপর সজোরে একটি চাপড় মারিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "ইন্দু ঠিক বোলেচে, ইন্দুর কথাই ঠিক।" সকলে মিলিয়া হারাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া দার্শনিক হাসিয়া বলিলেন, "সুনীল তা'র বোন্‌দের দিকে হোয়েচে, তুমিও তো আমার বোন্, লতু; তুমি আমার দিকে হও, তাহলে আমরা ভাই-বোনে মিলে ওদিকে হারিয়ে দিতে পারবো।"

লতিকা সলজ্জ ভাবে মুখখানি নামাইয়া কহিল, "আপনার দিকে হোতে বোল্‌বেন্ না, দাদা; আপনার দিকে আমি হো'তে পারবো না, ওরা ঠিকই বোলেচে।" তারপর মিনতির স্বরে বলিল, "আজ আপনার অবাধ্য হোলাম, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা কোরবেন্, দাদা।" এই বলিয়া লতিকা নত হইয়া হাত বাড়াইয়া দার্শনিকের পায়ের ধূলা লইয়া নিজের মাথায় দিল।

শৈলেন সকলের পিছনে ছিল, সে গট্ গট্ শব্দে আগাইয়া আসিয়া কহিল, "মা আপ্‌নার দিকে হো'ন্, বা না হো'ন্ মামা, আমি জগতের সব চেয়ে বড় লেখকের দিকে হ'বোই হ'বো।" দার্শনিক সস্নেহে শৈলেনকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুমু খাইয়া বলিলেন, "যাতে আমার জয় হোতে পারে, সে জন্যে আমার দিকে যোগ দিতে চাইচো বটে, শৈলু, কিন্তু যে কথা বোলে যোগ দিতে আস্‌চো, বাবা, তা'তেই যে আমার হার হোয়ে যাচ্চে।" বলিয়াই দার্শনিক হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

শৈলেনের মামার দিকে হইবার প্রস্তাবটা ঘরের মধ্যে সকলের কাছে বাস্তবিকই এমনি হাস্যোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইল যে তাহারা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সেজন্যে শৈলেন অবশ্য বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িল।

লতিকা কহিল, "ইন্দু ও প্রিতুর সঙ্গে আপনার যে কথাবার্ত্তা হ'ল, তা' হতে বোধ করি আপনি বুঝতে পেরেচেন, দাদা, তা'রা আপনার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী, আপনার গুণের জন্যেই আপনার এই সব শিক্ষিত শিষ্য জুটে গেছে। গুণ থাক্‌লে প্রশংসা কর্‌বার্ লোক আপনিই জুটে যায়।"

"তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্যি, কিন্তু আমার মনে হয় আমার এমন কোনও গুণ নেই' লতু, যেজন্যে লোকে আমার প্রশংসা কোরতে পারে।"

ইন্দিরা কহিল, "আপনার সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক, কখন কখন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যা'র আছে সেও থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করে। কস্তুরী হরিণের নাভিতে থাকে, তবু হরিণ তা' বুঝতে পারে না, এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, যা'র আছে, সেও তা'র এই থাকাটাকেই সন্দেহ করে; ঐ হরিণের নাভি যেমন সুগন্ধে ভরে থাকে, তেমনি আপ্‌নার হৃদয়খানিও সৎ-গুণে পূর্ণ হয়ে আছে; আর সেই গন্ধ জগতের সব জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ে সব লোককে মোহিত কোরে দিয়েচে। আপনি তা' বুঝ্‌তে পার্‌চেন্ না, কিন্তু সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকার করা চলে না; যা' বটে, তা' ঢাক্‌তে পারা যায় না।"

প্রতিমা কহিল, "ঠিক বোলেচো, দিদি, যা' জানা-জানি হয়ে গেছে, তা' কখন চেপে রাখা যায় না।" দার্শনিকের দিকে চাহিয়া বলিল, "যতই আপনি আপ্‌নার গুণ চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা কোর্‌বেন, মহাপ্রাণ দার্শনিক, ততই তা' আরও প্রকাশ হয়ে যাবে।"

সুনীল বলিল, "তোমার মতে আমি 'ডিটো' (মত) দিলাম ভাই প্রিতু!"

লতিকা কহিল, "ভারী জিনিষের ঝোঁক নীচের দিকে; আপনার যে সব মহৎ গুণ আছে, দাদা, সে গুলির ওজন তো বড় কম নয়,

তা'দের গুরুভার হ'তেই আপনার দীনতার জ্ঞান এসেচে। দীনতার বশে আপনি যা'ইই বলুন, কিন্তু সত্য তো প্রকাশ হ'বেই ; আর সত্য যখন প্রকাশ পায়, তখন তা' উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি তো পাবেই।"

তাহাদের কথা শুনিয়া, দার্শনিক চুপ করিয়া রহিলেন, বুঝিলেন, এতগুলি যোদ্ধাকে পরাস্ত করা সোজা নয়।

বলা বাহুল্য, জগতের সব চেয়ে মহৎ লোক, দার্শনিক, ইন্দিরা ও প্রতিমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তাহাদের উদ্যম-আয়োজনে তাহাদের বাড়ীতে সে রাত্রে একটি খুব বড় ভোজ হইয়া গেল। তাহা মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া, দার্শনিক তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দার্শনিকদের গ্রামের ভিতর একখানি সব চেয়ে বড় অট্টালিকা ছিল; ইহাই ছিল দার্শনিকের পৈতৃক বসত-বাটী। সেই প্রদেশে ধনীদের যত যত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছিল, তাহাদের মধ্যে আড়ম্বরে ও চাকচিক্যে তাহাদের বাড়ীখানিই ছিল শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ইহার এই বাহিক জাঁক-জমকের জন্য দার্শনিক দায়ী নন, বরং তিনি এই বাহ্যিক আড়ম্বরের বিরোধীই ছিলেন; মাঝে মাঝে তিনি এজন্য বিশেষ আপত্তি করিতেন; কিন্তু যখনই তিনি অভিযোগ করিতেন, তখনই তাঁহার মা বলিতেন, "পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্মান-সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌তে হ'লে, এ আড়ম্বর, এ জাঁক-জমক একান্ত আবশ্যক।" তারপর সস্নেহে দার্শনিকের মাথায় হাত দিয়া কহিতেন, "তুমি তো আমার বিদ্বান্ ছেলে, বাবা; তোমাকে এ সব জিনিস বুঝিয়ে দেবার তো কোন প্রয়োজন নেই; তুমি তো জান, বাবা, বংশগত মান-মর্য্যাদা বজায় রাখ্‌তে হ'লে, এ সব জিনিস বিশেষ দরকার; বংশগত মান-মর্য্যাদাই যে বংশের রূপ।"

এই প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকার একখানি কক্ষে একটি যুবতী একখানি চেয়ারে বসিয়াছিল, তাহার পোষক-পরিচ্ছদ অতি সুন্দর, অতি মনোহর; আর ততোধিক মনোহর তাহার রূপ-লাবণ্য। তাহাকে সৌন্দর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না; তাহার রূপের জ্যোতিতে সমস্ত ঘরখানি যেন আলোকিত হইয়া গিয়াছিল; সে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পাশ; তাহার কোলে একখানি বই, বইখানির নাম

—'প্রেমই একমাত্র পরলোকের পথ।' ইহা দার্শনিকের লেখা। বই-খানি পড়িতে পড়িতে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, আর তাহার মানে-বোঝার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছিল—এমন সময়ে সে তাহার সুন্দর ডান গালখানির উপর একটি পূর্ণ-বিকশিত গোলাপের মধুর স্পর্শ অনুভব করিল, এই ফুলের স্পর্শে সে চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু দোরের দিকে চাহিতেই চৌকাঠের উপর নিজের স্বামীকে দেখিতে পাইল. তাহার মুখখানি ঘরের উজ্জল আলোকে প্রতিভাত হইয়া ঠিক ধ্রুব তারাটির মত শোভা পাইতেছিল। আগন্তুক দার্শনিকের ছোট ভাই; সে ডাক্তার; তাহার পরিধানে নীলবর্ণ সার্জ্জের দামী সাহেবী পোষাক, পায়ে এক যোড়া বার্নিস্-করা জুতা,—এত চক্‌চকে যে আর্শির মত তাহাতে মুখ দেখা যায়, তাহার বুক-খোলা কোটের বোতামের ঘরে একটি ডাগর পূর্ণ-প্রস্ফুটিত গোলাপ লাগান, আর পাশ-পকেটের পাশ দিয়া ষ্টেথস্-কোপের নল দুইটি উঁকি মারিতেছিল।

পাঠিকার নাম সমিতা, আর আগন্তুকের নাম সমীর, উভয়ে নব-পরিণীত। সমীর দেখিতে অতি সুন্দর, অতি সুশ্রী; অমল ধবল পূর্ণ চন্দ্রকে ঈষৎ গোলাপাভ করিলে তাহাকে যেমন দেখায়, সমীরের রংও তেমনি। সে স্বভাবতঃ উঁচু চাল-চলনের পক্ষপাতী, কাজেই দামী পোষাক ছাড়া পরিত না। সমিতা সমীরকে দেখিবামাত্রই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, সমীরের মুখের উপর দিয়াও মধুর হাসির একটি প্রবাহ ছুটিয়া গেল; সে তামাসা করিয়া কহিল, "ঘরে যেতে পারি কি, সমতু?" সমীর সমিতাকে আদর করিয়া 'সমতু' বলিত।

"শুধু ঘরে কেন? আমার মনের ভেতর ঢুকে, তুমি আমার সমস্ত মনখানিই তো দখল করে' ব'সে আছ, যে মনে ঢোকে, সে সে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকার মত থাকে, কাজেই এই প্রবেশ-করার কথাটা

বুঝ্‌তে পারচ না ; তা' ছাড়া তোমাকে আরও একটি কথা ব'লে রাখি, সেটি এই—যেদিন আমাদের বিয়ে হয়েচে, সেদিন হ'তেই আমার হৃদয়-দুয়ার তোমার কাছে চিরকালের জন্য খোলা।" বলিয়াই সমিতা একটু হাসিল ; তারপর সমীর যে ফুলটি সমিতার গালের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই ফুলটি সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, বার বার চুম্বন করিতে লাগিল।

সমীর আবার তামাসা করিয়া কহিল, "ধর, আমি যেন তোমার অতিথি ; তাহ'লে কি তুমি আমাকে ঘরে ঢুক্‌তে দেবে ?"

সমিতা সপ্রেম দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, জবাব দিল, "আমার মতে যে সকালে সকালে আসে, সে'ই তো আমার মনের মত অতিথি।" সমিতার এ কথা বলিবার মানে এই—সমীর প্রতিদিনই বাড়ী আসিতে বিলম্ব করিত, সে ছিল ডাক্তার, তাহার এই দৈনিক বিলম্বের কারণ, সে হাসপাতালে তাহার সব কাজ শেষ করিয়া, তারপর স্বেচ্ছায় বাহিরের অনেক গরীব দুঃখী রোগী দেখিত। যেদিনের কথা এখন আলোচনা করা হইতেছে, সেই দিনই কেবল সে সকালে সকালে বাড়ী ফিরিয়াছিল। এখানে বলা আবশ্যক, সমীর এই চিকিৎসার ব্যবসায়টি অত্যন্ত পছন্দ করিত, এ পছন্দের হেতু, এ ব্যবসায়ে মানুষের সেবা-শুশ্রূষা ভাল ভাবেই করিতে পারা যায় ; আর ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, সমীর গরীব দুঃখী রোগীদের চিকিৎসা করিত বটে, কিন্তু কখনও তাহাদের কাছ হইতে পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত লইত না ; বরং তাহাদের ঔষধ-পত্রের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য নিজের পকেট হইতে বহু টাকা তাহাদিগকে অকাতরে দান করিত।

সমীর আবার পরিহাস করিয়া বলিল, "মনে কর, আমি ভিখারী, তাহ'লে কি তুমি আমাকে ঘরে ঢোক্‌বার হুকুম দেবে ?"

সমিতা হাসিতে হাসিতে জবাব দিল, "যদি ভিখারীই হও, তাহ'লে হুকুমের অপেক্ষা করবার দরকার কি? ভিখারী অনুমতি নিয়ে অতিথি হয় না, তা' ছাড়া আজ যদি তুমি আমার কাছে ভিখারী সাজ, তাহ'লে তোমাকে আমি দেবই বা কি? আমি আমার সবই তো একজনকে দিয়ে দিয়েচি; এমন কি আমার আমিত্বকেও তার কাছে অঞ্জলি দিয়েচি।"

সমীর সমিতার কথার মানে বুঝিল; তবু জিজ্ঞাসা করিল, "এই ভাগ্যবান্ 'একজন' কে জান্‌তে পারি কি?"

"তা' তো আমি বলব না; তুমি বুঝে নাও।"

সমীর নিজের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল,"বোধ হয় এই 'একজনটি' আমিই।"

"সত্যিই তাই, আমি যে তোমার, কাজেই তোমার কাছে অদেয় তো আমার কিছুই নেই।" সমিতা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তারপর তাহাকে নিজের স্ফীত বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য তাহার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, সমীর সমিতার দুই বাহুর সপ্রেম পাশে আবদ্ধ। সমীর তাহার রক্তাভ গালখানি সমিতার ঠোঁটদুইখানির নিকট আগাইয়া দিতেই, সমিতা বাঁ হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল; তারপর ডান হাতের আঙুল দিয়া তাহার চিবুক একটু তুলিয়া ধরিয়া, প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই পর-মুহূর্ত্তে তাহার নাকে, মুখে, চোখে ও গালে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে সমীর সমিতার সুন্দর মুখখানি সস্নেহে টানিয়া আনিয়া, নিজের বিস্তৃত বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

চুম্বন-আদান-প্রদান শেষ হইলে সমীর চেয়ারের উপর বসিয়া

সমিতাকে তাহার জানুর উপর বসাইল; তারপর সে দুই হাতে দিয়া তাহার সুন্দর কোমল গালদুইখানি স্পর্শ করিয়া, তাহার সুন্দর চোখ দুইটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "আচ্ছা, ঠিক ক'রে বল তো, সমতু, আমার এখানে আসার আগে তুমি কি কর্‌ছিলে?" সমিতাও তাহার দাড়ি-কামান মসৃণ গাল দুইখানি তাহার হাত দুইখানি দিয়া চাপিয়া ধরিয়া জবাব দিল, "তুমি তো জান, আমার চির-প্রিয় বই 'প্রেম ও পরলোকের পথ', সেই খানি পড়্‌ছিলাম।"

সমীর কহিল, "ওঃ, তাই বুঝি! তাহ'লে তো ব্যাপারটা ভারি মজার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! 'পরলোকের পথ' হ'তে মন টেনে নিয়ে এসে আমাকে দেখে প্রেমের পথে লাগিয়েছ? হাঁ, আর একটা কথার জবাব দাও তো; বই পড়্‌তে আরম্ভ করবার আগে তুমি কি কর্‌ছিলে?"

সমিতা সমীরের জামা ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "তুমি তো জান ভালবাসার জীবন সুমধুর গানেরই মত উপভোগের জিনিস; কাজেই ভালবাসা নিজের মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট হ'য়ে, নিজের তন্ত্রী বাজাতে থাকে আর আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, এই, সময় পেলেই আমার মন ভালবাসার চিন্তাতেই বিভোর হ'য়ে থাকে। সত্যি বল্‌ছি, তোমার এই-ই অবস্থা; কাজেই বুঝতে পারছ, পড়ার আগে আমি তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম, কারণ, তুমিই তো আমার ভালবাসার লোক। আর আমার বিশ্বাস—ইহলোকই প্রেম-সাধনার স্থান; এই সাধনা পূর্ণ লাভ করলে পরলোকে যাওয়া যায়।" একটু থামিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "বোধ হয়, আমি তোমার কথা যত ভাবি, তুমি আমার কথা তত ভাব না।"

"আমার অবস্থাও ঠিক তোমারই মত, সমতু; যাদেরই [illegible] বিয়ে হয়েছে, প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বিয়ের নূতনত্ব কেটে [illegible]

পর্য্যন্ত তাদের মন এইভাবে দাম্পত্য প্রেমে বিভোর হ'য়ে থাকে; তোমার মনোমুগ্ধকর মুখখানি মাঝে মাঝে আমার হৃদয়খানাকে এমনি ভাবে আক্রমণ করে যে কোনো কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।" বাঁ হাত দিয়া সমিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আর ডান হাত দিয়া তাহার রক্তাভ অধর স্পর্শ করিয়া, বলিল,"কা'র সুন্দর ঠোঁটদু'খানির মধুর হাসিটি আমার বুকের ভেতর জেগে ওঠে? তোমারই হাসিটি, সমতু, তোমারই হাসিটি।"

সমিতা দুই বাহু দিয়া সমীরের গলা আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কহিল; "যাও, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌চ, আমাকে লোভ দেখাচ্চ; তুমি প্রতিদিনই বাড়ী ফিরতে দেরী কর, আজ শুধু কর নি।" তারপর টেবিলের উপর খোলা বইখানি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "আজ তোমাকে আমি ছাড়্‌ব না; তোমাকে বল্‌তেই হবে, কেন তোমার আস্‌তে দেরী হয়।"

সমীর তামাসা দেখিবার জন্য হাসিয়া কহিল, "তোমাকে ভালবাসি নে কি না, সেইজন্যে—।"

"তা' আমি জানি; জানি ব'লেই কথাটা জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম।" বলার সঙ্গে সঙ্গে এমনি একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সমিতার বুক ফাটাইয়া বাহির হইয়া আসিল যে তাহার শব্দে সমীর চকিত হইয়া উঠিল। সমিতা অপলক নেত্রে অনেকক্ষণ সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার অতি সুন্দর বড় বড় চোখদুইটি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল; সেই অশ্রু তাহার চোখের কিনারা ছাপাইয়া তাহার গাল দুইখানি বহিয়া তাহার বুকের উপর পড়িতে লাগিল। সমিতা চোখ মুছিয়া, সমীরের জানু ছাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাগে মুখ ভেংচাইয়া কহিল, "যে আমাকে ভালবাসে না, তার জানু'র উপর ব'সে থাকবার জন্যে আমার দায় পড়েচে।" বলিয়াই

হাতের বুড়া আঙুল দেখাইয়া উঠিয়া আসিয়া বিছানার উপর বসিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল, "আমার ঘরে আস্‌বারই বা কি দরকার ছিল? যাকে ভালবাস, তার কাছে যাও না।"

সমিতার রাগ দেখিয়া, সমীর মনে মনে হাসিতে লাগিল; চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া, সমিতার পাশে বসিল; দুই বাহুর সস্নেহ বেষ্টনে তাহাকে সাপটাইয়া ধরিয়া কহিল,"আমার ওপর খুব রেগেচ, নয়, সমতু?"

সমিতা রাগে মুখ ফ্যাচকাইয়া, ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিল, "যাও, যাও আর আদর কর্‌তে হবে না।" বলিয়াই প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। পারিবে কেমন করিয়া? সমীর হইল দিক্-বিজয়ী কুস্তিগির পালোয়ান; তাহার হাতের বেষ্টন হইতে মুক্তি পাওয়া কি সোজা কথা? এ যে একেবারে অক্টোপডের* বন্ধনের মত সজোরে। না পারিয়া সমিতা তাকে খামচাইয়া দিতে লাগিল। দুর্ব্বলের অস্ত্র খামচান। শেষে অক্ষম হইয়া, দুই হাত দিয়া সমীরের গাল সজোরে টিপিয়া ধরিয়া, দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, "নির্লজ্জ কোথাকার! আমার কাছে কেন? দুর্ব্বলের ওপর বল দেখিয়ে আর লাভ কি? যে তোমাকে ভালবাসে, তার কাছে যাও না।"

"তার কাছেই তো এসেচি, সমতু, তার কাছেই তো এসেচি।" সমীর সমিতার মুখখানি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার অধর চুম্বন করিতে করিতে আবার বলিল- "তার কাছেই তো এসেচি।" একটু থামিয়া কহিল, "তুমি ছাড়া আমার অন্য গতি নেই।" তারপর ডান হাতের তালু দিয়া সমিতার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া, তাহার মুখের সুমুখে নিজের মুখ আনিয়া, অচঞ্চল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

* অক্টোপড্—সামুদ্রিক জন্তু বিশেষ।

বলিল, "এমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নবনী-কোমল মুখখানি ছেড়ে কোথায় ভালবাসতে যাব, সমতু? ভালবাসতে ইচ্ছেই বা হবে কেন? ফুল্ল কুসুমের মত এমন সুন্দর মুখখানি আর এমন সরল প্রেম-ভরা হৃদয়খানি আমি আর পাবই বা কোথায়? এক এক দিন তুমি যখন ঘুমিয়ে থাক, সমতু, তখন আমি জেগে উঠে নিষ্পলক নেত্রে তোমার এই অতুল্য মনোহর মুখখানি দেখি, মনে হয়, স্বর্গের পারিজাত মর্ত্তে ফুটেচে; মনে হয়, এ জগতে যত যত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আছে, তাই দিয়ে পরমেশ্বর তোমায় গড়েচেন, এ খবর তোমাকে আমি জানতে দিই নে, কাজেই তুমি আমার মনের কথা জান্‌তে পার না।"

এই কথা শুনিয়া, সমিতার হৃদয়ে পুলকের বান ডাকিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসাতে সমিতার অপূর্ব্ব-সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। আনন্দের অশ্রুতে তাহার চোখদুটি চক্‌ চক্‌ করিতে লাগিল। সে মনের এই সানন্দ ভাবটুকু যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া, কহিতে লাগিল, "মিথ্যা কথা কেন আবার বল্‌চ? তুমি নিজেই তো বলেচ, তুমি আমায় ভালবাস না।"

সমীর সমিতার মুখখানি সস্নেহে আবার বুকে চাপিয়া ধরিয়া, জবাব দিল, "সেটা আমার মুখের কথা, সমতু, বুকের কথা নয়; আর সে কথা যে বলেছিলাম শুধু তামাসা কর্‌বার্‌ জন্যে; মুখ যা' বলে বলুক, বুক যে তোমায় চায়, সমতু।"

"তবে ও কথা বল্‌লে কেন?"

"বলেচি তো তামাসা কর্‌বার্‌ জন্যে। তাতে যে এত দোষ হ'বে তা' বুঝতে পারি নি।"

"বোঝাই তো উচিত ছিল; কেন বোঝো নি? যেখানে ভালবাসা যত গভীর, অভিমানও সেখানে তত গভীর; অভিমান ভালবাসার অলঙ্কার।"

"তা তো আজ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম্‌।"

"পার্‌বে বৈ কি; আজ যে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম।" বলিয়াই সমিতা ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; তারপর সমীরের দুই গালে দুইটি চুমু খাইয়া বলিল, "সত্যি বল না, কেন তোমার বাড়ী আস্‌তে দেরী হয়।"

"হাঁসপাতালে কাজ অত্যন্ত বেশী; কাজেই দেরী হয়, সমতু, তা ছাড়া আজ কাল আমার কাজ কিছু বেড়ে গেছে; কারণ কাল মহামান্য গভর্ণর সাহেব, কমিশনার সাহেবকে সঙ্গে নি'য়ে আমাদের হাঁসপাতাল দেখ্‌তে আস্‌বেন; কাজেই, যত তাড়াতাড়ি পারি, আমাদিকে হাঁসপাতাল সাজাতে হচ্চে; এইজন্যে আগেকার কয় দিন ধরে বাড়ী ফির্‌তে আমার অত্যন্ত দেরী হয়েছিল। কর্ত্তব্য যেখানে বেশী, দেরী তো সেখানে হ'বেই, সমতু; কিন্তু আমার মনে হয়, আজ আমি সকাল সকাল বাড়ী ফিরেচি; কারণ, আজ সব কাজ সকাল সকাল শেষ ক'রে ফেল্‌তে পেরেচি।"

"সকাল সকাল শেষ কর্‌লে কেমন ক'রে? ফাঁকি দিয়েচ বুঝি, নয়?" বলিয়াই সমিতা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

সমীর সমিতার গাল টিপিয়া ধরিয়া, চুমু খাইয়া, হাসিয়া বলিল, "ঘরে বসে' একখানি সুন্দর মুখ যদি আমার মন-প্রাণকে ক্রমাগত আকর্ষণ কর্‌তে থাকে, তা'হলে বাইরের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ না ক'রে কি আমি থাক্‌তে পারি?"

"এ কথা বল্‌চ বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তো তোমার বাড়ী ফির্‌তে দেরী হয়। তবে ও কথা বল্‌বার মানে কি?"

"দেরী হয়, সে কথা সত্যি; আচ্ছা, বল্‌তে পার, সমতু, কেন দেরী হয়?"

"আমার বোধ হয়, আমি এর কারণ কিছু কিছু আন্দাজ কর্‌তে পেরেচি ; কিন্তু তা যে ঠিক, এ কথা বল্‌তে পারি নে।"

"তবু বল, কারণটা কি ?"

"আমার বিবেচনা হয়, তুমি মনে কর, ভালবাসা মন-প্রাণকে যেভাবে আকর্ষণ করে, কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগও ঠিক তেমনি ভাবেই মন-প্রাণকে আকর্ষণ ক'রে থাকে।

সমীর সাদরে সমিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া, বলিল, "ঠিক বলেচ, সমিতু, ঠিক বলেচ. আমার এ ধারণা কি ঠিক নয় ?"

"নিশ্চয়ই ঠিক, সে কথা আর বল্‌তে; কর্ত্তব্যের এই উপলব্ধি বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য; কর্ত্তব্যপরায়ণতা মহত্ত্ব-লাভের সোপান। হাঁ, একটা কথা তোমাকে বোল্‌চি শোনো তো; সেদিন রাস্তা দিয়ে যে'তে যে'তে দেখি, অনেক লোক রাস্তার ওপর শু'য়ে রয়েচে; শুন্‌লাম তারা অন্য প্রদেশ হতে সাহায্য পাবার জন্যে এখানে এসেচে। তা'রা দেখ্‌তে শুষ্ক-শীর্ণ; হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে গেছে; পরণে তেল চিটে শতভালি কিট্‌কিটে কাল কাপড়; গায়ে চট্ হ'য়ে ময়লা পড়ে গেছে; তাদের দেখে দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল।" বলিতে বলিতে সমিতার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সমিতার গলায় একগাছি হীরার হার ছিল। সে সেই গাছটি গলা হইতে খুলিয়া, সমীরের হাতে দিয়া বলিল, "দেখ, এই হারগাছটি বিক্রী ক'রে যে টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকা তা'দিকে দিও।" বলিয়া সমীরের ডা'ন হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমার কাছে আমার এই সানুনয় অনুরোধ; এ অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তেই হবে।"

"তা না হয় রাখ্‌ব; কিন্তু—!" সমিতা হাত দিয়া সমীরের মুখ

চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমাকে আমি 'কিন্তু' বল্‌তে দেবো না, এর মধ্যে 'কিন্তু' নেই; আমি যা' বলেচি, তোমাকে তা করতেই হ'বে; তোমার কোন ওজর আপত্তি শুনব না।"

"তা না হয় শুনো না; কিন্তু দেখচি তোমার গহনা-গাঁটি যা কিছু ছিল, সবই তো তুমি গরীব-দুঃখীকে দান করেচ; ছিল কেবল এই হারগাছটি, তা'ও দিয়ে দেবে? তাহ'লে আর তোমার নিজস্ব থাকবে কি?

"নাই বা থাকল, তা'তে কি।" বলিয়াই সমিতা সেই খানেই নতজানু হইয়া গলায় কাপড় দিয়া মাথা নত করিয়া দার্শনিকের উদ্দেশে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমাদের পরম পূজ্য মহাপ্রাণ গুরু (দার্শনিক) তো আছেন; তিনিই যে আমাদের অতুল সম্পদ; তাঁর চেয়ে বড় সম্পদ আমরা আর কি আশা করতে পারি; তিনি কি বলেন? বলেন, যাঁরা প্রকৃত ধনী, তাঁরা দয়া দাক্ষিণ্যে ব্যয় করে একেবারে কপর্দ্দকহীন; দান ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হওয়াই তো আসল ধনীর কাজ; আমরা যে গুরুর কৃপারপাত্র, তাঁর মত অনুসারে গরীব হ'তে চেষ্টা করাই তো আমাদের উচিত।"

বলা বাহুল্য সমীর সমিতাকে পরীক্ষা করিতেছিল; তাহার কথায় সে মোহিত হইয়া গেল; আরও মোহিত হইতে তাহার ইচ্ছা হইল, তাই সে আবার পরীক্ষার ছলে বলিল, "সৌন্দর্য্য স্ত্রীলোকের বড় আদরের জিনিস, অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য বাড়ে, এতো তুমি জান, তবে তুমি স্বেচ্ছায় সব অলঙ্কার গরীব দুঃখীর জন্যে দান করচ কেন! বোধ করি, এই হার গাছটি গেলেই তুমি একেবারে অলঙ্কার-শূন্য হবে"।

সমিতা মহা আনন্দে হাসিয়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া বলিল; "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক; একেবারে সব অলঙ্কার

যাবে, তা হলেই আমার আপদ যাবে ; তা হলেই আমি প্রকৃত ধনী হতে পারবো ; দানই প্রকৃত ধনাঢ্যতা ; দানই মহৎগুণ ; আর গুনই প্রকৃত সৌন্দর্য্য ; অলঙ্কার দিয়ে দেহ সাজানর থেকে গুণদিয়ে মন সাজান ঢের বড় সৌন্দর্য্য।"

সমিতার শেষের কথাগুলি যেন মূর্ত্তিমান আনন্দ হইয়া সমীরের চোখের সুমুখে নাচিতে লাগিল ; বস্তুতঃ তার এত আনন্দ হইয়াছিল যে তাহার চোখের পাতা অশ্রুতে ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল ; সে তখন সমিতার গুণের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু আনমনা হইয়া পড়িয়াছিল ; তাহা দেখিয়া সমিতা হাত দিয়া তাহার দিকে সমীরের মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "আমার মায়ের দেওয়া যে ৫০০০০৲ টাকা তোমাকে ব্যাঙ্কে জমা দিতে দিয়েছিলাম, তা জমা দেওয়া হয়েচে তো ?"

সমীর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হয় নি, সন্তু ; সে টাকাটা আমি গরীব-দুঃখীর ঔষধ পথ্যে খরচ ক'রে ফেলেচি ; ভয় নেই ; দাদার কাছ হ'তে টাকা চেয়ে নিয়ে তোমার এ দেনা শোধ ক'রে দেবো।"

দেনা-শোধের কথা শুনিয়া সমিতার ভারি রাগ হইল ; সে সজোরে সমীরের গাল টিপিয়া দিল ; সমীর গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "উঃ বাপরে ! এই ভাবে কি গাল টিপে দিতে আছে, সন্তু ? জ্বলে পুড়ে ম'রে যাচ্ছি যে ; বেশ যা-হোক্ তোমার আক্কেল।"

"আক্কেল হবে না কেন শুনি, ম'শাই ? আক্কেল পেলেই আক্কেল দিতে হয় ; দেনা-শোধের কথা তুলে আমাকে আক্কেল দিয়েচ, তাই গাল টিপে তোমাকেও আক্কেল দিয়েচি। আমার টাকা তুমি খরচ করেচ—এতে দেনাশোধের কথা আসে কোত্থেকে, আমারই তো তোমার, তোমারই তো আমার। যাক্, একথা এখন থাক্ ; হাঁসপাতালের ইতিহাস বল শুনি।"

সমীর বলিতে লাগিল, "আমাদের এখনকার হাঁসপাতাল প্রথমে ছিল

একটি দাতব্য চিকিৎসালয়; আমাদের প্রপিতামহ তা' স্থাপন ক'রে যান, শুধু আমাদের প্রদেশে নয়, যত প্রদেশে যত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাদের মধ্যে ছিল এইটি সব চেয়ে বড়; তুমি জান, দাদার অন্তর ভারি কোমল; রাস্তায় গৃহহীন রুগ্ন লোকদের শুয়ে থাকৃতে দেখে তিনি মনে মনে ভারি কষ্ট পেতেন; যে অন্তর অতি কোমল, পরের দুঃখে তা কাতর তো হবেই; আর যিনি পরের দুঃখে কাতর হন, প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তিনি দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা করেন; কাজেই এই দাতব্য চিকিৎসালয়টীকে তিনি হাঁসপাতালে পরিণত কর্‌লেন; গৃহহীন রুগ্ন লোকদের চিকিৎসা করা তো বটেই, তা ছাড়া এ হাঁসপাতালের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে; সেটি এইঃ—আজ-কাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েচে; এর ফলে দিন দিন নূতন নূতন ঔষধ ও চিকিৎসা-প্রণালী বা'র হচ্চে; এই সব নূতন নূতন জিনিস প্রচলন ক'রে তিনি রোগ-ভোগের জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতে চান; ঐ হাঁসপাতালের সংলগ্ন অনেক জায়গা ছিল; তা খুব বিস্তীর্ণ; এই জায়গায় চিকিৎসার অনেক বিভাগ বাড়িয়ে তিনি এই হাঁসপাতালটিকে একটি খুব বড় হাঁসপাতালে পরিণত করেচেন; আমাদের প্রদেশের গভর্ণর সাহেব স্বয়ং (যিনি এখনকার গভর্ণর সাহেবের পিতা) এই হাঁসপাতাল উদ্বোধন করেন; সেই দিন তিনি বলেছিলেন,'এত বড় হাঁসপাতাল জগতের আর কোথাও নাই; আর আমি যে এর উদ্বোধনের কাজ করেচি এতে আমি নিজেকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত ব'লে মনে করচি; এর মধ্যে চিকিৎসার সব বিভাগই আছে; এখানে চিকিৎসার জন্যে সব রকমের রোগীকে ভর্ত্তি ক'রে নেওয়া হয়; সুব্যবস্থার জন্যে প্রত্যেক বিভাগই একজন ইউরোপীয় সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টের হাতে রাখা হয়েচে; তাঁরা সংখ্যায় ৬০ জন; আর তাঁদের সকলের উপর একজন জেনারেল সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট্ আছেন।"

সমিতা জানিত সমীরই জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; তবু সে ন্যাকা সাজিয়া তামাসার ছলে বলিল, "জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম কি তুমি জান!" বলিয়াই সে সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

"আমরা কোন জিনিস জানি কি জানি না, আমাদের ভাবভঙ্গি দেখ্‌লে তা বেশ বুঝতে পারা যায়; তুমি যে ভাবে হাসচ, সন্তু, তা হ'তে আমার বেশ বোধ হচ্চে তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি নিজেই জান! সে যাহোক, এখন শোন, কোন্ রকমের রোগীকে হাঁসপাতালে নেওয়া হয়; যারা গৃহহীন, সহায়-সম্পত্তি-হীন, অকর্ম্মণ্য ও অকেজো এমন যে সব রোগী তাদিকেই প্রথমে নেওয়া হয়; ঐ সব রোগীকে নেওয়ার পর যদি কোন জায়গা খালি থাকে, তাহলে ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের রোগীদিকে নেওয়া হয়।"

"এ ব্যবস্থাটি অতি সুন্দর; এতে আমাদের মহাপ্রাণ অগ্রজের মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর লক্ষ্য অতি মহৎ; আর মহৎ লক্ষ্য থাকলে মহৎ কাজই করা যায়; আবার কাজ হতেই মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি হাঁসপাতাল স্থাপন করেচেন, এ হ'তে বুঝতে পারা যায়, তাঁর চরিত্র কত মহৎ; আর তিনি যে বিশ্বপ্রেমিক এই প্রতিষ্ঠানটিই হলো তার প্রমান; কিন্তু ধনী হোক্ গরীব হো'ক্ এ বিচার না ক'রে বিশেষ বিশেষ রোগীদের (Emergent Cases) নেবার ব্যবস্থা আছে কি?"

"নিশ্চয়ই আছে; তা তোমাকে বল্‌তে ভুলে গেছি; একটি জিনিস এখানে বিশেষ ভাবে বলা দরকার; সেটি হচ্চে দাদার চিকিৎসা-নৈপুণ্য; সত্যি কথা বল্‌তে কি আমাদের হাঁসপাতালে মৃত্যুরই মৃত্যু হ'য়েচে। এখানে একজন রোগী আছেন, সব ডাক্তারই তাঁর রোগ দেখে

অনারোগ্য মারাত্মক ব'লে স্থির করেছিলেন ; কিন্তু দাদা নিজের আবিষ্কৃত একটি চিকিৎসা-প্রণালীতে তাঁকে একেবারে আরোগ্য করে ফেলেচেন ; এই খানে বলে রাখি, মহামান্য গভর্ণর সাহেব যে আস্‌চেন তার বিশেষ একটি কারণ আছে ; কারণটি কি জান ! হাঁসপাতালের যে রোগীটির কথা বল্‌লাম, তিনি ইউরোপীয়ান ও গভর্ণমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ; তাঁর রোগ আরগ্যের সম্বন্ধে দুই চার কথা বল্‌বার জন্যে তিনি মহামান্য গভর্ণর সাহেবকে হাঁসপাতাল-পরিদর্শনে আসতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেচেন ; এই ইউরোপীয়ান রোগীটির রোগের ইতিহাস কিছু বিস্ময়কর ; এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরই তিনি স্বদেশে চলে গিয়েছিলেন ; তিনি বলেন, ইউরোপ মহাদেশে ও ইংল্যাণ্ডে এমন কোন বড় হাঁসপাতাল নেই যেখানে তিনি চিকিৎসা না করিয়েচেন ; আর সেখানে এমন কোন নামজাদা ইউরোপীয় ডাক্তার নেই যিনি তাঁর চিকিৎসা না করেচেন ; কিন্তু কোথাও কোন ফল পান নেই ; শেষে সকলেই একমত হয়ে বলেচেন্, রোগটি অনারোগ্য ও মারাত্মক ; তাঁদের কথা শুনে তিনি হতাশ হয়ে গেলেন ; ইউরোপ হতে ভারতবর্ষে চলে এলেন ; তারপর এখানে এসে শুন্‌লেন আমার দাদা সুন্দর চিকিৎসা করেন ; এই শুনে তিনি তাঁর হাঁসপাতালে রোগী হিসেবে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন ; তিনি এখন অসঙ্কোচে বল্‌চেন, 'আমি সম্পূর্ণ নীরোগ'। এই রোগীটিকে আরও দিনকয়েক হাঁসপাতালে থাক্‌তে হবে ; তাঁর ইচ্ছা এই হাঁসপাতালে থাক্‌তে থাক্‌তেই তিনি গভর্ণর সাহেবকে দাদার বিস্ময়কর সুন্দর চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন ; আর তিনি মাননীয় লাট বাহাদুরকে একখানি পত্র দিয়েচেন, এই পত্র পড়ে তিনি হাঁসপাতাল পরিদর্শন করতে আস্‌চেন। এই রোগীটির নাম মিঃ অ্যাণ্ডারটন্ ; তিনি গভর্ণর সাহেবের সহাধ্যায়ী বন্ধু।" বলিয়া সমীর হাসিয়া

কহিল, "তোমার জন্যে যে এতটা বক্‌লাম্ তার পারিশ্রমিক দাও, সন্তু।"

পারিশ্রমিক মানে কি সমিতা তাহা বুঝিল; আর সমীরের কথা শুনিয়া তাহার গাল দুইখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল; সলজ্জ রক্তিম মুখখানি সমীরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "পারিশ্রমিক আদায় করে নাও।"

সমীর সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল; তখন সমিতা কহিল, "পারিশ্রমিক তো আদায় হলো ; এইবার বল মহামান্য গভর্ণর সাহেব কাল কখন আসবেন।"

"কাল সকালে ৯টার সময় ;"

"তিনি পরিদর্শনে আসার পর যা যা ঘটবে, সব আমাকে বলতে হবে সন্তু।"

সমীর তামাসা করিয়া বলিল, "যদি বেশী পারিশ্রমিকের আশা থাকে তা হ'লেই মহারাণীর আদেশ পালন করা হবে, তা কিন্তু ব'লে রাখ্‌চি, তোমাকে মহারাণী বললাম ব'লে বিস্মিত হোয়ো না যেন, সন্তু; সত্যি কথা বোল্‌তে কি, ভাই, স্ত্রী স্বামীর হৃদয়-মস্‌নদ অধিকার ক'রে বাস্তবিকই তার কাছে মহারাণী হয়; স্বামী এ কথা যতই অস্বীকার করুক না কেন এ কথা সত্যি।"

সমিতা হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, "বোধ করি অনেক গবেষণার পর এ সত্যটা আবিষ্কার করেচ; এতে আমি ভারি খুসি হ'য়েচি; তবে আমি তোমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করচি, এমন অলস অকেজো গবেষণায় তুমি তোমার সময় আর বৃথা নষ্ট কোরো না যেন।"

সমীরও হাত যোড় করিয়া বাঁ দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া তামাসা করিয়া জবাব দিল, "মহারাণীর আদেশ শিরোধার্য্য; আপনার আদেশ আমি বিনা ওজরে অক্ষরে অক্ষরে পালন কোর্‌বো; নইলে আপনার কু-নজরে

পড়্‌বো; তাহ'লেই সমূহ বিপদ; পারিশ্রমিকের আশা ভরসাটাও থাকবে না; হয়ত কেবল মুখ-নাড়াই খেতে হবে; তা হ'লেই একেবারে হাড়ীর হাল আর কি।"

পরদিন সমীর খুব সকালে উঠিল; প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সে আবার শুইবার ঘরে ঢুকিল; দেখিল সমিতা তখনও ঘুমাইতেছে; নূতন বিবাহের পর রাত্রি-জাগাটাও বেশী হয়; কাজেই উঠিতেও বিলম্ব হয়; সমিতারও তাহাই হইয়াছিল; সেইজন্য তাহাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না; তবে তাহার একটু ভাবা উচিত ছিল, বাড়ীতে ননদ নন্দাই আছে; সে যাহা হউক, সমীর দেখিল, ফুল্ল কুসুমটির মত সমিতার সুন্দর সুকুমার মুখখানি যেন ঘরখানি আলো করিয়া ফেলিয়াছে; চুমু খাইতে তাহার ভারি লোভ হইল; তাই সে মাথা নত করিয়া যেমন তাহাকে চুম্বন করিল অমনি তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সেও ছাড়িল না, সমীরকে চুম্বন করিল; এই ভাবে চুম্বনের প্রাতরাশ শেষ করিয়া সমীর ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল; তারপর চলিতে চলিতে ঘাড় বাঁকাইয়া পিছন দিকে চাহিয়া তাহার 'সন্তরে' অতি লোভনীয় মুখখানি বার বার চুরি করিয়া দেখিতে দেখিতে সে ত্রিতল হইতে নীচে নামিয়া আসিল; রাস্তায় আসিয়া একটু তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল; একটু অগ্রসর হইয়া যেমন সে পিছন দিকে চাহিল, অমনি দেখিতে পাইল তাহার স্নেহের সমিতা ত্রিতলের ঘরের জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার সতৃষ্ণ চোখের সপ্রেম দৃষ্টি ঠিক তাহারই পিঠের উপর নজর করিয়াছে; নস্য লওয়ার ছলে সমীর সেইখানে দাঁড়াইল; পকেট হইতে নস্যের ডিবা বাহির করিয়া হাতে একটু নস্য ঢালিয়া নাকে সোঁ-সোঁ শব্দে টানিয়া লইতে লাগিল; আর সঙ্গে সঙ্গে সমিতার সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিল এবং নিজের মুখ দেখাইয়া তাহার দেখার

পিপাসাও দূর করিতে লাগিল; কিছুক্ষণ দেখার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে হাঁসপাতালের দিকে চলিল; তবে পিছন দিকে বার্ বার্ চাহিয়া সবিতার মুখখানি দেখিতে সে ছাড়ে নাই।

মহামান্য গভর্ণর সাহেব হাঁসপাতাল দেখিতে আসিবেন, এই উপলক্ষে সেদিন সকালে হাঁসপাতালের দৃশ্যটি অতি সুন্দর দেখাইতেছিল; সকলেই জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হাঁসপাতাল সাজানর বাহাদুরির জন্য ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল; একমুখ হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, সাজান হয়েচে বটে হাঁসপাতালটি; একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়; চোখের পাতাটি পড়তে চায় না; বেঁচে থাকুন জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; তাঁর যশ-সম্মান শত-সহস্রগুণ বেড়ে যা'ক; তিনি নিজেও অসাধারণ সুন্দর; সাজিয়েছেনও বড় সুন্দর; দেখচি যাঁর রূপ আছে তিনি রূপ ফুটিয়ে তুলতেও পারেন।"

ঠিক ৯টার সময় একখানি সুদৃশ্য গাড়ী হাঁসপাতালের প্রাঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিল; ইহা দেখিয়া দার্শনিক বুঝিতে পারিলেন মাননীয় লাট সাহেব বাহাদুর আসিয়াছেন, গাড়ী থামিলেই আগাইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন; গভর্ণর সাহেব অসামান্য সুন্দর; ইংলণ্ডের একটি অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার মুখখানি অতি মনোহর; আর তাঁহার মন তাঁহার চেয়েও মনোহর; সুপুরুষের পাশে যখন সুপুরুষ আসিয়া দাঁড়ায় সে দৃশ্য সাধারণ লোকের চোখে অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়; দার্শনিকও অতুল্য সুন্দর; আবার গভর্ণর সাহেবও অতি সুন্দর; উভয়ে যখন পাশাপাশি দাঁড়াইলেন তখন সে দৃশ্য সকলের কাছেই অতি আনন্দকর বলিয়া বোধ হইল; গভর্ণর সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইতেই দার্শনিক তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানে আপ্যায়িত করিলেন; তারপর তাঁহাকে চিকিৎসার এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে

লইয়া যাইয়া হাঁসপাতালের বৈশিষ্ট্য একের পর একটি করিয়া দেখাইতে লাগিলেন; এইভাবে সব বিভাগই দেখান শেষ হইল; তারপর যে কামরায় সেই ইউরোপীয় রোগিটি ছিলেন সেই কামরায় তাঁহাকে লইয়া গেলেন; যখন গভর্ণর সাহেব তাঁহার বিছানার পাশে আসিলেন, তখন দুইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট চেয়ার তাঁহাদের দুই জনের জন্য আনা হইল; দুই জনে আসনে বসিলে, মিঃ অ্যাণ্ডারটন্ দুই জনের সঙ্গে করমর্দ্দন করিলেন. গভর্ণর সাহেব পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, নড়া-চড়া করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ; কাজেই তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, না, মিঃ অ্যাণ্ডারটন্, আপনি উঠবেন্ না; ওঠা-বসা বা নড়া-চড়া করা আপনার উচিত নয়; আপনার চিকিৎসকের মত অনুসারে চলাই কর্ত্তব্য; নইলে খারাপ হ'তে পারে; এমন কি মারাত্মকও হ'তে পারে; রোগে প'ড়ে যিনি তাঁর চিকিৎসকের কথা না শোনেন, তিনি এক রকম মৃত্যুকেই ডে'কে আনেন এ কথা বলাই বাহুল্য।"

দার্শনিক তাঁহার ভুবনমোহন মুখখানি তুলিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য; তবে আমার এখানে আপনাকে বলা উচিত, তাই বলচি, মিঃ অ্যাণ্ডারটন্ এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ; এখন চলা-ফেরা কর্‌লে তাঁর স্বাস্থ্যের কোন হানি হবে না।"

গভর্ণর সাহেব হাসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা শুনে আমার ভারি আনন্দ হচ্চে; দেখ্‌তে পাচ্চি আপনার চিকিৎসা অপূর্ব্ব; আমি জানি মিঃ অ্যাণ্ডারটনের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল; সেই নষ্ট স্বাস্থ্য আরোগ্য হলো কেমন ক'রে? বুঝ্‌তে পেরেচি—আপনার চিকিৎসার গুণেই এমন হোয়েচে; আপনার চিকিৎসা তো নয়, যেন ইন্দ্রজাল।"

মিঃ অ্যাণ্ডারটন্ বলিলেন, "আমি সবেমাত্র কথা বল্‌তে আরম্ভ

করচি; প্রথমেই ব'লে রাখি মরণেরও মরণ আছে; তার মানে বলতে চাই যমেরও যম আছে; আমার যে রোগ হয়েছিল তা যে মারাত্মক তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই; আমি এমন রোগ হতেও মুক্ত হয়েচি; তাই এ কথা বলতে সাহস করচি; মৃত্যু আমাকে ধ'রে এমনি টানাটানি সুরু করেছিল যে আমি আমার কবরের কিনারায় এসে পড়ে এক পা তার ওপর রেখেছিলাম; অপর পাটিও তার ওপর রাখ্‌তে যাব এমন সময় দার্শনিক তাঁর বিস্ময়কর সুচিকিৎসার বলে সজোরে আমাকে সেখান হ'তে টেনে তুলে ফেল্‌লেন; হাঁ, চিকিৎসার মত চিকিৎসা বটে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "চিকিৎসা যেখানে খুব ভাল, মৃত্যুকে সেখান হ'তে ভাগ্‌তে হবেই হবে।"

"আপনি যা বল্‌চেন, মিঃ অ্যাণ্ডারটন্, একথা একেবারে অতি সত্যি; খাবারের আশা থাক্‌লেও, মৃত্যুকে কখন কখন উপোষ ক'রে থাকৃতে হয়।"

দার্শনিক কহিলেন, "আমার মনে হচ্ছে, মিঃ অ্যাণ্ডারটন, আপনি আমাকে অত্যন্ত বাড়াচ্চেন; আমাতে যে গুণ আরোপ করচেন তা আমাতে নেই; আপনার রোগের ভেতর কোন জটিলতা ছিল না, তাই আমার মত নগণ্য চিকিৎসকও—।"

গভর্ণর সাহেব দার্শনিকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বাধা দিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "নগণ্য চিকিৎসক! আপনি কি বল্‌চেন, দার্শনিক।" মিঃ অ্যাণ্ডারটনের বিছানার উপর সজোরে একটি মুষ্টির আঘাত করিয়া জোর গলায় বলিলেন, "আপনি যদি বাইবেল হাতে ক'রে শপথ ক'রে বলেন, তাহ'লেও আমি একথা বিশ্বাস করবো না। আমার পারিবারিক চিকিৎসায় নিযুক্ত যে সব চিকিৎসক আছেন তাঁরা সকলেই শতমুখে আপনার প্রশংসা করেন; বলেন, 'আপনার মত সুচিকিৎসক দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না;' তাঁদের বল্‌বার কারণ এই—

ইউরোপের বড় বড় নামজাদা চিকিৎসক যে রোগকে অনারোগ্য ব'লে হাতে নিতে সাহস করেন না, আপনি সেই সব রোগের চিকিৎসা ক'রে সারিয়ে দেন; কাজেই তাঁরা আপনাকে সব চেয়ে বড় চিকিৎসক বলেন; তাঁদের কথার কি কোন দাম নেই আপনি বলতে চান ?" তার পর তর্জ্জনী কাঁপাইয়া দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই আছে; আপনি নিজের প্রশংসা শুনতে না চান সে আলাদা কথা; তবে আমাদিকে তো সত্যি কথা বল্‌তেই হবে।" মিঃ অ্যাণ্ডারটনের সমর্থন পাইবার আশায় তাঁহার দিকে চাহিয়া ঘাড় নড়াইয়া বলিলেন, "কি বলেন, মিঃ অ্যাণ্ডারটন্।"

একে মনসা, তাহার উপর ধূনার গন্ধ; একে মিঃ অ্যাণ্ডারটন্, তাঁহার কাছে আবার দার্শনিকের প্রশংসা: এমনিই তো মিঃ অ্যাণ্ডারটন্ দার্শনিকের প্রশংসা করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন; তাহার উপর তিনি আবার এ বিষয়ে গভর্ণর সাহেবের উৎসাহ পাইলেন; আর যায় কোথা; তাঁহার বিছানার কাছে একখানি টেবিল ছিল; তিনি দুম্ করিয়া টেবিলের উপর সজোরে এক কিল মারিয়া তাহা ফাটাইয়া ফেলিবার জো করিয়া মহা উৎসাহে কহিলেন, "আলবৎ সত্যি কথা বল্‌তে হবে; আমরা তো কারো অপেক্ষা রাখ্‌বো না; যা সত্যি তা অকপটে ব'লে যাবো; গভর্ণর সাহেব ঠিকই বলেচেন, আমিও তো বলি তাই; গুণ কখন কি চেপে রাখা যায়? চাপা থাক্‌বে কেন; অতি গুরুভার অনাদরের বোঝা গুণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে চাপবার চেষ্টা করলেও সে তাকে ফুঁড়ে মাথা খাড়া ক'রে উঠে পড়বেই; গুণকে চাপবার চেষ্টা আপনার ভুল হোচ্চে, দার্শনিক।"

গভর্ণর সাহেব কহিলেন, "সত্যিই তাই।"

এইভাবে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইল; পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা

হইয়াছিল গভর্ণর সাহেবকে লইয়া একটি সভা করা হইবে; তাই তাঁহারা তিন জনেই হাঁসপাতালের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে হলঘর ছিল সেইখানে গেলেন; দেখিতে দেখিতে হলঘরখানি শ্রোতার জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল; সকলের চেষ্টা—সুমুখের গ্যালারিতে বসিব; তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ির আর অন্ত নেই; পিল্-পিল্ করিয়া আসিয়া শ্রোতার দল পরস্পর পরস্পরকে দলিত পিষ্ট করিয়া অগ্রসর হইয়া গ্যালারিতে বসিতে লাগিল; তাহাদের মনের ভাবটা এই—গভর্ণর সাহেবের সম্মুখে বসিতে পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা। সকলেই স্থান দখল করিয়া বসিলে, সুবাগ্মী গভর্ণর সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের কোলাহল থামিয়া গেল; হল তখন স্তব্ধ নীরব; ছুঁচটি পড়িলেও তাহার শব্দ শোনা যায়; মহামান্য লাট সাহেব বাহাদুর কহিলেন, "অপর সকল চিকিৎসকের বিবেচনায় যে রোগ অনারোগ্য, যিনি সেই রোগ আরোগ্য করেন, তিনি সকলকেই বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে তোলেন, আর আনন্দের লহরে আমাদের মনকে আপ্লুত ক'রে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হন; যে চিকিৎসক রোগ সারা'তে সিদ্ধ-হস্ত, সত্যি কথা বলিতে কি, তিনিই সবচেয়ে বড় যোদ্ধা; মৃত্যুর অনিবার্য্য আক্রমণ যিনি ব্যর্থ করতে পারেন, তাঁর চেয়ে বড় যোদ্ধার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব; আমরা ইতিহাসে বড় বড় যোদ্ধার কথা শুনি; তাঁরা মানুষ মেরে যোদ্ধা; আর আমি যে যোদ্ধার কথা বলচি তিনি মানুষকে বাঁচিয়ে যোদ্ধা; তাহ'লে বড় যোদ্ধা কে? মানুষ মারা বীরত্ব, না মানুষ বাঁচান বীরত্ব; এই দুঃখ-কষ্ট-ময় মরণশীল জগতে প্রাণ বাঁচানই বেশী বীরত্ব; প্রাণ নেওয়া নয়।" (শ্রোতাদের সহাস্য করতালি)। আনন্দে দার্শনিককে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে সুশ্রী সুন্দর ব্যক্তি আমার পাশে ব'সে রয়েচেন দেখতে পাচ্চেন,

ভদ্রমহোদয়গণ, ইনি হচ্চেন ধর্ম্মের ক্ষেত্রে মহাপুরুষ ; আবার কর্ম্মের ক্ষেত্রেও মহাবীর ; মহাবীর, কারণ মানুষের সাধারণ শত্রু মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে হারিয়ে দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেন ; আবার এই জন্যেই ইনি সব চেয়ে বড় দাতা ; জগতে সব চেয়ে বড় দান কি ? যা নেওয়া যেতে পারে অথচ দেওয়া অসম্ভব এমন জিনিস দেওয়াই সব চেয়ে বড় দান ; এমন জিনিস কি ? প্রাণ ; আমাদের মহাবীর মহাদাতা দার্শনিক এই অপ্রাপ্য বস্তুই আমাদিকে দিয়ে থাকেন ; কাজেই তাঁর যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি আমরা মনে কল্পনাও কর্‌তে পারি না ; আবার ভাষাতেও বলতে পারি নে ; যা ভাষার অতীত, ভাবের অতীত, মানুষের অভিধানে তার কোন আখ্যা নেই ; একথা ধ্রুব সত্য, ভদ্র মহোদয়গণ, মৃত্যু অতি ভয়াবহ তস্কর ; এ শত্রু এত হিংস্র যে স্নেহময়ী জননীর কোল হ'তে তাঁর স্নেহের সন্তানকে কেড়ে নিয়ে যায় , স্ত্রীর বুক হ'তে তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ; মৃত্যুর অত্যাচারে একটা না একটা পরিবারের সুখ শান্তি প্রতিদিনই নষ্ট হচ্চেই হচ্চে ; এমন শত্রুর হাত হ'তে রক্ষা পাবার উপায় কি ? সুচিকিৎসা , কেবল সুচিকিৎসাই মৃত্যুকে মারতে পারে ; আমাদের মহাপ্রাণ দার্শনিক এই দুষ্প্রাপ্য বস্তু চিকিৎসাকে আয়ত্ত ক'রে ফেলেচেন ; কাজেই তিনি আমাদের আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।" পকেট হইতে হীরার একটি মূল্যবান্ মেডেল বাহির করিয়া মহামান্য গভর্ণর সাহেব দার্শনিকের গলায় পরাইয়া দিলেন। গভর্ণর সাহেবের আরও অনেক কিছু বলিবার ও করিবার ছিল ; কিন্তু সময়ের অভাবে তাহা তিনি পারিলেন না।

হাঁসপাতাল হইতে যাইবার সময় মাননীয় লাট সাহেব বাহাদুর দার্শনিককে কহিলেন, "বোধ করি আমি এখান হ'তে যাওয়ার পরই কমিশনার সাহেব আস্‌বেন্ ; আমার সঙ্গে তাঁর আস্‌বার ইচ্ছা ছিল,

কিন্তু কাজের ভিড়ে তিনি আস্‌তে পারেন নেই।" গভর্ণর সাহেব চলিয়া যাওয়ার মিনিট কয়েক পরেই কমিশনার সাহেবের গাড়ী হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; গাড়ীখানি থামিবামাত্রই একজন দীর্ঘকায় সবল ও অতি সুন্দর ইংরাজ ভদ্রলোক তাহা হইতে নামিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে দার্শনিকের সহিত করমর্দ্দন করিলেন; মিঃ উইলসন্‌ও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন; কমিশনার সাহেবের নাম সার্ টেলার্; সার্ টেলারের সহিত কথা বলিতে বলিতে সহসা মিঃ উইলসন বলিয়া উঠিলেন, "দার্শনিকের মত মহৎ লোক আমি তো জীবনে কখনও দেখি নেই; মহত্ব আর স্বার্থশূন্যতায় তিনি আমাদের প্রভু যীশুর সমান।" তারপর কুসীদজীবীর ব্যাপারটা আগাগোড়া তাহাকে শুনাইলেন; শুনিয়া সার্ টেলার্ দার্শনিকের দিকে চাহিলেন; তাঁহার দুই চোখ দিয়া সম্মান আর প্রশংসা যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; তিনি কহিলেন, মিঃ উইল্‌সনের কাছ হ'তে যা শুনলাম তা হ'তে আমার বেশ ধারণা হয়েচে— "আপনি প্রেমের অবতার।"

দার্শনিক হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করচি, সার্ টেলার্, আপনি মিঃ উইল্‌সনের কথা শুনবেন না; মিঃ উইল্‌সন্ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন; কাজেই সব সময়ে তিনি আমার দাম বাড়ান।"

সার্ টেলার জবাব দিলেন, "স্বীকার করি, মহাপ্রাণ দার্শনিক, মিঃ উইল্‌সন্ আপনাকে ভালবাসেন; কিন্তু আপনি তো জানেন ভালবাসার একটা কারণ আছে; প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় ভালবাসা গুণজ।"

মিঃ উইল্‌সন্ আনন্দে তর্জ্জনী নাচাইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক বলেচেন, সার্ টেলার; আপনার কথাটাই আমি একটু ঘুরিয়ে বল্‌চি; ভালবাসা হেতুজ, কেহ রূপের জন্যে ভালবাসে, কেহ গুণের

জন্যে ভালবাসে ; এমনি সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় ভালবাসার একটা না একটা কারণ আছেই।"

এইভাবে তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে দার্শনিক তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় রোগীদের ওয়ার্ডে লইয়া গেলেন ; সার্ টেলার্ এখানে আসিয়া একটি কেবিনে একজনকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়াই মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো মিঃ স্মিথ, তুমি এখানে!" তার পর গট্‌-গট্‌ শব্দে তাঁহার বিছানার নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত কর-মর্দ্দন করিয়া ফেলিলেন ; মিঃ স্মিথ সার টেলারের খুড়তুত ভাই ; তিনি যে এই হাঁসপাতালে আসিয়াছিলেন সে খবর সার টেলার জানিতেন না।

"এসেচি তাই বেঁচেচি—নইলে ম'রে কবরের ভেতর পচে থাক্‌তাম।" তাবপরই মহা আনন্দে মাথা নাড়িয়া বিনা প্রশ্নে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ, চিকিৎসক বটেন আমাদের মহাপ্রাণ দার্শনিক, সুচিকিৎসক যাকে বলে এমন চিকিৎসক ; বুড়ো হ'য়ে গেলাম, গোঁপ দাড়ি পেকে গেল, কিন্তু দার্শনিকের মত সুচিকিৎসক তো কৈ আর কোথাও দেখতে পেলাম না ; মাত্র একবার রোগীর দিকে চাইলেই তার রোগ-নির্ণয় শেষ হ'য়ে যায়! কিন্তু অন্য অন্য ডাক্তাররা কি করেন? ২০।২২ মিনিট ধ'রে রোগীর বুকে-পিঠে স্টিথস্‌কোপ বসিয়ে পরীক্ষা ক'রে জিভ্ দে'খে—পিলে যকৃত টিপে তাকে জেরবার ক'রে ফেলেন ; এতেও আবার সময়ে সময়ে রোগ নির্ণয় হয় না ; তার স্পুটাম একজামিনেশন্, তার ব্লাড একজামিনেশন্, তার ইউরিন্ একজামিনেশন্, ইত্যাদি ইত্যাদি এক্‌জামিনের ঠেলাতেই অস্থির ; আমাদের দার্শনিকের কিন্তু ও সব বালাই একেবারেই নেই ; বেশীর ভাগ কেসেই রোগীর দিকে চেয়েই উনি রোগ নির্ণয় ক'রে ফেলেন ; তবে কোন কোন কেসে হয়তো মিনিট ৩।৪ ধ'রে স্টিথস্‌কোপ দিয়ে পরীক্ষা করেন ; নাড়ীটা এক

মিনিট একটু দেখ্‌লেন ; বাস্, তার রোগ দেখা হ'য়ে গেল ; তারপর রোগ আর যায় কোথায় ; একেবারে সমূলে শেষ।"

কথা শুনিয়া সার্ টেলার্ সবিস্ময়ে মিঃ স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; দেখিয়া মিঃ স্মিথ কহিলেন, "বিস্মিত হচ্চ, সার টেলার্ ; কিন্তু আমি যা বলেচি তা সম্পূর্ণ সত্যি ; উদাহরণ চাও দিতে পারি ; তুমি তো জান, সার্ টেলার্, আমি কি ভাবে ভুগ্‌ছিলাম ; সব চিকিৎসকই বলেছিলেন আমার রোগ নির্ণয় করা ভারি কঠিন ; কিন্তু আমাকে একবার দেখেই দার্শনিক আমার রোগ ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন ; এখন আমি সম্পূর্ণ নীরোগ ; অথচ সব ডাক্তারই আমার রোগ নির্ণয় করতে না পারলেও আমাকে দেখে ভয়ে মুখ কাঁচিমুচি করেছিলেন ; তাঁদের ভাবটা এই—'জগতের সব ওষুধ-পত্র গুলে দিলেও মরণের হাত হ'তে আমার রেহাই নাই ; আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে ; যম এসে নিয়ে গেলেই হলো।" একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "একটা কথা বল্‌চি, তুমি একটু মন দিয়ে শোন, ভাই টেলার্ ; আমাদের দার্শনিক কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা করেন, তা একটা দেখবার জিনিস ; আমাদের প্রেম প্রাণ যীশু কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে যেমন সস্নেহ ব্যবহার করতেন আমাদের মহাপ্রাণ দার্শনিকও ঠিক তেমনি করেন ; তিনি নিজের হাতেই তাদের ক্ষত ধুয়ে দেন ; সে সব ক্ষতের দুর্গন্ধ কত!" নাক সিটকাইয়া মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিলেন, "নাকে রুমাল না গুঁজে তাদের কাছে দাঁড়াবার যো নেই ; কিন্তু আমাদের মহাপ্রাণ দার্শনিক নিজেই তাদের সেবা-শুশ্রূষা করেন ; এ কি বিস্ময়কর নয়, সার্ টেলার?" এই ভাবে তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইল।

বহুদিন হইতেই দার্শনিকের ইচ্ছা ছিল, যে সব চিকিৎসক ও অস্ত্র-চিকিৎসক হাঁসপাতালে কাজ করেন, তিনি তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতার

জন্য উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন ; এই জন্য তিনি সব মেডেল প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন ; গভর্ণর সাহেবের সময়ের অল্পতা-বশতঃ তাঁহার দ্বারা উপহার বিতরণের সুবিধা হয় নাই ; সেই জন্য এই কাজটি সার টেলারের দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সার টেলার্ আর মিঃ স্মিথের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে দার্শনিক কমিশনার সাহেবকে কহিলেন, "স্থির করেছি, একটি সভা করা হবে ; তাতে হাঁসপাতালের চিকিৎসকগণকে উপহার দেওয়া হবে ; এই সভায় আপনাকে সভাপতির আসন গ্রহণ কর্‌তে হবে।" তারপর হাঁসপাতালের হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইল ; সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সার টেলার্ কহিলেন, "মেডেল দেওয়ার মানেই গুণ স্বীকার করা ; কাজেই যিনি সব চেয়ে বেশী গুণী তাঁকেই সকলের আগে মেডেল দেওয়া হবে।" তারপর কমিশনার সাহেব দার্শনিককে দুইটি পদকে ভূষিত করিলেন ; বলা বাহুল্য দার্শনিকের মহৎ গুণের কথা শুনিয়া কমিশনার সাহেব তাঁহাকে মেডেল দিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন ; উপরের দুইটি মেডেলের মধ্যে একটি তিনি নিজেই দিলেন আর অপরটি দিলেন মিঃ স্মিথ ; মেডেল দুইটি পাইয়া দার্শনিক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কহিলেন, "মহামান্য সভাপতির কাছে আমার একটি নিবেদন আছে ; আমি বল্‌তে চাই, মানুষ চায় আত্ম-সন্তোষ ; আমাদের ডিপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেনারেল যে কর্ম্মকুশলতা দেখিয়ে হাঁসপাতালের মান মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়েচেন তা অমূল্য ; কাজেই মাননীয় সভাপতির কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ আমাকে যে দুইটি মূল্যবান পদক দেওয়া হয়েচে সে দুটি তাঁকে দেওয়া হোক্ ; আমি নিজে নিলে আমার যত আনন্দ হবে তাঁকে দেওয়া হ'লে আমার তাতে তার চেয়ে বেশী আনন্দ হবে ; আমি আশা করি, আমাদের

শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় আমাকে এ আনন্দ দিয়ে বাধিত করবেন, কারণ তিনি আমার একজন সহৃদয় বন্ধু। বলা বাহুল্য, আমার মেডেল পাবার মত কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও সভাপতি মহাশয় ও মিঃ স্মিথ আমাকে যে মূল্যবান মেডেল দিয়েচেন এজন্য আমি তাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।" এই বলিয়া দার্শনিক মেডেল দুইটি সভাপতি মহাশয়ের হাতে দিলেন, এবং সভাপতি মহাশয় তাঁহার কথামত মেডেলদুইটি ডিপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দান করিলেন। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনারেল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "যোগ্য ব্যক্তিকে যে দুইটি মেডেল দেওয়া হয়েচে এতে আমি আনন্দ প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারচি নে।"

সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য মেডেল দিতে আসিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনারেল কহিলেন, "আমাকে যে মেডেলটি দেওয়া হবে স্থির করা হয়েচে, আমার ইচ্ছা সেই মেডেলটি স্ত্রী-চিকিৎসা-বিভাগের মেট্রন্‌কে দেওয়া হোক্; দিন কয়েক আগে একজন স্ত্রী-লোকের চিকিৎসায় তিনি যে নিপুণতা দেখিয়েচেন, তার জন্যে তাঁকে নিজের প্রাপ্য মেডেল ছাড়াও এই বিশেষ সম্মান দেওয়া উচিত।" জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথামত কাজ করা হইল।

উপহার বিতরণের কাজ শেষ হইলে সার্ টেলার্ কহিলেন, "এত বড় হাঁসপাতালের উপহার বিতরণের কাজে আমাকে যে সভাপতির আসন দেওয়া হোয়েচে সেজন্য আমি নিজেকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত ব'লে মনে করচি।"

সভা ভঙ্গ হইলে সার্ টেলার্ আর মিঃ উইলসন দার্শনিকের নিকট বিদায় চাহিলেন; তাঁহাদের গাড়ীখানি হাঁসপাতালের বাহিরে ছিল; কাজেই দার্শনিকও তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন; দুই জনে গাড়ীতে উঠিলে দার্শনিক ইহার পাদানির উপর পা রাখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে

কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন ; এমন সময় বন্দুকের একটি ভয়ঙ্কর শব্দ হইল—গুড়ুম্ ! মনে হইল যেন আকাশ ফাটিয়া গেল ; পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল দার্শনিক অচেতন অবস্থায় মাটীর উপর পড়িয়া আছেন ; দুর্ঘটনা দেখিয়া, সার্ টেলার্ আর মিঃ উইল্‌সন্ কোট খুলিয়া ফেলিয়া সার্টের আস্তিনা গুটাইয়া ত্রাক্ ত্রাক্ করিয়া এক এক লাফে গাড়ী হইতে রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া দার্শনিকের দুই পাশে দুইজনে বসিলেন, দেখিতে পাইলেন দার্শনিকের ডান উরুতে একটি কার্টিজ (গুলি) আটকাইয়া রহিয়াছে ; দেখিয়া দুইজনে গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন, তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল "আহা !" তাঁহাদের চোখের পাতা অশ্রুতে ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল ; তাঁহারা দুইজনে ধরাধরি করিয়া অতি সাবধানে দার্শনিকের অচেতন দেহখানি গাড়ীর ভিতর তুলিলেন ; তারপর অতি ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইয়া তাঁহাকে হাঁসপাতালে আনিতে লাগিলেন ; এমন সময় মিঃ উইল্‌সন্ দেখিতে পাইলেন কিছু দূরে ঝোপের আড়ালে একটি লোক লুকাইয়া রহিয়াছে ; আর তাহার হাতে একটি বন্দুক ; তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন এই লোকটিই অপরাধী ; তখন তিনি সার্ টেলারের কানের কাছে মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে নীচু স্বরে কহিলেন ; "আমি অপরাধীকে দেখ্‌তে পেয়েছি, তাকে ধ'রে আন্‌তে চল্‌লাম, আপনি দার্শনিককে হাঁসপাতালে নিয়ে যান ; নিশ্চয় জান্‌বেন আমি অপরাধীকে ধ'রে আনবই।" এই বলিয়া মিঃ উইল্‌সন্ গাড়ী হইতে রাস্তায় লাফাইয়া পড়িলেন ; কোমরবন্ধ হইতে গুলিভরা রিভলভারটা বাহির করিয়া উচু করিয়া ধরিয়া বুটের মস্ মস্ শব্দে চারিদিক মুখর করিয়া ঝোপের দিকে ছুটিলেন ; তিনি কিছু দূর অগ্রসর হইতেই সার্ টেলার্ শুনিতে পাইলেন মিঃ উইলসন চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "এই কাঁহা ভাগ্‌তা হ্যায় ; ঠারো উল্লুক।"

গাড়ীখানি হাঁসপাতালের ভিতর আসিলে, জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও হাঁসপাতালের অন্য অন্য ইউরোপীয় সার্জ্জেন গাড়ীর চারিদিকে ভিড় করিয়া দাড়াইলেন ; সকলের মুখই গম্ভীর ; উদ্বেগ যেন সকলের মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল ; কেহ কেহ চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিতে লাগিলেন, "দার্শনিককে গুলি করতে পারে এমন পাষণ্ডও জগতে আছে !" জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অচেতন দার্শনিকের শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানির দিকে অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার চোখ ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল ; বর্ষার বারিধারার ন্যায় সেই অশ্রু তাঁহার গাল বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল ; রুমাল দিয়া বেশ করিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া ফেলিয়া দার্শনিকের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার আহত স্থানটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি গম্ভীর মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; তারপর ডিপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনারেল (মিঃ রবিন্‌সন্) পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "উরুর ভেতর যে কার্টিজ আটকিয়ে রয়েচে তা বার্ করা ভারি শক্ত।"

এ অবস্থায় বিলম্ব করার মানেই বিপদকে বরণ করা ; অস্ত্র-চিকিৎসায় জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অসাধারণ দক্ষ ছিলেন ; তিনি যৎপরোনাস্তি নিপুণতা দেখাইয়া তাড়াতাড়ি কার্টিজটি বাহির করিয়া ফেলিলেন ; আহত স্থানটি সেলাই করিয়া দার্শনিকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক যেমন চোখ মেলিলেন অমনি সার টেলার আর মিঃ উইলসন তাঁহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন বোধ হচ্ছে আপনার ?" মিঃ উইলসন অপরাধীকে পাকরাইয়া ইতি পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

"ভালই বোধ হচ্চে, সার্ টেলার ; কৈ কোন জ্বালা যন্ত্রণা তো বুঝতে পারচি নে।"

মিঃ উইলসন একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি পারবেন ও তো না; অবতার হতে হ'লে জ্বালা যন্ত্রণাকে আদরের জিনিস ব'লে মনে করতে হয় যে ; একথাতো অতি সত্যি, আপনি ভালবাসার অবতার।"

সার্ টেলার্ কহিলেন, "আপনাকে আনন্দ ক'রে জানাচ্ছি, দার্শনিক, আমরা অপরাধীকে ধ'রে ফেলেছি ; এইবার তার কাছ হ'তে জানতে হবে সে কেন গুলি করেছিল।"

একজন লোক দার্শনিকের জীবন নাশের চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা জানিতে পারিয়া গ্রামের লোক দলে দলে হাঁসপাতালে আসিয়া ইহার প্রাঙ্গণে একটি হাট বসাইয়া ফেলিল ; গুলি করার কারণ কি, জানিবার জন্য সার্ টেলার্ অপরাধীকে জেরা করিতেছিলেন ; কিন্তু সে শূয়োরের মত গোঁ ধরিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়াছিল ; মাথাও তুলিল না, কথাও বলিলনা। হাঁসপাতালে সুধীননামে একজন রোগী ছিল, সে সুমুখে আসিয়া কহিল, "যদি মাননীয় কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দেন তাহ'লে আমি গুলি করার কারণ বল্‌তে পারি।" অনুমতি পাইয়া আঙ্গুল দিয়া একটি জায়গা দেখাইয়া কহিতে লাগিল, "ঐ যে হাঁসপাতালের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জায়গা দেখতে পাচ্চেন, সার্ টেলার্, ঐ জায়গাটি আমারই ছিল ; দার্শনিক এই স্থানটি আমার কাছ হ'তে কিনে নিয়েচেন ; এই কেনার কারণ, হাঁসপাতালে দিন দিনই রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্চে, সেজন্যে নূতন চিকিৎসাবিভাগ তৈরি করা দরকার ; এই কারণেই মহাপ্রাণ দার্শনিক ঐ জায়গাটি ন্যায্য দামে নিয়েচেন, আর আপনিও তো স্বচক্ষে এখন দেখ্‌তে পাচ্চেন দশ বারটা চিকিৎসা-বিভাগ ওখানে তৈরি হচ্চে।"

আঙ্গুল দিয়া অপরাধীকে দেখাইয়া বলিল, "এর নাম সুব্রত ; বিস্তর টাকাকড়ি আছে ; রক্ত শুষে সুদ খেয়ে উনি ধনী লোক হয়েচেন ; মায়া-মমতা তো আর শরীরে নেই ; এক টাকার সুদ দু টাকাও উনি মাঝে

মাঝে নেন, এই ভাবে টাকা ধার দিয়ে সুদ নিয়ে কত দরিদ্র বিধবাকে যে উনি ঘর-ছাড়া করেচেন, তার আর সংখ্যা নেই ; আমাকেও তাই করবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সুবিধে ক'রে উঠতে পারেন নি।" সুরত সুধীনের কথা শুনিয়া খাপ্পা হইয়া তাহার দিকে চোখ রাঙাইয়া চাহিল ; হাতে হাতকড়ি না থাকিলে আর কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেখানে উপস্থিত না থাকিলে বোধ করি সে সেইখানেই এক কিলে তার মাথার খুলি উড়াইয়া দিত . তাহাকে ঐ ভাবে চাহিতে দেখিয়া সুধীন কহিল, "দেখুন, মাননীয় কমিশনার সাহেব, রাগে গস্ গস্ করতে করতে আমার দিকে উনি কি ভাবে চাইচেন দেখুন।" তারপর বলিতে লাগিল, "যেখানে এখন চিকিৎসা-বিভাগ তৈরী হচ্চে ঐ জায়গাটি ওঁর কাছে বন্ধক রেখে আমি কিছুটাকা ধার নিয়েছিলাম ; সে টাকা জায়গার দামের তুলনায় অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য ; আর কথা ছিল সুদ সমেত ধার শোধ দিয়ে ঐ জায়গা আমি ওঁর কাছ হ'তে খালাস ক'রে নেবো, কিন্তু ওঁর মনে মনে ছিল ঐ জায়গাটি ভোগা দিয়ে গাপ্ ক'রে নিয়ে ঐখানে নিজের প্রমোদ-উদ্যান তৈরী করবেন। তাই যখন আমি টাকা নিয়ে জায়গা খালাস ক'রে নিতে গেলাম তখন উনি ওঁর উদ্দেশ্য আমার কাছে ব্যক্ত করলেন ; তার জন্যে টাকার যে সর্ত্ত করলেন, তাতে আমি রাজী হ'তে পারলাম না ; কারণ তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হতো ; সেইজন্যে আমি দার্শনিককে হাঁসপাতালের ওয়ার্ড তৈরী করার জন্যে জায়গাটা নিতে অনুরোধ করলাম ; কিন্তু বন্ধকের কথা তাঁকে বল্‌লাম না ; তিনি আমার কথামত জায়গাটা কিনে নিলেন . বিক্রী ক'রে যে টাকা পেলাম সেই টাকার কিছু অংশ সুরত বাবুকে দিয়ে খতখানা ফিরিয়ে নিয়ে আমার জায়গাটা খালাস ক'রে নিলাম ; টাকা পাইয়া সুরতবাবু মনে করলেন, 'আমার সাধের প্রমোদ-উদ্যান হলো না , এর জন্য দার্শনিকই

দায়ী ; কাজেই ওঁর সব রাগটা গিয়ে পড়লো দার্শনিকের ওপর ; বোধ করি তাই উনি এ কাজ করেচেন।”

যে কারণে স্বরত গুলি করিয়াছিল দার্শনিক এখন তাহা জানিতে পারিলেন, কহিলেন “সুধীন ভায়ার কাছ হ’তে যা শুনলাম তার ফলে আমি স্বরত ভায়ার দিকে না হয়ে থাক্‌তে পারি নে ; তাঁর প্রমোদ-উদ্যান করবার ইচ্ছা ছিল তাতে আমিই বাধা দিয়েচি ; কাজেই তাঁর মনে মনোমালিন্যের বীজ আমিই বপন করেচি ; কারণ জমি নেওয়ার আগে জমি সম্বন্ধে সব খোঁজখবব নেওয়া আমার উচিত ছিল ; নিই নেই ব’লে তার ফল যা হওয়া উচিত তাই হয়েচে. তা ছাড়া স্বরত ভায়ার অনুকূলে এ কথাও বল্‌তে হবে তিনি এইখানেই প্রমোদ-উদ্যান তৈরী করতে চাইতেন। তাঁর এ ইচ্ছের কথা আমি জান্‌তাম না, আর আমার এ না-জানার খবর তিনিও রাখতেন না। আরও, স্বরত আর সুধীন দুইজনেই আমার ভাই ; কাজেই ওদের দু’জনের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে আমার কাজ করা উচিত ছিল . কিন্তু আমি তো তা করি নি ; কাজেই, বুঝতে পারচেন, দোষ সম্পূর্ণ আমারই ; সেইজন্য আপনাকে অনুরোধ করচি, সার্ টেলার, আপনি আমার সুধীনভায়ার হাত হ’তে হাতকড়ি খোলবার অনুমতি দিন।” সার টেলার কহিলেন, “আমাকে আরও ভাল ক’রে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।”

দার্শনিক জবাব দিলেন, “যা বলেচি আপনি তো তা হতে বুঝতে পারচেন, মান্যবর কমিশনার সাহেব, এ ব্যাপারে দোষ সম্পূর্ণ আমারই, তা ছাড়া আমার স্বরত ভায়া যে অবস্থায় পড়েছিলেন আপনিও যেন সেই অবস্থাতেই পড়েচেন, এই ভেবে আপনি বিচার করুন ; মানুষের উদ্দেশ্য বিফল হ’লে তার মনের অবস্থা কি হয় তা আপনি একবার বিচার ক’রে দেখুন ; যে অন্তর ব্যথায় ভরে ওঠে, তাতে তো বিদ্রোহের ভাব

আস্‌বেই ; এ ব্যাপারে যে আমার দোষ কতখানি তাই আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিই, শুনুন ; যিনি আমার দেহে আঘাত ক'রে কষ্ট দেন তিনি কষ্ট দেন একথা সত্যি ; কিন্তু যিনি আমার অন্তরে আঘাত করেন তিনি আবার তার চেয়েও বেশী কষ্ট দেন।" সার টেলারের মুখের কাছে মুখ আনিয়া ঘাড়খানি সবিনয় ভঙ্গিতে নড়াইয়া বলিলেন, "যা বল্‌লাম তাকি স্বতঃসিদ্ধের মত সত্যি নয়? তা যদি হয় তা হলে আমারই তো দোষ ; স্বরত ভায়ার গুলি করার ধরণ হ'তে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় তিনি আমাকে আক্কেল দেবার জন্যেই এ কাজ ক'রেছিলেন, মেরে ফেলবার জন্যে নয় ; তা যদি হতো তাহ'লে তিনি আমার দেহের কোন না কোন মর্ম্মস্থানে আঘাত করতেন। এ আক্কেল দিয়ে তিনি আমার ভালই করেচেন ; কারণ আমি আমার দোষটা বুঝতে পেরেচি।"

দার্শনিক যে ভাবে স্বরতের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া সার্ টেলার্ মোহিত হইয়া গেলেন ; তিনি মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; ভাবিতে লাগিলেন, "কত সরল এই দার্শনিক! কত গভীর তাঁহার ভালবাসা! এই সরলতা, এই ভালবাসার জন্যেই তিনি নিজের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা সত্ত্বেও আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে চান ; এমন স্বার্থশূন্য প্রেম-প্রাণ লোক কি আর জগতে মেলে! যেন স্বার্থশূন্যতা আর ভালবাসার সজীব মূর্ত্তি।" তার-পর মিঃ উইল্‌সনের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া নীচু স্বরে কহিলেন, "বাস্তবিকই দার্শনিক কি মানুষ!"

মিঃ উইলসন্ হাসিয়া জবাব দিলেন, "আমি তো মনে করি, তিনি মানুষের বেশে দেবতা ; আমি তো আপনাকে আগেই বলেচি— আমাদের পরম পূজ্য প্রভু যীশু ছাড়া এঁর দ্বিতীয় নেই।" ঠিক এমনি সময়ে দার্শনিক সার্ টেলারের হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া

সসম্ভ্রমে কহিলেন, "তাহ'লে, সার্ টেলার্, হাতকড়ি খুলে দিতে দয়া ক'রে অনুমতি দিন।"

সার্ টেলার্ সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিয়া ডান হাত দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "শুধু হাতকড়ি খোলার অনুমতি কেন, দার্শনিক, আমি ওকে আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম, আপনি এখন ওর সম্বন্ধে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন।"

মিঃ উইল্‌সন্ অতি আস্তে আস্তে চাপা গলায় সার্ টেলারকে বলিলেন, "দার্শনিকের হাতে কর্ত্তৃত্ব দিলেন তো, এইবার দেখুন উনি অপরাধীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন ; উনি এমন কিছু একটা কর্‌বেন যাতে ওর অন্তর জয় করা হয়।"

দার্শনিক যখন নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পাইলেন, তখন তিনি অপরাধীর নিকট আসিয়া তাহার হাতকড়ি খুলিয়া দিলেন ; বলিলেন, "আমি তোমার কাছে যে ভারি অন্যায় করেছি এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না ; তোমার প্রমোদ-উদ্যান কর্‌বার ইচ্ছে ছিল ; তা যে তুমি কর্‌তে পাও নেই এটা খুব দুঃখের বিষয় হয়েচে। তারপর খপ্ করিয়া সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখের সুন্দর ভঙ্গিতে তাহার মন কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "এর জন্যে তোমার যে ক্ষতি হয়েচে আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমার সে ক্ষতি পূরণ কর্‌তে বাধ্য।"

আগেই বলা হইয়াছে—হাঁসপাতালের অনেক নূতন ওয়ার্ড তৈয়ারী হইতেছিল ; সেজন্য এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছিল ; তাঁহাকে সেইখানে আনাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সুব্রত ভায়ার জন্যে একটি প্রমোদ-উদ্যান তৈরী ক'রে দিতে হবে ; তাতে কত খরচ হবে আমাকে বলুন।"

এঞ্জিনিয়ার মনে মনে একটু হিসাব করিয়া জবাব দিলেন, "যদি খুব

ভাল প্রমোদ-উদ্যান তৈরী করতে হয় তাহ'লে এক লক্ষ টাকার কমে হবে না।" শুনিয়া তখনই দার্শনিক হাঁসপাতালের খাজাঞ্চিকে ডাকাইয়া তাহার কাছ হইতে এক লক্ষ টাকা লইয়া এঞ্জিনিয়ারের হাতে দিয়া কহিলেন, "যত শীঘ্র পারেন উদ্যানটি তৈরী ক'রে ফেলতে চেষ্টা করবেন; দেখবেন যেন বিলম্ব না হয়।"

সুরত দার্শনিকের নিঃস্বার্থ স্নেহমাখা ব্যবহারে এত মুগ্ধ হইয়া গেল যে সে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না; কহিল, "এতদিন আমার ধারণা ছিল গায়ের জোরই প্রকৃত ক্ষমতা; কিন্তু আমার এ ধারণা এখন আর নেই; আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েচে, কেবল ভালবাসারই এমন এক ঐশ্বরিক শক্তি আছে যে শক্তি অপর সব শক্তিকে তুচ্ছ ক'রে দিতে পারে; ভালবাসা ঘা কখনও দেয় না, বরং ঘা সারিয়ে দেয়; আমি কায়মন ও বাক্যে স্বীকার করচি দার্শনিক আমাকে জয় ক'রে একেবারে নিজস্ব ক'রে ফেলেচেন; আর আজ হ'তে আমার বেশ বিশ্বাস হয়েচে দার্শনিকই আমাদের প্রেমময় নিত্যানন্দ।"

দার্শনিকের বিস্ময়কর ব্যবহারে সার্ টেলার্ একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন; তিনি স্থির ধীর পলক-হীন নেত্রে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন; আর অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার অন্তর-বাহির নাচিয়া নাচিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; শেষে তিনি আর চোখের জল আটকাইয়া রাখিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়ন-পল্লব সানন্দ-অশ্রুতে ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল; বুক-পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "আজ স্বচক্ষেই আমি আমাদের প্রভু যীশুকে দেখলাম; কিন্তু শুধু দেখে আমি খুসি হ'তে পারচি নে; দার্শনিকের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতেই হবে।" তারপর তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—

"ভদ্র মহোদয়গণ, প্রথমেই আমি না ব'লে থাকতে পারচি নে, যেখানেই সুনাম সুখ্যাতি, জানতে হবে সেইখানেই যত ভাল ভাল কাজ হয়; মহাপ্রাণ দার্শনিকের হাঁসপাতালটি হলো তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ; এই হাঁসপাতালটি সব লোকেরই আলোচ্য বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েচে; এখানে আসবার আগে আমি বহুলোককে বলতে শুনতাম, দার্শনিক চিকিৎসার গুণে রোগকে মেরে ফেল্‌তে সুরু করেচেন; আর যেভাবে তিনি রোগ সারাতে আরম্ভ করেচেন তার ফলে হাঁসপাতালে মৃত্যুরই মৃত্যু হয়েচে; এ কথা অতি সত্যি, মৃত্যু যেখানে অনাহারে থাকে স্বাস্থ্য সেখানে সুখে বাস করে।

"অনেক ইউরোপীয় রোগী আরোগ্য হওয়ার পর এই হাঁসপাতাল হ'তে চলে গেছেন; তাঁরা বলেন, কি বিদেশী কি এদেশী সব ডাক্তার কবিরাজকেই মহাপ্রাণ দার্শনিক টেক্কা দিয়েচেন; তাঁরা আরও বলেন, দার্শনিক যাঁদিকে রোগমুক্ত করেন, তাঁদিকে আবার পারমার্থিক দিক হ'তেও শুদ্ধ ক'রে ফেলেন, মিঃ স্মিথের কথা শুনে আমি তা বুঝতে পারলাম; তিনি বলেন দার্শনিক তুই রকমে রোগীকে শুদ্ধ করেন, রোগ সারিয়ে তাঁদের দেহ শুদ্ধ করেন, আবার তাঁদের মনে সাংসারিক চিন্তার যে রোগ আছে তা সারিয়ে তাঁদের মন শুদ্ধ করেন, আর তাতে পারমার্থিক প্রেমের অমৃত ঢেলে দিয়ে পারমার্থিক ক্ষেত্রে সে মন উর্বর করেন।

"মন-প্রাণ দিয়ে যে কাজ করা যায় তাতে আমাদের অন্তরেরই পরিচয় পাওয়া যায়; সুরত বাবুর সঙ্গে দার্শনিক যে ভাবে ব্যবহার ক'রেচেন তা হ'তে তাঁর চরিত্রের অনেক বিশেষত্বের কথা আমরা জানতে পেরেচি; তিনি যে কত মহৎ তার কল্পনা করাও যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব তাও আমরা বুঝতে পেরেচি; আর আমাদের এখন এই ধারণা

হ'য়েচে—আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বর দার্শনিকের বেশে আমাদের প্রভু যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন; তা হ'লেই, আজ-কালকার লোকদের মনে পারমার্থিক প্রেমের উঁচু স্তর পাবার জন্যে যে পিপাসা জেগে উঠেচে সেই পিপাসাটি তিনি মিটিয়ে দেবেন; যাঁরা ইউরোপীয়ান তাঁরা এই কথাই বলবেন, কিন্তু ভারতবাসীরা বল্‌বেন—দার্শনিক প্রভু নিতাই; আমি যে এই কথা বললাম এতে বোধ করি আপনারা বিস্মিত হবেন; তার কারণ—আপনারা জানেন না আমি ভারতবর্ষীয় প্রেম-দর্শনের একজন দরদী ছাত্র; আপনাদিকে এইখানে ব'লে রাখি, ভদ্র মহোদয়গণ, ভারতের এমন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই যা আমি পড়ি নি; কাজেই আপনাদেরও হ'যে বলি, দার্শনিক মুর্ত্তিমান প্রেম; কাজেই তিনি নিত্যানন্দ অবধূত; আর তাঁরই মত তিনি মনে করেন, এ জগত ভগবানের আনন্দ ও প্রেমের অভিব্যক্তি।"

বক্তৃতা শেষ হইলে সার টেলার্ ও মিঃ উইল্‌সন্ হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম অধ্যায়

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সমস্ত জগৎ রজত-শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত, বিশ্ববাসী সুষুপ্ত; গভীর নীরবতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দার্শনিক বিছানা হইতে উঠিলেন; কারণ পারমার্থিক নৈরাশ্যে তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "যা'র মন উদ্বেগে পূর্ণ, তা'র চোখে ঘুম আসবে কেন? কিন্তু যে প্রকারে হোক এর হাত আমাকে এড়াতেই হ'বে।" শেষে তাঁহার মাথায় একটি মৎলব গজাইল। তিনি স্থির করিলেন, "পড়ায় মনদিলে মনের চাঞ্চল্য অনেকটা কমিয়া যায়।" দার্শনিকের ঘরে কয়েকটি আলমারি ছিল, তাহার একটি খুলিয়া, তিনি একখানি হিন্দুদর্শন বাহির করিলেন। এই বইখানি তাঁহার অতি প্রিয়। ইহার পাতা খুলিয়া, তিনি অনন্য মনে পড়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মানসিক চঞ্চলতার উন্মত্ত স্রোত তাঁহার অধ্যয়নের বাঁধ ভাঙিয়া, তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর যতই তিনি পড়ার বাঁধ দিয়া মন বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই চাঞ্চল্য তাঁহার মনে ধাক্কা দিতে সুরু করিল। অবশেষে, রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, চাঞ্চল্য তেমনি তাঁহার মনকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। দার্শনিক বই বন্ধ করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "তাইতো যে বুক চাঞ্চল্যে ভরা, শান্তির সেখানে স্থান কোথায়? পারমার্থিক সাফল্য লাভ কর্‌তে না পার্‌লে, আমার মন নিরাশার হাত হ'তে মুক্তি লাভ কর্‌তে পার্‌বে না; তবু, আর এক

উপায়ে মনকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখি।" দার্শনিক নতজানু হইয়া কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। তারপর সান্ত্বনা-শান্তি লাভের আশায় শ্রীগৌরাঙ্গ আর যীশুর প্রতিকৃতির দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। আংশিক শান্তিলাভ করিলেন বটে ; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী হইল। তাঁহার অন্তর আবার দুঃখে ভরিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে ঘরের মেঝের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন ; চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বস্বহীন ব্যক্তির মত উদাস দৃষ্টিতে তিনি জানালার ফাঁক দিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে একটি সজোর দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুক চিড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। তারপর দার্শনিক বারান্দার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। ইহার সুমুখে নানা রকমের ফুটন্ত ফুলে পূর্ণ সুন্দর একটি বাগানে একটি পূর্ণ-বিকশিত গোলাপও ছিল। ইহার ছদগুলি ছিল যেমন গাঢ় সবুজ, পাপড়িগুলিও ছিল তেমনি গাঢ় গোলাপাভ। ফুলটির সৌন্দর্য্য দেখিয়া দার্শনিক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "বাঃ! ফুলটি কত সুন্দর! ইহা সেই আশ্চর্য্য-ময়েরই হাতে গড়া জিনিস ; এর সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ হ'তে আমি তাঁর নিপুণ হাতের পরিচয় পাচ্চি ; যাঁর গড়া জিনিস এত সুন্দর, না জানি তিনি কত সুন্দর!"

এখানে বলা আবশ্যক, সম্প্রতি দার্শনিকের একটি রোগ জন্মিয়াছিল ; রোগটি এই—তিনি মাঝে মাঝে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়া, বিকারের রোগীর মত বকিতেন ; কিছুক্ষণ বকার পর আবার তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিত। কেহ কেহ এই রোগটিকে 'আধ্যাত্মিক বা প্রেম বিকার' বলিত, আবার কেহ কেহ 'আধ্যাত্মিক রোগও' বলিত।

দার্শনিক ফুলটির সৌন্দর্য্য ভালভাবে পরীক্ষা করিলেন। ইহার বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য দেখিয়া, তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক ভাবের সঞ্চার

হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "সেই অতুলা শিল্পীর সঙ্গে এই ফুলটির নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, নইলে ফুলটি এত সুন্দর হ'ত না ; তাঁর সঙ্গে যাঁর সম্বন্ধ আছে, সেইই আমার কাছে পরম পবিত্র ; কাজেই, এই ফুলটি দেবতার মন্দিরের মত আমার কাছে পূজনীয়।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই দার্শনিকের প্রেম-বিকার দেখা দিল, আর ঐ ধারণা উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দার্শনিক ফুলটির সুমুখে ভক্তি-ভরে নতজানু হইলেন, হাত যোড় করিয়া, বিকারের ঘোরে কহিতে লাগিলেন, "আমাকে দয়া ক'রে ব'লে দাও, গোলাপ, যিনি তোমায় সৃষ্টি কোরেচেন, কোথা গেলে তাঁকে দেখতে পাব। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তুমি জান, তিনি কোথায় আছেন ; তাই তোমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করুচি : বল, গোলাপ, বল, তোমার কাছ হ'তে উত্তর পাবার জন্যে আমি উৎসুক হ'য়ে আছি তবু তুমি কোন জবাব দিলে না ! ওঃ বুঝেচি ! আমার মত হত-ভাগাকে তুমি জবাব দেবে না।" গভীর দুঃখে দার্শনিক একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন ; তাঁহার চোখ দুইটি অশ্রুতে চক্ চক্ করিতে লাগিল। সহসা এই সময়ে একটি নিশাচর সুকণ্ঠ পাখী একটি গাছের ডালে বসিয়া মিষ্টস্বরে গাহিতেছিল। তাহার স্বরের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া দার্শনিক সেই গাছের তলায় আসিলেন। স্নিগ্ধ, শুভ্র চন্দ্রালোকে পাখীটিকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মধুর গান শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আহা কি মধুর স্বর ! এ মাধুর্য্য সেই মাধুর্য্য-ময়েরই অংশ, কারণ জগতে যত যত মাধুর্য্য আছে, তা তাঁরই অংশ হ'তে জন্মেচে।" এই ধারণার বশে উক্ত বিকারের ঘোরেই দার্শনিক পাখীটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি বল্‌বে, সুগায়ক, যিনি তোমাকে এত মাধুর্য্য দিয়েচেন, তিনি কোথায় ?" যখন পাখীটি বুঝিতে পারিল, দার্শনিক গাছের তলায় আসিয়া

দাড়াইয়াছেন, তখন সে উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া দার্শনিক বলিতে লাগিলেন, "হা ভগবান্! সব জীবই আমাকে বর্জ্জন কর্‌চে। বোধ করি আমার মধ্যে তোমার কোন অনুভূতিই নেই। সেই জন্যেই পাখীটি ঐ ভাবে চ'লে গেল।"

যখন দার্শনিক পাখীটির নিকট হইতে কোন জবাব পাইলেন না, তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক বিকারের উন্মাদনা আরও বাড়িয়া গেল। এই সময়ে মৃদু-মন্দ ভাবে বাতাস বহিতেছিল। দার্শনিক সেই মৃদু-মন্দ বাতাসকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, "মধুর বাতাস, এই দারুণ গরমের দিনে তোমার মাধুর্য্যের স্বরূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; ঘামে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে; কিন্তু তোমার স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শে এখন আমি আমার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে পরম আনন্দ অনুভব কর্‌চি; এ আনন্দ সেই আনন্দময়েরই অংশ। মধুর বাতাস, সব জায়গাতেই তোমার যাতায়াত আছে, কারণ তোমার অগম্য স্থান নেই, কাজেই তুমি সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার খবর জান; সেজন্যে বোল্‌চি, আমাকে দয়া ক'রে ব'লে দাও, বাতাস, তিনি কোথায় আছেন, তা' যদি না দাও তা'হলে—।" দার্শনিক নতজানু হইয়া হাত যোড় করিয়া কহিলেন, "তাঁকে বোলো, বাতাস, কেঁদে কেঁদে আমার চোখের জল প্রায় নিঃশেষ হ'যে এসেছে, নিরন্তর কান্নার ফলে আমার চোখদু'টি ফুলে লাল হয়েচে, আমার বুকের পাঁজরা ভেঙে যাবার মত হয়েচে, তাঁর দেখা না পাওয়ার জন্যে আমি পাগল হয়ে গেছি। সেই পরম করুণ স্রষ্টার কাণে এ খবরটি পৌঁছিয়ে দিতে ভুলো না। তোমার কাছে আমার আরও একটি নিবেদন এই, মধুর বাতাস—তুমি তাঁ'র সুমুখে আমার হ'য়ে প্রার্থনা কোরো, আর বোলো, তিনি যেন তাঁ'র দর্শনের অমোঘ ঔষধ দিয়ে আমার বিরহ

বেদনার সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করেন। তাঁকে এ কথাও বোলো, ভাই, নিরাশা মনের দারুণ ক্ষত, এই নিরাশা মনের স্বাভাবিক সতেজ বিকাশ নষ্ট করে, কাজ করবার উৎসাহ-উদ্যম একেবারে লোপ ক'রে দেয়, আর ভবিষ্যৎ সাফল্যের সব আশা-ভরসাই নষ্ট ক'রে দেয়।"

সহসা এই সময়ে দার্শনিকের প্রেম-বিকার অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিন্তার ধারারও পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাঁহার বিষণ্ণ ভাব প্রসন্ন ভাবে পরিণত হইল। ইহার আগে তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। এখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "নিরাশা কি মধুর। এই নিরাশা হ'তেই আমরা সহিষ্ণু হ'তে শিখি, আর সহিষ্ণুতাই অধ্যবসায়ের জনক; আবার অধ্যবসায়ই সাফল্যদাতা—এ হ'তে আশার শাখা-প্রশাখা গজিয়ে থাকে। জগতে এমন অধ্যবসায়ী লোক খুব কমই আছেন—যাকে প্রথমে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় নি। প্রতিবন্ধকই অধ্যবসায় শিখায়। জগতে অনেকেই সাফল্য লাভ করেচেন্ বটে, কিন্তু প্রায়ই দেখ্তে পাওয়া যায়, সে সাফল্য নিরাশার প্রবল আবর্ত্ত অতিক্রম করার পর লাভ করা হয়েচে। কাজেই, তোমার কাছে প্রার্থনা করচি, ভগবান্, আমি যেন এখন নিরাশই হই; তাহ'লে আমি অধ্যবসায়ী হ'তে শিখ্‌ব, অধ্যবসায়ী হ'লেই আমার মনে সাফল্যের আশার অঙ্কুর সতেজ বাড়তে থাক্‌বে। বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে উপর্য্যুপরি চেষ্টা-চরিত্র করার নামই অধ্যবসায়। আবার দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে যে জিনিস পাওয়া যায়, তা' অতি মধুর হয়।" একটু থামিয়া আবার মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ঈপ্সিত বস্তু লাভ কর্‌তে পার্‌লে আনন্দ হয় বটে; কিন্তু সেই জিনিস লাভ কর্‌তে হ'লে যে কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়, তা'তে আরও আনন্দ; এ হ'তে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়, আনন্দ

সময়ে সময়ে দুঃখেরও অন্তর্বাসী। আরও এক কথা—দুঃখ লাভের মূল্য বাড়ায়। কাজেই, তোমাকে আমি সস্তায় পে'তে চাই নে। তোমার দাম কমানো কখনই আমার অভিপ্রেত হ'তে পারে না। নিরাশা হ'তে যে অধ্যবসায় জন্মায়, সেই অধ্যবসায়ের সাহায্যেই আমি তোমাকে পেতে চাই।"

ঐ ভাবে মনে মনে কথা বলার পরই দার্শনিকের প্রেম-বিকার আবার দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের ভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল; তাঁহার চোখ দুইটি অশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল—সে কম্পন এত ঘন ঘন যে দার্শনিক আর কথা কহিতে পারিলেন না। যখন কম্পন থামিল, তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, "উঃ! তোমার বিরহ আর সইতে পারিনে, প্রভু; দয়া ক'রে দেখা দিয়ে আমাকে বাঁচাও।"

দার্শনিকের ভাব ও ভাষা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাওয়ার জন্য তাঁহার মনে একটি দারুণ দুঃখ জাগিয়া উঠিয়াছিল; সেই দুঃখের গরল তাঁহার মনকে বিষম ভাবে জ্বালাইতে-পুড়াইতে সুরু করিল; শেষে ইহার যাতনা এত বেশী হইল যে তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; ধূলার উপর শুইয়া পড়িয়া, গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তীর দিয়া মারাত্মক ভাবে বিঁধিলে হরিণ যেমন যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, দার্শনিকও নৈরাশ্যের যাতনায় তেমনি ভাবে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। শুভ্র চন্দ্রের মত তাঁহার জ্যোতিষ্মান মুখখানি ধূলায় ধূসর হইয়া উঠিল। বাগানে অনেক আবিল-আবর্জ্জনা পড়িয়াছিল; তাহাতে তাঁহার সুন্দর দেহখানি মলিন হইয়া গেল; তাঁহার সুকোমল দেহে কাঁটা ফুটিতে লাগিল: ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল; কিন্তু সেদিকে দার্শনিকের

ভ্রূক্ষেপও নাই। অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করার পর সহসা তাঁহার বিকার অন্তর্হিত হইল। যখন তাঁহার মনের স্বভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি তাঁহার ধূলি-শয্যা হইতে উঠিলেন; গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া নিজের ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। বিদ্ধ কাঁটাগুলি ছাড়াইতে ছাড়াইতে নিজের মনেই কহিতে লাগিলেন, "কণ্টক, তুমি নিষ্ফলতার চেয়ে আমার কাছে মধুর; তোমার স্পর্শে যাতনা বোধ হয় সত্যি, কিন্তু এ বেদনা বিফলতার বেদনা হ'তে কম কষ্টদায়ক। তা' ছাড়া তোমার স্পর্শে দেহেই বেদনা অনুভূত হয়, কিন্তু বিফলতা অন্তরকে কষ্ট দেয়। যা'তে দেহে যাতনা বোধ হয়, তা লোকের চোখের সম্মুখে সময়ে সময়ে খুবই কষ্টদায়ক ব'লে মনে হয় বটে; কিন্তু যে বেদনা অন্তরকে কষ্ট দেয়, তা' আমাদের জীবনী-শক্তিকে নষ্ট করে। কাজেই সেই যাতনাই বেশী কষ্টদায়ক—যা অন্তরকে যাতনা দেয়।"

দার্শনিক এখন ভাবিতে লাগিলেন, "আমি পরমেশ্বরকে দেখ্‌তে পাবার জন্যে কত চেষ্টা কোর্‌লাম; কিন্তু দেখ্‌চি তা তো বিফল হ'য়ে গেল।" আরও একটু চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "স্বর্গ সব জীবেরই গন্তব্য স্থান, আর প্রেমই একমাত্র বস্তু—যা তাদিকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে। মনের একাগ্রতা হ'তে প্রেমের গভীরতা বাড়ে; এই একাগ্রতা নির্জ্জনতা ছাড়া জন্মায় না; বনে বাস কর্‌তে পারলেই নির্জ্জন-জীবন যাপন করা যেতে পারে; কাজেই আমাকে বনে যেতে হবে। আমার বোধ হয় আরণ্যক-জীবন পারমার্থিক উদ্দেশ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।"

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, দার্শনিক স্থির করিলেন, সেই রাত্রেই তিনি বাড়ী হইতে বনে পলায়ন করিবেন। বিলম্ব করিলেই বিপদ; কারণ মা এবং ভাই জানিতে পারিলে তাঁহারা যে শুধু আপত্তি করিবেন এমন নয়, যাহাতে তাঁহার যাওয়া কোন মতেই সম্ভব না হয় সে ব্যবস্থাও করিবেন।

আবার, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার বনে যাওয়ার কথা জানিতে পারিলে তাঁহারাও ঠিক সেই ব্যবস্থাই করিবেন। কাজেই, সকলের অজ্ঞাতসারেই কাজটি হাঁসিল করিতে হইবে। দার্শনিক জানিতেন, তাঁহার মা, ভাই ও অপরাপর আত্মীয়গণ ঘুমাইতেছেন; কাজেই, তিনি এই সুযোগে পলাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

ঐ অভিপ্রায়ে দার্শনিক নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চির-প্রিয় চেয়ারখানির উপর বসিলেন। তিনি যখনই পড়িতেন, তখনই এই চেয়ারখানির উপর বসিতেন। বস্তুতঃ যে জিনিসই আমরা ঘন ঘন স্পর্শ করি, সেই জিনিসেরই সহিত আমাদের যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়া যায়। দার্শনিক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "জিনিস হিসেবে এই চেয়ার যত তুচ্ছ, যত নগণ্য হোক্ না কেন, এর মূল্য আমার কাছে সামান্য নয়; কারণ, আমার জ্ঞানলাভের সঙ্গে এই চেয়ারখানি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।" তারপর দার্শনিক চেয়ারখানি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তা মনে উদয় হইবামাত্র তিনি অন্তরে অন্তরে বিশেষ বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। আগেই বলা হইয়াছে, তাঁহার ঘরে পুস্তকে পূর্ণ কয়েকটি আলমারি ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি প্রত্যেক আলমারির প্রত্যেক বইখানি স্পর্শ করিলেন; হাতে লইয়া কহিলেন, "জ্ঞানের শীর্ষতম ভাণ্ডার! আজ বোধ করি তোমাদিকে আমায় ত্যাগ কর্‌তে হবে।" তারপর দার্শনিক ভক্তি-ভরে বইগুলিকে মাথায় ও বুকে ঠেকাইয়া, যথাস্থানে রাখিয়া, একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। ঐ ভাবে একের পর একটি করিয়া তিনি সব জিনিসেরই নিকট হইতে বিদায় লইলেন। ইহাদের নিকট হইতে বিদায় লওয়া শেষ হইলে তিনি প্রেম-প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ আর প্রেমময় যীশুর প্রতিকৃতির

সম্মুখে নতজানু হইয়া, কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ করিয়া, তিনি অতি সাবধানে ঘরের কবাট বন্ধ করিলেন—অতি সাবধানে কারণ ভয় এই—দরজা বন্ধ করিতে গেলে পাছে সজোরে শব্দ হয়, তাহা হইলে সেই শব্দে বাড়ীর লোক জাগিয়া উঠিবে।

সমীরের স্ত্রী দিন কয়েক আগে পিত্রালয়ে গিয়াছিল। তাহার পিতা ছিলেন অতি সুবিদ্বান ও হাইকোর্টের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার, আর সে ছিল তাঁহার একমাত্র সন্তান।

দার্শনিক নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া, ধীরে ধীরে সমীরের ঘরের দরজার নিকট আসিলেন। তিনি জানিতেন, সে রাত্রে সমীর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; কারণ ইহার আগে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি তাহার ঘুম হয় নাই; কাজেই সে সে রাত্রে ঘুমের ঔষধ সেবন করিয়াছিল। তাহার ফলে সে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। যখন দার্শনিক সমীরের ঘরের দোরের নিকট আসিলেন, তখন ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দে তাহার নাক ডাকিতেছিল। দার্শনিক অতি সাবধানে আঙ্গুলের মৃদু চাপে দরজা ঠেলিলেন। কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত হইল; ইহা দেখিয়া দার্শনিক বুঝিলেন, যে কোন কারণে হউক, সমীর কবাট বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে। যখন দোর একটু খুলিয়া গেল, তখন দার্শনিক আঙ্গুলের আর একটি চাপে দরজা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; সেখানে একটি আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছিল; একটু উস্কাইয়া দিতেই আলোটি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরটি আলোকময় হইয়া উঠিল। সমীরের মুখখানি উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া, পূর্ণ চন্দ্রের কিরণে স্নাত সদ্য-বিকশিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দার্শনিক বহুক্ষণ ধরিয়া অনিমেষ নেত্রে সেই মুখখানি দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার চোখের পাতা আর পড়িতে

চাহে না ; যত দেখেন, ততই তাঁহার দেখিবার তৃষ্ণা যেন বাড়িয়া যাইতে লাগিল ; অবশেষে যখন তাঁহার দেখিবার পিপাসা কিছু কমিল, তখন তিনি নীচু স্বরে কহিতে লাগিলেন, "সমীর মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্য, এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।" তারপর দার্শনিক পায়ের বুড়া অঙ্গুলের উপর ভর দিয়া, চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে আসিয়া, সমীরের শিয়রের নিকট বসিলেন। যদিও দার্শনিক সমীরের নিদ্রার প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ছিলেন, তবুও তিনি তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার নিদ্রার গাঢ়তা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; বুঝিলেন, সমীরের ঘুম ভাঙিতে পারেনা ; তখন তিনি অতি সন্তর্পণে সস্নেহে তাহার গালে ও মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন. আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া, দার্শনিকের চোখ বাহিয়া অশ্রু বাহির হইয়া আসিল ; সেই অশ্রুতে তাঁহার নয়ন-যুগল ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল, আর তাহা পদ্ম-পত্রে জলকণার মত তাঁহার চোখে টল্ মল্ করিতে লাগিল। দার্শনিক হাত দিয়া তাঁহার চোখদুইটি মুছিয়া ফেলিলেন. তারপর নত হইয়া সমীরের কপাল চুম্বন করিলেন। ইহার পর তিনি আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন না ; সমীরের ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

দার্শনিকের মাতাঠাকুরাণী গ্রীষ্মের দিনে দ্বিতলের বারান্দায় শুইতেন। দার্শনিক তাঁহার নিকট আসিয়া, তাঁহার চরণদুইখানিতে অতি সন্তর্পণে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম অধ্যায়

সেই রাত্রেই দার্শনিক বাড়ী হইতে পলাইয়া গেলেন। কয়েক দিন রাস্তা চলার পর তিনি একটি বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার মনে হইল, বনের প্রতি জিনিসই যেন ভগবানের ভাবে পূর্ণ।

উন্নত-শির আরণ্যক বৃক্ষরাজি, তাহাদের উজ্জ্বল, শ্যামল পল্লব ও শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত সুবৃহৎ বাহু, দিগন্ত-বিস্তৃত, স্বভাব-বর্দ্ধিত, সতেজ শাক-শবজী আর সবুজ, কোমল তৃণ-গুচ্ছের মধুর, সুখকর স্পর্শ দার্শনিকের হৃদয়ে একটি স্বর্গীয় ভাব জাগাইয়া তুলিল।

দার্শনিক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "বনটি কি সুন্দর! ইহ সেই মহিমাময়েরই নিজের হাতে গড়া জিনিস; হাতে গড়া জিনিসই যখন এত সুন্দর, না জানি, যে হাতখানি এই জিনিস গড়েছে, সে হাতখানি কত সুন্দর। "আহা" বলিতে বলিতেই দার্শনিকের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি নতজানু হইয়া, হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন :—

"তুমি তো জানো, প্রভু, তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার বুক-ভরা পিপাসা আছে; আর আমার চোখদুটি এ তৃষ্ণায় কাতর; আমার দেখ্‌বার এ তৃষ্ণা তুমি নিবারণ করো; নিরন্তর তৃষ্ণা হ'তে যে দুঃসহ দুঃখ আসে, তার মাঝখানে আমাকে আর ফেলে রেখো না, তোমার চরণে আমার এই মিনতি। যদি মনে করো, আমার ইচ্ছা পূরণের এখনও সময় হয় নি, তাহ'লে যাতে আমি তোমার শীগ্‌গী শীগ্‌গী দেখা

পেতে পারি, এমন আধ্যাত্মিক ভাবে আমার মন পূর্ণ করো, আর যাতে আমার মন পারমার্থিক ভাবে ভরে ওঠে, এমন ভাবে আমার মন গড়ে তোলো ; মনের মলা-মাটি দূর করো ; তোমার স্বাভাবিক নিপুণতা দিয়ে আমার মনের ক্ষেত আবাদ করো ; প্রেমের বীজ তাতে ছড়িয়ে দাও, আর যাতে সেই বীজ হ'তে তোমার দর্শনের ফসল আমার লাভ হয়, তাই করো।"

যখন দার্শনিক প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন দিন দুপুর ; প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি চোখের পাতা বুজিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি চোখ মেলিলেন, অমনি একদল গোখুরা সাপ দেখিতে পাইলেন। যাহাতে দার্শনিক পালাইতে না পারেন, এমনি ভাবে তাহারা তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া দাড়াইল। কিন্তু দার্শনিক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না। বরং তাহার সুন্দর মুখখানিতে একটি হাসি দেখা গেল ; সে হাসি তরঙ্গের আকারে তাঁহার সুন্দর ঠোঁট দুইখানির উপর তড়িৎ-রেখার ন্যায় খেলিয়া গেল। এই ভয়ঙ্কর ফণাধারীদি'কে তিনি বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিফলতায় বড় কষ্ট পাচ্চি ; তাই আমার এ কষ্ট দূর করতে এসেচো ; ভালই করেচো ; যখন অবস্থা খারাপ হয়, তখন যদি মৃত্যু হয়, তার থেকে বড় বন্ধু আর কি হ'তে পারে ? দুরবস্থায় মৃত্যুর মত আর বন্ধু নেই।" তারপর দার্শনিক ভক্তি-ভরা চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিফলতার দুঃখে বড় কষ্ট পাচ্চি ; সে কষ্ট দূর করবার জন্যে আমার এই বন্ধুদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচো ; এ ব্যবস্থা খুব ভালোই করেচ, প্রেমময়। সাপের দংশনে চির-শান্তি বাস করে। মৃত্যু স্বর্গে যাবার পথ ; আর স্বর্গে যাওয়ার মানেই চির-সুখী হওয়া ; আবার, স্বর্গে গেলেই আমার প্রাণের চেয়েও

প্রিয় আমার প্রভুর সঙ্গ লাভ কর্‌তে পার্‌ব।” আনন্দে দার্শনিকের বুক আর গাল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি আবার বলিলেন, “তুমি যে ব্যবস্থা করেচো, প্রভু, সেজন্যে তোমাকে আমি যে কত ধন্যবাদ দেবো, তা আমি ঠিক করে উঠতে পার্‌চি নে।”

উক্ত সাপগুলির মধ্যে একটি সব চেয়ে বড় ছিল; ইহার ফণাও ছিল খুব বড়। তাহার ফোঁস্-ফোঁসানির ঠেলায় সেখানে থাকা কঠিন। সে কখন জিভ বাহির করিয়া, কখন হাঁ করিয়া বিষ-দাঁত বাহির করিয়া ফোঁস্-ফোঁস্ করিতেছিল, আর মাটীতে ছোবল মারিয়া বিষ ঢালিতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া দার্শনিক তাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া, হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “এখানে আমার যতগুলি বন্ধু আছে, তাদের মধ্যে তুমিই সব চেয়ে অকৃত্রিম; আমাকে কামড়াবার জন্যে তুমি যে ব্যস্ত হয়ে পড়েচ, ভাই, এ হ'তেই তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব বোঝা যাচ্চে। কারণ, তাড়াতাড়ি কামড়ানোর মানেই অব্যবহিত মৃত্যু; তার মানেই আমি অচিরে মর্‌তে পার্‌বো; আর মরলেই তাড়াতাড়ি স্বর্গে যেতে পাবো; সেখানে গেলেই প্রেমময়কে দেখ্‌তে পাবো; তাঁর সঙ্গ-সুখ লাভ কর্‌তে পার্‌বো, অনন্ত জীবন উপভোগ কর্‌বো। আহা! পরমেশ্বর, তোমার কত কৃপা, কত করুণা।” বলিতে বলিতেই দার্শনিক আনন্দে অধীর হইয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার বেগ থামিলে তিনি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “বিফলতা আমায় পলে পলে, তিলে তিলে দগ্ধ কর্‌চে, আর আমার এই ফণাধর বন্ধুদের দয়ায় আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পরলোকে যেতে পার্‌ব, পরম করুণাময়ের দেখা পাবো। এর চেয়ে বড় কাম্য আমার আর কি হ'তে পারে?” দার্শনিক আর কাল বিলম্ব করিলেন না। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। প্রভু যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য যেমন নির্ভয়ে, যেমন

প্রফুল্ল মনে, যেমন সহাস্য-মুখে ক্রুশের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আমাদের প্রেম-প্রাণ দার্শনিকও তেমনি নিঃশঙ্ক হইয়া তেমনি সানন্দ মনে তেমনি হাসি-ভরা মুখে সাপের দন্ত-বিদ্ধ হইবার জন্য সুমুখের দিকে আগাইয়া গেলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে আর হাসি ধরে না। দার্শনিক সম্মুখ দিকে দুই পা বাড়াইতেই ভয়াবহ সাপটি ঝপাৎ করিয়া গজ খানেক লাফাইয়া, তাঁহার দিকে আসিল। আর আগের চেয়েও ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল; চোয়াল বিস্তার করিয়া, তাহার বিষ-দাঁত বাহির করিতে লাগিল, আর কখন বাঁ দিকে, কখন বা ডান দিকে ফণা বাঁকাইয়া, কামড়াইবার বহু কৌশল খুঁজিতে লাগিল। তবু দার্শনিকের নির্ভিক অন্তরে ভয় নাই। তখনও একটি মধুর হাসি তাঁহার অধর-প্রান্তে লাগিয়া রহিল। তিনি সাপটির নিকটে আসিয়া, তাহার মুখে হাত দিলেন। কিন্তু যেমন হাত দিলেন, অমনি সে তাহার ফণা গুটাইয়া লইল। দেখিয়া দার্শনিক নির্ব্বাক বিস্ময়ে সাপটির মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এ কি! সাপে কামড়ালে আমি মরব, এই আশায় আমি বুক বেঁধেছিলাম; কিন্তু তা' হোলো না; কাজেই, আমার অনন্ত জীবনের আশা নষ্ট হ'য়ে গেল; সুখ আশাতেই বাস করে; কিন্তু আশা যদি ফল-প্রদ না হয়, তাহ'লে সুখ কখন পাওয়া যায় না।"

সাপগুলি চলিয়া গেলে, দার্শনিকের দুঃখ অসহ্য বলিয়া বোধ হইল; এত অসহ্য হইল যে বেঁচে থাকাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সেইখানেই কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "এইবার কি করি?" ঠিক এমনি সময়ে গানের মধুর স্বর বায়ুর তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া, তাঁহার কানে পৌঁছিল। তিনি পারমার্থিক বিফলতার জন্য যে কষ্ট পাইতেছিলেন, মধুর গান শুনিয়া তাহা ভুলিয়া গেলেন।

তিনি এত মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার কেবলই ইচ্ছা হইতেছিল যেন গানটি বহুক্ষণ ধরিয়া চলে। কিন্তু গান সহসা থামিয়া গেল, দার্শনিকের নৈরাশ্যের আর অবধি রহিল না; দার্শনিক আবার গান শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাই তিনি চারিদিকে গায়কের খোঁজ করিতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি গায়ককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। গায়ক তখন একটি ঝোপের ধারে বসিয়াছিল; অতি সুশ্রী-সুন্দর চেহারা; দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, হাতে একটা বাদ্য-যন্ত্র; মুখে অমিয় মধুর হাসি; তাহাকে পূর্ণ-বয়স্ক বালক বলা যাইতে পারে। যেমন দার্শনিক তাহার নিকটে আসিলেন, অমনি সে সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দার্শনিক কহিলেন, "বোধ হয়, এখানে এ'সে আমি তোমার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়েচি।"

বালক জবাব দিল, "মোটেই না, বরং আমি নির্জ্জনতা অনুভব করছিলাম, আপনি আসাতে সেটা নষ্ট হোলো। এ জন্যে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্চি।"

দার্শনিক একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার নাম জিজ্ঞেস্ করতে পারিকি, ভাই?"

প্রশান্ত মধুর হাসিতে বালকের কচি মুখখানি ভরিয়া উঠিল। সে সবিনয়ে উত্তর দিল, "আমার নাম তপন।"

দার্শনিক একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমি তোমার নাম জিজ্ঞাসা করলাম্; কিন্তু কৈ, তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে না?"

তপন সবিনয়ে জবাব দিল, "চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না, আপনার নাম কে না জানে? জগৎ জুড়েই তো আপনার নাম।"

তারপর জিব কাটিয়া কহিল, "আপনার নাম কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি? আপনি আমার চেয়ে কত বড়!"

যখন দার্শনিক তপনকে তাহার পিতা-মাতা ও বাস-স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে দুই হাত যোড় করিয়া, অনুনয়ের স্বরে কহিল, "দয়া করে আমাকে ও প্রশ্ন করবেন না।" তারপর সে এক গাল হাসিয়া, বালক-সুলভ কণ্ঠে বলিল, "আমি অপরের মনের কথা বলতে পারি।"

দার্শনিক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বলতে পারো; আচ্ছা, বলতো, তপন, কেন আমি তোমার কাছে এসেচি।"

"গানে মোহিত হ'য়ে এসেচেন, নয় কি?" বলিয়াই তপন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; তাহার পরম সুন্দর মুখখানিতে এই মৃদু হাসি ঠিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের উপর অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সে হাসি অতি উপভোগ্য; তাহার হাসিটি যেন দার্শনিকের অন্তরে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল। দার্শনিক মুগ্ধ নেত্রে তপনের সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিলেন; আর মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আহা কি মধুর! কি মনোহর! এত সৌন্দর্য্য তো আমি জগতের কোথায় দেখি নাই। কে এই বালক? কোথা হইতে আসিল?"

তপন আবার হাসিয়া বলিল, "এখন কি ভাবচেন, বলবো? ভাবচেন, কে এই বালক,—কোথা হইতে আসিল, নয় কি?"

"ঠিকই তাই, তপু।" দার্শনিক একেবারে তপনের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া তাহার পিঠে আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "তোমাকে আদর করতে ভারি ইচ্ছে হয়, তপু; তাই, থাকতে না পেরে, তোমার গায়ে হাত দিয়েচি; সেজন্যে মনে কিছু কোরো না, কেমন?" দার্শনিক হাত দিয়া সস্নেহে তপনের চিবুক স্পর্শ করিলেন।

"আপনার মত মহাপুরুষের আদর পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা, আমি খুব ভাগ্যবান্।"

দার্শনিক সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "সৌভাগ্য যে কোন্‌টা সেইটিই ভাববার কথা, তপু ; আদর পাওয়াটা, না কি আদর করাটা।"

শুনিয়া বালক হাসিয়া কহিল, "এ কথা বল্‌চেন কেন ?"

দার্শনিক ডান হাত দিয়া সাদরে আবার তাহার চিবুকখানি ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "বলাই তো উচিত, তপু।"

তপন কহিল, "আপনার মত মহাপুরুষ প্রায়ই এ জগতে দেখতে পাওয়া যায় না ; তাই বলেচি, আপনার আদর পাওয়া সৌভাগ্য।"

দার্শনিক বলিলেন, "তোমার মত অসাধারণ বালকও তো জগতে একেবারে মেলে না ; তাই বলেচি, আদর করাটাই সৌভাগ্য।" তারপর সাদরে তাহার চিবুকখানি একটু নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "এখন ও সব আলোচনা থাক্ ; কি বলো, তপু ?"

তপন ঘাড় ঘুড়াইয়া বলিল, "থাক্।" দার্শনিক কহিলেন, "তোমার একটি গান আমাকে শোনাও, তপু। গান শুনিয়ে আমাকে তৃপ্ত করো।"

তপন কহিল, "আগে আমাকে তৃপ্ত করুন ; তাহ'লে আমি আপনাকে তৃপ্ত কর্‌ব।"

দার্শনিক তপনের হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কিসে তোমার তৃপ্তি হবে, বলো ; আমি তাই কর্‌চি।"

তপন হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া বাদ্য-যন্ত্রে একটি ঝঙ্কার দিয়া, বলিল, "বেশী কিছু না ; মাত্র এই—আপনার শুষ্ক-মলিন মুখখানি দেখে মনে হচ্চে, আপনি কিছু খান নি ; তাই আমার বিশেষ অনুরোধ—আমি কিছু ফল-মূল এনে দিই, আপনি খান।"

"যা'র হৃদয় মহৎ, তার হৃদয়ে সহানুভূতি তো থাক্‌বেই; তোমার এই ইচ্ছে হ'তেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি, তুমি অতি মহৎ; কিন্তু তপু—।" দার্শনিক একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া, তপনের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া, অনুরোধের ভঙ্গীতে কহিলেন, "খেতে আমাকে বোলো না, তপু; খেতে আমি পার্‌বো না; আমার জীবন একটা বিরাট বিফলতা ছাড়া আর কিছুই নয়; যাঁর খোঁজে বনে এসেচি, তাঁর কোন সন্ধানই আজ পর্য্যন্ত ক'রে উঠ্‌তে পারলাম না; যার হৃদয়ে নিরাশা, তার খেতে ইচ্ছে হবে কেন?" বলিতে বলিতেই দার্শনিকের চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তপন নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, "আপনি যা বল্‌চেন্, তা সত্যি সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনি মনে রাখবেন, আপনি যদি না খান তাহ'লে আমিও না খেয়ে মরব, ঠিক করেচি।"

"তোমার কথা হ'তে আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি, তপন, তুমি আমাকে খুবই ভালবাসো; এই ভালবাসার জন্যেই তুমি এ কথা বল্‌চ; কিন্তু তোমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ কর্‌চি, তুমি এ প্রতিজ্ঞা কোরো না; আর যদি তুমি তোমার ভালবাসা সত্য ব'লে প্রমাণ কর্‌তে চাও, তাহ'লে, তপু, এ প্রতিজ্ঞার কথা তুমি ভুলে যাও। এইবার বুঝ্‌তে পেরেচ, আমার কথার মানে কি?"

"খুব পেরেচি; আপনি বল্‌চেন, ভালবাসা সত্য প্রমাণ কর্‌বার জন্য আমাকে উপোষ করার প্রতিজ্ঞা ছেড়ে দিতে, এই নয়? তার মানে আপনি বল্‌তে চান্, 'ভালবাসার খাতিরেই তুমি উপোষের প্রতিজ্ঞা করেচ, আবার সেই ভালবাসার খাতিরেই তুমি সেই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করো'।"

"ঠিক বলেচ, তপু; তা ছাড়া আমি বল্‌তে চাই, ভালবাসার জন্যেই

যে প্রতিজ্ঞা করা হয়, অনেক সময়ে আবার ভালবাসার জন্যেই সে প্রতিজ্ঞা ছেড়ে দিতে হয়।"

"তা বটে।" তপন পুনরায় কহিল, "আসুন একটা বাজী রেখে দেখা যাক্, কে জেতে? আপনি, কি আমি?" বলিয়াই তপন হাসিল। সে হাসির মধ্যে এমন একটা স্বর্গীয় ভাব ছিল যাহাতে দার্শনিক মুগ্ধ হইয়া গেলেন; কহিলেন, "বাজীটি কি শুনি?"

তপন বালক-সুলভ সরলতায় বলিল, "সে ভারি মজার বাজী, আপনাকে তাতে রাজী হ'তে হবে কিন্তু; হবো না বল্লে ছাড়্ব না, তা বলে রাখচি।" বলিয়াই সে দার্শনিকের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিল; তারপর এমনি সুঠাম, মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিল যে দার্শনিক তাহাতে ক্ষণেকের জন্য আত্মহারা হইয়া গেলেন: কিছু পরে কতকটা সামলাইয়া লইয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তোমার বাজীতেই আমি রাজী:, বাজীটি কি, শুন্তে পাই কি?"

"বাজীটি এই :—যদি আমি গান গেয়ে, আপনাকে ঘুম পারিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে আপনাকে খেতে হবে; আর যদি না পারি, তাহ'লে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা মত কাজ কর্‌বেন।"

"বেশ তুমি গান কর্‌তে আরম্ভ কর।"

তপন বাদ্য-যন্ত্র হাতে লইয়া, গোটা কতক ঝঙ্কার দিয়া গাহিতে সুরু করিল: গানখানির ভাব ও ভাষা যেমন গভীর, তপনের গলার স্বরও তেমনি মধুর; শুনিতে শুনিতে দার্শনিকের দেহে পুলকের বাণ ডাকিল, আর গায়কের সুমধুর স্বর শুনিয়া তাহার সর্ব্বশরীর আবেগে রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল; তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "আহা বড় মধুর, বড় মধুর"! দার্শনিকের মনে হইতে

লাগিল যেন তপনের সুললিত স্বর তাঁহার প্রতি শিরা-উপশিরায় প্রতি অণু-পরমাণুতে ছাদিয়া ছাদিয়া বসিয়া তাঁহাকে নিজের মাধুর্যো একটু একটু করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তখন দার্শনিক চোখ বুজিলেন। তাঁহার চোখ হইতে অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। মধুরতারও মদিরতা আছে। গানের মিষ্টতায় তিনি একটু একটু করিয়া তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন; শেষে ঢুলিতে ঢুলিতে পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। তখন তপন গান থামাইয়া দুই হাত বাড়াইয়া দার্শনিককে পরম যত্নে নিজের কোলে শোয়াইয়া, স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল: তাহার দুই চোখ দিয়া যেন স্নেহ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; যখন দার্শনিকের তন্দ্রার ভাব কাটিয়া গেল, তখন তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন: দেখিলেন, তাঁহার মাথাটি কোলে লইয়া, তপন বসিয়া আছে: তাহার মুখে একটি মধুর হাসি। দার্শনিক উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, "আমারই জয় হয়েচে। সর্ত্ত অনুসারে আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌তে হবে।"

দার্শনিক হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

তপন বলিল, "আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন; কিছু ফল-মূল নিয়ে আমি শীগ্রী আস্‌চি।" কিছুক্ষণ-পরে অনেক ফল-মূল লইয়া, সে ফিরিয়া আসিল। তারপর দার্শনিকের পাশে নতজানু হইয়া বসিয়া, একটির পর একটি করিয়া ফল ছাড়াইয়া তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে লাগিল। এইভাবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দার্শনিকের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে খাওয়াইল। 'খাইব না' বলিলে ছাড়িবার পাত্র তপন নয়। বলা বাহুল্য, দার্শনিক বিশেষ ভাবে অনুরোধ করার জন্য তপনও তাঁহার সঙ্গে খাইল। খাওয়া শেষ হইলে দার্শনিক কহিলেন, গানের একটা স্বর্গীয় ক্ষমতা আছে; সেজন্যে, যখন

গান শুনি, তখন মনে হয় যেন সত্য সত্যই আমরা স্বর্গে যাচ্চি।”
দার্শনিক আদর করিয়া, তপনের গাল দুইটি স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা হ’তে এমন গান কর্‌তে শিখেচ, তপু? আহা, কি চমৎকার তোমার গান! আর কি চমৎকার তোমার গলার স্বর। এমন মনোমুগ্ধ-কর গান আমি জীবনে কখন শুনি নি; এইবার বল তো, তুমি আমাকে গান শেখাবে কি না।”

তপন একটু হাসিয়া বলিল, “আপনার কথা শুনে আমি একটু দুঃখিতই হ’লাম্।”

“কেন, তপু?”

“আপনার বনে আস্‌বার্ উদ্দেশ্য কি? পরমেশ্বরের সন্ধান করা আর তাঁর দেখা পাওয়া, নয় কি? যে জিনিসে আপনার এ উদ্দেশ্য সফল হবে, তা’ সপ্রেম উপাসনা, গান নয়।”

দার্শনিক জবাব দিলেন, “তুমি ভুলে যাচ্চ, তপন, অনুরাগ-ভরা উপাসনা জীবনের সব চেয়ে অকৃত্রিম গান, কাজেই, তোমাকে গান শেখাতে বল্‌চি. আর তুমি সে গান করেচ, তপন, যে গান স্বর্গীয়,—সে গান অনুরাগ-ভরা উপাসনারই নির্য্যাস; বল, তপু, তুমি আমাকে গান শেখাবে কি না”

“দেখ্‌চি, আপনি গান খুব ভালবাসেন, তার কারণ বোধ হয়, গান দুঃখ-কষ্টের সময়ে অমৃতের মত কাজ করে।”

“ঠিক বলেচ, তপন্; গান অনেক সময় আমাদিকে দুঃখ-কষ্টের হাত হ’তে বাঁচায়।”

“আচ্ছা, গান সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে বিশেষ আলোচনা পরে হবে. এখন আসি।”

তপন দার্শনিকের কাছ হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই

দার্শনিক তাহাকে কহিলেন, "আচ্ছা, তপু, এখানে আর একটু থাক্‌লে তোমার বিশেষ ক্ষতি হবে কি? তোমাকে চ'লে যেতে দেখে আমার মন ভারি খারাপ হ'য়ে যাচ্চে, তপন; বোধ করি, আমাকে তুমি অকপট ভাবে ভালবেসেচো ব'লেই এমন হচ্চে।"

"এর মানে খুব সোজা: আপনি হলেন প্রেমের অবতার; সে জন্যেও কতকটা বটে, আর আমার গান শুনেও কতকটা বটে, আপনি আমাকে ভালবেসে ফেলেচেন্; কিন্তু এ ভাবের ভালবাসাটা আপনার পক্ষে ঠিক নয়; আপনি হলেন একজন সন্ন্যাসী; এক পরমেশ্বর ছাড়া অপর কাকেও আপনার ভালবাসা উচিত নয়।"

"আমার মনে হচ্চে, তুমি চেপে যাচ্চ, তপন, সব জীবকে ভালবাসাই তো পরমেশ্বরকে ভালবাসা; কারণ ভগবান সূর্য্যের মত, আর সব জীব সেই ভগবান হ'তে বেরোনো রশ্মির মত। জগতে যত রকমের ভালবাসা আছে, ভগবান হলেন সেই ভালবাসার সমষ্টির স্বরূপ, আর সেই ভালবাসাকে বিভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন ক'রে রাখ্‌লে যা' হয়, সমস্ত জগৎ তা' ছাড়া আর কিছুই নয়।"

তপন চোখ বুজিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে দার্শনিকের কথা অনুভব করিতে করিতে বলিল, "আহা, বড় চমৎকার কথা আমাকে শোনালেন; এখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, জগতে যত জ্ঞানী লোক আছেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই সব চেয়ে বড়; আমি কথা দিচ্চি, আমি আপনাকে গান শেখাবো।" তপন মহা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া দার্শনিকের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "আর আপনি আমাকে কথা দিন, পারমার্থিক শিক্ষা দেবেন।"

"আমি পারমার্থিক পথে সবে মাত্র শিক্ষা-নবিশ; আমি তোমাকে কেমন ক'রে শেখাবো; বরং তুমি আমাকে বলো, আমার পরম করুণ

প্রভু কোথায় আছেন।" বলিতে বলিতেই দার্শনিকের চোখ হইতে টপ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল ; তিনি তপনের ডান হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "আমার মনে হয় তপন, তুমি আমার প্রভুর খবর জানো ; আর আমার বোধ হয়, তুমি তোমার গানের মাধুর্য্যে কোনো-না-কোনো দিন তাঁকে এখানে আকর্ষণ নিশ্চয় করেছিলে ; যদি ক'রে থাকো তো বল।"

তপন হাসিয়া বলিল, "এ সব আপনি কি বল্‌চেন ? ও সব কথা থাক্, গান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পরে হবে।" তারপর সবিনয়ে দুই হাত যোড় করিয়া বলিল, "তাহ'লে এখন আমি আসি।"

এই বলিয়া তপন চলিয়া যাইতে লাগিল, আর দার্শনিকের পিপাসু চোখ দুইটির সতৃষ্ণ দৃষ্টি ঠিক তাহার পিঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তপন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, আর দার্শনিকের মন তখন দুঃখে ভরিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "কে এই তপন ? কেন সে তাঁর পিতামাতার পরিচয় দিতে চাইল না ? সে বলে সে যাদুকর, লোকের মনের কথাও বল্‌তে পারে, আবার ভারি সুন্দর গায়কও বটে ; তার গান, আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, স্বর্গীয়, আর শুন্‌তেও বড় চমৎকার ; তার গানের অক্ষরে অক্ষরে ছন্দে ছন্দে যেন ভালবাসা উথ্‌লিয়ে পড়ছিলো। সে গানের মাধুর্য্যে আমাকে তন্দ্রায় অভিভূত ক'রে ফেলেছিলো ; আর তার রূপ ! সে তো বর্ণনার বাইরে ; মানুষের সাধ্য কি ভাষায় সেই অপরূপ রূপ ব্যক্ত করে ; সে ব'লে গেছে, 'আপনার কাছে আসব'। কিন্তু আসা-না-আসা তো তার ইচ্ছের উপর নির্ভর করুচে ; যদি সে না আসে, তাহ'লে কি হবে ? আমার জীবন যে দুঃখের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে ; তাকে আমি ভালবেসেচি, আমার মন-প্রাণ দিয়ে ফেলেচি ; যদি সে আর না আসে

তাহ'লে আমি বাঁচব কেমন ক'রে। আমার মনে হয়, তপনই ভগবান।” তারপর দার্শনিক যেদিকে তপন চলিয়া গিয়াছিল, সেই দিকে সর্ব্বস্ব-হারা লোকের মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার মনের ভাব তখন—“পেয়ে হারালাম! আর কি তাকে পাবো?”

এই ভাবিতে ভাবিতে দার্শনিক উঠিয়া পড়িলেন; তারপর বিমনা হইয়া চলিতে চলিতে একটি ঝোপের ধারে আসিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িলেন; ভাবিতে লাগিলেন, “কোথায় যাচ্চি? কেনই বা যাচ্চি? যাবার দরকারই বা কি? যার জীবনে ‘তপনের’ উদয় হয় নেই, তার জীবন তো অমাবস্যার রাত্রির মত ঘোর অন্ধকার; আর যার জীবনে উঠেও ডুবে গেছে, তার জীবনও তো তাই।” তারপর গভীর শোকে আচ্ছন্ন, সজল চোখদুইটি আকাশের দিকে তুলিয়া, যোড় হাত করিয়া কহিলেন, “আমার চোখের সম্মুখে, আমার জীবনে তুমি কি আর উদয় হবে না, তপু? জীবনকে অদর্শনের মেঘে অন্ধকার ক'রেই রাখবে?” এমন সময়ে ঝোপের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, দার্শনিক তাহার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই অপূর্ব্ব গায়ক, তপন, শুইয়া আছে, তাহার মাথাটি একটি খুব বড় বাঘের বুকের উপর; বাঘটি আকারে 'বেঙ্গল রয়েল টাইগার' হইতেও বড়, এবং তাহার রাঙা পা দুইখানি দুইটি তেমনি বড় বাঘে চাটিতেছে, আর তাহার রূপের জ্যোতিতে ঝোপের ভিতরের ফাঁকা জায়গাটি একেবারে আলো হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া দার্শনিক নিজ মনেই সবিস্ময়ে কহিলেন, “ওঃ বুঝেচি, তপন, তুমি কে!”

তপনকে দেখিয়া, দার্শনিক যেমন তাহার দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিলেন, সে তাহার বাঘ-সমেত অদৃশ্য হইল। তাহাকে এইভাবে মিলাইয়া যাইতে দেখিয়া, দার্শনিক কাঁদিয়া ফেলিলেন। মারাত্মক

শত্রুকে দেখিয়া, নিরীহ হরিণ যেমন এক ঝোঁপ হইতে অপর ঝোঁপে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, তপন অদৃশ্য হওয়াতে পরম শত্রু নিরাশাকে দেখিয়া দার্শনিকও সেইভাবে ছুটিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি এক ঝোঁপ হইতে অপর ঝোঁপে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়া সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ কর্ণধারকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন একটি গাছের ছায়ায় বসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল; রৌদ্রে ছুটাছুটি করাতে তাঁহার সুন্দর মুখখানি ভাজা চিংড়ী মাছের মত লাল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখ আর বুকখানি হতাশার অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর তিনি উঠিয়া পড়িলেন: যে ঝোঁপে সেই অদ্ভুত গায়ককে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সেই ঝোঁপের দিকে আসিতে লাগিলেন। তারপর দার্শনিক সেই ঝোঁপের ভিতর গেলেন; যে জায়গায় তপনের পা দুইখানি ছিল, সেইখানে যে ধূলা ছিল তাহা চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিছু ধূলা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইলেন। ভাবটা এই—প্রত্যহ সেই ধূলা কিছু কিছু সেবন করিবেন। তারপর দার্শনিক সেইখানকার মাটির উপর গড়াগড়ি দিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিলেন। কান্না শেষ হইলে দার্শনিক নতজানু হইয়া, যোড় হাত করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন:—"তুমি তো জানো, সর্ব্বশক্তিমান, তোমাকে দেখবার ইচ্ছে আমার কত প্রবল; এ ছাড়া আমার মনে অপর কোনো ইচ্ছে নেই, স্বীকার্ করি, ছদ্মবেশে তুমি আমাকে দেখা দিয়েচ;. তা আমার সন্ধান কতকটা সফল হয়েচে বটে; কিন্তু খোলাখুলি ভাবে দেখা দিয়ে আমার ইচ্ছে কেন পূরণ করলে না, প্রভু? সবটা পাবার জন্যে যে লালায়িত, তার বদলে খানিকটা পেলে তার মন উঠ্‌বে কেন? সে যা হোক্, তবু তুমি যে আমার কাছে এসেছিলে, এই-ই তোমা

পরম দয়া ; তবে, তুমি যদি নিজের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে, আমাকে দেখা দিতে, তাহ'লে তোমার করুণা আরও বেশী প্রকাশ পেত ; তুমি তো জানো, সর্ব্বজ্ঞ, যদি তুমি নিজের ইচ্ছেয় নিজের রূপ না দেখাও, তাহ'লে মানুষ তোমাকে কোনো মতেই চিন্‌তে পারে না ; আমি অতি হীন, অতি দীন ; কাজেই, তোমার কাছে প্রার্থনা কর্‌চি, তুমি স্বেচ্ছায় আত্ম-প্রকাশ ক'রে আমার ইচ্ছে পূর্ণ করো।"

প্রার্থনা শেষ হইলে দার্শনিক সেই অদ্ভুত বালক, তপনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন ; যেখানে যেখানে তাহার লুকাইয়া থাকা সম্ভব, সেইখানে সেইখানে তাহাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন। একটি পাহাড়ের নীচে নতজানু হইয়া বসিয়া যোড় হাত করিয়া বলিলেন, "আশার যে মুকুল আমার মনে আছে, সে মুকুল কি মুকুলই থাক্‌বে ?" পাহাড়ের উপর হইতে শব্দ হইল—"তুমি আমাকে এই পাহাড়ের উপরে দেখিতে পাইবে।" এই কথা শুনিয়া, দার্শনিকের মনে যে আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি মহা উৎসাহে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলেন। উপরে উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন, একজন ব্যাধ একটি খরগোসকে লক্ষ্য করিয়া, একটি তীর ছুড়িয়াছে, আর সে প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছে। খরগোসটির অবস্থা দেখিয়া, দার্শনিকের প্রাণে ভারি কষ্ট হইল ; বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন ; তীরটি উড়িয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে ইহার সুমুখে দাঁড়াইলেন ; তাহার বুকে তীর বিঁধিয়া গেল ; এই সময়ের মধ্যে খরগোসটী সুরুৎ করিয়া নিকটের ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল ; এইভাবে দার্শনিক নিরীহ খরগোসটীর জীবন বাঁচাইলেন। দার্শনিকের আচরণে ব্যাধ

অত্যন্ত চটিয়া গেল ; সে রাগে দুম্ দুম্ শব্দে পা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সট্ করিয়া তূণ হইতে একটি তীর বাহির করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত তাঁহার বুকে বিঁধিয়া দিল : এই তীরগাছটি বিষ মাখান ছিল। আগে-কার তীরটী বুকে বিঁধিতেই দার্শনিক মাটির উপর শুইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার উপর আবার যখন এই তীরটি বিঁধিল, তখন তিনি যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ব্যাধ অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিতে লাগিল। কিন্তু তাল সামলাইতে না পারাতে, তাহার পা পিছলাইয়া গেল ; তখন সে সর্ব্বাঙ্গে পাহাড়ের খস্খসে উঁচু-নীচু গায়ের খোঁচা খাইতে খাইতে সড়্ সড়্ শব্দে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল ; খোঁচা খাওয়াতে তাহার পিঠ ও বুক ছড়িয়া গেল , সঙ্গে সঙ্গে তাহার গায়ে হাতের আঙুলের মত মোটা মোটা দাগ পড়িল। যেখান দিয়া সে পড়িতেছিল, সেই খানকার এক জায়গায় একটি খুব বড় পাথর ছিল। গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে সেই পাথরে তাহার মাথা এমনি জোরে একটি ধাক্কা খাইল যে ঠকাস্ করিয়া একটি শব্দ হইল। খুব বেগে পড়িতেছিল, তাহার উপর এই সজোর ধাক্কা , কাজেই, সে ধাক্কা সইতে পারা যাইবে কেন ; মানুষের মাথা তো আর লোহা দিয়ে তৈরী নয় , কাজেই ব্যাধের মাথা ফাটিয়া গেল , ইহার ফলে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল সে রক্তে ভাসিতেছে।

আগেই বলা হইয়াছে, দার্শনিকের বুকে দুইটি তীর বিঁধিয়াছিল। তাহার জন্য দার্শনিকের যে যাতনা বোধ হইতেছিল, তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহার মন অতি চিন্তা প্রবণ ; তাই তিনি এ যাতনা বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করিতেছিলেন না। তাহা ছাড়া যখনই তপনের হাসি-মাখা মুখখানি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, তখনই আবার

তিনি সব কষ্টই ভুলিয়া যাইতেছিলেন। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, "আহা! যদি সেই পরম দয়াল বালক আমার কাছে এখন আসে, তাহ'লে আমি কতই না আনন্দ পাই।" এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি সহসা দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভাই তাঁহার নিকট আসিতেছে। দেখিয়া তিনি ভারি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভাই তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একবার বেশ করিয়া দেখিল। তারপর তাঁহার দেহের অবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, দেখিয়া, টানিয়া দুইটি তীরই খুলিয়া ফেলিল। ক্ষতস্থান ধুইয়া তাহাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। উপস্থিত ব্যাপারে যাহা যাহা করা উচিত, সে সব শেষ করিয়া সে বসিল, তারপর অতি যত্নে দার্শনিকের মাথাটি নিজের কোলে তুলিয়া লইল। তখন দার্শনিক বলিলেন, "আমি এখানে এসেচি, তুমি কেমন করে জান্‌লে, সমু?"

"সে কথা পরে হবে, দাদা, আপনার এখন কেমন বোধ হচ্চে, আমাকে বলুন।"

দার্শনিক সেই ভাবেই শুইয়া থাকিয়া, হাত বাড়াইয়া সমীরের চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তুমি তো জানো, সমু, মরণকে আমি ভয় করি নে; তবু তোমাকে বল্‌চি শোনো, আর দশ-বিশ মিনিট মাত্র আমি বাঁচবো; কারণ দ্বিতীয় তীরের ডগটিতে বিষ মাখানো ছিলো; কাজেই আমি জানি খুব শীগ্‌গীরই মরে যাবো; কিন্তু তা' আমি গ্রাহ্য করি নে; তবে আমার বড় দুঃখ এই—।" তারপর দার্শনিক একটী দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন; মনে হইল যেন তাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল; তিনি আবার কহিতে লাগিলেন, "আমার বড় দুঃখ এই—আমি যে সন্ধান করছিলাম, তাতে মাত্র আংশিক ভাবে সফল

হয়েচি ; আমি পরম দয়াল প্রভুকে দেখেচি ; কিন্তু ছদ্মবেশে ; তাই তাঁকে আমার কর্ণধার ব'লে চিন্‌তে পারি নি ; তারপর, আবার যখন তাঁকে দেখে, চিন্‌তে পার্‌লাম, তখন তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন ; তাঁকে খুঁজে বার কর্‌বার জন্যে আমি বনের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটোছুটি কর্‌লাম কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখ্‌তে পেলাম না।" বলিতে বলিতে দার্শনিক কাঁদিতে লাগিলেন, আর তাঁহার চোখ দিয়া অশ্রুর প্লাবন বহিয়া যাইতে লাগিল। সমীর কাপড়ের আঁচল দিয়া তাঁহার দুই চোখ বেশ করিয়া মুছাইয়া দিয়া কহিল, "আমিও আপনার কর্ণধারকে দেখেচি, দাদা ?"

"দেখেচ ? কোথায় ? কখন ?" দার্শনিক ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার যত কিছু জ্বালা, যত কিছু যন্ত্রণা সবই ভুলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ভুলিলেন. ভালবাসায় আত্মদানই প্রকৃত প্রেম, আর যে ভালবাসায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই-ই প্রেমিক। নিজেকে ভালবাসায় অঞ্জলি দিতে না পারিলে প্রকৃত ভালবাসা হইতে পারে না।

দার্শনিক আবার বলিলেন, "দেখেচ ?" এইবার দার্শনিক একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; নিজের হাত দিয়া খপ্‌ করিয়া সমীরের একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "চল, সমু, চল, আমার প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চল।" একটু থামিয়া বলিলেন, "যদি তাঁর কাছে যেতে তোমার কোনো আপত্তি থাকে, তাহ'লে শুধু বলো, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেচ। আমি সেইখানে যাবো।" তারপরই দার্শনিক যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল ; তিনি মাতালের ন্যায় টলিতে লাগিলেন ; হাত-পায়ের ঠাহর হারাইলেন ; টলিতে টলিতে পড়িয়া যান আর কি, এমন সময়ে সমীর তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য

বিষের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, আর ইহার যাতনা অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল ; দার্শনিক শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিলেন ; তারপর আবার মেলিলেন ; শেষে তাঁহার ভাইয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ ! এইবার বুঝেচি, তুমি কে ? তুমি তো আমার ভাই নও ; তুমি যে আমার প্রাণের প্রভু ; তা'র প্রমাণ, আমি যে দেখতে পাচ্চি, তুমি তপন সেজেচ ।" চলিবার ক্ষমতা ছিল না ; তবু দার্শনিক জোর করিয়া বুকে হাঁটিয়া একটু আগাইয়া আসিয়া, তাহার রাঙা পা দুইখানির মাঝখানে নিজের মাথাটী রাখিলেন ; তারপর দুই হাত দিয়া তাহার দুইখানি পা জড়াইয়া ধরিয়া, ভক্তি-ভরে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "যদি দয়া ক'রে আমার এই অন্তিমকালে দেখা দিয়েচো, প্রভু, তাহ'লে তোমার ঐ রাঙা চরণ দুইখানি এই কাঙালের মাথায় ঠেকাও।" তপন শশব্যস্ত হইয়া, সেইখানে বসিয়া পড়িল ; সাদরে দার্শনিকের মাথাটি নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া, মাথা নোয়াইয়া, তাহার কপালে গভীর স্নেহে চুমু খাইয়া, স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "দার্শনিক"। তখন দার্শনিকের কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না ; তাই, তপনের ডাক শুনিয়া শুধু একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন ; সে দৃষ্টির অর্থ—'যাবার সময় তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌লাম না, সেজন্যে আমায় ক্ষমা করো।' তারপর দার্শনিক চিরতরে চোখ বুজিলেন ; তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া আবার দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তপন তাঁহার বুকে হাত দিয়া দেখিল, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে।

——

নবম অধ্যায়

দার্শনিক বাড়ী হইতে পলাইয়া গেলেন ; পরদিন সকালেও কেহ এ খবর জানিতে পারিল না ; তবে, বেলা যখন অনেকটা হইয়া গেল, তখন সমীর আসিয়া তাঁহার বালিশ তুলিতেই একখানি চিঠি পাইল : যাইবার আগে দার্শনিক এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

সকালে উঠিয়া প্রাতকৃত্য শেষ করিয়া, সমীর পড়িবার ঘরে আসিল আসিয়া সেখানে দার্শনিককে দেখিতে পাইল না ; দার্শনিক কোথায় গিয়াছেন, জানিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ হইল। বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সে ইহার সঠিক জবাব পাইল না। তখন তাহার মনে হইল, 'বোধ হয়, রাত্রিতে রোগীর বাড়ী ডাকে গিয়াছেন। ডাকটিও বোধ করি, খুব জরুরী ছিল, তাই তাড়াতাড়িতে বাড়ীর কাহাকেও এ খবর দিতে পারেন নাই।' কিন্তু, বেলা অনেকটা হইয়া গেলেও যখন দার্শনিক বাড়ী ফিরিলেন না, তখন তাহার মনে হইল—'তাইতো, তাহ'লে দাদা গেলেন কোথায় ?' তখন সে তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিতে লাগিল, যাইবার আগে কোন চিঠি-পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কি না। সে জানিত, দার্শনিক তাঁহার বালিশের নীচেই সব চিঠি-পত্র রাখিতেন ; কাজেই, সে তাঁহার বালিশ তুলিল ; তুলিতেই

পূর্ব্বোক্ত পত্র দেখিতে পাইল ; পত্রখানি তাহাকেই লেখা হইয়াছিল। পত্রখানি এই :—

"তুমি জানো, 'সমু',

তোমাকে আমি খুবই ভালবাসি ; তোমাকে ছেড়ে যাবার আমার ইচ্ছে ছিল না ; কিন্তু বড় মুস্কিলে প'ড়ে, তোমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম ; যাকে ভালবাসি, তার কাছে কাছে থাকাটাই হ'ল ভালবাসার ধর্ম্ম, কাজেই, আমি যে তোমাকে ভালবাসি, সেজন্যে তোমার কাছে থাকাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েচি ; তাই থাক্‌তে পার্‌লাম না। তবু তুমি দুঃখিত হোয়ো না, সমু, ইহাই আমার বিশেষ অনুরোধ ; জেনো, এ কথাও সত্যি, যারা অতি প্রিয়, তারা দূরে যায় অতি নিকটে আস্‌বার জন্যে ; আর এ কথাও অস্বীকার করা চলে না, আমি তোমার অতি প্রিয় ; বাড়ী ফির্‌ব কি না, এখন ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে বোধ হয়, ফেরার থেকে না ফেরার সম্ভাবনাই বেশী।

"জগতে যত রকমের ভালবাসা আছে, তা'র মধ্যে ভগবানের প্রতি ভালবাসাই সব চেয়ে বড় ; এই ভালবাসার ভেতর এমন একটি জিনিস আছে, যা' পার্থিব ভালবাসার মধ্যে নেই। আর এক কথা অন্য অন্য যে সব ভালবাসা আছে, তা' এই ভালবাসারই শাখা-প্রশাখা মাত্র। এখনও আমি ভগবানকে দেখতে পাই নি, এ হ'তে বেশ বুঝতে পেরেচি, এখনও আমি তাঁর কাছ হ'তে বহু দূরে আছি ; আমি তাঁর দেখা পেয়ে, এই দূরত্ব দূর করতে চাই ; আমার ধারণা, বনে বাস কর্‌লেই, আমার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।" ইতি—দাদা

সমীর পত্রখানি পড়িল ; অশ্রুতে তাহার চোখ-দুইটির কিনারা ছাপাইয়া উঠিল। সে হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। তারপর

আবার পড়িতে লাগিল। এইবার তাহার চোখ বাহিয়া এমনি ভাবে অশ্রু পড়িতে লাগিল যে আর পড়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার চোখের সুমুখে অন্ধকার ভাসিয়া বেড়াইতেছে; ইহার হাত এড়াইবার জন্য সে অন্য দিকে চাহিল। কিন্তু কোন ফল হইল না, হইবে কেন? অতি দুঃখের দৃষ্টিই যে অন্ধকারময়। সমীর যেদিকেই চাহিতে লাগিল, দেখিল, সেই দিকেই অন্ধকার; তাহার হাত-পা সজোরে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিয়া কবাটে এমনি একটি ধাক্কা খাইল যে পড়িয়া যায় আর কি, কোন প্রকারে দোর ধরিয়া তাল সামলাইয়া লইয়া সেইখানেই একটু দাঁড়াইল, তারপর দোর ছাড়িয়া যেমন একটু চলিল, অমনি আগেকার মত আবার তাহার পা টলিতে আরম্ভ করিল; ঠিক এমনি সময়ে সমিতা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া, দুই হাত দিয়া সমীরকে ধরিয়া ফেলিল; কহিল; "ব্যাপার কি? এমন করচো কেন?" তারপর সে সাবধানে সমীরকে পালঙ্কের নিকট লইয়া গেল; তাহাকে ইহার এক ধারে বসাইয়া, বলিল, "কিসে কষ্ট হচ্চে, বল তো।"

"দুঃখে আমি এত কাতর হ'য়ে পড়েচি, সমতু—।" সমীর আরও কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; তাহার গলার স্বর রুদ্ধ হইল; সে হাত বাড়াইয়া পত্রখানি সমিতার হাতে দিয়া ইশারা করিল, "পড়ো।"

সমিতার পড়া শেষ হইল; তখন সমীরের অতি দুঃখের অভিভূত ভাবটা কতকটা কাটিয়া গিয়াছিল। সে কহিল, "বোধ করি, পত্রের মানে বুঝতে পেরেচ?"

সমিতা জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"দাদার বাড়ী ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুবই কম, পত্র প'ড়ে তাই কি মনে হয় না?" তারপর সে সমিতার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া,

আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। বহু বার পড়িল, তবু তাহার পড়িবার তৃষ্ণা আর কমিতে চায় না। অশ্রু তো তাহার চোখে প্রায় পাকা বাসা তৈরি করিয়া বসিল। সে বারে বারে তাহা মুছিতে লাগিল। অবশেষে তাহার মনে হইল, তাহার দৃষ্টি-শক্তি যেন ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, আর অক্ষরের সারিগুলি যেন ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। কাজেই সে পড়া বন্ধ করিল ; তাহার বুকের ভিতরটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল ; তাহার মাথা বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতে লাগিল ; সে সংজ্ঞাহীন হইয়া সমিতার কোলে পড়িয়া গেল। যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন সে কহিল, "তোমার বিশ্বাস হয়, সমতু, দাদা আর ফিরে আস্‌বেন্ না ?"

সমিতা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, মাথা নড়াইয়া বলিল, "আমি তো মোটেই এ কথা বিশ্বাস করি নে ; যিনি আমাদের অতি আপনার, তিনি দূরে থেকে কখনই সুখী হতে পারেন না ; তিনি নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে আস্‌বেন্ ; কাজেই আমাদের ভয় পাবার কিছুই নেই ; আমাদের পূজনীয় অগ্রজ যেভাবে ভগবানকে ভক্তি করেন ও ভালবাসেন, সেজন্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তাঁর দেখা নিশ্চয়ই পাবেন। ভগবান ভালবাসার সজীব মূর্ত্তি ; যদি তাই-ই হয়, তাহলে তিনি আমাদের পুনর্মিলনের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কর্‌বেন্, কারণ আমাদের যে সম্বন্ধ তা' ও তো ভালবাসারই সম্বন্ধ।"

"কিন্তু এ পত্র পড়ে তো বেশ বোঝা যাচ্চে, তিনি আস্‌বেন্ না।" সমীরের চোখ হইতে আবার জল পড়িতে লাগিল ; সে জল বাঁধ মানে না ; সমিতা কাপড়ের আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিল ; বলিল, "তুমি যা' বল্‌চ, তা বিশ্বাস করা যায় না ; আমি জোর গলায় বল্‌চি, তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন ; কারণ, জগতে যত রকমের ভালবাসা আছে, ভগবানের চোখে তাদের প্রত্যেকটিরই বিশেষ মান-মর্য্যাদা আছে।"

কাঁচা দুঃখ সান্ত্বনা মানে না ; সমিতা সমীরকে বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু পারিল না : সমীরের সংজ্ঞা আবার লোপ পাইল। সে কখন জ্ঞান হারায়, কখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, এই অবস্থায় তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

দার্শনিক বাড়ী হইতে চলিয়া গেছেন, এই খবর তাঁহার মা'কে দিতেই, তিনি শূন্য, উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ; তারপর একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া, সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, সহসা তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল ; তিনি মুখ গুজড়াইয়া সেইখানেই পড়িয়া গেলেন : সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন ; তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুটিয়া দার্শনিকের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। যেখানে দার্শনিক ইতিপূর্ব্বে তিনদিন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই জায়গাটি বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। সমীরেরও যে অবস্থা, তাহার মায়েরও সেই অবস্থা হইল।

এখন দেখা যাক, দার্শনিকের অবস্থা কি হইল ; মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া গেল : তখন বালকবেশী ভগবান অতি সাবধানে তাঁহার মাথাটি নিজের কোল হইতে নামাইলেন ; উঠিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একটা পিচ্‌কারীর মত জিনিস বাহির করিলেন, তাহা পরীক্ষা করিতে করিতে কহিলেন, "মৃত্যু, তোমার এত দর স্পর্দ্ধা ! আমার কোল হ'তে তুমি আমার ভক্তকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও।" তারপর চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাক্' ক্ষমতা তোমার কি আমার ! ভুলে যাচ্চো বুঝি, মৃত্যুর মৃত্যু যে আমারই হাতে ; এই যে পিচকারী দেখ্‌চ—।" পিচ্‌কারী লইয়া আস্ফালন করিয়া বলিলেন,

"এই যে পিচ্‌কারী দেখচ, মৃত্যু, এই পিচ্‌কারীর ভেতর যে তরল জিনিসটা আছে, তাই দিয়েই আমি তোমাকে মেরে ফেল্‌ব। এ তরল জিনিসটার নাম সঞ্জীবনী সুধা।" তারপর অসীম স্নেহে দার্শনিকের মুখের দিকে একবার চাহিলেন; সেইখানেই বসিয়া, ধীরে ধীরে দার্শনিকের মাথাটা অতি যত্নে নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন; কহিলেন, "তোমাকে মেরে ফেল্‌তে পারে এমন শক্তি জগতে নেই।" তারপর তপন তাঁহার হাত ফুঁড়িয়া, তাঁহার দেহে ঔষধটা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, দার্শনিক চোখ মেলিয়া তপনের দিকে চাহিতেছেন, আর তাঁহার দুই চোখ দিয়া যেন ভক্তি উছলাইয়া পড়িতেছে।

দার্শনিক মারা যাইবার পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি তপনকে তাঁহার পরম দয়াল প্রভু বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন; এখন তিনি তাঁহার সুমুখে নতজানু হইয়া বসিলেন; দুই হাত দিয়া তপনের দুইখানি হাত সসম্ভ্রমে ধরিয়া ফেলিয়া, ভক্তিভরে তাঁহার মুখের দিকে স্থির-ধীর দৃষ্টিতে চাহিয়া দীনতা-ভরা স্বরে প্রার্থনা করিলেন, "এ দীনের ইচ্ছা পূরণ করুন, প্রভু; আমি বহুদিন হ'তে আপনার প্রেমের যে মূর্ত্তি দেখবার আশা অন্তরে গেঁথে রেখেচি, সেই প্রেমময় মূর্ত্তি দয়া ক'রে আমাকে দেখান্।" তপন সুমুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, দার্শনিকের কপাল চুম্বন করিলেন; আদর করিয়া ডান হাত দিয়া তাঁহার একখানি গাল নাড়িয়া দিয়া জবাব দিলেন, "এখনও তা' দেখ্‌বার তোমার সময় হয় নি, দার্শনিক।"

দার্শনিক তাঁহার পা দুইখানি হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তবে আমার এ ইচ্ছে কি কখনও পূর্ণ হবে না, প্রভু?"

তপন সস্নেহে তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "নিশ্চয়ই হবে ; সে সব কথা পরে হবে ; এখন আমার সঙ্গে এস।"

তপন দার্শনিককে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন ; পাহাড়ের যে দিকে ব্যাধ অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল, দার্শনিককে সেই দিকে লইয়া গেলেন ; তারপর যেখানে সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারা দুইজনে আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন। ব্যাধের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়, মাথা ফাটিয়া গিয়াছে ; মুখের ও দেহের অনেক জায়গায় রক্ত শুকাইয়া জমাট হইয়া গিয়াছে ; বুক-পিঠে ছড়ে যাওয়ার দাগ ; জায়গায় জায়গায় নুন-ছাল উঠিয়া গিয়াছে ; আবার জায়গায় জায়গায় ছাল-চামড়া উঠিয়া যাওয়াতে, তাহার ভিতর, এমন কি তাহার দাড়ির ভিতরে পর্য্যন্ত ছোট ছোট পাথরের কুচা ঢুকিয়া গিয়াছে ; সর্ব্বাঙ্গই ধূলা-মাখান। তাহাকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া তপন কহিলেন, "একে, বুঝতে পেরেচ, দার্শনিক ? এ হ'ল সেই ব্যাটা ব্যাধ—আমাদের পরম শত্রু।" তারপর উপর পাটির দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া, একবার অগ্নি-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মহা খাপ্পা হইয়া আঙুল নাচাইয়া কহিলেন, "ঠিক হয়েচে পাজীটার ; যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল. আর কর্‌বে এমন কখনো ?" বলিয়াই দার্শনিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "দেখ্‌তে পাচ্চ, মহাপ্রাণ দার্শনিক, যে হতভাগাটা বিষ-মাখানো তীর দিয়ে, তোমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিলো, সেই হতভাগাটাই এখানে ঘাড় কাৎ করে পড়ে রয়েচে ; ওর এখনকার অবস্থা হ'তে বুঝ্‌তে পারচ বোধ হয়, অন্যায় কর্‌লেই শাস্তি ভোগ কর্‌তে হয় ; তোমার প্রতি যেমন অন্যায় করেচে, তার শাস্তিও তেমনি পেয়েচে. সড়্ সড়্ শব্দে পাহাড় হ'তে প'ড়ে ঘাড়মুড় ভেঙে বসে আছে ; খাসা হয়েচে, দিব্যি হ'য়েচে, নয় কি দার্শনিক ?"

বলা বাহুল্য, তপন দার্শনিকের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই ঐসব কথা বলিতেছিলেন ; তাঁহার মনের ভাব কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত ; তিনি দেখিতে চান, উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যাধ সম্বন্ধে দার্শনিক কি করেন—কুসীদজীবীর ব্যাপারে ভালবাসা দিয়া যেমন তাহাকে জয় করিয়াছিলেন, ব্যাধের ব্যাপারেও তাই করেন কি না, অথবা তাহার কথায় ভুলিয়া গিয়া দার্শনিক তাঁহার প্রেম-জয়ের নীতি ভুলিয়া যান কি না। কাজেই তপন আবার কহিতে লাগিলেন, "ব্যাধের ঠিক হয়েচে, বেশ হয়েচে ; তা'কে এক বিন্দু দয়া দেখানোও আমাদের উচিত নয়, কি বলো দার্শনিক ?"

ব্যাধের রক্তাক্ত দেহ দেখিয়া, দার্শনিকের মন তখন গভীর দুঃখে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই দার্শনিকের চোখ দুইটি অশ্রুতে ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল। তিনি তপনের সুমুখে নতজানু হইয়া, তাঁহার দুই পা ধরিয়া কহিলেন, "প্রভু, আপনি সর্ব্ব-শক্তিমান ; আপনার অসাধ্য কিছু নেই ; আপনি আমায় সাহায্য করুন ; আসুন, আমরা দুইজনেই ওর চেতনা ফিরিয়ে আনি।"

"খবর্দার দার্শনিক, অমন কাজটি তুমি কোরো না।" তারপর তাঁহার কানের কাছে নীচু স্বরে কহিলেন, "তুমি কি জান না, দার্শনিক, কাকেও বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত নয় ; দিলেই সে পেয়ে বসে, একেবারে ঘাড় ডিঙ্গিয়ে মাথায় চড়ে পড়ে ; তাই বল্‌চি, খবর্‌দার্, খবর্‌দার্।"

দার্শনিক হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "প্রভু, জীব আপনার ; তা'র কষ্ট পাওয়ার মানে কষ্ট তো আপনারই।"

"আহা, বড় সুন্দর কথাই তুমি বলেচো, দার্শনিক ; আর আমি তোমার কাছে নিজের মন গোপন ক'রে রাখতে পার্‌লাম্ না ; তুমি

সেবা-শুশ্রূষা ক'রে, ঐ ব্যাধের চেতনা ফিরিয়ে আনো ; আমি ঐ বড় পাথরখানার আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌বো ; ও চেতনা ফিরে পেয়ে, চলে গেলে, তুমি আমার কাছে যেয়ো।"

তপন তাহার কথামত চলিয়া গেলে, দার্শনিক ব্যাধের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, শুশ্রূষা করিলেই সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। তিনি গা হইতে জামা খুলিয়া, নিকটের একটি ঝরণার দিকে গেলেন। ব্যাধের ক্ষত জায়গা ধুইয়া দিবার জন্য জলে জামা ভিজাইয়া, তাহার নিকট ফিরিয়া আসিলেন ; ডাক্তার ও বন্ধু হিসাবে যতটুকু সাহায্য করা উচিত, ততটুকু করিয়া ব্যাধের সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন। ব্যাধ চেতনা ফিরিয়া পাইয়া, উঠিয়া বসিতেই দার্শনিককে দেখিতে পাইল ; দেখিয়াই বুঝিল, যে লোকটিকে সে বিষ-মাখানো তীর দিয়া আঘাত করিয়াছিল, ইনি তো সেই লোক ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিল, ইনিই তাহার চেতনা ফিরাইয়া আনিয়াছেন ; তখন তাহার ভারি লজ্জা হইল। তাই সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল ; কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিতে পারিল না। তারপর সে দার্শনিকের দিকে চাহিয়া সবিনয়ে কহিল, "আপনার নামটি কি, জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারি কি ?"

"লোকে আমাকে 'দার্শনিক' বলে।"

নাম শুনিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া, সে দার্শনিকের পায়ের কাছে সটান লম্বা হইয়া পড়িয়া, বলিল, "যে দোষ করেছি, সেজন্যে আমায় ক্ষমা কর্‌বেন্ ; রাগ হলেই মানুষ দোষ ক'রে ফেলে ; এই রাগের বশেই আমি আপনাকে বিষ-মাখানো তীর দিয়ে আঘাত করেছিলাম ; আমি এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, দোষ কর্‌লেই শাস্তি ভোগ কর্‌তে হয়। আমি যে পাহাড় হ'তে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলাম, এটাই হ'ল তার প্রমাণ ; এ হ'তে আজ যে শিক্ষে পেলাম্, তা'হতে বেশ বুঝতে পেরেছি, দৈবের

বিপাক হতেও মানুষ জ্ঞান লাভ করে; তা' ছাড়া মানুষ সময় বিশেষে যে দোষ করে, সেই দোষই তাকে ভবিষ্যতে আরও দোষ করার হাত হ'তে বাঁচিয়ে দেয়। সত্যি কথা বল্‌তে কি, মহাপ্রাণ দার্শনিক, আজ আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করেচি, সেই অপরাধই আজ আমাকে শিখিয়ে দিয়েচে, 'আর কখনও এমন দোষ কোরো না।' অনুতাপ আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের দোষ করার কুপ্রবৃত্তিও নষ্ট হ'য়ে যায়। আপনি বুঝ্‌তে পার্‌চেন্ কি না জানি না, মহাপ্রাণ দার্শনিক, অনুতাপের আগুন কি ভাবে আমার অন্তরকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিচ্চে। আর ভালবাসার যে শিক্ষা আজ আমাকে দিয়েচেন, তাতে আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটে গেছে; আপনার অমায়িক ব্যবহার হতে আমি শিখেচি, জগতে ভালবাসাই সব চেয়ে দামী জিনিস; এই ভালবাসাই ধর্ম্মের সব থেকে উচু স্তর, এই ভালবাসাই জগতের সব বাদ-বিসংবাদ চিরতরে থামিয়ে দেয়।"

তারপর ব্যাধ দার্শনিকের সুমুখে নতজানু হইয়া, তাঁহার পা দুইখানি স্পর্শ করিয়া বলিল, "এই আপনার পা ছুঁয়ে আমি শপথ কর্‌চি, আজ হ'তে আমি আর প্রাণী বধ করব না।" তারপর সে তাহার ধনুক আর তীরের তূণ টান মারিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আপনি নিজের মূল্যবান্ জীবনকে বিপন্ন ক'রে, খর্‌গোসটির তুচ্ছ জীবন যেভাবে বাঁচিয়েচেন্, তা' হতে আমি বেশ বুঝতে পেরেচি, আপনি মূর্ত্তিমান্ জীবন্ত ভালবাসা; আর ভালবাসার বৃত্তির ক্ষতি হয়, এমন কোনো জিনিস মানুষের করা উচিত নয়।" শেষে দার্শনিকের পদধূলি লইয়া, হাত যোড় করিয়া বলিল, "তা'হলে আসি, প্রভু; আবার যে কবে ও দুখানি চরণ দেখ্‌তে পাবো, তা তো জানিনে।" বলিতে বলিতেই ব্যাধের চোখদুইটি জলেতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। তারপর সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ব্যাধ চলিয়া গেলে দার্শনিক তপনের নিকট আসিলেন। তপন

তপন কহিলেন, "শোনো, দার্শনিক, তোমাকে আমি একটি অনুরোধ করব ; সে অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তেই হবে।"

"অনুরোধটি এখনই শুনতে পাব কি, প্রভু ?"

"অনুরোধটি এই, তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে ; কারণ, তুমি যে সন্ধানে বনে এসেচ, তা সফল হয়েচে ; আর এখানে থাক্‌বার তো তোমার কোন দরকার নেই।"

"কিন্তু আপনার সঙ্গ এত মধুর, প্রভু, যে আপনার কাছ ছেড়ে বাড়ী যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে হচ্চে না ; বাড়ী যাবার জন্যে আমার কোন আগ্রহই থাক্‌তে পারে না ; কারণ আপনাকে দেখে আমার সব পিপাসাই মিটে গিয়েচে।"

"তা হোক্‌. তবু তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে ; এখান হ'তে তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চো না, দার্শনিক, তোমাদের বাড়ীর সকলেরই বিশেষতঃ তোমার মায়ের আর ভাইয়ের কি অবস্থা হয়েচে ; যে রাত্রে তুমি পালিয়ে এসেচ, তার পরদিন হ'তেই তাঁরা উপোষ কর্‌তে আরম্ভ করেচেন ; কেঁদে কেঁদে তাঁদের চোখ লাল হ'য়ে গেছে ; এত কান্না তাঁরা কেঁদেচেন যে খাল থাক্‌লে তাঁদের চোখের জলে ডোবা হ'য়ে যেত. এখন আর তাঁদের কাঁদবারও ক্ষমতা নেই ; তাঁরা সঙ্কল্প করেচেন, যদি তুমি ফিরে না যাও, তাহ'লে তাঁরা জীবন ত্যাগ কর্‌বেন ; তা ছাড়া তুমি হচ্চ, তোমার দেশের লোকের জীবন ; তোমার বিরহের আগুনে তাদের অন্তর জ্বলে-পুড়ে যাচ্চে ; কাজেই তোমাকে যেতেই হবে. 'না' বল্‌লে তো চল্‌বে না। তা ছাড়া, মা তোমাকে প্রাণ দিয়ে স্নেহ করেন, ভাই তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন ; তাঁদের স্নেহ-ভালবাসার কি কোন মান, কোন মর্য্যাদা নেই, তুমি বল্‌তে চাও, দার্শনিক ? তা হবে না, তোমাকে বাড়ী যেতেই হবে।"

তপনের কথা শুনিয়া, দার্শনিক তাঁহার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বলিলেন, "আপনি যা বল্‌চেন, তা অতি সত্যি; এতে আমার ওজর আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই, আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।" দুই হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "কিন্তু যাবার আগে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি নিবেদন আছে।"

"নিবেদনটি কি, আমাকে বলো।"

দার্শনিক যোড় হাত করিয়াই কহিলেন, "যে মূর্ত্তি দেখাবার কথা আপনাকে বলেছিলাম, সেই মূর্ত্তি আমাকে দেখান।"

তপন সস্নেহে দার্শনিকের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দেখাবো তো বলেচি; সে কথা তো আমার মনে আছে; তুমি বাড়ী যাওয়ার পর আগামী পূর্ণিমার রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে, সেই মূর্ত্তি তোমাকে দেখাবো। হাঁ, আমার এই কথাটি তুমি সর্ব্বদা মনে রেখো —'আমি সব জায়গাতেই আছি; কাজেই যে কোন জায়গাতেই আমাকে একটা-না-একটা মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়ই; আমার দেখা পাবার জন্য বনে আস্‌বার কোন দরকার নেই; ঘরে বসেও আমার দেখা পাওয়া যেতে পারে; কারণ, ভক্তের পূত-পবিত্র মনেও আমি থাকি, আর এইখানে থাক্‌তেই আমি বড় ভালবাসি।" দার্শনিকের কপাল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "এখানে আস্‌বার তোমার কোন দরকার ছিল না; না এসে বাড়ীতে বসেও আমার দেখা পেতে।" একটু থামিয়া কহিলেন, "তুমি আমার যে মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাচ্চ, বন তো সে মূর্ত্তি দেখ্‌বার জায়গা নয়। ভালবাসা অতি সুন্দর জিনিস; যেখানেই মন ও জ্ঞান পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, ভালবাসার সৌন্দর্য্যও সেইখানেই পূর্ণভাবে বিকাশ পায়; মানুষের সমাজেই এর সৌন্দর্য্য সতেজে বাড়ে; কাজেই, আমার যে মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাচ্চ সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে হ'লে, তোমাকে

লোকালয়েই ফিরে যেতে হবে; আমি ভালবাসা দিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গড়েচি, আর মানুষ ভালবাসা দিয়ে সমাজ গড়েচে; যেখানেই ভালবাসার আদান-প্রদান বেশী, সেইখানেই আমার প্রেমময় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবার আশা করাই উচিত; কাজেই, দার্শনিক, তুমি সেই মানুষের সমাজেই ফিরে যাও, যেখানে ভালবাসার ছড়াছড়ি—মা সন্তানকে ভালবাসে, সন্তান মাকে ভালবাসে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, ভাই বোনকে ভালবাসে, বোন ভাইকে ভালবাসে ইত্যাদি।"

দার্শনিক ভক্তিভরে তপনকে প্রণাম করিলেন; তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, কিছু পদ-ধূলি কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

দশম অধ্যায়

দুপুর রাত্রি ; সমস্ত জগৎ নিদ্রিত ; চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ ; সে রাত্রে সমীর সকালে সকালে শুইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু যদিও রাত্রি অনেকটা হইয়াছিল, তবু তাহার ঘুম হয় নাই ; কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছিল, আর পালঙ্কের কট্ কট্ শব্দ হইতেছিল ; যাহার মনে উদ্বেগ বেশ পাকা বন্দোবস্ত করিয়া, কায়েমী হইয়া কায়দা করিয়া বসিয়াছে, তাহার চোখে ঘুম আসিবে কেন ? উদ্বেগ যে উদ্বিগ্ন মনের স্থায়ী বাসিন্দা। যখন সমীর বুঝিতে পারিল, ঘুম হওয়া একেবারে অসম্ভব, তখন সে মুখ ক্যাচ্‌কাইয়া মুখখানা বেজার-বিরক্ত করিয়া কহিল, 'দূর হোক্ ছাই ; আর শুধু শুধু শুয়ে থাক্‌তে পারি নে।' সে ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। তখন স্নেহময় অগ্রজের পুণ্যময় স্মৃতি তাহার সমস্ত হৃদয়খানি দখল করিয়া বসিয়াছিল ; তাহার ঘরে দেওয়ালে টাঙানো একখানি ফটো ছিল ; ফটোখানি দার্শনিকের ; সমীর ভক্তি-ভরা, পলকহীন নেত্রে দার্শনিকের এই ছবিখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল ; তারপর বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল ; ধীরে ধীরে এই ফটোখানির নিকট আসিল, ধীরে ধীরে তাহা দেওয়াল হইতে নামাইল, ধীরে ধীরে তাহা প্রথমে মাথার উপর ও পরে বুকের উপর রাখিল ; শেষে ফটোখানির পাদুইখানি চুম্বন করিল। তারপর চোখের সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ছবিখানি দেখিতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে তাহার চোখদুইটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, আর দুই চোখের জলে তাহার বুক

ভাসিয়া যাইতে লাগিল ; শেষে সমীর ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নিজের ঘর ছাড়িয়া দার্শনিকের ঘরে আসিল।

দার্শনিকের মায়ের অবস্থাও ঠিক এমনি ; দার্শনিকের পলায়নের সংবাদ অবগত হওয়ার পর হইতেই তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে সেই এক কথা—'কোথা গেলে তোমায় ফিরে পাবো, বাবা, কোথায় গেলে তোমায় ফিরে পাবো।' তাঁহার মনের অবস্থা যে কি, তাহা ভাষায় সঠিক বলা অসম্ভব ; তবে কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাঁহার হৃদয়খানি দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার পাকা বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "তুমি সবই জানো, প্রভু ; কাজেই তোমাকে জানানই বাহুল্য, ভগবান, আমি কি কষ্টে আছি ; আমার সন্তান চলে যাওয়াতে, আমার অন্তর তার বিরহে ছেদ হয়ে যাচ্চে ; এ বিরহ একেবারে অসহ্য ; আমার এই বিরহের আঘাত তুমি মিলনের ওষুধ দিয়ে দূর করো ; যদি তা না করো, প্রভু, তাহ'লে আমার আর নিষ্কৃতি নেই।" তাঁহার আরও প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পারিলেন না ; ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দার্শনিকের ঘরে ঢুকিতেই সমীরের বুকের ভিতরটা দারুণ দু ছ্যাং করিয়া উঠিল ; তাহার মনে হইল, আজ দাদা তাঁহার ঘরে নাই সঙ্গে সঙ্গেই একটি গরম দীর্ঘশ্বাস যেন তাহার পাঁজরা ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিল ; কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, 'এই ঘরখানি দাদার মনোহর মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের শোভায় আলো হইয়া থাকিত ; কিন্তু আজ তিনি এখানে নাই ; কাজেই সবই নীরব, নিঝুম ; কোন জিনিসে যেন প্রাণ নাই ; সবই যেন দুঃখে ভাসিতেছে ; কিন্তু দাদা থাকিতে

এমন কখনই হইত না;' এই সব ভাবিতে ভাবিতেই তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল; হাত দিয়া চোখ মুছিয়া সে জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; জানালার ঠিক সেই খানটিতেই দার্শনিক মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেন, আর বাহিরের দিকে চাহিতেন। সহসা সে সেইখানেই দার্শনিকের একখানি পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাইল; দেখিয়াই তাহা পরম সমাদরে চুম্বন করিল; তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বাহিরের দিকে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তখন তাহার চোখে পড়িল, আকাশে ঘন মেঘ জমিয়াছে; টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে; প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে; ইহার ফলে জানালা-দরজায় দ্রাম্ দ্রাম্ শব্দ হইতেছে, ভাঙিয়া যায় আর কি; জানালার ফাঁক দিয়া বৃষ্টির জল আসাতে তাহার মুখ-বুক ভিজিয়া যাইতেছিল; সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই; তাহার মনে হইতেছিল, 'হয়ত দাদা আশ্রয় অভাবে জলে ভিজ্‌চেন, হয়ত তাঁর সেজন্য কষ্ট হচ্চে: তিনি তো উদাসীন লোক; হয়ত ভিজে গা মুছবেনই না; হয়ত সেজন্য তাঁর শরীর খারাপ হবে, জ্বরও হ'তে পারে; আহা, আমি যদি এ সময়ে তাঁর কাছে থাক্‌তাম, তাহ'লে নিশ্চয়ই তাঁর একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম, কিন্তু তার কোন উপায় নেই।" এই ভাবিতে ভাবিতে সমীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। অতি ক্ষুণ্ণ মনে জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া, দার্শনিকের পালঙ্কের এক ধারে বসিল। এইখানটিতে ঝড়-জল আসিতে পারিত না। সমীর মনে মনে কহিতে লাগিল, "আমার মনের অবস্থার সঙ্গে আকাশের অবস্থার কি সুন্দর সাদৃশ্যই রয়েচে; আকাশ ঘন মেঘে কালো; আর আমার মন গাঢ় দুশ্চিন্তায় অন্ধকারময়; বোধ হচ্চে, আমার মনের ভিতরের ভাবটা প্রকৃতিদেবী আকাশের বাইরের অবস্থা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেচেন।" তারপর সমীর আবার একটি দীর্ঘশ্বাস

ত্যাগ করিল; একখানি সোফার উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "এই সোফাখানির ওপর ব'সে আমি দাদার সঙ্গে কত গল্প করেচি।"

সমীর সোফা হইতে উঠিয়া আসিয়া, দার্শনিকের পদচিহ্নখানি বার বার চুম্বন করিতে লাগিল; তারপর দার্শনিক যে সব ছবিগুলি দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সেই সব ছবিগুলি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল। ঘরের ভিতরে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, ইহার আলোকে ছবিগুলি অতি উজ্জ্বল ও সজীব বলিয়া মনে হইতেছিল। ঠিক এমনি সময়ে বাতাস ঝড়ের মূর্ত্তি ধরিয়া, ভীষণ মাতলামি আরম্ভ করিল; জানালা-দরজায় ঢকা-ঢক্ শব্দ হইতে লাগিল; ঘরের আলোটি নিভিয়া গেল; নিভিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহসা বিদ্যুৎ চমকাইল; ইহার আলোকে সমীর কিছুদূরে একটি লোক দেখিতে পাইল। লোকটি দেখিতে ঠিক দার্শনিকের মত; দেখিয়া তাহার অন্তর আনন্দে নাচিতে লাগিল; তাহার গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সমীর আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা—দাদা, এসেচেন, আসুন, আসুন।" তারপর আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। কিন্তু এইবার সমীর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দেখিতে না পাইয়া সে হতাশ হইয়া পড়িল। জিব্ ও তালুর স্পর্শে একটা শব্দ করিয়া বলিল, "উঃ, কি কষ্ট! মানুষের মন দুঃখ আর আনন্দেরই খেলার জায়গা; দুঃখ যায়, আনন্দ আসে; আবার আনন্দ যায়, দুঃখ আসে। তবে বেশী ক্ষেত্রেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, দুঃখ আনন্দকে ঢেকে ফেলে। এখন বুঝ্‌চি, যাঁকে দাদা বলে মনে করেছিলাম, তিনি কেহ নন্; যা দেখেচি, তা আমার চোখের ভুল। আশা অতি বড় প্রবঞ্চক।"

সমীর ঠিক করিয়াছিল, যদি সে সেরাত্রে তাহার অগ্রজকে দেখিতে

না পায়, তাহা হইলে সে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। তাই সে পকেট হইতে এক শিশি বিষ বাহির করিল। হা করিয়া মুখে বিষ ঢালিতে যাইবে এমন সময় তাহার মনে হইল, যেন একখানি স্নেহ-মাখা হাত তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। তারপরই তাহার বোধ হইল, বিষের শিশিটি সেই হাতখানি কাড়িয়া লইয়াছে; ঘর অন্ধকার; কাজেই সে সেই হাতখানি দেখিতে পাইল না; সমীর চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে আপনি? আমাকে বাধা দিলেন কেন? আপনি কি জানেন না, মরণই সুখ, মরণই শান্তি? আমার মন দুঃখে ভরা; সে দুঃখ অসহ্য; তাই আত্ম-ঘাতী হ'য়ে শান্তি পেতে চাই, কেন আপনি আমার সঙ্গে এ বাদ সাধ্‌লেন, বলুন; আপনি কি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে চান?"

"তাড়াতাড়ি কোনো কাজ করাই উচিত নয়; যে'ই করে, সেইই ঠকে; তা ছাড়া তোমার দুঃখের দিন শেষ হ'য়ে এসেচে; যার জন্য দুঃখ, সে যদি এসে পড়ে তাহ'লে আবার দুঃখ কি? এইবার দেখ, আমি কে?"

আগন্তুকের গলার স্বর শুনিয়া, সমীর যে তাঁহাকে দার্শনিক বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, এমন নয়; তবে তাহার সন্দেহ হইতেছিল, তিনি কেমন করিয়া আসিবেন; তাহার পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তিনি বাড়ী ফিরিবেন না; কিন্তু ঘরের আলো জালা হইলে সমীর সবিস্ময়ে দেখিল, আগন্তুক দার্শনিক। সে মহা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, আপনি! আপনি! আমার চির-পূজ্য অগ্রজ আপনি! আহা, আমার এত আনন্দ রাখ্‌বার আর জায়গা নেই!" অতি আনন্দে সমীর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অতি আনন্দের ভাষাই সংজ্ঞাহীনতা। দার্শনিকের শুশ্রূষায় যখন সমীরের

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন সে দার্শনিকের সুমুখে নতজানু হইল; তারপর তাঁহার পা দুইখানি চুম্বন করিয়া কহিল, "মায়ের সঙ্গে দেখা কোরেচেন, দাদা?"

দার্শনিক সস্নেহে তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "না, ভাই।"

"তাহ'লে এখানে একটু অপেক্ষা করুন; আপনার আসার খবরটা মাকে জানিয়ে, আমি এক্ষুনি আস্‌চি; আপনি তো জানেন, দাদা, অতি আনন্দ হ'লেও মানুষ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে, আবার অতি দুঃখ হ'লেও মানুষের তাইই হয়। আপনি এসেচেন, শুন্‌লে মায়ের খুবই আনন্দ হবে; সেই আনন্দে হয়ত তিনি আমার মত অজ্ঞান হয়েও যেতে পারেন। যদি তিনি এ অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়েন, তাহ'লে আর বাঁচবেন না; কাজেই, আমি তাঁর কাছে গিয়ে এমন ব্যবস্থা ক'রে আসি, যাতে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে না পড়েন।"

যখন সমীর তাহার মায়ের কাছে আসিল, তখন তিনি কহিলেন, "বোধ হয়, তুমি জানো, সমু, মানুষের মুখের ভাব দেখেও, মনের ভাব বোঝা যায়।"

"তা' বটে; কিন্তু তুমি এ কথা বল্‌চ কেন, মা?"

"কেন না, বাবা, আনন্দ যেন তোমার মুখের ওপর হেসে বেড়াচ্চে এখন কোন প্রাণে ও মুখে হাসি আসে, সমীর? তোমার দাদা বাড়ী হ'তে চলে গেছে; আর হয়ত বাড়ী ফিরবে না; এ সময়ে দুঃখ প্রকাশ করাই তো তোমার উচিত; তা' না করে তুমি মনের সুখে হাসচ! এ কোন্ দেশী হাসি, সমীর? আমি তো এমন হাসির কল্পনাই করতে পারি নে; বোধ হয়, তুমি তোমার দাদাকে ভালবাসো না, নয়?"

সমীর সসম্মানে মায়ের পা দুইখানি স্পর্শ করিয়া, বলিল, "না মা দাদাকে তো আমি খুবই ভালবাসি।"

মা অবিশ্বাস-ভরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না সমীর, তোমার হাবভাব হ'তে তো তেমন কিছু বোঝা যায় না।"

যোগ্য অবসর বুঝিয়া, সমীর বলিল, "আমার খুব আনন্দ হয়েছে ব'লে তোমার এ কথা মনে হচ্চে, তা' তো হতেই পারে; দাদা যে এসেচেন, মা।"

"এসেচে, এসেচে বুঝি? কোথায়? কোনখানে এসেচে?" মা সমীরের হাত ধরিয়া, টানিতে টানিতে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "আমাকে নিয়ে চলো সেইখানে, লক্ষ্মী বাবা আমার।" বলিতে বলিতেই তিনি একেবারে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তারপর আবার তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, "নিয়ে চলো, বাবা, নিয়ে চলো; তাকে একটিবার দেখবার জন্যে আমার এ দুটো চোখ পাগল হয়ে গেছে।"

সমীর হাত যোড় করিয়া মিনতির স্বরে কহিল, "তোমাকে সেখানে যেতে হবে না; দাদাই এখানে আস্‌বেন; এই ক'দিন ধরে উপোষ করে তুমি যে দুর্ব্বল হ'য়ে গেছ, মা, তাতে তোমার সেখানে যাওয়াই উচিত নয়।" তারপর সহসা সুমুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল, "ঐ দ্যাখো, মা, দাদাই আস্‌চেন।"

দার্শনিক আসিয়া মায়ের সুমুখে দাঁড়াইতেই তিনি দার্শনিকের আপাদ-মস্তক বেশ করিয়া একবার দেখিলেন; দুঃখে তাঁহার ঠোঁট দুইখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; তিনি কহিলেন, "তোমাকে আমি নিজের বুকের রক্ত জল ক'রে মানুষ করি নি? এই পালিয়ে যাওয়াটা বুঝি তার প্রতিদান? আমার বুকভরা স্নেহের তুমি এই প্রতিদান দিয়েচ ব'লে আমার ভারি কষ্ট হয়েচে, তা' জানো? বাড়ী হ'তে পালিয়ে গিয়ে, তুমি যে দুঃখ আর যে কষ্ট আমাকে দিয়েচো, তা' ভাষায় বলা যায় না।"

দার্শনিক নতজানু হইয়া, মায়ের পা-দুইখানি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "যা' করে ফেলেচি, সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করো, মা।"

মা মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন, তিনি দার্শনিককে আরও চোখ চোখা কথা বেশ করিয়া শুনাইয়া দিবেন। কিন্তু দার্শনিকের ঐ কথায় তাঁহার সমস্ত রাগ গলিয়া জল হইয়া গিয়া, গভীর স্নেহে পরিণত হইল। তিনি দার্শনিকের মাথাটি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া, ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কি আর তোমার ওপর রাগ কর্‌তে পারি, বাবা; তবে তুমি চলে যাওয়াতে আমার ভারি দুঃখ হয়েছিল, তাই ও কথা বলেচি; সেজন্যে মনে কিছু কোরো না।"

"মনে কেন কর্‌বো, মা? দোষ সবই তো আমারই।" দার্শনিক নতজানু হইয়াছিলেন; মাথা নোঙাইয়া মায়ের পা-দুইখানিতে মাথা ঠেকাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মাথা তুলিতেই মা তাঁহার কপাল চুম্বন করিয়া চিবুকে হাত দিয়া, বলিলেন, "হাঁ রে বাবা, শরীরে যে কিছু নেই দেখ্‌চি: বনে গিয়ে বুঝি খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলে। দেখ্‌চি, হাড়-কণ্ঠা বেরিয়ে গেছে যে।"

মায়ের ঐ কথা শুনিয়া, সমীর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাসিয়া কহিল, "ও কথা তুমি বোল্‌চ বটে, মা; কিন্তু আমি তো দেখ্‌চি, দাদা আগেকার থেকে সুস্থ-সবলই হোয়েচেন্; কাজেই বোল্‌চি, তোমার মুখে ওই এক কথা; আমি হলাম দিগ্বিজয়ী কুস্তিগির পালোয়ান; তবু তুমি আমাকে মাঝে মাঝে বলে থাকো, তোর হাড়-কণ্ঠা যে বেরিয়ে যাচ্ছে, সমীর: অথচ, ওজন নিয়ে দেখি, ওজনে বেড়ে গেছি।"

মা চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সম্‌রা, আমার কথার ওপর কথা দেওয়া হচ্ছে!"

সমীর আরও বকুনি খাইবার ভয়ে সেখান হইতে খসিয়া পড়িল।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল; শেষে দার্শনিকের 'দুপুর রাতের মহামান্য অতিথিটির' আসিবার দিন আসিয়া পড়িল; সমস্ত দিনটিই তিনি প্রার্থনা করিয়া, কাটাইলেন; রাত্রের উপাসনা শেষ করিয়া যখন তিনি ঘড়ির দিকে চাহিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, রাত্রি প্রায় দুপুর। তাঁহার পরম পূজ্য অতিথিটির আসিবার সময়। যেমন ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল অমনি দার্শনিক্ বারাণ্ডায় পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন। মনে করিলেন, 'প্রভু' আসিয়াছেন; তিনি বাহিরে আসিলেন; আসিয়া প্রভুর বদলে তাঁহার ভাইকে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া বড় হতাশ হইলেন। তারপর দুই ভাই ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। দার্শনিক কহিলেন, "তুমি এখনও ঘুমোও নি, সমীর?" সমীর চুপ করিয়া রহিল; দার্শনিক আবার বলিলেন, "চুপ ক'রে রইলে যে; কথার জবাব দাও, সমীর।"

সমীর কহিল, "চুপ ক'রে আছি; তা'র একটি বিশেষ কারণ আছে, দাদা।" "কারণটা কি, শুন্‌তে পাই নে কি?"

সমীর সলজ্জ ভাবে তাহার মুখ পানে চাহিয়া, বলিল, "শুনে হয়তো আপনার ভারি দুঃখ হবে, তাই বল্‌তে সাহস করচি নে।"

"দুঃখ হবে; মোটেই না, সমু; আমাকে বলো, কেন তুমি এখনও ঘুমোওনি।"

"দুঃখ কর্‌বেন্ না তো।"

"মোটেই না, ভাই।"

"তবে শুনুন; যে দিন আপনি বনে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সে দিন হ'তেই আমি আর আপনাকে বিশ্বাস করি নে; আমার কেবলই ভয় হয়, আপনি আবার বনে পালিয়ে যাবেন; কাজেই, এই ভাবে পাহারা দিই।"

দার্শনিক হাসিয়া জবাব দিলেন, "কোন ভয় নেই, সমু; আমি আর বাড়ী হ'তে পালাবো না; এভাবে রাত্রি জেগে স্বাস্থ্য খারাপ কোরো না; গিয়ে ঘুমিয়ে পড়গে, যাও।"

সমীর তাহার হাতদুইটি যোড় করিয়া, বলিল, "আমাকে আর একটু থাক্‌তে দিন, দাদা; আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ব।"

"কি বলো।"

"আপনি বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রভুকে কি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন?"

দার্শনিক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "প্রভুকে যে দেখেছি, এ কথা সমীরকে বলা ঠিক হবে কি না। প্রভু তো বলাবলি সম্বন্ধে কোন কিছু নিষেধই করেন নি; তবে বল্‌তে দোষ কি।" এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ, সমু, দেখেছি, তবে তাঁর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখি নি; তিনি আজ আবার আমাকে দেখা দেবেন, বলেছিলেন; কিন্তু কৈ, এলেন কৈ? আসবার সময় তো উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে; তবু প্রভু এলেন না।" বলিয়াই দার্শনিক একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন; তাঁহার চোখদুটি অশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

সমীর মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, "দেখ্‌চি, প্রভু ভারি মিথ্যাবাদী; ব'লে আসেন না, এ আবার কি রকম কথা?"

দার্শনিক সস্নেহে ভাইয়ের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "এমন কথাটা মুখে এনো না, সমু; এ বড়ই দুঃখের বিষয়, ভাই, আমরা অনেক সময়ে অবিচার ক'রে খারাপ জিনিসটি অপরের ঘাড়ে চাপাই; প্রভু কেন আসেন নি, এ কথা সঠিক না বল্‌তে পার্‌লেও, এটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি, তাঁর এই না-আসার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ কারণ আছে; তা ছাড়া পরমেশ্বর কি ভাবে চলা-ফেরা করেন, তা' মানুষ বুঝ্‌তে পারে না।"

"আমার কিন্তু তা' মনে হয় না, দাদা ; আমি জানি, আপনি সব সময়েই নির্দ্দোষ ; এই না-আসার মধ্যে যদি কোনো দোষ থাকে, সে দোষ আপনার নয়, প্রভুর।"

"এ কথা বল্‌চ, তা'র মানে, সমু, তুমি আমাকে খুবই ভালবাসো ; যে যাকে ভালবাসে, সে তার দোষ দেখ্‌তে পায় না, এইই হ'ল ভাল-বাসার ধর্ম্ম।" তারপর দার্শনিক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ; তাঁহার সজল করুণ চোখ দুইটির বিষণ্ণ দৃষ্টি তখন ঘরের মেঝের উপর নিবদ্ধ ; আবার তাঁহার বুকের পাঁজরা ভেদ করিয়া এমনি একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে তাঁহার ভাই তাহাতে চম্‌কাইয়া উঠিল। দার্শনিকের মুখের চেহারা তখন মাঝ-সমুদ্রে হাল-হারা জাহাজের মত অসহায়।

সমীর কহিল,"আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, দাদা, প্রভু না আসাতে আপনি ভারি দুঃখিত হয়েচেন।"

"ঠিকই তাই, সমু ; বিফল হ'লে দুঃখ হবেই হবে।" দার্শনিকের দুই চোখের কিনারায় দুই ফোঁটা জল টল্‌মল্ করিতেছিল। হাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার ভারি আশা হয়েছিলো, সমু, আমার পারমার্থিক আশা সফল হয়েচে : কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি, ভাই, তা' ভুল।"

"কিন্তু একটি জিনিস আপ্‌নি দেখেও দেখ্‌চেন না ; আপনি ভুলে যাচ্চেন, দাদা, বিফল হতে হতেই সফল হতে পারা যায় ; প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যাঁরাই জগতে সব চেয়ে বড় ধরণের সফলতা লাভ করেচেন, তাঁরাই বড় ধরণের বিফলতায় ভারি কষ্ট পেয়েচেন্ ; তাঁদের জীবন হ'তে এও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বিফল হ'তে হ'তেই সফলতার পথ সুগম হয় ; কারণ, বিফলতা হতেই তাঁরা অধ্যবসায়ী হ'তে শেখেন ; আর

সফলতার পথে যত বাধা-বিঘ্ন আছে, অধ্যবসায় একটির পর একটি ক'রে তাদিকে শেষ করে।"

দার্শনিক আদর করিয়া, সমীরের হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ঠিক বলেচ, সমু; আমাকে যে পরামর্শ দিয়েচো, সেজন্যে আমি তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিচ্চি; কিন্তু কি জানো, ভাই, আমার ব্যাপার একটু অদ্ভুত ধরণের।" ম্রিয়মান্ চোখ দুইটির অতি করুণ দৃষ্টি সমীরের মুখের উপর ফেলিয়া, কহিলেন, "এই বিফলতায় আমি একেবারে দমে গেছি; কাজেই আমার মন গিয়েছে বিগ্‌ড়িয়ে, আমার কেবলই মনে হচ্চে, বোধ হয় আর আমি সফল হ'তে পার্‌বো না।" টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার চোখ বাহিয়া তাহার কোলের উপর পড়িল। "কেন এমন মনে হচ্চে জানো? তুমি তো জানো, সমীর, মন বিগ্‌ড়ে-যাওয়াটাই যে সফলতার মূলে কুঠারের আঘাত করে।"

"মনে কিছু কর্‌বেন না, দাদা; আপনার একটা ভুল আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্চি; আপনি তো ইটালী দেশের বৈজ্ঞানিক 'ভল্টা'কে জানেন; তিনি তো প্রথমে মড়া ব্যাঙের পেশী নড়্‌তে দেখে, খুব বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন; শুধু বিস্মিত হয়েছিলেন, এ কথাই বা বলি কেন, ভাব্‌তে ভাব্‌তে তা'র মনটাই তো বিগ্‌ড়ে গিয়েছিলো, শেষে এই বিগড়ে যাওয়ার ফলেই তিনি 'ভল্‌ট্যাইক ইলেক্‌ট্রিসিটি' আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছিলেন।"

"ঠিক বলেচ, ঠিক বলেচ, সমীর, কিন্তু হতাশ হয়ে পড়াতে, আমার উৎসাহ আনন্দ সবই যে নষ্ট হ'য়ে গিয়েচে, ভাই।"

"এমন অবস্থায় হতাশ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক; খুব খেটেও যদি কোন ফল পাওয়া না যায়, তাহ'লে কেবল দুঃখই সার হয়; তবু, ভুলে

যাবেন না, দাদা, আপনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে খুবই প্রতিভাবান ; আপনি প্রভুকে যেমন ভক্তি করেন, তাতে তার আপনাকে দেখা দেওয়া উচিত ; দেখা দেবো ব'লেও কেন তিনি এলেন না, আমি তো তা' বুঝতে পারচি নে।"

"তুমি বলচ, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমি প্রতিভাবান্ ; কিন্তু আমি জানি, আমি তা নই, বরং অতি মূর্খ ; আমি যে সফল হ'তে পারি নি, এইই তো হোলো তার যথেষ্ট প্রমাণ।"

"নিজের বিরুদ্ধে আপনি যতই বলুন না কেন, দাদা, আমি জানি আপনি অতুলা প্রতিভাবান্ . আপনার কথা হ'তেই মনে হচ্চে, আপনার প্রতিভা আপনার ভেতর লুকিয়ে রয়েচে . এক-দিন-না একদিন তা বেরোবেই বেরোবে ; যা' ভিতরে লুকিয়ে থাকে, তা' ফুটে উঠ্‌বেই ; তা ছাড়া প্রতিভা কখন চাপা থাকে না ; তা বাধা-বিঘ্ন ঠেলে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে।"

সমীর যাহা বলিল, দার্শনিক তাহার কোন জবাব দিলেন না ; পরে কি করিতে হইবে, তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন ; এমন সময় সমীর তাঁহার চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল, "কি ভাবচেন, দাদা ?"

দার্শনিক কহিলেন, "শোনো, সমীর,— ।" তারপর তিনি তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া চাপা গলায় কহিলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলচি, শোনো ; তুমি যেন তা কারোর কাছে প্রকাশ কোরো না ; আমি সেই বনে আবার যাবো ; সেখানে গেলেই আমি প্রভুকে দেখ্‌তে পাবো . কাজেই আমি তোমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করচি, আমার এই যাওয়াতে তুমি কোন আপত্তি করো না, বা আমার এই চলে-যাওয়াটা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না।"

"প্রভুর দেখা পাওয়ার পর আপনি কি আর বাড়ী ফিরে আস্‌বেন না।"

"যদি প্রভু বলেন, তাহ'লে আস্‌বো ; নইলে আস্‌বো না।" এই

বলিয়া দার্শনিক বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন ; দেখিয়া এই ঝুটা সমীর সস্নেহে দার্শনিকের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "আর তোমাকে বনে যেতে হবে না, দার্শনিক : তোমার প্রভু তোমার সঙ্গে কথা কইচেন ; আমি তোমার ভক্তি-ভালবাসায় তোমার ওপর ভারি খুসি হয়েচি : তুমি হচ্চ জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় সন্ন্যাসী, বোধ করি, তোমাকে সন্ন্যাসী বলাতে তুমি বিস্মিত হচ্চ ; মনে করচ, 'মাত্র দিন কয়েক বনে গিয়ে আমি দিন কয়েকের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলাম, তা' ছাড়া আমি তো গৃহী।' কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাস কি ? পার্থিব সুখ-সচ্ছন্দতার কামনাই হোলো মনের সাধারণ খাবার ; মন যখন এই খাবারের কথা একেবারে না ভেবে পারমার্থিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে, তখন সেই অবস্থার নামই সন্ন্যাস ; কাজেই তুমি বুঝ্‌তে পার্‌চো, তুমি সব চেয়ে বড সন্ন্যাসী।"

দার্শনিক ঐ কথা শুনিবামাত্রই এই ঝুঁটা সমীরের ভিতরেই তপনকে দেখিতে পাইলেন ; আর সঙ্গে সঙ্গেই নতজানু হইয়া, হাত যোড় করিয়া কহিলেন, "আপনার কাছে আমি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেচি, সেজন্যে ক্ষমা চাইচি।"

প্রভু আদর করিয়া তাঁহার গালে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার দোষটি কি শুনি ; আমি তো দোষের কিছুই দেখতে পাচ্চি নে।"

"আমার প্রথম দোষ—আমি আঁপনাকে প্রভু ব'লে চিন্‌তে পারি নি।"

প্রভু সস্নেহে দার্শনিকের গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "এজন্যে তুমি দোষী নও, দার্শনিক ; আমি ধরা না দিলে কেহ আমাকে চিন্‌তে পারে না।"

"আমার দ্বিতীয় দোষ—আপনি পরম পূজ্য অতিথি ; আপনার

যোগ্য সম্মান আপনাকে আমি দেখাতে পারি নি বা পার্‌বো বোলেও মনে হয় না।"

"ভক্তি-ভালবাসাই আমার সব চেয়ে যোগ্য সম্মান; আমার প্রতি তোমার যে ভক্তি, যে ভালবাসা আছে তাই-ই যথেষ্ট।"

এইবার দার্শনিক কহিলেন, "বনে আপনি যে অঙ্গীকার ক'রেছিলেন, বোধ করি, আপনি তা ভুলে যান নি।"

"নিশ্চয়ই না; যে মূর্ত্তি দেখবার জন্য তুমি পাগলের মত হয়েচ, দেখ্‌বার জন্যে তুমি প্রস্তুত হও; আমি তা দেখাবার জন্যে উদ্যত হয়েচি; হাঁ, একটি কথা তোমাকে ব'লে রাখি; আমার এ মূর্ত্তির আড়ম্বর আর জাঁকজমক দেখ্‌লে তুমি মাঝে মাঝে জ্ঞান হারাবে, আবার মাঝে মাঝে ফিরেও পাবে; এই দেখ, আমি সেই মূর্ত্তি ধরেচি।"

দার্শনিক দেখিতে লাগিলেন—ঘরের ভিতর একটি খুব বড়, রূপোর মত সাদা বৃত্ত, সে বৃত্ত চন্দ্র অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ জ্যোতির্ম্ময়; এই জ্যোতির মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য বর্ণনা করাও অসম্ভব; আবার অবিকল ভাবে কল্পনা করাও অসম্ভব; এই জ্যোতিষ্মান গোলকের মধ্যে দার্শনিক তাঁর চির-প্রিয় প্রভুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন; প্রভুর এখনকার রূপ শুধু ভাষায় বলা নয়, এমন কি কল্পনা করাও মানুষের ক্ষমতার বাইরে; প্রথমে এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত সাদা বৃত্তটি দার্শনিকের মাথার একটু উপরে ছিল; তখন তিনি নতজানু হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে গোলকটি একটু একটু করিয়া নামিয়া আসিয়া অসংখ্য অগণ্য আলোর ছটা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে লাগিল; আর তাহার ফলে দার্শনিকের মনে হইল যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ শীতল হইয়া আসিতেছে, আর তিনি মধুরতার সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। তারপর তাঁহার বোধ হইল, প্রভু সেই জ্যোতির্ম্ময় বৃত্ত হইতে তাঁহার ততোধিক জ্যোতির্ম্ময়

হাত বাড়াইয়া, আদর করিয়া দার্শনিককে তাহার নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন, তারপর গভীর স্নেহে তাঁহার কপাল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রেম-প্রাণ দার্শনিক, তোমার চেয়ে প্রিয়-পাত্র এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহই নেই; তুমি আমার বুকের ভেতর যে বাসা তৈরি করেচ, তা কোন মতেই নষ্ট তো হবেই না, বরং ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়ে থাক্‌বে; প্রলয়ঙ্কর ঝড় আসুক, প্লাবন-কারী বৃষ্টি হোক্, এমন কি মহা-প্রলয় হ'য়ে যাক্, আমার হৃদয়ে তোমার প্রেমের বাসা অচল অটল হয়ে থাক্‌বে। তুমি আমার, আমি তোমার; তোমারই আমার, আমারই তোমার; এ কত মধুর, কত সুন্দর, দার্শনিক?" তারপর দার্শনিক বুঝিতে পারিলেন, প্রভু অতি সাবধানে ধীরে ধীরে তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন। স্মরণ রাখা উচিত, যে সময়ে প্রভু দার্শনিককে কোলে লইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভু তাঁহাকে কোলে রাখিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান বেশ ছিল, কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। এ ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল তখন — যখন প্রভু তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

প্রভু কহিলেন, "কেমন বোধ হচ্চে তোমার দার্শনিক?"

"আমি যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পাচ্চি, প্রভু, তা' ভাষায় বল্‌বার ক্ষমতা তো আমার নেই, তবে আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, আমার মন এখন আনন্দের জোয়ারে ভাস্‌চে, দেখে মনে হচ্চে, এ জোয়ারে বুঝি আর ভাটা আস্‌বে না; মন যখন আনন্দে ভাসে, হৃদয় তখন তার প্রবাহে ফুলে ফেঁপে উঠ্‌তে থাকে।"

"আচ্ছা, বলতো, দার্শনিক, কেন তুমি মাঝে মাঝে চোখের পাতা খুল্‌চো, আবার মাঝে মাঝে বুজোচ্চ।"

"আপনি অতি মধুর; আপনার এই মাধুর্য্য আমার দেহের প্রাণ

অণু-পরমাণুতে ঢুকে আমার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় মধুর অনুভূতি জাগিয়ে দিচ্ছে ; তারই ফলে আমি চোখ বুজ্‌চি আর খুল্‌চি।"

"দেখা হয়েচে তো? তা'হ'লে আমি আবার সেই বালকের বেশ ধরি।" তারপর প্রভু তপনের মূর্ত্তি ধরিলেন। "আশা করি, দার্শনিক, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েচে। এইবার আমার ইচ্ছে পূর্ণ করো।"

দার্শনিক তপনের পায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "আপনার এই অতি হীন, অতি দীন চাকর তো আপনার আদেশ পালন কর্‌তে সর্ব্বদা প্রস্তুত।" দুই হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "আপনার ইচ্ছে দয়া ক'রে জান্‌তে দিলে, আমি নিজেকে ধন্য ব'লে মনে কর্‌ব।"

"আমার ইচ্ছে, তুমি বিয়ে করো।"

"বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে, প্রভু?"

"নিশ্চয়ই ঠিক হবে ; বিয়ে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আলোচনা করা যাক্ এস : জগতের মধ্যে তুমি যে আমার সব চেয়ে বড ভক্ত, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই ; কাজেই আমার ইচ্ছে, পৃথিবীতে যত রকমের ভালবাসা আছে, সব ভালবাসারই চরম আদর্শ আমি তোমাকে দিয়ে জগতের লোককে দেখাতে চাই। সন্তান হিসাবে ভালবাসা, ভাই হিসাবে ভালবাসা, বিশ্ব-প্রেমিক হিসাবে ভালবাসা—এ সব ভালবাসা তোমাকে দিয়ে দেখানো হবে বটে ; কিন্তু বিয়ে না কর্‌লে ভালবাসার একটি অবস্থা দেখানো হবে না ; সেটি হচ্চে স্বামী হিসাবে ভালবাসা। এ কথা অস্বীকার করা চলে না, দার্শনিক, দাম্পত্য প্রণয়ই সব চেয়ে গাঢ় ভালবাসা ; কাজেই, আমার ইচ্ছে, এ জিনিসের আস্বাদন তোমার পাওয়া উচিত।

"যা' তোমাকে বল্‌লাম্, সেটা তো বিয়ের একটা ভাসাভাসা হিসেব ছাড়া কিছুই নয় ; এখন বিশেষ ভাবে বিয়ে সম্বন্ধে আলাপ করা যাক্ এস ; জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ ; দেখ্‌তে পাবে, জগতের বেশীর ভাগ

লোকই বিয়ের পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ; এ'র কারণ, বিয়েই হোলো ভালবাসা শেখ্‌বার সব থেকে বড় পাঠশালা; আর অন্য অন্য ভালবাসা এ'র শাখা-প্রশাখা মাত্র; এ পাঠশালায় ছাত্র দুইজন একজন স্ত্রী, অপর জন স্বামী; তা'দের পাঠ বা পাঠ্য বিষয় হোলো ভালবাসা; কেমন ক'রে হৃদয় বিনিময় করতে হয়, তা'ই তা'রা শেখে। এই হৃদয়-বিনিময়-করাটার নামই হোলো আত্ম-সমর্পণ করা; এ কথা তো বল্‌তেই হবে, দার্শনিক, অকৃত্রিম ভালবাসার মানেই নিজেকে সমর্পণ করা; নিজেকে এই বিলিয়ে-দেওয়াটাই হলো মানুষের জীবনের একটি কাজের মত কাজ; কারণ এইই হলো ভালবাসা-শিক্ষার চরম অবস্থা; তা' ছাড়া বিয়ের ওপরেই ভালবাসার রোমাঞ্চকর অবস্থা নির্ভর করে। এই দাম্পত্য প্রেমই সব চেয়ে গাঢ়; এই ভালবাসাই সব চেয়ে মধুর; যারাই ভালবাসে, তারাই এর মাধুর্য্যে মোহিত হয়ে যায়, কোন জিনিসে মোহিত হয়ে যাওয়ার মানেই তাতে মজে যাওয়া; ভালবাসায় মজে যাওয়াটা মানুষের চরিত্রের একটি মহৎ লক্ষণ। তা'ছাড়া এই ভালবাসা হ'তেই মানুষের অনেক অনেক মহৎ গুণ জন্মায়—যেমন দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি। আবার যে লোক মানুষের ভালবাসায় মজে যায়, সে চেষ্টা করলেই ভগবানের প্রতি ভালবাসাতেও মজে যেতে পারে: কাজেই তুমি বুঝতে পারচো, দার্শনিক, ভালবাসার পাত্র মানুষই হোক্ আর ভগবানই হোক্, প্রকৃত ভালবাসাই হলো পবিত্র। যা কিছু বলা হয়েচে, তা' হ'তে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, বিবাহই হোল ধর্ম্মের পরম পবিত্র মন্দির আর এই মন্দির হ'তে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভালোই হয়। বিয়ে সম্বন্ধে যা' কিছু বলা হয়েচে. তা' সংক্ষেপে এই—বিয়ে হতেই ভালোবাসার ক্ষেত্র তৈরি হয়; আর ভালবাসা হোলো জয়-পরাজয় হীন মন-যুদ্ধ; এতে যে বন্দী করে সেইই বন্দী হয়, আর যেই বন্দী হয় সেইই বন্দী করে;

আবার যা'রাই বন্দী হ'য়ে বন্দী করে, তাদের দুই জনের অন্তরই মিলে একটি অন্তর হয়ে যায় ; কারণ, তারা নিজেকে পাবার জন্যেই নিজেকে বিলিয়ে দেয়, আবার নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যেই নিজেকে পায়। এই স্বার্থশূন্য আত্মদানের মধ্যে একটি অতি পবিত্র দেবত্বের ভাব লুকিয়ে থাকে, আর আমি তা' সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি : আর এই অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য প্রণয় ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয় ; এই প্রেমই হোলো দাম্পত্য প্রণয়েরও উপরের ভালবাসা : কারণ আমি স্বয়ং স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই প্রণয়ী হই।"

দার্শনিক তপনের সম্মুখে যোড় হাত করিয়া বলিলেন, "বিয়ে কি তা'হলে আমাকে করতেই হবে, প্রভু ?"

তপন সস্নেহে দার্শনিকের ডান গালখানিতে হাত দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দার্শনিক ; একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী আর অসাধারণ শিক্ষিতা কুমারী আছে ; তা'কে তুমিও জানো ; তা'র নাম ইন্দিরা ; তাকেই তুমি বিয়ে করো ; কেবল সেইই তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য।"

"তাঁকে জানি, এ কথা সত্যি ; কিন্তু তিনি তো রূপের সজীব মূর্ত্তি ; আমার মত রূপহীন একজন লোককে তিনি বিয়ে করবেন্ কেন ? তাঁরও পছন্দ অপছন্দ আছে তো।"

তপন হাসিয়া কহিলেন, "আছে বৈ কি ; পছন্দ আছে বলেই তো তোমাকে সে বিয়ে করবে।" তারপর আদর করিয়া, দার্শনিকের মাথায় হাত দিয়া, একেবারে দার্শনিকের মুখের কাছে নিজের মুখ আনিয়া, বলিলেন, "তুমি যে দীনতার দরদী সেবক, তাই এ কথা বলচ, দার্শনিক। রূপে কি তুমি জগতে কারো থেকে কম, তোমার মত রূপবান্ জগতে তো' আর একজনও নেই ; আর ঐ কুমারীর অন্তর আমার ভাল ভাবেই জানা আছে ; সে প্রতিদিনই আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর বলে,

'দার্শনিকের সঙ্গেই যেন আমার বিয়ে হয়।' এ ছাড়া মহামান্য প্রধান বিচারপতিরও আন্তরিক ইচ্ছে,— তুমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ কর ; এই জন্যে তিনি তোমার মাকে পত্র লিখে, বিয়ের প্রস্তাবও করেছিলেন, কিন্তু তোমার মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার ছেলে বিয়ে করতে চায় না ; তবে যদি সে কখন রাজী হয়, তা'হলে আপনার মেয়ের সঙ্গেই তার বিয়ে দেবো।' কাজেই, বুঝতে পারচো, এ বিয়েতে এ পক্ষেরও কোন আপত্তি নেই, আবার ও পক্ষেরও কোন আপত্তি নেই ; এখন বল, এ বিয়েতে তোমার মতামত কি ?"

"আপনার মতেই আমার মত, প্রভু।"

"বেশ, ভালো কথা ; আর একটা কথা শোন, দার্শনিক, আমি তোমার ওপর একটি বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই, সেটি এই :—

"তোমাদের বাড়ী হ'তে মাইল কয়েক দূরে একটি বন আছে, এই বনের এক জায়গায় মাটির নীচে একটি আড্ডা আছে। সেই আড্ডাতে দশজন দুরন্ত দস্যু থাকে, তারা যে কোথায় থাকে, এ কথা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না ; তবে ঐ ভাবের ভয়ঙ্কর প্রকৃতির যে একদল ডাকাত আছে, তা' অনেকেই জানে ; কিন্তু তাদিকে কেউ চেনে না ; তুমি তো জানো, দার্শনিক, অত্যাচার হ'লে মানুষকে কত ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় আর কি কান্নাই কাঁদতে হয় ; এই ডাকাতের দল যে কত লোককে কাঁদিয়েচে, তা' আর ভাষায় বলা যায় না ; আমার ইচ্ছে, তুমি তোমার ভালবাসার অস্ত্র দিয়ে তাদিকে জয় করো, এরা অতি ভয়াবহ প্রকৃতির ডাকাত ; নরহত্যায় তাদের কোন দ্বিধা নেই ; তাদের হৃদয় পাষানের মত কঠিন ; আর দয়ার লেশমাত্র তা'দের শরীরে নেই ; স্ত্রীলোক বা শিশুদের করুণ ক্রন্দনে তাদের মন গলে না ; তাদের ব্যবসা হ'ল ডাকাতি আর নরহত্যা ; তা'রা যেভাবের নরহত্যা করেচে, তা'

শুন্‌লে ভয়ে তোমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে। আমার ইচ্ছে, তুমি তোমার ভালবাসার অস্ত্র দিয়ে তাদের এই ভয়ঙ্কর রক্ত-পিপাসু স্বভাব নষ্ট করো; তুমিই হচ্চ আমার মনের মত কর্ম্মী আর ভালবাসার মূর্ত্তিমান সেবক; তুমি জানো, দার্শনিক, সাধুর জন্ম অসাধুদের উদ্ধার কর্‌বার জন্যে; কাজেই আমি তোমাকে অনুরোধ কর্‌চি, তুমি এই সব খুনী তস্করদের বিরুদ্ধে ভালবাসার যুদ্ধ চালিয়ে, তাদিকে পরাস্ত করো আর জগৎকে দেখাও ভালবাসা বিশ্ব-বিজয়ী।" একটু থামিয়া, কহিলেন "হ্যাঁ একটা কথা তোমাকে বলে রাখ্‌চি, শোনো:— সব আগেই তুমি যে শয়তানকে দেখ'তে পাবে তা'র নাম শচীন; কাল সকালে তুমি তাকে তোমাদের বাড়ীর সুমুখে দেখ্‌তে পাবে; দেখ্‌বে, সে খড়ের বিছানার ওপর শুয়ে আছে; অনাহারের ঠেলায় তা'র শরীর শুকিয়ে কঙ্কালসার হ'য়েচে, কিন্তু তাকে দেখে এমনও মনে হ'তে পারে যেন সে কোনো ক্ষয়রোগে ভুগ্‌চে; তাকে দেখে, তোমার দয়ার উদ্রেক হবে। কিন্তু তুমি ঠিক জেনো, দার্শনিক, তা'র ঐ অবস্থাটা কৃত্রিম; সে স্বেচ্ছায় উপোষ ক'রে নিজের ঐ শোচনীয় অবস্থা ক'রেচে; কারণ, তা'র ধারণা এই —যাদের স্বভাব সরল, তা'দিকে ঠকানো খুব সহজ। এ কথা অস্বীকার করা চলে না, দার্শনিক, যে তুমি অতি সাদাসিধা-ধরণের লোক; আর ঐ শয়তান তাহার ঐ কৃত্রিম অভিনয়ে তোমার সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে, তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষে ক'রে তোমার বাড়ীতে থেকে তোমারই সর্ব্বনাশ কর্‌তে চায়। খুব সাবধান; তা'র নিকট হ'তে খুব সতর্ক হ'য়ে থেকো। চুরি করা আর তোমার প্রাণনাশ করাই তা'র উদ্দেশ্য। ভালবাসার অস্ত্র দিয়ে তা'কে জয় কোরো; তা'কে জয় করার পর ইন্দিরাকে বিবাহ কোরো।" এই বলিয়া, বালকবেশী ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন।

এখানে বলা আবশ্যক, যে দশজন দস্যুর কথা বলা হইল, তাহারা

সকলেই শিক্ষিত; কিন্তু তাহারা অবস্থার বিপাকে পড়িয়া সঙ্গ-দোষের ফলে পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে।

বালক-বেশী ভগবান্ যে সকাল-বেলার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সকাল-বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়া, দার্শনিক নিজের অভ্যাস বশতঃ বাড়ীর ফটকের নিকট আসিলেন; দেখিতে পাইলেন, ফটকের সম্মুখেই একপাল লোক জড় হইয়া হাট বসাইয়াছে; কেবলই মাথার উপর মাথা! তাহারা গলা ফাটাইয়া, চীৎকার করিয়া একটা মহা হৈ-চৈয়ের সৃষ্টি করিয়াছে: কেহ বলিতেছে, 'জল আন'; কেহ বলিতেছে, 'দুধ আন'; কেহ বলিতেছে, 'জল বা দুধ এ'নেই বা কি হবে, ব্যাটা ম'রে ভূত হয়ে গেছে'; আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'খতম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই ব্যাটা ভূত কিম্বা প্রেত হয়েচে, যা'ই হোক্ ব্যাটাকে ছোঁয়া হবে না, কি জানি যদি ঘাড়ে আশ্রয় ক'রে বসে, তখন নাকালের একশেষ হবে, রাম-রাম বলো—রাম-রাম বলো ইত্যাদি ইত্যাদি।' দার্শনিক ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া, এই ভাবের কত কথা শুনিতেছিলেন—এমন সময়ে সমীর ভিড়ের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, শীগ্‌গীর চলুন, একজন লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে, তা'কে দেখ্‌বেন চলুন।"

দার্শনিক, মুমূর্ষু লোকটির পাশে আসিয়া, দেখিলেন, "সে খড়ের একটি বিছানার উপর শুইয়া আছে, কঙ্কালসার চেহারা; অতি ক্ষীণ চামড়া দিয়া হাড়-পাঁজরাগুলি ঢাকা, দৃষ্টিমাত্রেই একটি একটি করিয়া গুণিতে পারা যায়; স্টেথিস্‌কোপ্ দিয়া পরীক্ষা না করিলে বুঝিবার যো নাই, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে কি বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহার দুই গালে চোখের জল শুকাইয়া যাওয়াতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে; ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে সে খুবই কাঁদিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার আর কাঁদিবারও শক্তি নাই।

লোকটিকে দেখিবামাত্রই দার্শনিক বুঝিতে পারিলেন, যে লোকটির কথা বালকবেশী ভগবান্ বলিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি সেই লোক।

দার্শনিক লোকটিকে দেখিলেন; বুঝিলেন, এ ব্যক্তি শচীন ছাড়া কেহ নয়; তবু তিনি সাবধান হইতে পারিলেন না। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের কোন জিনিসই মনের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিতে পারে না। ইহার গতি অপ্রতিহত, ইহার গতি অনিবার্য্য।

যিনি পরোপকারী, অপরের দুঃখ দেখিলে তিনি কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার পরোপকার করার স্বাভাবিক বৃত্তি আপনা হইতে জাগিয়া উঠিবেই। দার্শনিক মুমূর্ষু লোকটির শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলেন, দেখিয়াই তাঁহার মনে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। দার্শনিক মৃতপ্রায় ব্যক্তিটির পাশে বসিলেন; স্টেথিস্কোপ দিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ও ফুস্-ফুসের গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা করা শেষ হইলে বুঝিতে পারিলেন অনেক দিন ধরিয়া অনাহারে থাকাতে সংজ্ঞা-লোপ হইয়াছে; লোকটির হৃৎপিণ্ডের গতি অতি ক্ষীণ; তাহার পাকস্থলী একেবারে শূন্য, কাজেই তাহাকে অচিরে কিছু খাওয়ান দরকার। তাহার অবস্থা হইতে দার্শনিক আরও বুঝিতে পারিলেন, তাহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সযত্নে তাহার বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা করা প্রয়োজন। দার্শনিক মৃতকল্প লোকটিকে তাঁহার শুইবার ঘরে লইয়া আসিলেন। পাছে তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায় এই ভয়ে দার্শনিক ফুঁড়িয়া একটি উত্তেজক ঔষধ তাহার শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন; তারপর, যাহাতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসে, এমনি ভাবে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, দার্শনিকের সুচিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের ফলে দিন

কয়েকের মধ্যেই শচীন কিছু সুস্থ-সবল হইল। একদিন সে বলিল "আমার এখন এমন সামর্থ্য নেই, মহাপ্রাণ দার্শনিক, যে আমি স্বাধীন ভাবে নিজের টাকায় নিজের খোরাক-পোষাকের খরচ চালাতে পারি।" সবিনয়ে হাত জোড় করিয়া কহিল, "কাজেই আপনার কাছে সানুনয়ে প্রার্থনা করচি, যতদিন পর্য্যন্ত আমি চাকরি যোগাড় করতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত দয়া ক'রে আমাকে আপনার চরণে আশ্রয় দিতে হবে। আপনি তো জানেন, মহাপ্রাণ, আমার না আছে ঘর-দোর, না আছে অন্নের সংস্থান।" বলিতে বলিতেই মায়া-কান্নার জলে শচীন তাহার চোখে বান ডাকাইয়া ফেলিল। দার্শনিক কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, 'আহা, শচীনের বড় কষ্ট, তাই সে ব্যাকুল হইয়া এইভাবে কাঁদিতেছে।' শচীন ভণ্ডামি করিয়া, আরও কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কহিল, "এ জগতে আমার বলতে কেহ নেই, দার্শনিক।" শচীন ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল; সে পুনরায় কহিতে লাগিল, "কাজেই আপনি দেখ্‌তে পাচ্চেন, মহানুভব, আপনি যদি এ অবস্থায় আমার ভরণ-পোষণের ভার না নেন, তা'হলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। সেই জন্যেই আমি এত ব্যাকুল হ'য়ে, আপনাকে আমার দুরবস্থার কথা জানাচ্চি। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের অন্তর-দৃষ্টি খুব বেশী, আপনি সব চেয়ে জ্ঞানী লোক, কাজেই আপনি আমার ভিতরের কথা ভাল ভাবেই বুঝচেন্।" শচীন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। শচীনের দুরবস্থার কথা শুনিয়া দার্শনিকের চোখদুটিও অশ্রুতে ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল। দার্শনিক বাম হাত দিয়া সস্নেহে শচীনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে চাচ্চ, এ আমার পরম সৌভাগ্যের কথা; যতদিন ইচ্ছা তুমি এখানে থাক্‌তে পার, আমি তোমাকে আমার বন্ধু ব'লে মনে করি; কাজেই যা' কিছু আমার,

সবই তোমার ব'লে মনে কোরো। তুমি তো জান, শচীন, যেখানে প্রকৃত বন্ধুত্ব, সেখানে ভেদের জ্ঞান থাকে না।"

শচীন পাকা শয়তান আর ভারি চতুর। নিজের দুঃখ-কষ্টের একটা ঝুটা অভিনয় করিয়া, সে দার্শনিককে বেশ প্রতারিত করিল, এবং দার্শনিককে ধ্বংস করিবার উপায় এইবার সহজ-সাধ্য হইবে, এই ভাবিয়া সে মনে মনে অতিশয় অনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, "আমি হ'লাম পাকা ধড়িবাজ; আমার চাতুরী ধর্‌তে পারে, এমন লোক কি আছে? বুদ্ধির মারপ্যাচে কত জনকে বোকা বানিয়েচি তার কি আর সংখ্যা আছে?" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, আবার মনে মনে বলিতে লাগিল, "দার্শনিকটা হ'ল অকাট-মূর্খ, অকাট-মূর্খ, কোন জিনিস তলিয়ে দেখ্‌বার ক্ষমতা তার নেই; দেখবেই বা কোত্থেকে? প্রেম প্রেম ব'লেই সে পাগল; আরে তোর্ প্রেম নিয়ে কি লোক ধুয়ে খাবে? কিন্তু তা' বোঝবার ক্ষমতা তার নেই। আমি হ'লাম তোর সম্পূর্ণ অপরিচিত; আমার সব কথায় বিশ্বাস ক'রে খামক। তুই আমাকে থাক্‌তে জায়গা দিলি কি ব'লে? দিন কতক ভেবে আমার কথার জবাব দেওয়াই তো তোর উচিত ছিল।"

শয়তানেরা নিজের মন্দ খেয়ালের বশেই চিন্তা করিয়া থাকে; কাজেই এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে শচীন যাহা ভাবিতেছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ, সে বুঝিতে পারে নাই, সরলতার মধ্যে আলোকের মত এমন একটি জিনিস আছে—যা' জটিলতার অন্ধকার নষ্ট করে! পরে এই শচীনই বুঝিতে পারিবে, দার্শনিকের স্বাভাবিক সরলতা তাহার শয়তানীর হিংস্র বৃত্তিগুলিকে কিভাবে শান্ত করিয়া দিবে।

এখন, শচীন দার্শনিকের বাড়ীতে থাকিবার অনুমতি পাইয়া তাহার দুরভিসন্ধিকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

দার্শনিক বন হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার আত্ম-নির্য্যাতন ও

আত্ম-ত্যাগের কথাটাই তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী মনে মনে স্থির করিলেন, যাহাতে তাঁহার মনের আধ্যাত্মিক গতি পার্থিব চিন্তার দিকে ফিরিয়া আসে, তিনি বারবার সেই চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক মনে করিতেন, 'মা'ই ভগবানের পার্থিব প্রতিনিধি।' তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তিও ছিল অচল, অটল। মা যাহা অনুরোধ করিতেন, তিনি অচিরেই সেইমত কাজ করিয়া, তাঁহাকে তুষ্ট করিতেন। তিনি তাঁহার এই বাধ্য-বাধকতাকে উপলক্ষ করিয়া, ক্রমে ক্রমে তাঁহার উদ্দেশ্য হাসিল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মনকে পুনঃ পুনঃ যেদিকে আকর্ষণ করা যায়, তাহার ধারা সেই দিকেই যায়। কাজেই মাতাঠাকুরাণী দার্শনিকের মনকে পার্থিব চিন্তার দিকেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। জগতে সাংসারিক জিনিসের অভাব নাই; এই সব জিনিস লইয়া তিনি তাঁহার সুমুখে আলোচনা করিতে সুরু করিলেন। একদিন তিনি তাহাকে একটি হীরার আংটি দিয়া সেটি তাহাকে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মা অনুরোধ করাতে তিনি কোন আপত্তি না করিয়া তখনই তাহা আঙুলে পরিলেন সেদিন সকালে অস্ত্রোপচার উপলক্ষে তিনি ঐ আংটিটি খুলিয়া তাঁহার ঘরের টেবিলের উপর রাখিলেন। রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শচীন সুযোগ বুঝিয়া আংটিটি চুরি করিয়া, ইহার জায়গায় আর একটি নকল আংটি রাখিয়া দিল। এ আংটিটি দেখিতে আসলটির মত; কারণ শচীন ফরমাইস দিয়া ইহা আগেই তৈরী করাইয়া রাখিয়াছিল। নকলটি আসলটির এতই অনুরূপ যে তাহাদের বিভিন্নতা নির্ণয় করা অতি কঠিন।

অন্ধ আত্ম-গরিমা হইতে বৃথা গৌরব জন্মায়। চুরি করার পর শচীন মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল; এ আনন্দের

কারণ এই—আংটিটি এইভাবে চুরি করিয়া সে যে নিপুণতা দেখাইয়াছে অন্য কোন চোরই তাহা দেখাইতে পারিত না, ইহাই তাহার ধারণা। কিন্তু সে জানিত না যে এক যোড়া সতর্ক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার এই চুরি করাটা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আবিষ্কারক দার্শনিকের ছোট ভাই, সমীর। সমীর যখন শচীনকে ঐভাবে চুরি করিতে দেখিল, তখন রাগে তাহার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। সে তখনই শচীনকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারিত, কিন্তু সাহস করিল না; ভাবিল, 'যদি শাস্তি দিতে যাই, তাহা হইলে দাদা বাধা দিবেন।' কাজেই সে স্থির করিল, দার্শনিক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে, সে শচীনকে উত্তম শিক্ষা দিবে। ঠিক এমনি সময়ে রোগীর বাড়ী হইতে দার্শনিকের ডাক আসিল; কাজেই তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার অস্ত্রোপচারের ব্যাপার আগেই চুকিয়া গিয়াছিল।

দার্শনিক রোগী দেখিতে চলিয়া গেলেন; তখন সমীর তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল; দেখিল, শচীন একখানি বই পড়িতেছে, আর ঘরের একখানি টেবিলের উপর নকল আংটিটি পড়িয়া আছে। সমীর তাহা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, "বল্‌তে পারেন, শচীনবাবু, এই আংটিটি কি দিয়া তৈরী ?"

শচীন হাসিয়া কহিল, "তা' আর পারি নে; আংটিটি হীরার।"

সমীরও হাসিয়া জবাব দিল, "তা' তো বল্‌বেন্‌ই, কারণ আপনার মত মহাশয় লোক রূপোকেও সোণা ব'লে চালাতে পারে।"

শচীন সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ সমীরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি যে কি বল্‌চেন্‌ তা' ত বুঝ্‌তে পার্‌চি নে; সোজা ভাষায় বলুন, মশায়; নইলে আমার মত গণ্ডমূর্খ কি বুঝতে পারে ?"

"যা' বলেচি তা' বোঝা তো খুব সোজা; ন্যাকামীর মুখোস

খুলে ফেলুন, মশায়; তাহ'লে বুঝতে পারবেন্।”

শচীন বইখানা একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, “শোন কথা! ন্যাকামী করলাম্ কেমন কোরে? সত্যি বলছি, সমীর বাবু, আমি হ'লাম একেবারে নিরেট মূর্খ; সহজে কোন কথা বুঝ্তে পারিনে; তাই আমার শিক্ষকেরা বল্তেন্, ‘তোর্ মাথায় গোবর ভরা আছে; লেখাপড়া হবে কোত্থেকে?’ অবশ্য তাঁদের কথা যাচাই ক'রে দেখিনি, কিন্তু আপনার মত বিজ্ঞ বিচক্ষণ অস্ত্র চিকিৎসক দেখে, যাচাই করতে ইচ্ছে হচ্চে; দেখুন তো—।” ঢুঁ মারিবার সময় ভ্যাড়া যেমন মাথা আগাইয়া আসে, শচীনও তেমনি ভাবে সমীরের দিকে মাথা আগাইয়া দিল; কহিল, “ছুড়ি-ছোরা চালিয়ে মগজটা কেটে ফেলে দেখুন তো, সত্যিই গোবর ভরা আছে কি না।”

শচীনের ধৃষ্টতা দেখিয়া সমীরের ভিতরটা রাগে গস্‌গস্ করিতে লাগিল; কিন্তু বাহিরে সে তাহা মোটেই প্রকাশ করিল না; শান্ত, সহজ কণ্ঠে কহিল, “ছুড়ি-ছোরা চালাবার দরকার নেই; আপনার হাতখানা একবার দেখি; তা'হলেই বুঝ্‌তে পারব, আপনি বোকা কি বুদ্ধিমান্।” তারপর সমীর শচীনের ডান হাতখানা নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে দেখিতে কহিল, “বোকা তো আপনি নিশ্চয়ই নন্, বরং বেশ বুদ্ধিমান্।” হাতের আঙ্গুল দিয়া শচীনের হাতের তালুর একটি রেখা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, “এই যে রেখাটা দেখ্‌চেন্, এটি হ'ল বুদ্ধির রেখা; কাজেই আপনি বুদ্ধিমান। হাঁ, আর একটি কথা আপনাকে বলি, শুনুন; চুরি-বিদ্যে যে বড় বিদ্যে আপনি তা' ভালোই জানেন!”

সমীরের কথা শুনিয়া শচীন রাগে চোখ রাঙাইয়া বলিল, “আঁা, কি বল্লেন? আমি চোর!”

সমীর তাহার নিকটের টেবিলখানি সজোরে চাপড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়ই আপনি চোর; দাদার হীরার আংটিটা আপনার কাছে আছে; শীগ্রী সেটা বার করুন, নইলে মেরে হাড় ভেঙে দেবো।"

শচীন বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "তাই নাকি? তবে ছাখ্।" এই বলিয়া শচীন তাহার কোটের ভিতরের পকেট হইতে একখানি ধারাল চক্‌চকে ছোরা বাহির করিয়া সমীরের সুমুখে ধরিয়া বলিল, "এইবার ভবধাম হ'তে নিত্যধামে রওনা হও আর কি।"

সমীর হাসিয়া কহিল, "আগে তোমাকে রওনা করিয়ে তো দিই।" এই বলিয়া, সমীর তাহার পকেট হইতে একটি গুলি-ভরা রিভল্‌ভার্ বাহির করিয়া শচীনের বুক লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আত্ম-সমর্পণ করো, নইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।" রিভল্‌ভার দেখিয়া ভয়ে শচীনের প্রাণ উড়িয়া গেল; সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার হাতের ছোরা ঘরের মেজের উপর পড়িয়া গেল; সে সভয়ে বলিল, "আমায় মারবেন্ না।" দুই হাত তুলিয়া কহিল, "এই দেখুন, আমি আত্ম-সমর্পণ করেচি।"

ঠিক এমনি সময়ে দার্শনিক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, শচীন দুই হাত তুলিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, আর সমীর তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া রিভল্‌ভার উচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহাদের দুইজনকে ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি মনে প্রাণে যে আঘাত পাইলেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দেখিয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তখন সমীর ব্যাপারটির আদ্য-অন্ত তাঁহার নিকট বলিল। শুনিয়া দার্শনিক বাম বাহু দিয়া সস্নেহে শচীনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আংটিটা নিয়ে তুমি ভালই করেচ, শচীন; ওটা মা আমাকে ব্যবহার

কর্‌তে দিয়েছিলেন; কাজেই ও জিনিসটি আমার কাছে অমূল্য; তাহ'লেও তুমি যদি ওটি ব্যবহার কর, তাহ'লে আমি অত্যন্ত সুখী হব, কারণ তুমি আমার ভাই; কাজেই ওটি আমি ব্যবহার কর্‌লে যে আনন্দ হবে, তুমি ব্যবহার কর্‌লেও আমার সেই আনন্দ হবে।" তারপর সমীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন "একটি কথা তোমাকে বল্‌চি, শোনো, সমু:—গুলী কর্‌তে যাওয়াটা তোমার ভারি ভুল হ'য়েচে; জয় কর্‌বার দুই রকম অস্ত্র জগতে আছে,- একটা হল অস্ত্র, অপরটি হল ভালবাসা। অস্ত্রের দ্বারা যে জয় করা হয়, তাতে দেহখানা জয় করা হয় বটে, কিন্তু অন্তর জয় করা হ'তে পারে না. কিন্তু ভালবাসার দ্বারা যে জয় করা হয়, তাতে মন-প্রাণ দুইই জয় করা হয়।"

দার্শনিকের সস্নেহ স্পর্শে ও কথাবার্ত্তায় সমীর একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার হাতের রিভল্‌ভারটি ঘরের মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে দার্শনিকের সুমুখে নতজানু হইয়া বলিল, "আমি যে দোষ করেচি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন, দাদা। আজ আমি আপনার কথা হ'তে বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি, মন জয় করাই প্রকৃত জয়।"

দার্শনিকের মনোভাব হইতে সমীর বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; সে আরও বুঝিতে পারিল, তাঁহাকে তুষ্ট করিতে হইলে, শচীনের সঙ্গে সখ্য-ভাব স্থাপন করা দরকার। কাজেই সে স্বেচ্ছায় শচীনের নিকট আসিয়া বলিল, "দাদা আপনাকে নিজের ছোট ভাই ব'লে মনে করেন; কাজেই আপনি আমারও ভাই; সেইজন্য আপনাকে বল্‌চি, আজ আমাদের দুইজনেরই আচরণে যে ভুল হ'য়ে

গেছে তা' ভুলে গিয়ে আমরা পরস্পরকে আগেকার মত ভাই ব'লেই মনে কর্‌তে থাক্‌ব।"

সমীরের কথায় শচীন মনে মনে অত্যন্ত খুসি হইল; কিন্তু বাহিরে ভণ্ডামি করিয়া বলিল, "যে কাজ ক'রে ফেলেচি, তারপরও কি আপনি আমাকে ভাই ব'লে মনে কর্‌তে পার্‌বেন?"

"নিশ্চয়ই পার্‌ব; সেজন্যে আপনি মনে কিছু কর্‌বেন না।"

দুইজনের মনোমালিন্য মিটিয়া যাওয়ার দিন কয়েক পরে এক রাত্রে শচীন দেখিল, দার্শনিক তাঁহার ঘরে ঘুমাইতেছেন, আর তাঁহার নাক ডাকিতেছে। তাঁহার ঘরের দোর আগেকার মত খোলাই আছে। এইখানে বলা আবশ্যক, দার্শনিক যে ঘরে শুইতেন, ঠিক তাহার পাশের ঘরেই শচীন থাকিত। শচীন বুঝিল, দার্শনিককে হত্যা করার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। কাজেই সে আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিল; আস্তে আস্তে বালিশের নীচে হাত ভরিল; আস্তে আস্তে তাহার ধারাল ছোরাখানি সেখান হইতে বাহির করিল; হাতের আঙুল দিয়া ইহার ধার পরীক্ষা করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এতে যে ধার আছে, তাতেই কাজ ভালভাবেই ফতে করা যাবে।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে শচীন বার কয়েক ঘরের মেঝের উপর পায়চারি করিল। একটু চিন্তা করার পর পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহিরে আসিল; তারপর চারিদিক একবার বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া, পায়ের বড়া আঙুলের উপর ভর দিয়া আসিয়া দার্শনিকের বিছানার পাশে দাড়াইল; ছোরাখানা হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া দার্শনিকের বুকে বসাইতে উদ্যত হইল—এমন সময়ে শচীন সহসা দার্শনিকের মুখ-মণ্ডলের চারিদিকে একটি অতি অদ্ভুত দ্যুতি দেখিতে পাইল। দেখিয়াই সে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে থতমত খাইয়া গেল; আর সে শুনিতে পাইল,

কে যেন বলিতেছে, 'বিশ্বাসঘাতকতাই হ'ল আসল কসাই; এই কসাইই বন্ধুত্বকে ফাঁসি দেয়, এই কসাইই কৃতজ্ঞতাকে নিধন করে, এই কসাইই মনুষ্যত্বকে হত্যা করে; যদি নিজের ভাল চাস্ তো এই বেলা পালা।"

ঐ কথা শুনিয়া শচীন মনে মনে কহিতে লাগিল, "তাই তো আমি কি কর্‌তে যাচ্চি? দার্শনিককে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েচি; উঃ! কি সর্ব্বনাশই কর্‌তে যাচ্ছিলাম আর কি! দেখ্‌চি, দার্শনিক তো সামান্য মানুষ নন্!"

নরহত্যায় শঙ্কা-সঙ্কোচ শচীন জীবনে এই প্রথম বোধ করিল। দার্শনিকের মুখের চারিদিকে সেই অপার্থিব দ্যুতি দেখিয়া তখনকার মত তাহার বেশ ধারণা হইয়াছিল, দার্শনিক সামান্য লোক নন; এই অসামান্য লোককেই সে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, এই ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল; তাহার পায়ের নখ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অজানা আশঙ্কায় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; নিঃশব্দে নিজের ঘরে পলাইয়া আসিল; তারপর বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। শুইবার পর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "যে জ্যোতিটা দেখ্‌লাম, সেটা কি? আমার চোখের ভুল নয় তো? খুব সম্ভব তাই বটে; বোধ করি, আমার মাথাটা তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। যাই হোক্ আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিই; তাহ'লেই মনের এই অস্বাভাবিক অবস্থার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাব।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর শচীনের শয়তানীর স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তিগুলি যখন তাহার অন্তরে সজাগ হইয়া উঠিল, তখন সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের মেঝের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। এই-ভাবে পায়চারি করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, "দার্শনিকটা

নিশ্চয়ই একজন যাদুকর; তার মুখের চারিদিকে আমি যে জ্যোতিঃ দেখেছিলাম, বোধ করি দার্শনিক আমার তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে যাদুবিদ্যার বলে আমাকে তা দেখিয়েছিল; আমার মনে হয়, তার ঘরে আমি যাবা মাত্রই তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল; তবুও যে ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দে তার নাক ডাক্‌ছিল সেটা তার ঢং—আমাকে ঠকাবার জন্যে তার একটা চালাকী।" তারপর একটু উত্তেজিত হইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "হুঁ, আমার সঙ্গে চালাকী! ভূতের কাছে মামদোবাজি! এক হাত তোকে যা দেখাব, দার্শনিক, ভাল ক'রেই দেখাব।" শেষে ঘরের দেওয়ালে রাগের মাথায় ধ্রাম্ করিয়া এক লাথি মারিয়া রুষ্ট বাঁদরের মত দাঁত খিঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "মনে রাখিস্ দার্শনিক, আর আমি তোর যাদুবিদ্যায় প্রতারিত হব না, কারণ আমি কচি খোকা নই। তোকে হত্যা আমি কর্‌বই; যতদিন না আমি তোকে হত্যা কর্‌তে পার্‌ব আর এক লক্ষ টাকা তোর্ লোহার সিন্দুক হ'তে হাত কর্‌তে না পার্‌ব, ততদিন পর্য্যন্ত আমি চুপ করে থাক্‌ব না।"

শচীনের কথা শেষ হইবামাত্রই দার্শনিক তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন; একটু আগেই তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল. আর শচীন যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। তিনি শচীনের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "তুমি যে কথা বল্‌ছিলে, তা কি সত্যি?"

সহসা দার্শনিক শচীনের সম্মুখে আসাতে, সে প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জবাব দিল, "নিশ্চয়ই সত্যি।"

ঐ কথা শুনিয়া দার্শনিক শচীনের হাতে একখানি এক লক্ষ টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "তোমার অসম্পূর্ণ ইচ্ছাটুকু এইবার সম্পূর্ণ কর।"

তারপর দার্শনিক একখানি টেবিলের উপর দুইটি মারাত্মক অস্ত্র

(একখানি ধারাল ছোরা আর একটি গুলি-ভরা রিভল্‌ভার্) রাখিয়া কহিলেন, "এই দুটী অস্ত্রের মধ্যে যে কোন একটি তুমি ব্যবহার কর্‌তে পার ; তবে আমার মনে হয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ছোরাখানি ব্যবহার কর্‌লেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হবে। যদি রিভল্‌ভারটি ব্যবহার কর, তাহ'লে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ হবে ; সে শব্দে বাড়ীর লোক জেগে উঠ্‌বে ; তারা তোমাকে ধর্‌তে পার্‌লে বিপন্ন কর্‌তে পারে। হাঁ আর এক কথা—এই চাবিটি নাও ; চাবিটি আমার ঘরেই থাক্‌ত, বড় একটা ব্যবহার করা হ'ত না ; আজ তোমার দরকার, তাই নিয়ে এসে তোমাকে দিলাম ; এই চাবির সাহায্যে তুমি অতি সহজেই বাড়ী হ'তে পালিয়ে যেতে পার্‌বে ; কারণ এটি আমাদের খিড়কির চাবি ; সে দরজা দিয়ে কেহ কখন যাতায়াত করে না। একটি কথা মনে রেখো, বাড়ীর সম্মুখের ফটক দিয়ে কোন মতেই যাবার চেষ্টা কোরো না ; তাহ'লে দ্বারবান তোমাকে সন্দেহ ক'রে, আটকাতে পারে।" একটু থামিয়া দার্শনিক আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি জান, ভাই, আমি ডাক্তার ; কাজেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, যেখানে আঘাত কর্‌লে, মানুষের মৃত্যু অনিবার্য্য, সে জায়গার সন্ধান আমি জানি। এই ছাখো—।" দার্শনিক হাতের আঙুল দিয়া হৃৎপিণ্ডের স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইখানে ছোরা বসাইও, তাহ'লে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।" একটু থামিয়া বলিলেন, "ছোরার আঘাত পেয়ে যেই আমি মেঝের ওপর পড়ে যাব, অমনি তুমি পালিয়ে যাবে, কোন মতেই অপেক্ষা কর্‌বে না। ঠিক জেনো, অপেক্ষা কর্‌লে তোমার বিপদ ঘটতে পারে।" দার্শনিক ছোরাখানা শচীনের হাতে তুলিয়া দিয়া উন্মুক্ত বুকে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আর দেরী কোরো না, ভাই ; বিলম্ব কর্‌লে বিপদ হ'তে পারে।"

শচীন ছোরাখানি হাতে লইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, "দার্শনিক মানুষ না দেবতা? মানুষ এমন দেব-দুর্লভ গুণের অধিকারী হ'তে পারে না।" তারপর শচীন দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতের ছোরাখানি দেখাইয়া বলিল, "দেখ্‌তে পাচ্চেন, মহাপ্রাণ দার্শনিক, আমার হাতে ছোরাখানা কিভাবে কাঁপ্‌চে। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি আপনাকে হত্যা কর্‌বার জন্যে যে'ই ছোরা তুল্‌বে, তার হাতের ছোরা এই ভাবেই কাঁপ্‌বে। না বুঝে আপনার বিরুদ্ধে যা' যা' ব'লেচি বা ক'রেচি, সে সব আপনি ভুলে যান। অনুতাপের আগুনে আমার অন্তর দগ্ধ হ'য়ে যাচ্চে; আমাকে ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া শচীন দার্শনিকের সুমুখে নতজানু হইল; দুই হাত দিয়া তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "আমার কাছে আর আত্ম-গোপন কর্‌বেন না; আমি বুঝ্‌তে পেরেচি, আপনি কে? আপনি প্রেমের অবতার। ভালবাসা কি তা আমাকে শিখাবার জন্যেই এভাবে আত্ম-বিসর্জ্জন কোর্‌বার জন্যে উদ্যত হোয়েচেন্।" একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "মানুষের মনই পোতাশ্রয়, আর ভাবের জাহাজ সেইখানেই যাতায়াত ক'রে থাকে। যে মনে ভালবাসার উদয় হোয়েচে, শয়তানী সেখান হ'তে অস্ত যেতে বাধ্য। ভালবাসার যে আদর্শ আজ আপনি চোখের সুমুখে ধ'রেচেন, তা আমার মন হ'তে শয়তানীকে চিরতরে দূর ক'রে দিয়ে সেখানে ভালবাসার বীজ বপন করেচে!" একটু ভাবিয়া কহিল, "যে দোষ কোরেচি, তার ক্ষমা নেই; তবু—।" শচীনের দুই চোখ বাহিয়া অনুতাপের অশ্রু ঝরিতে লাগিল; সে সহসা দার্শনিকের চরণ দুইখানি চুম্বন করিয়া বলিল, "মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ভালবাসার যে ভাব আমার মনের মধ্যে জেলে দিয়েচেন, তা' উপভোগ কর্‌বার জন্যেই আমি বেঁচে থাক্‌তে চাই। আমার একটি

কথা মনে রাখ্‌বেন—শয়তানী আমি চিরকালের জন্যে ছেড়ে দিলাম, শয়তানী করব শুধু তার সঙ্গে—যে আপনার সঙ্গে শত্রুতা কোরবে; আজ হ'তে আমি আপনার কেনা গোলাম হলাম্।"

"ও কথা কেন বোল্‌চো, শচীন? তুমি আমার স্নেহের ভাই ও অকৃত্রিম বন্ধু।"

একাদশ অধ্যায়

বলা বাহুল্য, ভালবাসার অস্ত্র দিয়া শচীনকে জয় করার দিন কয়েক পরেই দার্শনিক ইন্দিরাকে বিবাহ করিলেন। আগেই বলা হইয়াছে, ইন্দিরার খুড়তুত বোনের নাম প্রতিমা। দার্শনিক তাহার কাছ হইতে শুনিয়াছিলেন, ইন্দিরা তাঁহাকে বরাবরই ভালবাসিত। তাই তিনি সস্নেহে নিজের হাত দুইখানি ইন্দিরার কাঁধখানির উপর রাখিয়া, স্নেহ-কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ইন্দু, তোমাকে যদি আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করি, তাহ'লে তুমি ঠিক উত্তর দেবে; লজ্জা কর্‌বে না তো?"

"তুমি যা জিজ্ঞেস্ কোর্‌বে, তার উত্তর যদি আমার জানা না থাকে তাহ'লে কেমন কোরে জবাব দেবো?"

দার্শনিক আদর করিয়া ইন্দিরার সুন্দর মুখখানি দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এত ভাবনা কোর্‌চ কেন, ইন্দু; আমি যে কথা জিজ্ঞেস্ কোর্‌বো, তার উত্তর তুমি আর দুই-একজন ছাড়া বেশী কেউ জানে না।"

ইন্দিরা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা' যদি হয়, নিশ্চয় দেবো; কি জিজ্ঞেস কোর্‌বে বলো।"

দার্শনিক ডান হাতখানি দিয়া ইন্দিরার চিবুকখানি একটু তুলিয়া ধরিলেন; তারপর তাহার সুকুমার মুখখানির উপর দৃষ্টি ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে বরাবরই ভালবাসতে, নয় ইন্দু?"

শুনিয়া ইন্দিরার গাল দুইখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল ; এই সলজ্জ ভাবটুকু লুকাইবার জন্য সে ক্ষণিকের জন্য মুখ নীচু করিল ; তারপর মুখ তুলিয়া দার্শনিকের দিকে চাহিয়া জবাব দিল, "সত্যিই বাসতাম্; যা'র গুণ আছে, তা'কে আপনা হোতেই যে ভালবাসতে ইচ্ছে ক'রে, এ দোষ কি আমার? এ দোষ যে তোমার।" একটু হাসিয়া' ভক্তি-ভরে দার্শনিকের পা-দুইখানির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার এই পা-দু'খানিতে স্থান পেয়েচি। অবশ্য তুমি দয়া কোরে দিয়েচো, তাই পেয়েচি ; নিজের গুণে আমার পাবার যোগ্যতা যে নেই তা' বেশ জানি। আহা, তোমার হৃদয়খানি তো নয়, যেন মহৎ গুণের একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ; কাজেই তোমাকে আমি ভালবাসতাম্; এ ভালবাসা কখনই কম্‌তো না, এমন কি তোমাকে যদি না পেতাম্ তাহ'লেও না—। মানুষকে ভালবাসবার আর সেবা কর্‌বার্ স্পৃহা কে আমার মনে জাগিয়ে দিয়েছিলো? তুমিই। তোমার অমৃতময় বইগুলি পড়ে' আমার এই ধারণা হয়েছিলো—'তুমিই প্রেমের মূর্ত্তিমান্ অবতার'। সে ধারণা আজও আমার ঠিক তেমনিই আছে; কাজেই বুঝ্‌তে পারচো, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে, কি সাংসারিক ব্যাপারে তুমিই যে আমার পরম গুরু।" তারপর ডান হাতখানি দিয়া দার্শনিকের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "তোমাকেই যে আমি আমার সব চেয়ে বড় আদর্শ বলে জানি।"

দার্শনিক আঙ্গুল দিয়া স্নেহ-ভরে ইন্দিরার কোমল ডান গালখানি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ধরো, ইন্দু, যদি কোনো বিশেষ কারণে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব হোয়ে দাঁড়াতো, তা'হলে কি তুমি বিয়ে কোর্‌তে না?"

ইন্দিরা মৃদু হাসিয়া দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়ই না।

যতদিন বাঁচ্‌তাম্‌, আইবুড় হোয়ে থাক্‌তাম্‌।" একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "লোকে বিয়ে না করার জন্য নিন্দে কোর্‌লে, যা'তে তাদের নিন্দে শুন্‌তে না পাই, এমন ব্যবস্থা কোর্‌তাম্‌; কাণে তূলো গুঁজে একেবারে ঢোল-কালা সেজে থাক্‌তাম্‌।"

দার্শনিক স্থির দৃষ্টিতে ইন্দিরার মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিলেন "কেন বিয়ে কোর্‌তে না, ইন্দু, জিজ্ঞেস কোর্‌তে পারি কি ?"

"খুব পারো ; কেন বিয়ে কোর্‌তাম্‌ না, বলি শোন।" দার্শনিকের ডান হাতখানি নিজের অতি কোমল হাত ছুইখানির ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার দেব-তুল্য রূপ-গুণ দেখে তোমার পায়েই যে আমি আমার মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম্‌।" তারপর দার্শনিকের হাত ছাড়িয়া তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানি ছুই হাত দিয়া ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার এই অতুল্য রূপের মুখখানিকে যে ভালবেসেচে, সে কি আর কোন মুখকে ভালবাস্‌তে পারে ? ছিঃ ! ইচ্ছে হবে কেন ? তা' ছাড়া স্ত্রীলোক তা'র হৃদয়খানি একজন পুরুষকেই সমর্পণ কোর্‌তে পারে ; যে হৃদয়খানিকে তোমার পায়ে অঞ্জলি দিয়েচি, তা' কি আর কারুকে দেওয়া সম্ভব ?"

"বুঝ্‌লাম্‌ বিয়ে কোর্‌তে না ; তা'হলে কি ভাবে জীবন কাটাতে শুন্‌তে পাই কি ?"

"সন্ন্যাসিনীর কঠোর জীবন যাপন কোর্‌তাম্‌; আর আমাদের অনাথ-আশ্রমে যে সব দীন-ছুঃখী স্ত্রীলোক আর সহায়-সম্পত্তি-হীন, অনাথ শিশু আশ্রয় নিয়েচে, তা'দের সেবা কোরে জীবন কাটিয়ে দিতাম।"

দার্শনিক এই কথা শুনিয়া আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না ; ছুই হাত বাড়াইয়া ইন্দিরার মুখখানি টানিয়া আনিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার মত

স্ত্রী পেয়েচি; তোমার মত স্ত্রীকে বুকে চেপে ধর্‌লে প্রাণ শীতল হোয়ে যায়।"

ইন্দিরা দার্শনিকের বুকের উপর সেইভাবেই পড়িয়া থাকিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কাছে আমার একটি সবিনয় নিবেদন আছে।"

দার্শনিক তাহার মাথাটি তাঁহার বুকে আরও একটু জোরে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "কি, বলো?"

"তুমি মাঝে মাঝে আমাকে ছুটি দিও; আমি গিয়ে আশ্রমের সেবা কোরে আস্‌বো. আশ্রমের সেবা কোর্‌তে আমার বড় ভাল লাগে।"

"তোমাকে ছুটি দেওয়াই রইলো, ইন্দু. তোমার যেদিন আর যখন ইচ্ছে, গিয়ে সেবা কোরে' এসো।"

"তা' না হয় আস্‌বো; কিন্তু মায়ের অনুমতি পাওয়া চাই তো, নইলে মা যে দুঃখিত হবেন।"

"এঃ! দেখ্‌চি তুমি মাকে এখনো চেনো নি; তিনি যখন শুন্‌বেন, তুমি আশ্রমের সেবা কোর্‌বার্ জন্যে লালায়িত, তখন তিনি তাঁর সস্নেহ হাত দু'খানি বার কোরে, তোমাকে বুকে চেপে ধোরে তোমার দুটি গালে অসংখ্য চুমুই খেয়ে ফেল্‌বেন্। আর বোধ করি, নিজেই তোমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়ে আশ্রমে রেখে আসবেন্। এমন মা কি আর হয়! আমাদের মা যে সাক্ষাৎ জগৎ-ধাত্রী! পূর্ব্ব জন্মে বহু পুণ্য করেছি তাই এমন মা পেয়েচি। হাঁ একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস্ কোর্‌বো কোর্‌বো মনে কোর্‌চি, কিন্তু কেবলই ভুলে যাচ্চি। আশ্রম প্রতিষ্ঠা কোর্‌তে কত টাকা খরচ হোলো আর কে —।"

"কত টাকা খরচ হোলো, আর কে দিলে, এই তো জিজ্ঞেস কর্‌চো? আমার এক মামা; তিনি মৃতদার ও নিঃসন্তান ছিলেন, আর

তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ কোরতেন; তাঁর সন্তান-ইচ্ছুক হৃদয়ের জ্বালা আমিই কতকটা জুড়োতাম; তিনি কখনো আমাকে 'মা' বোল্তেন, আবার কখনো আমাকে 'বাবা' বল্তেন। তিনি মারা যাবার আগে আমাকে ৫০০০০৲ টাকা দিয়ে যান্। এই টাকাটা আর বাবার দেওয়া ৫০০০০৲ টাকা নিয়ে আশ্রমটা খোলা হোয়েচে। এখন আশ্রমের যাবতীয় খরচ বাবাই বহন করেন।" একটু থামিয়া কহিল, "সব খরচ-খরচা বাদে আমাদের জমিদারির আয় দুই লক্ষ টাকা; এর অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক পিতুর। আমি বাবাকে বোলেচি, 'প্রিতুর ভাগটা কড়ায়-গণ্ডায় তা'কে দিয়ে দিন্, বাবা; আর যে ভাগটা আছে, সে ভাগটা তো আমার; তা'র আয় দিয়ে একটা কলেজ চালাতে হবে; তা'তে বি, এ, ও বি, এস, সি, পর্য্যন্ত পড়া হবে; আর বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি আপত্তি না করেন তা'হলে এম, এ, ও এম, এস, সি, পর্য্যন্ত ক্লাস্ খোলা হবে।' শুনে বাবা বোল্লেন্, 'তার মানে তুমি বোল্তে চাও, মা, জমিদারির সব আয়টাই স্কুল, কলেজ আর আশ্রমের জন্য ব্যায় কর্তে হবে; এই তো তোমার ইচ্ছে, নয় মা?' ঘাড় নড়িয়ে বোল্লাম্, 'হাঁ, বাবা'। শুনে বাবা বোল্লেন্, 'তুমি যে প্রস্তাব কোরেচো, মা, তা' খুবই ভালো; তবে আমার মনে হয়, ইন্দু, জমিদারির এ'কের আট অংশ তোমার নিজের জন্য ব্যয় হওয়া উচিত, আর বাকী সাত অংশ স্কুল, কলেজ আর আশ্রমের জন্য খরচ কোরো।' শুনে আমি বোল্লাম, 'আমার আর কি খরচ আছে, বাবা? কচু আর কাঁচাকলা সিদ্ধ হলেই আমার খাওয়া হয়ে যায়, মাছ জীবনে কখনো স্পর্শ করি নি, কখন কোর্বোও না; বিশ নম্বরের ক্যাটকেটে সুতোর কাপড় পরেই আমার পরম সুখ, আমার আবার খরচ কি, বাবা? কাজেই তুমি যা' বোল্চো, তা' হতে পারে না, বাবা; জমিদারির সব আয়টাই স্কুল কলেজ আর

আশ্রমের জন্য ব্যয় করা হবে।' 'বেশ, তাহাই কোরো, মা, তোমার ইচ্ছেমতই উইল করা হবে।' তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরে বোল্‌লেন, 'তুমি বেঁচে থাকো, মা; ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করুন; দেখ্‌চি, তুমি তোমার মায়ের সৎ-গুণগুলি সবই পেয়েচো। তারপরই বাবা আমাকে জিজ্ঞেস কোর্‌লেন্, 'এই যে স্কুল-কলেজ কোর্‌বে এতে পড়্‌বে কারা? আর কোন ক্লাসের কত কোরে মাইনে হবে?' বাবা আমাকে পরীক্ষা কোর্‌ছিলেন, আমি তা' বুঝ্‌তে পারি নি। বল্‌লাম, 'মাইনে আবার কি, বাবা? আশ্রমের ছেলেরা আর মেয়েরা সেখানে পড়্‌বে; আর দীন-দুঃখীদের যত ছেলে-মেয়ে আছে—যাদের পড়্‌বার আকণ্ঠ ইচ্ছে, অথচ টাকা-কড়ির অভাবে পড়্‌তে পায় না—তারাও এই স্কুল-কলেজে পড়্‌বে; তাদের কাছ হোতে মাইনে নেওয়া তো হবে না; সব ছেলে-মেয়ে দিকে ফ্রি-শিপ দিতে হবে যে, বাবা।' 'ছেলেদের আর মেয়েদের পড়্‌বার আলাদা আলাদা বিভাগ রাখ্‌তে হবে তো, মা?' 'তা রাখ্‌তে হবে বৈ কি, বাবা।' 'তার মানে দুটি স্কুল আর দুটি কলেজ চালাতে হবে।' 'হাঁ বাবা, তাইতো কোর্‌তে হবে।' 'বেশ, মা, তোমার ইচ্ছেমত সবই কোর্‌বো।' এখন বুঝ্‌তে পেরেচো বোধ হয় আমার উদ্দেশ্য কি?"

দার্শনিক মাথা নাড়াইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, পেরেচি; তবু তোমাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন কোর্‌বো; সেজন্য মনে কিছু কোর্‌বে না তো, ইন্দু?" বলিয়াই দার্শনিক সস্নেহে ইন্দিরার চিবুকখানি স্পর্শ করিলেন।

"তুমি যদি কোন প্রশ্ন করো, তা'তে আমার মনে কর্‌বার্ কিছুই থাকা উচিত নয়।"

দার্শনিক ইন্দিরার পুষ্প-কোমল হাতখানি নিজের হস্তে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ইন্দু, তুমি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা

কোর্‌লে কেন? কেউ পরামর্শ দিয়েছিলো ব'লে কোর্‌লে, না কি নিজের ইচ্ছেয় কোর্‌লে?"

"পরামর্শ আমাকে কেউ দেয় নি; আমি নিজের ইচ্ছেতেই কোরেচি; অসহায় স্ত্রীলোক আর অনাথ বালক-বালিকাদের দুঃখ দেখে বড় কষ্ট হোতো, তাই কোরেচি। একদিন দেখি, আমাদের বাড়ীতে একজন বিধবা স্ত্রীলোক ভিক্ষে কোর্‌তে এসেচে; তার ডাইনে বামে চারটি ছেলে; এবং দুটি যমজ ছেলে তার দুই ট্যাঁকে; কারণ তারা অতি শিশু; আর বাকী কয়টি হেঁটে এসেছিলো। উপর্য্যুপরি অনাহারে তাদের মুখ শুঁটের মত শুক্‌নো, দেহে মাংস তো নেই বোল্‌লেই চলে, সল্‌তে-ফড়িংএর মত লিক্‌লিকে চেহারা; হাওয়াতে পড়ে যায় এমন অবস্থা। তা'দিকে দেখে চোখের জল আট্‌কে রাখ্‌তে পারি নে। একখানা আসন পেড়ে দিয়ে মেয়েটিকে বোস্‌তে বোল্‌লাম। সে সসঙ্কোচে আমার মুখের দিকে চেয়ে বোল্‌লো, 'আসনে বোস্‌বো মা?' তার এ দ্বিধার কারণ কি তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম। সে ভাবছিলো, 'বাড়ীর উঠোনে বা ছাঁচতলাতেও আমাকে কেউ জায়গা দিতে চায় না, 'মাপ করো কিম্বা এগিয়ে দ্যাখো' এই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার কাণ ঝালা-পালা হোয়ে যায়, কিন্তু আজ আমার এ কি সৌভাগ্য!' তার এই দ্বিধা দেখে মনে মনে ভারি দুঃখ হোলো। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লাম, 'কেন, তোমাকে কি আসনের ওপর বোস্‌তে নেই?' সে প্রথমে একটু মৃদু হেসে বোল্‌লো, 'বোস্‌তে হয়ত আছে, মা; কিন্তু কেউ কখনো বোস্‌তে বলে না।' তারপরই মুখখানা কাঁচুমাচু কোরে বোল্‌লো, 'প্রায় সব গৃহস্থই দূর হোতে আমাকে দেখে 'দূর্ ছেই, দূর্ ছেই' ব'লে কুকুর-বেড়ালের মত বিদেয় করে।' তার এই কথা শুনে কান্না আস্‌ছিলো। সেই কান্নাটা সামলিয়ে নেবার জন্যে আমি বোল্‌লাম, 'আসি!' ফিরে

গিয়ে তার হাতে একখানা বাসি-করা থান কাপড় দিয়ে বোল্লাম, 'তোমার কাপড়খানা ময়লা হোয়ে গেছে, ওখানা ছেড়ে ফেলে এই কাপড়খানা পরো।' কাপড়খানা পেয়ে সে সবিস্ময় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে থেকে বোল্লো, 'এ কাপড়খানা কি আমাকে একেবারে দিয়ে দিলেন, মা?' বোল্লাম, 'হ্যাঁ'। শুনে সে আমার মুখের দিকে আবার চাইলো; দেখ্লাম, তার দুই চোখ দিয়ে যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়ে পড়্চে, আর তার দুই গাল বেয়ে সকৃতজ্ঞ অশ্রু গড়িয়ে পড়্চে। সে মুখে কোনো কথা বল্লো না বটে, কিন্তু সেইখানেই নতজানু হোয়ে, যোড় হাত কোরে আকাশের দিকে চেয়ে, বিড়্ বিড় কোরে মনে মনে কত কি বোল্তে লাগ্লো; বোধ করি, আমার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্লো। প্রার্থনা করা শেষ হোলে, অশ্রু-ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বোল্লো, 'আমি গরীব, আমি আর আপনাকে কি দিতে পারি, মা, সে যোগ্যতা যে আমার একেবারেই নেই। তাই প্রাণ খুলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কোরচি, মা, তিনি যেন আপনাকে রাজ-রাজেশ্বরী করেন; আর আপনার হাতের নোওা ও সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হয়ে থাকে।' যখন এক থাল ভাত আর তার যোগ্য তরকারি এনে তা'র সম্মুখে ধোরলাম, তখন তার মুখে হাসি আর ধরে না। সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ে বোল্তে লাগলো, 'বেঁচে থাকো, মা, সুখে থাকো, মা, তুমি সাত ব্যাটার মা হোয়ো, মা।' একটু থেমে বোল্তে লাগ্লো, 'বিধবা হওয়ার পর হোতে থাল-ভরা ভাত আমি খেতে পাই নি, মা; পেট মুড়িই কপালে জোটে না, ভাত পাবো কোত্থেকে?' বোল্তে বোল্তেই তার চোখ হোতে টস্ টস্ কোরে জল পড়্তে লাগ্লো। সে এই সব কথা যখন বোল্ছিলো, সেই সময়ের মধ্যে তার কোলের ছেলে দুটি

ড়া। বাকী চারটিতে থালের কাছে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে, একেবারে হাম হাম্ কোরে খেতে সুরু কোর্‌লো ; তাদের ভাব-ভাব দেখে, এত দুঃখের মাঝখানেও সে একটু হেসে বোল্‌লো, 'দেখ্‌চেন, মা, দেখ্‌চেন, ওদের খাওয়ার রকমটা ! কেড়ে-খেকো কুকুরের মত কি ভাবে খাচ্চে ? ওদের দোষ নেই ; আজ দু' দিন হোলো ওরা কিছুই খেতে পায় নি। কলের জল খেয়ে পেট ভরিয়েচে ; এর থেকে সস্তা খাবার তো আর নেই, কারণ পয়সা লাগে না।' তার দুঃখের কথাটা শুনে, আমার বুকের ভেতরটা দারুণ দুঃখে তোলপাড় কোর্‌তে লাগ্‌লো ; তাই বোল্‌লাম, 'দ্যাখো, তোমার দুঃখের কথা ওভাবে আর আমাকে শুনিও না, ওতে আমার ভারি কষ্টবোধ হোচ্চে।' শুনে সে একটু অপ্রতিভ হোয়ে বোল্‌লো, 'হবে বৈ কি, মা, হবে বৈ কি, আপনি যে মূর্ত্তিমতী দয়া।' আর এক থাল ভাত এনে দেওয়ার পর তার খাওয়া হোলো, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস্ কোর্‌লাম, 'তোমার বাড়ী কোথায় ?' বাড়ীর নাম উল্লেখ করাতে তার মুখখানি মলিন হোয়ে গেল, সে মলিন মুখে একটু ম্লান হাসি হেসে, আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে বোল্‌লো, 'ঐ ফুটপাতে ; আমার আবার বাড়ী কোথায়, মা ? যে দিকে দু' চোখ যায়, সেই দিকে গিয়ে যেখানে বোসতে বা বিশ্রাম কোর্‌তে পাবো, সেইই আমার বাড়ী, মা।' তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাঁদ-কাঁদ হোয়ে বোল্‌লো, 'বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষে কোরে, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না, মা, মনে হয়, গলায় দড়ি দিয়ে কিম্বা বিষ খেয়ে সব দুঃখের হাত এড়িয়ে যাই, পারি নে কেবল এই ছোট ছোট ছেলেগুলির জন্যে।' বোল্‌তে বোল্‌তে কেঁদে ফেলে সে কেবলই কাপড়ে চোখ মুছতে লাগলো। তাকে কাঁদ্‌তে দেখে আমারও চোখে জল এসে পড়্‌লো ; জিজ্ঞেস কোর্‌লাম, 'এর কি কোন ব্যবস্থা হোতে পারে না।' সে

বোল্‌লো, 'পারে বৈ কি, মা; যদি কেউ দয়া কোরে একটি অনাথ আশ্রম খোলেন তাহ'লেই আমাদের একটা গতি হোয়ে যায়।' তার মুখে ঐ নাম শুনে আশ্রমটি খোলা হোয়েচে।" তারপর দার্শনিককে কহিল, "এ আশ্রম খোলা কি ভাল হয় নি?"

দার্শনিক ঘাড় নড়াইয়া কহিলেন, "খুব ভাল হোয়েচে, যদি একটি কুষ্ঠাশ্রমও খুল্‌তে, তাহ'লে আরও ভালো হোতো।"

ইন্দিরা কহিল, "খুল্‌তাম্, কিন্তু তুমি খুলেচো বোলে আর খুল্‌লাম্ না। তোমার কুষ্ঠাশ্রম খোলাও যা' আমার খোলাও তাই।"

দার্শনিক বলিলেন, "এই যে একটু আগে বোল্‌লে, কচু আর কাঁচাকলা সিদ্ধ হোলেই আমার খাওয়া হ'য়ে যায়, আর বিশ নম্বরের ক্যাটকেটে স্বতোর কাপড় হোলেই আমার চলে যায়,—এর মানে কি? তুমি নিজের ইচ্ছেমত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘী-দুধ খেতে পারো, আর বিশ-ত্রিশ টাকার দামের কাপড় কিনেও তুমি স্বচ্ছন্দে পরতে পারো, কিন্তু তা' করো না কেন, ইন্দু?"

বলা বাহুল্য, দার্শনিক ইন্দিরার মন পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দিরা জবাব দিল, "ঘী-দুধ খাওয়ার মানে কি কেবল খরচ বাড়ানো, আর বিশ-ত্রিশ টাকা দামের কাপড় কেনার মানেও তাই; কেন আমি তা' কোরতে যাবো? বরং যে টাকা বাঁচ্‌বে, তা' অনাথ অশ্রমে দিতে পারলে জান্‌বো, জীবনটা সার্থক হোলো। আমার মনে হয়, যে দেশের নিরন্ন আর দরিদ্রের সংখ্যা শতকরা আটানব্বই জন, সে দেশের যা'দের দুপয়সা আছে, তাদের খাওয়া পরার বিলাসিতা ছেড়ে দিয়ে অভাবীদের সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত।" একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমার প্রশ্নের জবাব তো দিলাম, এইবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও তো দেখি। পূর্ব্বপুরুষদের

সঞ্চিত তোমার প্রায় অফুরন্ত টাকা-কড়ি তো আছেই; তা' ছাড়া তোমার বার্ষিক আয় আট কোটি টাকা; যা'র এত টাকা-কড়ি, তাকে ধন-কুবের বলা যেতে পারে। তবে তুমি আধ পয়সার মুড়ি-মুড়কী খেয়ে, পেটে কিল মেরে প'ড়ে থাকো কেন, শুনি? বেশী খাওয়ার পরামর্শ দিতে গেলে, ছোট ছেলেদের মত দুঃখে হাউ হাউ কোরে কেঁদে কেন বলো, 'যে দেশের শতকরা আটানব্বই জন লোক পেট ভরে দু'বেলা খেতে পায় না, সে দেশে বাস কোরে, আমি এর বেশী খাবো কেমন কোরে! যে দিন বুঝ্‌বো তারা দু'বেলা আর্ত্তি মিটিয়ে খাচ্ছে, সেদিন আমিও খাবো, তবে তার আগে খেতে পারবো না।' এ সব কথা কেন বলা হয় গো? দাও এর জবাব, নইলে—।" ইন্দিরা নিজের স্থান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া দার্শনিকের গলা জড়াইয়া ধরিল। তারপর তাঁহার ডান গালে একটি চুমু খাইয়া তাহার মুখের কাছে ঘাড় নড়াইয়া কহিল, "দাও এর জবাব, নইলে তোমাকে ছাড়্‌বো না; কি! মুখ টিপে টিপে হাস্‌চো যে! উঁহুঁ তা' হবে না, জবাব তোমাকে দিতেই হবে।"

দার্শনিক মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "সুবিধেমত এক দিন এর জবাব দেবো।"

"তার মানে—সুবিধে তোমার কোনো দিনই হবে না, কাজেই জবাবও তুমি কোনো দিনই দেবে না। মনে করো বুঝি, আমরা কিছু বুঝ্‌তে পারি নে; সব বুঝি গো, সব বুঝি। আমরাও ধানের চালের ভাত খাই, ঘাস-খড় খাই নে।"

দার্শনিক ভারি ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন; এখন প্রসঙ্গটা চাপা দিতে পারিলেই তিনি বাঁচিয়া যান। তাই তিনি নূতন কথা পাড়িলেন; কহিলেন, "কুষ্টাশ্রমে তো তুমি কিছু দাও নি, ইন্দু; এখন তাতে টাকা দরকার, কিছু দেবে?"

ইন্দিরা স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা দরকার ?"

"দরকার তো অনেক, প্রায় হাজার দশ টাকা ; তুমি কত দিতে পারবে তাই বলো।"

"এখন আমার হাতে নগদ টাকা কিছু নেই বটে ; তবু ইচ্ছে কোরছি সব টাকাটাই দেবো ; তোমার দরকারই আমার সব চেয়ে বড় দরকার, কাজেই তা তো মিটোতেই হবে।" এই বলিয়া ইন্দিরা এক-একখানি করিয়া সমস্ত গহনা* খুলিয়া দার্শনিকের পায়ের কাছে রাখিল ; কহিল, "নাও, নিয়ে তোমার প্রয়োজন মিটিও। দরকার তোমার দশহাজার টাকা, কিন্তু এই সব গহনা বিক্রী কোরলে তুমি কম পক্ষে হাজার কুড়ি টাকা পাবে। হাজার দশ টাকা কুষ্ঠাশ্রমে দিও, বাকীটা তোমার কাছেই রেখো ; যা'রা এক মুঠো ভাতের জন্যে 'হা ভাত যো ভাত' কোরে ছুটে ছুটে বেড়ায় তা'দিকে দিও। তাদের কষ্টের কথা মনে হোলে, দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়।" বলিতে বলিতেই ইন্দিরার চোখদুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া চক্ চক্ করিতে লাগিল।

দার্শনিক আবার ইন্দিরাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কহিলেন, "সত্যিই কি গহনাগুলি দিয়ে দিলে, ইন্দু ?"

ইন্দিরা কহিল, "গহনা দিলাম আর কৈ ? নিলামই তো, কৃত্রিম গহনার খোলস ছেড়ে আসল গহনাই তো গায়ে পোরলাম। হীরে সোনার গড়ানো গহনা তো নকল অলঙ্কার, আসল অলঙ্কার তো দয়া। সত্যি বোলছি, আজ অলঙ্কার-ছাড়াটাই আমার প্রকৃত অলঙ্কার-প...

* ইন্দিরা গহনা পরার মোটেই পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু তাহার পিতা তাহার বিবাহের সময় জোর করিয়া ঐ গহনা তাহাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন "বিনা প্রয়োজনে গা হোতে গহনা খুলো না।"

হোলো। ও কি! আমার দিকে হাঁ কোরে চেয়ে রোয়েচো যে! দেখে মনে হচ্চে যেন তুমি কিছুই বুঝ্তে পারো নি, কিন্তু ঠিক জানি—আমি যা' বোলেচি, তার মানে তুমি বেশ বুঝ্তে পেরেচো।"

"তা' তো পেরেচি, ইন্দু; কিন্তু বাবা এ কথা জান্তে পার্লে কি মনে কোর্বেন?"

"জান্তে পার্লে বাবা খুবই আনন্দিত হবেন, আর হেসে বোল্বেন, 'বেটি আমার তার মায়ের ধরণটাই পেয়েচে।"

"তাহ'লে সত্যিই দিয়ে দিলে?"

"নিশ্চয়ই।"

গহ্নাগুলি লইয়া একটি জায়গায় রাখিয়া দার্শনিক কহিলেন, "আচ্ছা ইন্দু, তুমি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কোর্তে চাচ্চো কেন?"

ইন্দিরা মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "কেন চাইবো না বলো তো; আমার ধারণা—পুরুষই হোক্ আর স্ত্রীলোকই হোক্, লেখা-পড়া না শিখ্লে মানুষ মানুষ হয় না। তাই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কোর্তে চাচ্চি। তুমিই তো একদিন আমাদের বাড়ী গিয়ে বোলেছিলে, 'জ্ঞানের আলোক অজ্ঞতার অন্ধকার নষ্ট করে।"

দার্শনিক অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়া কহিলেন, "ইন্দু, তুমি প্রত্যহই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো?"

প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দিরার মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে সলজ্জ ভাবে ঘাড় নড়াইয়া জানাইল, সে প্রতিদিনই প্রার্থনা করে।

"তুমি সেই সর্ব্বশক্তিমানের কোন সন্ধান পেয়েচো?"

"না"—বলিতে বলিতেই ইন্দিরার সুন্দর চোখদুইটি অশ্রু-সিক্ত হইয়া ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে কহিল, "কেঁদে কেঁদে কত রাত্রি বালিশ বিছানা ভিজিয়েচি; না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কত প্রার্থনা কোরেচি,

তবু তাঁর দেখা পাই নি।” উদ্বেল অশ্রু ইন্দিরার দুই চোখের কিনারা ছাপাইয়া টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। সে দার্শনিকের পা দুই-খানি দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তুমি তাঁর সন্ধান জানো; কাজেই আমি তোমাকে মিনতি কোরে বোলছি, আমাকে বলো, কি কোরলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়।”

দার্শনিক দুই হাত দিয়া সস্নেহে ইন্দিরার মাথাটি নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন; তারপর ধীরে ধীরে তাহার মুখখানির উপর আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “এ বিষয় নিয়ে অন্য একদিন আলোচনা করা যাবে, কি বলো, ইন্দু?”

ইন্দিরা তাঁহার কোল হইতে মাথা তুলিয়া দুই হাতের উপর ভর দিয়া বসিল; তারপর তাহার অভিমান-ভরা চোখদুইটির সজল-করুণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, “তার মানে—আজ তুমি এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বোল্‌বে না; বেশ, বোলো না।” বলিয়াই সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দার্শনিকের কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঝুপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল। একটু পরেই দেখিতে পাওয়া গেল, সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে, আর তাহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। দার্শনিক ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত দিয়া ডাকিলেন, “ইন্দু।” ইন্দিরা কথা কহিল না, সেই ভাবেই কাঁদিতে লাগিল। দার্শনিক আবার ডাকিলেন, “ইন্দু।”

ইন্দিরা কহিল, “কি, বলো!”

“কেন কাঁদ্‌চো, ইন্দু? উঠে বোসো।”

“আমার কথার জবাব না দিলে আমি উঠবো না।”

দার্শনিক সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, “অন্য এক দিন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে, কেমন?”

ইন্দিরা উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আলোচনাটা আজ হোয়ে গেলেই তো ভাল হয়। তুমি ঠিক বুঝ্তে পারচো না, সেই সর্ব্বশক্তিমানের দেখা-পাওয়াটা আমার জীবনের কত বড় বস্তু। তাঁর দেখা পাবো—এই আশাতে বুক বেঁধে এখনও বেঁচে আছি। যদি এ জীবনে তাঁর দেখাই না পাই, তাহ'লে তো জীবন বৃথা হ'য়ে গ্যালো।" বলিতে বলিতেই ইন্দিরা কাঁদিয়া ফেলিল। দেখিয়া দার্শনিক কহিলেন, "কাঁদ্চো কেন ইন্দু? বোল্চি তো এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হবে।"

"কবে আলোচনা করা হবে?"

"যত শীগ্রী হয়।"

ইন্দিরা চোখ মুছিয়া বলিল, "বেশ, দেখো ফাঁকি দিও না যেন।" ঠিক এমনি সময়ে সমীর দোরের নিকট আসিয়া কহিল, "মহামান্য গভর্ণর সাহেব গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েচেন, দাদা; তার বিশেষ দরকার আছে; আপনাকে এখুনিই যেতে হবে। গাড়ী ফটকের সম্মুখে আছে।"

ফটকের নিকট আসিতেই দার্শনিক দেখিতে পাইলেন, গভর্ণর সাহেবের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি গাড়ীতে বসিয়া আছেন: ভয়ে তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। দার্শনিক আসিয়া গাড়ীর নিকট দাঁড়াইতেই তিনি জোর করিয়া একটু হাসিয়া তাঁহার সঙ্গে কর-মর্দ্দন করিলেন। দার্শনিক গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার পাশে বসিলে তিনি কহিলেন, "আজ গভর্ণর সাহেবের বাড়ীতে ভারি বিপদ হ'য়ে গেছে।"

"কি বিপদ, বলুন তো।"

"আর বলেন কেন? গভর্ণর সাহেবের একমাত্র ছেলে ছাদ হ'তে পড়ে গেছে; এখন ছেলেটি জীবিত কি মৃত ঠিক করা ভারি কঠিন। যে সব ডাক্তার দেখেচেন, তাঁরা তো বলেন, দেহে প্রাণ নেই; তা' যদি হয়, তাহ'লে কি আপশোষেরই কথা হবে।" বলিয়াই প্রাইভেট

সেক্রেটারি একটু থামিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "গভর্ণর সাহেব কিন্তু তাঁদের কথা নির্ভরযোগ্য বোলে মনে করেন না, তাই আপনাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েচেন।"

শুনিয়া দার্শনিক উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "তাই তো, গভর্ণর সাহেব তো ভারি বিপদে পড়েচেন, দেখ্‌তে পাচ্চি।"

"বিপদ ব'লে বিপদ; কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই উৎপাত এসে জুট্‌লো! এখন সামলাও তার ঠ্যালা। এই রোগটির বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আপনাকে বোলে রাখি শুনুন—তার কোন স্থানে ক্ষত হোয়েচে কি না, তা' আপনি তার বাইরের চেহারা দেখে বুঝতে পারবেন না।" শুনিয়া দার্শনিক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গাড়ীখানি গভর্ণর সাহেবের বাড়ীতে ঢুকিতেই দার্শনিক দেখিতে পাইলেন, তিনি তাঁহার দিকেই আসিতেছেন, তাঁহার চুলগুলি আলুথালু, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখদুটি লাল হইয়া গিয়াছে আর ফুলিয়াছে, মুখখানি ম্লান ও মলিন; ঠোঁটদুইখানি শুকাইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, যখন গভর্ণর সাহেব হাসপাতাল দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়েই দার্শনিকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল; কাজেই দার্শনিক তাঁহার নিকট আসিবামাত্রই গভর্ণর সাহেবের শোকের সাগর যেন উথ্‌লাইয়া উঠিল। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বর্ষার বারিধারার মত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, কারণ, দুঃখের আবেগে তাঁহার ঠোঁট দুইখানি এমনি ভাবে কাঁপিতে লাগিল যে কোনো কথা উচ্চারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল; দেখিয়া দার্শনিক কহিলেন, "আপনার কোনো কথা বোল্‌বার দরকার নেই; আপনার প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারির মুখে আমি সব কথাই শুনেচি।"

একটু পরে দুঃখের অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল, তখন গভর্ণর সাহেব কহিলেন, "জেনে থাকুন, মহাপ্রাণ দার্শনিক, আপনার এই রোগীটিই আমার একমাত্র পুত্র ; এ যাতে বাঁচে আপনাকে তা' কোর্‌তে হবে, নইলে আমাদের জীবন দুর্ব্বহ হোয়ে উঠ্‌বে।" এই সময়ে লেডি গভর্ণর মূর্ত্তিমান্ শোকের মত আসিয়া দার্শনিকের সুমুখে দাঁড়াইলেন ; দার্শনিককে নিজের সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি হোলে জগতের মধ্যে সব চেয়ে নামজাদা চিকিৎসক ; কাজেই, তোমাকে বিশেষ কোরে বোল্‌চি, বাবা, আমার ছেলেকে বাঁচাতেই হবে ; ঐ ছেলেটিই আমার একমাত্র সম্বল, এই বুঝে যেমন চিকিৎসা করা দরকার মনে করো, বাবা, সেইমত চিকিৎসা করো।"

দার্শনিক তাঁহার শোক-সন্তপ্ত মুখখানির দিকে একটি-বার-মাত্র চাহিয়া কহিলেন, "আমি জানি, মা, আমি আমার ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা কোর্‌তে এসেচি ; কাজেই, আপনাকে কিছুই বোল্‌তে হবে না ; যেমন চিকিৎসা করা উচিত, ঠিক তেমনি ভাবেই চিকিৎসা কোর্‌বো।"

"বেশ, বাবা, বেশ, তাই করো।"

রোগীর নাম জর্জ্জ ; তাহার পাশে বসিয়া দার্শনিক অনেকক্ষণ ধরিয়া মন দিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ দুইটি পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার পরীক্ষা করা শেষ হইলে গভর্ণর সাহেব দার্শনিকের পাশে আসিয়া দাড়াইয়া উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন্? জীবন আছে তো? রোগী বাঁচ্‌বে তো?"

দার্শনিক সসম্ভ্রমে গভর্ণর সাহেবের বিষাদ-মলিন মুখখানির প্রতি চাহিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "অকারণে কেন ভয় পাচ্চেন?" স্টেথিস্‌কোপটি কাণ হইতে খুলিয়া পকেটে রাখিয়া বলিলেন, "জীবন তো আছেই, আর রোগী নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বে।"

আকস্মিক বিদ্যুৎ-স্ফুরণে সূচিভেদ্য অন্ধকার যেমন আলোকময় হইয়া উঠে, দার্শনিকের মুখে সান্ত্বনার কথা শুনিয়া গভর্ণর সাহেবের বিষাদ-কালো মুখখানিও সানন্দ হাসিতে তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "ভগবান করুন যেন আপনার কথাই সত্যি হয়।"

দার্শনিক তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য কহিলেন, "আমার কথাই সত্যি হবে; দেখুন তো, কোয়ার্টার তিনের ভেতরেই জর্জ্জ ভায়া আপনার সঙ্গে হেসে-খুসে কথা বোল্‌বে।"

রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া যে সব ডাক্তার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেইখানে সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গুমর আর দেমাকে মাখানো। লোকে বলিত, 'গুমরে তাহার মাটিতে পা পড়ে না।' বোধ করি, এ কথা বলিবার মানে এই—'কল্' (Call) থাক্-বা-না-থাক, তিনি বিনা প্রয়োজনেই ভোঁ ভোঁ শব্দে মোটর হাঁকাইয়া রাস্তাময় জাহির করিয়া বেড়াইতেন, 'কলের ঠেলায় আমার নাইবার-খাইবার পর্য্যন্ত সময় নেই।' সে যাহা হউক, তিনি যখন দেখিলেন, দার্শনিক তাহাদের ছাড়া হালটাই আঁক্‌ড়াইয়া ধরিতেছেন, তখন তিনি দুই পা আগাইয়া আসিয়া দার্শনিকের প্রতি একটা ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "মহামান্য গভর্ণর সাহেবকে আশা তো খুব দিচ্চেন, কিন্তু হালে পানী পাবেন তো?" তাহার দেখাদেখি আর একজন ডাক্তার ফসাম্ করিয়া স্টেথিস্কোপটা বাহির করিয়া একেবারে দার্শনিকের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেমাক আর গুমরে ইনিও বড় কম নন। দার্শনিক আশ্বাস দেওয়াতে, ইনি অধীর হইয়া মনে মনে কপ্‌চাইতেছিলেন, "দার্শনিকটা তো ছোকড়া; বোধ করি, এখন পর্য্যন্ত ওর গা হোতে

মেডিকেল কলেজের ছাত্রজীবনের গন্ধও যায় নি; ও এসেচে কি না আমাদের সমকক্ষ হোয়ে চিকিৎসা কোর্‌তে! দ্যাখো দেখি ছোকড়ার জ্যাঠামী! ওকে ভাল কোরে আজ্ আক্কেল পাইয়ে দিতে হবে।' কিন্তু এ সব কথা তিনি মনে মনেই কপ্‌চাইতেছিলেন; বাহিরে কোন কথা বলিবার সাহস তাঁহার ছিল না। কারণ দার্শনিকের চিকিৎসার সুনাম-সুখ্যাতি যে কত তাহা তিনিও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দার্শনিকের জন্যই তাঁহাকে ৬৪৲ টাকার ভিজিট্‌' কমাইয়া ৮৲ টাকা করিতে হইয়াছিল, মোটর কার ছাড়িয়া রিক্‌শাতে চড়িয়া রোগী দেখিতে যাইতে হইত, মাহিনা দিতে না পারাতে ড্রাইভার্‌কে ছাড়াইয়া দিতে হইযাছিল,—এমনি কত কি নাকালই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছিল। কাজেই দার্শনিককে দেখিয়া অবধিই রাগে তাঁহার গা রি-রি করিতেছিল। আগেই বলা হইয়াছে, ডাক্তার সাহেব পকেট হইতে স্টেথিস্‌কোপ্‌টি বাহির করিয়াছিলেন, এখন তাহার দুইটি নল কানে গুঁজিয়া চোঙটিতে হাত দিয়া রোগী দেখিবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই ব্যস্ত ভাব দেখিয়া দার্শনিক সসম্মান দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিযা সবিনয়ে কহিলেন, "দেখুন, দেখুন।"

ডাক্তার সাহেব রোগীকে পরীক্ষা করিয়া যখন বঝিলেন, হালে বেশ পানী পাওয়া যাইতেছে, তখন লজ্জায় তাহার মুখ শুকাইয়া চূণ হইল! মাথা তুলিয়া মুখ দেখাইতে পারেন না এমন অবস্থা!

গভর্ণর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন?"

ডাক্তার সাহেব লজ্জায় মাথা চুল্‌কাইয়া বারকতক ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে' দেখ্‌লাম্‌ ভালোই।" একটু থামিয়া, আবার মাথা চুল্‌কাইয়া, আবার ঢোক গিলিয়া, বলিলেন, "হেঁ, হেঁ, তবে কি জানেন

আমরা যখন রোগীকে পরীক্ষা কোরেছিলাম্, হেঁ, হেঁ, তখন তো হার্টের বিট্ পাওয়া যায় নি; কিন্তু এখন দেখ্‌চি, হেঁ, হেঁ, বেশ পাওয়া যাচ্চে, তবে বিট্‌গুলো খুব দুর্ব্বল।"

তাহার কথা শুনিয়া প্রথমকার ডাক্তার সাহেবটি (যিনি বিনা 'কলেই' ভোঁ ভোঁ শব্দে রাস্তায় মোটর হাঁকাইয়া নিজের পসার জানাইয়া বেড়ান। ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিলেন, "বলেন কি? সত্যিই হার্টের বিট্ পাওয়া যাচ্চে নাকি?" একটু থামিয়া দৃঢ়ভাবে মাথা নড়াইয়া কহিলেন, "উঁহুঁ, তা কখনো হোতেই পারে না; শুধু যে দার্শনিকই পয়সা খরচ কোরে মেডিকেল কলেজে পড়েচেন এমন নয়, আমরাও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ কোরে পড়েচি: খান-চাল দিয়ে শিখিনি। তা' ছাড়া এখনও কাণের মাথাটি এমন ভাবে খাই নি যে আগে পরীক্ষা কর্‌বার সময় হার্টের বিট্ শুন্‌তে পাই নি; এখনও অতি আস্তে টুঁ শব্দটি কোর্‌লে বেশ শুন্‌তে পাই, আর সে শব্দ কাণে গিয়ে তীরের মত বেঁধে।" বলিয়াই তিনি স্টেথিস্‌কোপ দিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন: পরীক্ষা করা শেষ হইলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই ভাল হয়।' যাহা হউক পলাইতে যে চেষ্টা করেন নাই সেই ভালো। বুড়ো বয়সে পায়ের জোর কম হয়। বেগে পলাইতে গিয়া টাল্ সামলাইতে না পারিয়া গোটা কয়েক সিঁড়ি টপ্‌কাইয়া হয়ত এমনি আছাড় খাইতেন যে তাঁহার অক্কা-লাভ হইত, আর ভব যাত্রাটা শেষ করিয়া বোধ করি তাঁহার পরের যাত্রাটা সুরু করিতে হইত।

মহামান্য গভর্ণর সাহেব যখন দেখিলেন, ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষা করা শেষ হইয়াছে অথচ তিনি মাথা তুলিতেছেন না, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগীকে কেমন দেখ্‌লেন?"

কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া ডাক্তার সাহেব যেন মাটিতে মিশিয়া যাইতে

লাগিলেন। গভর্ণর সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলেন ?"

এবারে আর উত্তর না দিবার যোটি নাই, উত্তর দিতেই হইল। ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "আজ্ঞে, রোগীর হার্টের (হৃৎপিণ্ডের) বিট্ পেয়েছি, তবে বিটগুলি অতি ক্ষীণ।"

বলা বাহুল্য, দার্শনিকের সুচিকিৎসায় মহামান্য গভর্ণর সাহেবের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি কহিলেন, "তা হোক্; রোগী যে চিকিৎসকের হাতে পড়েচে, স্বয়ং প্লুটো (যম) এলেও তাকে হতাশ হোয়ে ফিরে যেতে হবে; শুধু তাই নয়, আমার অপরাধের শাস্তি হিসেবে তাকে নাক-খত দিয়ে যেতে হবে; হাঁ, কিছু আগে বোলেছিলেন নয়, রোগীর জীবন নেই, এখন সেই 'না-মুখেই' 'হাঁ' বোল্‌তে হোচ্চে তো; আশা করি, এইবার বুঝ্‌তে পেরেচেন, কেন আপনাদের কথায় বিশ্বাস কোরে নির্ভর কোর্‌তে পারি নি, আর কেনই বা দার্শনিককে আনাবার জন্যে ব্যাকুল হোয়ে পোড়েছিলাম; চিকিৎসক তো দার্শনিক, তার সঙ্গে কোনো ডাক্তারেরই তুলনা হোতে পারে না।" তারপর গভর্ণর সাহেব তাঁহার সানন্দ চোখ দুইটির সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি দার্শনিকের মুখের উপর ফেলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হার্টের বিট্ অতি ক্ষীণ, হার্ট ফেল্ কোর্‌বে না তো ?"

দার্শনিক দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই না; হার্ট ফেল কোর্‌তেই পারে না।"

যে দুইজন ডাক্তার কিছু আগে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হার্টের বিট্ ক্ষীণ', তাঁহারা এখন দার্শনিককে বলিয়া উঠিলেন, "হার্ট ফেল্ কোরবে না, এ কথা আপনি কোন্ সাহসে বোল্‌চেন তা তো বুঝ্‌তে পারচি নে।"

দার্শনিক অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, "দেখুন, কিছু দিন আগে

আমি ঠিক এই ধরণেরই রোগী পেয়েছিলাম ; তার হার্টের বিট্‌ও ঠিক এমনিই ছিলো, অথচ তাকে সুস্থ কোরতে পারা গিয়েছিলো ; এই সাহসের বশেই বোল্‌চি, জর্জ্জ ভায়াকেও সুস্থ কোর্‌তে পারবো।"

"সে কেসে পেরেছিলেন বোলে এ কেসেও যে পারবেন এমন কি কোনো নিশ্চয়তা আছে ?"

তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া গভর্ণর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়তা যে নেই তার কোনো দলীল-পত্র আপনাদের কাছে আছে না কি ? কৈ দেখি।" বলিয়া তিনি তাঁহাদের দিকে হাত বাড়াইয়া হাত পাতিলেন। ইহাতে তাঁহারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। তারপরই তিনি একটু রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "বাজে তর্ক কোরে কেন আপনারা এভাবে সময় নষ্ট কোরে দিচ্চেন ; আপনারা রোগীকে সারাতে পারেন নি সেইই তো ভালো ; তাই বোলে যিনি পারবেন, তাঁর পিছনে লাগ্‌তে হবে, তার কি কোনো মানে আছে ? আপনারা এভাবে আর তর্ক কোরবেন না ; যদি করেন আর যদি আমি বুঝ্‌তে পারি, এই তর্ক করার জন্যে বিলম্ব হওয়াতে আমার ছেলের অনিষ্ট হোচ্চে, তাহলে আপনাদের দুজনকেই আমি দোষী এবং দায়ী বোলে সাব্যস্ত কোরবো ; এই বুঝে তর্ক করুন।" শুনিয়া তর্কবাগীশ দুজনের হাত-পা ভয়ে পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবার উপক্রম হইল ; শেষে তাঁহারা পলাইবার পথ পান না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে গভর্ণর সাহেব দার্শনিককে কহিলেন, "জ্ঞান ফিরে আস্‌তে আর কত দেরী ?"

"দেখুন তো আধ ঘণ্টার ভেতর রোগী একেবারে চাঙ্গা হোয়ে উঠ্‌বে ; ভয় কোরবার্‌ আর কিছুই নেই।"

হৃৎপিণ্ডের জোর বাড়ে এমন একটি বলকারক ঔষধ ইন্‌জেকসন্‌ করিয়া দার্শনিক একবার করিয়া ঘড়ির কাঁটার দিকে আর একবার করিয়া

রোগীর মুখের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। কোয়াটার্ খানেক কাটিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া গেল, জর্জ্জ একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। ইহা দেখিয়া গভর্ণর সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিলেন, "জর্জ্জ"। জর্জ্জ কিন্তু চোখ মেলিয়া চাহিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া গভর্ণর সাহেবের মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের যে ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কারণ, আনন্দের তুঙ্গতম অবস্থা লেখনী-শক্তির বাহিরে। গভর্ণর সাহেব তাহার হাসি-ভরা মুখখানি তুলিয়া সহর্ষ দৃষ্টিতে দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "জর্জ্জ যেভাবে চাইলো, তা' দেখে মনে হচ্চে, সে আগের থেকে অনেকটা সুস্থ হোয়েচে, কি বলেন আপনি ?"

"সুস্থ তো নিশ্চয়ই হোয়েচে, আর কোয়াটার খানেক অপেক্ষা করুন, ও আপনা হোতেই আপনার সঙ্গে কথা কইবে।"

কোয়াটার খানেক কাটিয়া যাওয়ার পর জর্জ্জ পাশ ফিরিতেই গভর্ণর সাহেবকে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া ডাকিল, "বাবা।"

গভর্ণর সাহেব সস্নেহে জর্জ্জের একখানি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া চুমু খাইয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "জর্জ্জ, এখন কেমন আছ, বাবা ?"

জর্জ্জ দুই হাত বাড়াইয়া গভর্ণর সাহেবের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জবাব দিল, "ভালোই আছি, বাবা।" শুনিয়া গভর্ণর সাহেবের দুই চোখ দিয়া আনন্দের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল ; আর সঙ্গে সঙ্গেই যেমন্ স্মরণ হইল, এ আনন্দের একমাত্র হেতু দার্শনিক, তখন দার্শনিকের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা শত-সহস্র গুণ বাড়িয়া গেল। তিনি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বা হাত দিয়া আদর করিয়া দার্শনিকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া

কহিলেন, "তোমাকে একটা কথা বোল্‌বো মনে কর্‌চি, মহাপ্রাণ দার্শনিক ; বোধ করি, এখানে তা বোল্‌লে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি বোল্‌তে চাই, আমাদের দুইজনের বয়সের তুলনা কোর্‌লে দেখতে পাওয়া যায়. তুমি আমার পুত্র-স্থানীয় ; আমার বয়স ষাট, তার তুলনায় তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, নয় কি ?"

দার্শনিক সসম্মান দৃষ্টিতে গভর্ণর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য, আর আমি আপনাকে পিতৃ-স্থানীয় বোলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করি।"

গভর্ণর সাহেব কহিলেন, "তা' তো বটেই, তা' তো বটেই।" তারপর দার্শনিকের একখানি হাত সস্নেহে নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে আমার কিছু বোল্‌বার আছে ; তা' এই—আজ হোতে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ; আমার স্নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রে তোমার জায়গা জর্জ্জের ওপরে।" একটু থামিয়া, একটু ভাবিয়া দার্শনিকের পিঠে আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "তোমাকে বিশেষ কোরে বোল্‌চি, বাবা, আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হবে।"

দার্শনিক সসম্ভ্রমে গভর্ণর সাহেবের সৌম্য-সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি আপনার অনুরোধ-রাখাটা আমার শক্তির বাইরে না হয়, তাহ'লে রাখবো।"

গভর্ণর সাহেব খুসি হইয়া বলিলেন, "বেশ বোলেচো, ছেলের মতই কথা বোলেচো। শোনো তোমাকে আমি কি বোল্‌তে চাই—আমি তোমার পিতৃ-স্থানীয়, তোমাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি, এই ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে আমি তোমাকে দু-একটা উপহার দিতে চাই।" তারপরই খপ্‌ করিয়া দার্শনিকের ডান হাতখানি ধরিয়া

ফেলিয়া কহিলেন, "এ উপহার তোমাকে নিতেই হবে, বাবা , 'না' আমি তোমাকে বোল্‌তে দেবো না, বুঝ্‌তে পেরেচো ? জানি, তুমি যে উপকার কোরেচো, তা'র তুলনায় এ উপহার কিছুই নয় ; তবু তোমাকে তা' নিতেই হবে। এই ভ্যাখো--।" বলিয়াই গভর্ণর সাহেব একটি হ্যাচ্‌কা টানে মেহোগ্নি কাঠের একটি মূল্যবান্ দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি হীরার হার (দাম ২০০০০৲ টাকা) বাহির করিয়া কহিলেন, "এইটি আমার বউ-মা'র (দার্শনিকের স্ত্রীর) জন্য।" একটি হীরার আংটি (দাম ১০০০০৲ টাকা) বাহির করিয়া বলিলেন, "এইটি, বাবা, তোমার জন্যে।" আর দশ হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া একটি টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, "আমার স্নেহের এই উপহার-গুলি, বাবা, তোমাকে নিতেই হবে , 'না' বোল্‌লে তোমার ওপর আমি ভারি রাগ কোর্‌বো, তা কিন্তু বোলে রাখ্‌চি।"

দার্শনিক গভর্ণর সাহেবের একখানি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইলেন , তারপর পুত্র-সুলভ আব্দারের স্বরে কহিলেন, "আপনি পিতা, আমি পুত্র ; কাজেই আপনার কাছে আমার ভালবাসার দাবী যথেষ্ট আছে, এ কথা বোল্‌তে পারি তো ?"

গভর্ণর সাহেব সস্নেহে দার্শনিকের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "একবার কেন, বাবা, তুমি একশ বার সে কথা বোল্‌তে পারো।"

দার্শনিক মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তাহ'লে আমার বক্তব্যটা শুনুন : আমাদের যে সম্বন্ধ, তা' টাকা-কড়ি দেওয়া-নেওয়ার নয়—স্নেহ-ভালবাসার ; তাই আপনাকে জিজ্ঞেস কোর্‌চি, বাবা, তবে এ উপহারের কথা উঠ্‌চে কেন ? রোগমুক্ত যাকে করা হোয়েচে, সে হোল, আমার স্নেহের ছোট ভাই ; ভাইয়ের রোগমুক্তির জন্য দাদা কি কখনো টাকা-কড়ি নিতে পারে ? কাজেই এ ক্ষেত্রে আমি একটা কানা কড়িও নিতে

পারি নে। যদি নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, বাবা, তাহ'লে জানবে, আপনি আমাকে নিজের ছেলে ব'লে মনে কোর্‌তে পারেন নি—পর বোলেই মনে করেন। আপনি তো জানেন, বাবা, এ সব স্নেহ উপহার পরকেই দেওয়া চলে, নিজের ছেলেকে দেওয়া চলে না।"

দার্শনিকের কথা শুনিয়া গভর্ণর চিন্তায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন তখন গভর্ণর সাহেবের স্ত্রী কহিলেন, "হাঁ রে বাবা, আমরা উপহার দিতে চাচ্চি বোলে বুঝি তুমি এই কৌশল ক'রে এড়াবার চেষ্টা কোর্‌চে তা' তো হবে না বাটা, আমাদের দেওয়া উপহার তোমাকে নিতেই হবে। যদি না নাও, বাবা, তাহ'লে আমরা ভারি দুঃখিত হবো।"

গভর্ণর সাহেবের প্রথমকার পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি আজ দার্শনিকের মত এতবড়টিই হইতেন। কাজেই গভর্ণর সাহেবের স্ত্রী যেন দার্শনিকের ভিতরেই তাঁহার সেই পুত্রকে দেখিতেছিলেন সেইজন্য দার্শনিকের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এত সস্নেহ।

লেডী গভর্ণর 'কৌশলে এড়াবার' কথাটা বলাতে দার্শনিক লজ্জায় জিব কাটিয়া কহিলেন, "আপনি মা, আমি সন্তান, আমি কি আপনার কাছ হোতে কৌশলে এড়িয়ে যেতে পারি, মা?"

লেডী গভর্ণর দার্শনিকের কথাটা চাপা দিয়ে বলিলেন, "কিন্তু তুমি যদি এ উপহার না নাও, বাবা, তাহ'লে আমরা ভারি দুঃখিত হবো।"

"তা' তো জানি, মা; কিন্তু আমাকে ও উপহার নিতে যদি বাধ্য করা হয়, বেটি, তাহ'লে আমি আবার আরও দুঃখিত হবো; এ হ'লে আমি এই বুঝ্‌বো, আপনি আমাকে আমার স্নেহের জর্জ্জ ভায়ার মত স্নেহ করেন না। আমি আজ যা কোরেচি, জর্জ্জ ভায়া যদি কোনো দিন তাই করে, মা, তা'হলে কি আপনি তাকে উপহার দেবেন? জর্জ্জ আপনার যে বস্তু, আমিও তো আপনার সেই বস্তু।" তারপর দার্শনিক

সস্নেহে জর্জ্জের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "জর্জ্জকে যে সুস্থ কোর্‌তে পেরেচি, এইই আমার চরম উপহার; এর বেশী আর কোনো উপহার আমি চাই নে, মা।"

দার্শনিকের কথা শুনিয়া গভর্ণর সাহেব ও লেডী গভর্ণর দুই জনেই মহা মুস্কিলে পড়িলেন; কহিলেন, "উপহার তো নেবে না তা' বুঝ্‌তে পার্‌চি; তবে একটা কাজ করো, বাবা; এ উপহার নিয়ে কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দাও।"

দার্শনিক মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা'ও তো বড় শক্ত কথা, মা। বরং আপনারা পরামর্শ দিন্, আমি শুনি।"

"তা' কি হয়? তুমি যে পরামর্শ দেবে, সেইমত কাজ করা হবে।"

"মা-বাবার আনন্দ সন্তানের কাছে অমূল্য জিনিস; আর আমার পরামর্শ পেলে আপনারা আনন্দিত হবেন এই জন্যে বোল্‌চি—ঐ সব উপহার বিক্রী কোর্‌লে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, আমার মনে হয়, সেই টাকাটা আর এই দশহাজার টাকা জর্জ্জভায়ার মঙ্গল-কামনায়,—যারা পাবার প্রকৃত পাত্র—তাদের মধ্যে বিতরণ কোরে দেওয়া হোক্।"

"আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার এ কামনা সমর্থন কোর্‌লাম।" তারপর দার্শনিক দুইজনের নিকট হইতে বিদায় চাহিলেন; কর-কম্পন করিয়া কহিলেন, "আসি, বাবা,—আসি, মা।" সোফারকে গাড়ী ঠিক করিবার জন্য আদেশ দিতে গেলে দার্শনিক গভর্ণর সাহেবকে কহিলেন, "থাক্, আর দরকার নেই, বেশী ক্ষেত্রে আমি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করি; জর্জ্জকে দেখ্‌তে আস্‌বার সময় যে আপনার মোটর-কারে এসেছিলাম, তার একমাত্র কারণ—জর্জ্জের অবস্থা তখন সঙ্গীন ছিল, তাড়াতাড়ি না এলে, বোধ করি কেস্ খারাপ হোয়ে যেতো। এখন তো হাতে কোনো জরুরি কেস্ নেই, কাজেই আমি হেঁটেই যাই।"

দার্শনিকের কথা শুনিয়া গভর্ণর সাহেব অত্যন্ত খুসি হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কত সরল এই দার্শনিক! এত বড় ডাক্তার, বোধ করি, সমস্ত জগতে নেই; তবু কোনো গুমর, কোন অহঙ্কার নেই, পায়ে হেঁটে যাওয়াটাকে সে অপমানকর বোলে মনে করে না।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "বেশ, তাই যাও; কিন্তু তাতে তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না তো, বাবা?"

দার্শনিক মৃদু হাসিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "তাতে আবার কষ্ট কি? প্রভু যীশু খালি পায়ে খালি গায়ে গিয়ে কুষ্ঠ-রোগীদের সেবা কোরতেন, আমি তো তাঁর দাসানুদাস, কাজেই তাঁর আদর্শ অনুসরণ কোরতে আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" বলিয়াই দার্শনিক গভর্ণর সাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গভর্ণর সাহেব অপলক নেত্রে দার্শনিকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে, গভর্ণর সাহেব তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইতেই তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "কি ধর্ম্মপ্রাণ এই দার্শনিক! প্রভু যীশুর এত বড় ভক্ত বোধ হয় এ জগতে আর নেই!"

মাইল কয়েক রাস্তা হাঁটার পর দার্শনিক একটি পুকুরের নিকট আসিলেন। আগে যে দস্যু-দলের কথা বলা হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায় এই পুকুর ও তাহার চারিদিকের জায়গাতে তাহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবধি ছিল না। কাজেই কোন লোকই প্রাণের ভয়ে এ দিক ঘেঁষিত না। সকলের মুখেই এক কথা—'কে বাবা ইচ্ছে করে প্রাণটা দেবে?' কিন্তু দার্শনিকের কথা অন্য। তিনি দুনিয়ার কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না; তাহা ছাড়া এই রাস্তাটিই ছিল তাঁহার বাড়ী ফিরিবার পক্ষে সব চেয়ে অল্পদূর। এই পুকুরের পাড়ের উপর একখানি

কুটির ছিল। কুটিরখানি পথিকদের বিশ্রামের জন্যই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। জায়গাটির অতি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্য দার্শনিক সেইখানেই একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তারপর চলিয়া যাইবার জন্য উঠিতেছেন এমন সময় তিনি ছয়জন দস্যুকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের পরণে নীল সার্জ্জের হাফ্-প্যাণ্ট ; গায়ে আধ-হাতা টুইল-সার্ট , মুখে জবর-জঙ্গল দাড়ি-গোঁফ—যেন ছোটখাটো এক-একটি ঝোপ ; তাহাতে উকুন-নিকি যে কত ছিল তাহার সংখ্যা নাই ; গিট-গাঁট দেহ—গায়ের যে কোনো স্থানে দুরমুশ পিটাইলেও বোধ করি তাহাদের গায়ে লাগিবে না ; আর তাহাদের ভয়-ডর বলিয়া যে জিনিস আছে তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহা মালুম করা কঠিন—তাহার মানে তাহাদের মুখের ভাব অনেকটা 'কুছ-পরোয়া-নেহি-হ্যায়' গোছের। এই সাক্ষাৎ ছয়জন যমদূতদের মধ্যে পাঁচ জনের কাছে ধারাল চক্চকে ছোরা আর একজনের কাছে একটি গুলি-ভরা রিভল্ভার্ ছিল। ছয়জনেই মদ খাইয়াছিল, আর একেবারে মাতাল না হইলেও মাঝারি গোছের নেশায় বেশ মসগুল হইয়াছিল ; কাজেই বলিতে হইবে মৌতাত মন্দ জমে নাই। মুখে পেঁয়াজের এমনি তীব্র গন্ধ যে তাহাদের কাছে দাঁড়ানই মুস্কিল ; বেশ বুঝা যায়, বোতল উজাড় করিবার আগে চাঁট চালাইয়াছিল। চিবানো ছোলাভাজার কুচি তখনও দাঁতের ফাঁকে লাগিয়াছিল। মূর্ত্তিমান্ নরকের মত এই ছয়টি শয়তান আসিয়া দার্শনিকের সুমুখে দাঁড়াইল। বোধ করি, হিন্দীতে জোর কিছু বেশী প্রকাশ পায়। তাই চোখ্ রাঙাইয়া দাঁত খামুটি করিয়া ছোরা উঁচাইয়া ভয় দেখাইয়া একজন হিন্দীতে কহিল, "এই, যো কুচ্ হ্যায়্ আভি বুলাও ; নেহি দেনেসে তোমকো শির লে লেগা।" বাপ্রে! সে কি স্বর! স্বর তো নয় যেন

বাঘের গর্জ্জন! গলার স্বর তো নয় ভাঙা কাঁসরের আওয়াজ।

ভয় দেখাইবার জন্য শয়তানটা এ কথা বলিল বটে, কিন্তু ভয় পাইবার লোক দার্শনিক নন। মৃত্যুকে তিনি থোড়াই গ্রাহ্য করেন। তাই প্রশান্ত উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া কহিলেন, "টাকা চাচ্ছো? আচ্ছা, দিচ্চি।" দার্শনিকের পকেটে পাঁচখানি নোট ছিল, এক একখানির মূল্য ১০০০৲ টাকা। যাহাদের হাতে ছোরা ছিল তাহাদের প্রত্যেককে এক-একখানি করিয়া নোট দিয়া বলিলেন, "আমার কাছে যা' ছিল, সবই দিলাম, ভাই, এর বেশী আমার কাছে আর কিছুই নেই।" নোট পাইয়া শয়তানেরা মনে করিল, 'বোধ করি বা হাতে স্বর্গ পাইলাম।' তাই আনন্দে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে, ও উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে। সে এক মহা ঢলাঢলির কাণ্ড। একজন আর একজনের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া চটাশ্‌ করিয়া তাহার পিঠে আনন্দে এক চাপড় মারিয়া বলিল, "দাঁও যা' মারা গেল, ভায়া, তাতে দিন কয়েক হুইস্কি-ব্রাণ্ডিতে স্নান করা চোল্‌বে।"

আর একজন কহিল, "আমি তো ঠিক কোরেচি, ভায়া, শ্যাম্পেন শেরীর ফোয়ারা ছুটোবো।"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "হর্দ্দম লাল পানীতে ডুবে থাকতে হবে; চাই কি, ভায়া, দরকার হোলে তাতে সাঁতারও কাটতে হবে।"

চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, "সাঁতার কাটা কি, ভায়া? আমি তো মনে কোর্‌চি হাবুডুবু খাবো।"

পঞ্চম ব্যক্তি কহিল, "হাবুডুবু খাওয়াটা ভালো নয়, ভায়া; মাতাল হোয়ে হাবুডুবু খেতে থাকলে কখন কোন সময়ে বেঘোর হোয়ে পড়বে, তখন হয়তো কুকুর এসে মুখ চেটে দিয়ে যেতে পারে। কাজেই অতশত না কোরে গোলাপী গোলাপী মৌতাত জমানোই ভালো।"

যাহার হাতে গুলি-ভরা রিভল্‌ভার ছিল, সে কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

শেষে ঐ পশু-প্রকৃতির শয়তানগুলা মাৎলামির আলোচনা ছাড়িয়া অন্য কথা পাড়িল।

১ম শয়তান তাহার মুখখানা পেচার মত গম্ভীর করিয়া বলিল, "সর্দ্দার তো ঠিকই বোলেছিলো-- দার্শনিক ঐ কুটিরে আছে।"

২য় শয়তান হুলো বিড়ালের মত মুখ ভারি করিয়া কহিল, "সর্দ্দার তো ঠিক বোলেচেই; তা' ছাড়া আমরাও ঠিক সময় এখানে এসে পড়েচি, নইলে বোধ হয় শিকার হাত-ছাড়া হোয়ে যেতো।"

৩য় শয়তান বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা কি আর বোল্‌তে; চোখে ধূলো দিয়ে খসে পড়্‌বার ওপরেই ছিলো, এমন সময়ে এসে আমরা খপ্‌ কোরে চেপে ধোরেচি।"

৪র্থ শয়তান কহিল, "একেবারে ধরার মত ধরেচি, আর পাশাবার যো'টি নেই, দাদা—যাকে বলে ঘাড়ে গদ্দানে ধরা!"

৫ম শয়তান যেমন পাজি, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল, সে মদ খাইয়া আর পেয়াজের গন্ধ-মাখানো মুখখানি দার্শনিকের মুখের কাছে আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "মশাই গো, আপনার-নাম কি? দার্শনিক না আর্‌সেনিক? দাঁড়াও তোমাকে জীবনের সব চেয়ে বড় 'দর্শন'ই দেখানো হবে।" তাহার মানে, ৫ম শয়তান বলিতে চায় যে তাঁহাকে হত্যা করা হইবে।

৬ম শয়তান পূর্ব্বেও কোন কথা বলে নাই, আবার এখনও চুপ করিয়া রহিল। এভাবে চুপচাপ থাকার অর্থ এই—সে শয়তানদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণের মাঝখানেও দার্শনিকের নির্ভয়-নিশ্চিন্ত ও শান্ত-সুধীর ভাব দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আর মনে

মনে ভাবিতেছিল, 'কি অদ্ভুত এই দার্শনিক। বাহিরের কোন বিশৃঙ্খলা কোন দুর্বিনীত ভাবই যেন ইহার মনে আঁচড় কাটিতে পারে না।' শয়তান (যে কিছু আগে মদে সাঁতার কাটিয়া হাবুডুবু খাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। এখন দার্শনিকের সুমুখে আসিয়া বাঁদরের মত দাঁত বাহির করিয়া, বোধ করি, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু শয়তান তাহা দেখিয়া রাগে কোমরবন্ধের সঙ্গে লাগানো থলি হইতে গুলি-ভরা রিভল্‌ভার বাহির করিল; তারপর তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঁচাইয়া ধরিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "চুপ কর্, নইলে টেরটা ভাল কোরেই পাবি। এক গুলিতে তোকে সাবাড় কোরে দেবো। জানিস তো, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সর্দ্দার আমাকেই তোদের নেতা কোরে পাঠিয়েচেন। পাঠাবার সময় তিনি কি বোলেচেন? 'যদি দার্শনিক তোমাদিকে কোন বাধা না দেন, তাহ'লে তোমরা তাঁর প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাবে; এর যেন অন্যথা না হয়; যদি হয়, তাহ'লে তোমাদিকে কঠিন শাস্তি ভোগ কোর্‌তে হবে।' তাঁর কথার অবাধ্য হোলে যে কি শাস্তি তা কি তোরা জানিস নে? যখন তিনি শুনতে পাবেন, তোরা তাঁর কথার অবাধ্য হোয়েচিস্ তখন কি কি শাস্তি তোদিকে তিনি দিতে পারেন জানিস? শোন্—(১) পিছ্‌ মোড়া কোরে বেঁধে, হয় সপাং সপাং কোরে বেত মেরে ছাল-চামড়া তুল্‌বেন, (২) না হয় জল-বিছুটী দেবেন, (৩) কিম্বা তাতা বালীর উপর শুইয়ে দিয়ে লোহার কাঁটা দিয়ে খোঁচা মার্‌বেন এ সব কথা কি ভুলে গেছিস?"

"তুমি কি এ সব কথা সর্দ্দারকে বোলে দেবে না কি?"

"নিশ্চয়ই; বোল্‌বো, দার্শনিক কোন বাধাই দেন নি, তাঁকে চাইবা মাত্রই পাঁচ হাজার টাকা ফেলে দিয়েচেন, তবু এরা তাঁর অসম্মান কোরেচে।"

শুনিয়া পাঁচ জন শয়তানই যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একজন নিজের দুই কাণ আর নাক মলিয়া কহিল, "দোহাই ভাই, বোলে দিয়ে শাস্তি-ভোগ আর করিও না। শপথ কোর্‌চি, তুমি যা' বোল্‌বে, আমরা তাই শুন্‌বো।"

"বেশ, আমি আদেশ কোরচি, তোমরা পাচ জনেই এখুনি তোমাদের নিজের আড্ডায় চলে যাও, এখানে তোমাদের থাক্‌বার দরকার নেই; আমি বেশ বুঝ্‌তে পারচি, আমি একাই দার্শনিককে কায়দা কোর্‌তে পার্‌বো।"

"তথাস্তু।" বলিয়াই তাহারা পাঁচজনেই সেখান হইতে ভাগিল। যে শয়তানটি সেখানে রহিল, তাহার নাম নির্ম্মল। তাহারা চলিয়া গেলে নির্ম্মল দার্শনিকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কোরবো; ঠিক উত্তর দেবেন কি?"

"যদি উত্তরটি জানা থাকে, তাহ'লে নিশ্চয় দেবো।"

বলা বাহুল্য, নির্ম্মল দার্শনিকের ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল; তাই সে অতি সরলভাবে অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমাকে সত্যি কোরে বলুন তো সেই ভয়াবহ শয়তানগুলোর মাঝখানেও নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে বোসেছিলেন কেমন কোরে; ইচ্ছা কোর্‌লে তারা আপনাকে মেরে ফেল্‌তেও পার্‌তো।"

দার্শনিক তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর চোখদুইটির সস্নেহ দৃষ্টিতে নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মৃত্যুকে ভয় কোর্‌বার কি আছে, ভাই? মৃত্যু তো একদিন আসবেই; তবে দু'দিন আগে কিম্বা পরে, তফাৎ কেবল এই; কাজেই আমি তো ভয় কোরবার বিশেষ কারণ দেখি নে।"

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া কহিল, "মৃত্যুকেও ভয় কোরবার বিশেষ কোন

কারণ আপনি দেখ্‌তে পান না? আপনি বোল্‌চেন্ কি? ধরুন আমি যদি আপনাকে এখুনি গুলি করি তাহ'লে—।" এই বলিয়া নির্ম্মল গুলি-ভরা রিভল্‌ভারটি বাহির করিয়া ছুড়িবার ভঙ্গীতে তাহা হাতে চাপিয়া ধরিল। দেখিয়া দার্শনিক জামার বোতাম খুলিয়া ফেলিলেন; বক্ষ খুলিয়া নির্ভীক চিত্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এই নাও, আমি বুক খুলে দাঁড়িয়েচি ভাই, আমাকে গুলি করো।"

নির্ম্মলের মুখের ভাব যেমন নিষ্ঠুর তেমনি গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ঠিক তো।"

দার্শনিক কহিলেন, "হাঁ, ভাই।"

"তাহ'লে ট্রিগার টিপি?" নির্ম্মল ট্রিগারে আঙুল দিল।

"দেরী কোর্‌চো কেন? টেপো।"

নির্ম্মল দেখিল দার্শনিকের মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই, বরং তাহার দুইচক্ষু দিয়া সাহসিকতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; তখন সে হাসিয়া ফেলিয়া থলির ভিতর রিভলভারটি পুরিল, কহিল, "যিনি সাদরে মৃত্যুকে বরণ কোরতে চান, তাঁকে গুলি কোরে আমি নির্ভীকতার অমর্য্যাদা কোর্‌তে পার্‌বো না।" তারপরই নির্ম্মল আবার একটু হাসিয়া কহিল, "শুনেচি, আপনি খুব বড় চিকিৎসক; আমার ভারি মাথা ধরেচে; আমাকে একটি এমন ঔষধ দিন যেন আধ ঘণ্টার মধ্যে মাথা-ধরা ছেড়ে যায়।"

দার্শনিক তাহার হাতে একটি পিল দিয়া কহিলেন, "এই পিলটি খাও, আধঘণ্টার মধ্যে তোমার মাথা-ধরা ছেড়ে যাবে।"

যে শিশিটিতে পিল ছিল, সেটি দার্শনিকের হাতেই ছিল; তাহা দেখিয়া নির্ম্মল বলিয়া উঠিল, "বাঃ, শিশিটি তো বেশ! দেখি।" বলিয়া হাত বাড়াইতেই দার্শনিক তাহার হাতে শিশিটি দিলেন। তখন সে

শিশিটি নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "শিশির গায়ের লেবেল দেখে বুঝ্‌তে পারুচি এটি আপনার আবিষ্কৃত পেটেন্ট ওষুধ।"

দার্শনিক সলজ্জভাবে কহিলেন, "হাঁ, আমার আবিষ্কৃতই বটে।"

বহুক্ষণ নির্ব্বাক থাকার পর নির্ম্মল কহিল, "আপনাকে জিজ্ঞেস্ কোরতে পারি কি, এ রাস্তা দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"বাড়ী যাচ্ছিলাম।" এই সময়ে দার্শনিক ঔষধের হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর শিশিটি রাখিতে গিয়া একটি মণি-ব্যাগ পাইলেন। বোধ হয়, সমীর এই ব্যাগটি হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর রাখিয়াছিল। দার্শনিক ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না। মণি-ব্যাগটি খুলিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, ভিতরে একখানি এক হাজার টাকার নোট রহিয়াছে। তিনি নোটখানি বাহির করিয়া স্বেচ্ছায় নির্ম্মলের হাতে দিলেন। তাঁহার এই অসঙ্কোচ দান আর তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক সরলতা ও মহত্ত্ব দেখিয়া নির্ম্মল একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে কোন কথা না বলিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইহা দেখিয়া দার্শনিক কহিলেন, "বিস্মিতের মত তুমি আমার দিকে চেয়ে রয়েচ যে, নির্ম্মল?" দার্শনিক সস্নেহে বাঁ হাত দিয়া নির্ম্মলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তোমার কি হোয়েচে আমাকে বলতেই হবে, ওভাবে চুপ ক'রে থাক্‌লে চলবে না।"

নির্ম্মল অবাক্ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সহসা তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইল। তারপর তাঁহার পায়ের কাছে দার্শনিকের দেওয়া নোটখানি ও গুলিভরা রিভলভারটি রাখিয়া কহিল, "নিন্ আপনার নোটখানা, নিন্ এই রিভলভারটা, এ দুটির কোনটিই আমি চাইনে। আমি বুঝ্‌তে পেরেচি, মহাপ্রাণ দার্শনিক, আমার মধ্যেই একটি মহা অস্ত্র আছে; সে অস্ত্র—জগতে যত

যত অস্ত্র আছে—তাদের চেয়ে ঢের শক্তিমান্; তার নাম ভালবাসা। ভালবাসাই হন্তা, ভালবাসাই হারক; আপনার সরল শুদ্ধ ভালবাসাই আমার ভিতরের শয়তানকে মেরে ফেলেচে, আবার আপনারই ভালবাসা আমার মন-প্রাণ চুরি করেচে।”

দার্শনিক কহিলেন, “তুমি যে পথে পা দিচ্চ, নির্ম্মল, তা তোমার পক্ষে অতি বিপদ-জনক।”

“তা জানি, তবু আমি সে বিপদকে গ্রাহ্য করি নে। শয়তানেরা যে পথে চলে, সে পথও কখনই নিরাপদ নয়, এ কথা আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেচি; আমি স্পষ্ট-প্রাঞ্জল ভাষাতেই আপনাকে জানাচ্চি, শয়তানী আর সেই শয়তান নেতা—।” সহসা নির্ম্মল উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাগে লাল হইয়া উঠিল; সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মুখ-চোখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, “শয়তানী আর সেই শয়তান নেতা—এ দুটোকেই এখন আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।” তারপর হঠাৎ নাক- কান মলিয়া নাকখত দিয়া শপথ করিল, “বাবা বিশ্বনাথের দিব্যি ক'রে বলচি, আর আমি সেই পাষণ্ড নেতাটার দিক্ মাড়াবো না; যে পাপ করেচি, গোবর-গঙ্গাজল খেয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব।”

দার্শনিক কহিলেন, “তাহ'লে তুমি আর তোমার নেতার দলে যোগ দেবে না?”

“নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না; এ যাবৎ শয়তানীর সেবা কোরেচি। এইবার ভালবাসার সেবা করব। ভালবাসার সেবা কোরতে হ'লে, আপনার শরণাগত হওয়া দরকার; কারণ, আপনি প্রেমের অবতার।”

“আচ্ছা, নির্ম্মল, তুমি একটি সন্ধান আমাকে ব'লে দেবে কি?”

“কি, বলুন; যদি জানা থাকে নিশ্চয় বল্‌ব।”

“আমার সেই পাঁচজন বন্ধু কোথায় গেছে, জানো?”

"জানি ; আড্ডায় গেছে।"

"আড্ডাটি কোথায়, আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে কি ?"

"পারবো ; কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ—আপনি কদাচ সেখানে যাবেন না ; গেলেই তারা আপনাকে মেরে ফেলবে।"

"তা হোক্, তা হোক্, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।"

নির্ম্মল অনিচ্ছা সত্ত্বেও দার্শনিককে আড্ডায় লইয়া যাইতে লাগিল ; সেখানে পৌছিয়া দার্শনিক নির্ম্মলকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া নিজে আড্ডার ভিতরে চলিয়া গেলেন। যাইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, শয়তান পাঁচজন পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দার্শনিক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাহারা সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল ; কিন্তু দার্শনিকের সঙ্গে নির্ম্মলকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের সন্দেহ হইল, তিনি নিশ্চয়ই নির্ম্মলকে হত্যা করিয়াছেন এবং তাহাকে হত্যা করার পর আড্ডা সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছেন। কাজেই তাহারা চটিয়া লাল হইয়া গেল ; তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া কট্‌মট্ কট্‌মট্ করিয়া সরোষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

প্রথম শয়তান হুমো বিড়ালের মত মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, "মৃত্যুই তোর যোগ্য পুরস্কার।"

সকলেই ঘাড় নড়াইয়া তাহাতে সায় দিয়া কহিল, "সে কথা আর বল্‌তে ; বেশ বোলেচো, ভায়া।"

শয়তানেরা সমস্বরে বলিল, "সবাই এক সঙ্গে গুলী ক'রে ওকে মেরে ফেলি।"

দার্শনিককে একটি উঁচু জায়গায় দাড় করাইয়া চারিজন শয়তান গুলী-ভরা রিভল্‌ভার উঁচাইয়া দার্শনিকের বুক লক্ষ্য করিয়া দাড়াইল ;

কেবল একজন শয়তান তাহার রিভল্‌ভার্‌ আনিতে তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া হতাশ ভাবে কহিল, "আমার রিভল্‌ভার্‌টা পাওয়া যাচ্চে না।"

নির্ম্মলের দেওয়া গুলী-ভরা রিভল্‌ভারটি দার্শনিকের কাছেই ছিল. তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অসঙ্কোচে সেই রিভল্‌ভার্‌টি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও, ভাই ; বোধ করি, গুলী করার পক্ষে এ রিভল্‌ভারটি মন্দ হবে না।"

দার্শনিকের এই অদ্ভুত আচরণে পাঁচজন শয়তানই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল ; দার্শনিক যে শয়তানটার হাতে রিভল্‌ভার দিয়াছিলেন, সে বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ দার্শনিকের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর গভীর বিস্ময়ে তাহার সহযোগীদের পানে চাহিল। শয়তানদের মধ্যে যে সব চেয়ে বলবান্‌, সে কহিল, "অমূল্য জিনিস মূল্যহীনের মত ক'রে দান করলে তা নেওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়ে ; জীবন অমূল্য জিনিস ; কিন্তু সেই জিনিসকে আপনি অতি নগণ্য ব'লে জ্ঞান ক'রে দান করতে আসচেন ; কাজেই আপনার এ দান আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না। এখন বলুন, দার্শনিক, আপনার এই শঙ্কা সঙ্কোচ-শূন্য ভাবের কারণ কি ? আপনি তো জানেন, আমরা নরঘাতক —নরহত্যায় দ্বিধা-শূন্য। তবে আপনি এ সাহস করচেন কেমন করে ?" একটু থামিয়া বলিল, "হাঁ, আরও এক কথা—আমাদের মত নরঘাতকদের বুকও আপনাকে হত্যা কোর্‌তে ভয়ে কাঁপ্‌চে কেন ? আমাদের হত্যা প্রবৃত্তিই বা গেল কোথায় ? কে তা' চুরি করলো ?"

বাহির হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "দার্শনিক যে ভালবাসার সজীব মূর্ত্তি ; তাঁর দর্শনে তোমাদের ঐ সুবৃত্তি দেখা দিয়েচে ; কাজেই হত্যা কর্‌তে কুণ্ঠা বোধ হচ্চে।"

শয়তানেরা চীৎকার করিয়া কহিল, "কে কথা বল্‌চে ?"

"আমি নির্ম্মল।" বলিতে বলিতেই নির্ম্মল শয়তানদের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; কহিল, "সময় বিশেষে দেখ্‌তে পাওয়া যায় আপাত অভিশাপই ছদ্ম আশীর্ব্বাদ ; আর মূর্খতা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের শিক্ষাগার।"

"তুমি যা বলেচো, নির্ম্মল, তা' অতি সত্যি ; এ কথা আমরাও বুঝেছিলাম ; তবে এই কথাটা দার্শনিকের মুখ হোতে শোন্‌বার ইচ্ছে আমাদের ছিল।" তারপর শয়তানেরা হাতের রিভল্‌ভার তফাতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দার্শনিকের সুমুখে নতজানু হইয়া বলিল, "আজ হ'তে আমরা আমাদের অস্ত্র পরিবর্ত্তন কোর্‌লাম ; রিভল্‌ভারের বদলে প্রেমের অস্ত্র ধারণ কোর্‌লাম।"

দার্শনিক কহিলেন, "তোমরা সকলেই আমার ভাই ; কাজেই বোলচি, এস, আমরা সবাই মিলেমিশে জগতে প্রেম প্রচার করি।"

দ্বাদশ অধ্যায়

রাত্রিকাল ; যে বোম্বাই মেলখানি কলিকাতা হইতে খুর্দা হইয়া বোম্বাই যায়, তাহা পূর্ণ বেগে চলিতেছিল ; হাউইয়ের পিছনে আগুন ধরাইয়া দিলে তাহা যেমন সোঁ সোঁ শব্দে তীর বেগে আকাশের দিকে ছুটিতে থাকে, ঐ মেলখানিও লাইনের নিকটের ধূলা-বালি ও খড়-কুটা উড়াইয়া ভোঁশ্ ভোঁশ্ শব্দে তেমনি ভাবে ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ঘন কাল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির ফলে প্রকৃতি ভীষণ মাতলামি স্থরু করিল ; ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলপাইতে লাগিল। ঐ ট্রেণের একখানি প্রকোষ্ঠে দার্শনিক আর তাঁহার ভাই সমীর ছিলেন ; সে দার্শনিকের লেখা একখানি বই পড়িতেছিল ; পড়িতে পড়িতে বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "দেখুন, দাদা, আজকের রাত্রি কি অন্ধকার !"

"সত্যিই তাই বটে, সমু ; আজকের রাত্রি দেখে মনে হোচ্চে কে যেন কালো রঙে প্রকৃতিকে ছুবিয়ে দিয়েচে।"

যখন দুই ভাইয়ের মধ্যে এই ভাবের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন সমীর একটি শব্দ শুনিতে পাইল ; শুনিয়া তাহার মনে হইল কে যেন ভয় পাইয়া চীৎকার করিতেছে ; শুনিতে পাইবামাত্রই সে প্রথমে বিস্ময়ে একটু চমকিয়া উঠিল ; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল সে জামার আস্তিন গুটাইয়া পেশী ফুলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার ডান

হাতখানা আপনা হইতে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। গুণই হউক বা দোষই হউক সমীরের একটি বৈশিষ্ট ছিল; আর্ত্তের চীৎকার শুনিলে সে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিত না; এক দিকে যেমন তাহার দেহে অপরিমিত ক্ষমতা, অপর দিকে আবার তাহার মন তেমনি কোমল; কাজেই বিপন্নের আর্ত্তনাদে সে অত্যন্ত ব্যথা পাইত, আর নিজের শত বিপদ-বিপত্তিও একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিত; সেজন্য যদি মার পিট করিতে হয় বা তাহাতে যদি তাহার প্রাণ যায় সেও আচ্ছা। আগেই বলা হইয়াছে, সে চীৎকার শুনিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এখন কহিল, "শুনেচেন, দাদা, একজন লোক ভয় পেয়ে চীৎকার কোরে উঠেছিলো।"

দার্শনিক জবাব দিলেন, "হ্যাঁ সমু, শুনেচি; আমার বোধ হয় কোনো ভদ্রলোক ভারি বিপদে পড়েচেন; ব্যাপারটা কি আমি গিয়ে দেখে আসি, কেমন?"

সমীর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আমি থাক্‌তে আপনাকে কেন যেতে হবে, দাদা?" হাত দিয়া দার্শনিকের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া নিজেকে দেখাইয়া বলিল, "আপনার এই দাসানুদাসকে হুকুম করুন, সেই-ই তো এ কাজ উদ্ধার কোরে আস্‌তে পারবে; আপনাকে যেতে হবে কেন, দাদা?"

দার্শনিক সস্নেহে সমীরের মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "গেলাম বা, সমীর; তা'তে কি আসে যায়, ভাই?"

সমীর বলিল, "আসে যায় বৈ কি, দাদা; আপনাকে একটি কথা বোল্‌বো, তা' শুনে আপনি মনে কিছু কোর্‌বেন না তো?"

দার্শনিক কহিলেন, "না; তোমার যা বলবার আছে, অসঙ্কোচে বোলতে পারো।"

সমীর সসম্ভ্রমে দার্শনিকের একখানি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিল, "আপনি হোলেন শিশুর মত সরল; যে লোকটি বিপন্ন হোয়েচেন্, তিনি নিশ্চয়ই কোন দুর্বৃত্তের পাল্লায় পড়েচেন; তা'র কাছে আপনি গিয়ে কি কোরবেন্? না পার্‌বেন তা'কে দু'টো কড়া কথা বোল্‌তে, না পার্‌বেন তা'কে মার্‌-ধোর্‌ কোর্‌তে; পাঠিয়ে দিন্ আমাকে, আমি তাকে দেখে নেবো। আপনি তো জানেন, দাদা, আমি দিক্‌-বিজয়ী কুস্তিগির পালোয়ান; আমি গিয়ে দুই হাতের বজ্র-মুষ্টিতে সেই দুর্বৃত্তের হাত দু'খানা চেপে ধোর্‌বো; তারপর ধোবারা যেভাবে পাটার ওপর কাপড় আছ্‌ড়ায়, আমি তা'কে সেইভাবে আছ্‌ড়াতে থাক্‌বো। যদি আমাকে দেখেই সে তেড়ে আসে, তাহ'লে বাঁ হাত দিয়ে তা'র টুঁটি চেপে ধ'রে তা'কে মাটি হ'তে হাতখানেক তুলে ফেলে, একটি ধাক্কায় হাত পাঁচ-ছয় তফাতে ফেলে দেবো। যদি দুর্বৃত্তেরা সংখ্যায় তিন-চার জন থাকে, তাতেই বা কি? আমার ঘুষির জোর তো বড় কম নয়, এক-এক ঘুষিতে তাদের হাড়্‌-পাঁজ্‌রা ভাঙবো আর চিৎ কোরে শুইয়ে দেবো। দেখ্‌বেন, দাদা, আমার ঘুষির কত জোর।" বলিয়াই সমীর এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। তাহার কাছে সেগুন কাঠের একটি খুব বড় আর অতি মজবুৎ বাক্স ছিল, তাহাতে জিনিস পত্র কিছু ছিল না; সেই বাক্সে সে সজোরে এমনি একটি ঘুষি মারিয়া বসিল যে, তাহা ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।

সমীরের কথা শুনিয়া কিন্তু দার্শনিক মনে মনে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, দুর্বৃত্তেরা সংখ্যায় যতই হোক্, সমীরকে পাঠাইলে যে তাহাদের নিস্তার নাই, আর সে একাই দশ-বার জনকে অনায়াসেই কায়দা করিয়া ফেলিতে পারিবে তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা দিয়া গোলযোগ মিটানোই তাঁহার চিরকালের নিয়ম

তাই তিনি স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি আগে একাই যাই ; গোল-যোগ মেটাবার চেষ্টা করিগে ; যদি তা'তে স্নবিধে না হয়, তখন তোমাকে ডাক্‌বো ; তারপর দুই ভাইয়ে পরামর্শ কোরে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করা যাবে, কি বলো, সমীর ? আমার বিবেচনায় সেইটেই তো ভালো বোলে মনে হোচ্চে।"

সমীর কিন্তু তাহাতে রাজী হইতে পারিল না ; সে দোর আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "আপনাকে আমি সেখানে একা যেতে দিতে পার্‌বো না ; আপনি হোলেন অতি নিরীহ, অতি ভাল-মানুষ। যদি তারা প্রথম চোটেই আপনাকে মারাত্মক ভাবে আঘাত কোরে বসে' তখন কি হবে ?" বলিয়াই সে বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'তা' হবে না, তা' হ'তে পারে না ; আপনাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পার্‌বো না।"

দার্শনিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "কোনো মতেই আমাকে ছেড়ে দিতে পারো না, সমু ?"

সমীর তাঁহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর ব্যথা-ভরা মুখখানি লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভারি কষ্ট পাইল ; তাই তাড়াতাড়ি দোর ছাড়িয়া দাঁড়াইল ; কহিল, "আমার মনে হয়, দাদা, যারা ভারি দুষ্টু, তা'দের কাছ হ'তে আপনার মত দেবতুল্য লোকের দূরে থাকাই ভাল। দুশ্‌মনের কাছ হ'তে দূরে থাকাই আপনার মত লোকের পক্ষে আত্ম-রক্ষা করার সব চেয়ে ভাল উপায়।"

"স্বীকার করি, সমীর, দূরে থাকাই আত্ম-রক্ষার সব চেয়ে ভাল উপায়, কিন্তু তুমি যে উপায়ের কথা বোল্‌লে, তা'র থেকেও একটি ভাল উপায় আমি জানি ; সেটি হোচ্চে—ভালবাসা ; লোকের অন্তর জয় কোরে, সখ্য-সূত্রে বাঁধ্‌তে এর মত অস্ত্র আর নেই।"

"আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্যি, দাদা : আন্তরিক ভালবাসা দেখ্‌লে মহা পাজী, মহা পাষণ্ডও বশে আসে ; কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ কোর্‌বার কোনই তো দরকার নেই, দাদা ; কারণ এতে আপনার জীবন বিপন্ন হ'তে পারে।"

"তা'তেই বা কি আসে যায়, সমীর ? যেজন্যে জীবন যাবে বা যেতে পারে, তা' তো অতি—।"

"অতি গৌরবময়, এই তো বোল্‌বেন,—কারণ বিপন্নের জন্য প্রাণ দেওয়া গৌরবময় ছাড়া আর কি হোতে পারে ? তা' ছাড়া আরও বোল্‌বেন, এ রকমের ব্যাপারে জীবন দিতে পারলে, আপনি মারা গেলেও অমর হবেন ; কেননা, গৌরবময় মৃত্যু হোতেই অনন্ত জীবন লাভ কোর্‌তে পারা যায়। কিন্তু, ভাই হিসেবে আর আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি বোলে, আপনার ওপর আমার যথেষ্ট দাবী আছে ; এই দাবীর জোরেই আমি আপনাকে বোল্‌ছি, এভাবে আমি আপনাকে কোন মতেই জীবন দিতে দেবো না ; আপনার মত দেব-দুর্ল্লভ গুণের ভাই এ জগতে আর ক'জনের আছে, দাদা ? আমি কি এতই বোকা যে এমন অমূল্য জিনিস পেয়ে হারাবো ? আমি নিরেট মূর্খ নই।"

বলিতে বলিতেই সমীরের চোখে জল আসিয়া পড়িল। দার্শনিক তাঁর হাত দিয়া তাহা মুছিয়া দিয়া আদর করিয়া তাহার চিবুকখানি নাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "এত ভয় পাচ্ছ কেন, সমু ! আমি তো আর সত্যি সত্যিই জীবন দিতে যাচ্ছিনে।"

সমীর মনে মনে কহিল, "যাচ্চেন কি না যাচ্চেন্ তা' কেমন কোরে বুঝ্‌বো ? পরের জন্য অনায়াসেই জীবন দেওয়া আপনার মত দেব-তুল্য লোকের পক্ষে অসম্ভবও নয়—অস্বাভাবিকও নয়, বরং অতি স্বাভাবিক।" প্রকাশ্যে বলিল, "তাহ'লে চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

"যখন তোমার যাওয়া দরকার বুঝ্‌বো, তখন তোমাকে ডাকবো, কেমন, সমীর? এখন হোতে গিয়ে আর কি হবে?"

"কিন্তু যদি দরকার হয়, তা'হলে অতি অবিশ্যি আমাকে ডাক্‌বেন্ যেন।"

"নিশ্চয় ডাক্‌বো; আচ্ছা আমি চল্‌লাম্, আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়; কারণ বিপদেরও পা আছে।"

ঠিক এই সময়ে দার্শনিক আবার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মনে হইল কাতর কণ্ঠের উচ্চ স্বর পাশের প্রকোষ্ঠ হইতেই আসিতেছে। দার্শনিক ট্রেণের পাদানির উপর পা রাখিলেন ও গাড়ীর ডাণ্ডা ধরিয়া পাশের ঘরের নিকট আসিয়া পড়িলেন।

সমীর নিজের প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া নতজানু হইয়া দুই হাত যোড় করিয়া সাশ্রু-লোচনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "দাদা আমার শিশুর মত সরল, ফের-ফাঁপর বোঝেন না, তাঁর যেন কোনো বিপদ না হয়; তাঁকে নিরাপদে রেখো, প্রভু, বিপদ্ যা' কিছু আছে আমাকে দাও, প্রাণ নিতে হয়, আমার নাও।"

প্রকোষ্ঠে ঢুকিবামাত্রই দার্শনিক তিনজন শয়তানকে দেখিতে পাইলেন; তাহারা একজন ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার করিতেছিল। তাহাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা করিয়া গুলি-ভরা রিভল্‌ভার্; জোয়ান মর্দ্দের মত শাঁসাল দশা-সই চেহারা; মরিলে বিশটা শেয়ালের দশ-বার দিনের খোরাক বটে; ঝাটার মত খোঁচা-খোঁচা গোঁফ; তাহাতে আবার মাঝে মাঝে চাড়া দিতেছিল। ইহাদের মধ্যে যে লোকটি সব চেয়ে বলবান্, সেই এই দলের নেতা। তাহার নাম 'অসিত'; সে যেমন গোঁয়ার, তেমনি বজ্জাৎ আর বদরাগী; মুখখানা সদা-বিরক্ত; মুখে মিষ্ট কথা

তো নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরনে খাকির হাফ্‌প্যাণ্ট্; গায়ে খাকির কোট্; কোমরবন্ধে রিভল্‌ভার্ রাখিবার একটি থলে; পায়ে সাইকেল্ হোস্ আর মোটা চামড়ার বুট্। দার্শনিককে আসিতে দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ বুল্‌ডগের মত দাঁত খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "কে তুই? কোথা হোতে এলি? চুপ কোরে দাঁড়া; নইলে—।" তাঁহার বুক লক্ষ্য করিয়া হাতের রিভল্‌ভার্ উঁচাইয়া ধরিয়া বলিল, "নইলে এক গুলিতে তোর্ মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।"

অসিত ভয় দেখাইল বটে, কিন্তু দার্শনিক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না; বরং প্রশান্ত নির্ম্মল হাসিতেই তাঁহার মুখখানি ভরিয়া উঠিল; তিনি শান্ত সহজ কণ্ঠে কহিলেন, "মরতে আমার কোনই আপত্তি নেই, ভাই, তবে, আমার মৃত্যুর আগে তুমি যদি আমার একটি উপকার কর, তা'হলে আমি ভারি সুখী হবো। পুরীতে আমার একজন রোগী আছেন; তাঁকে আমিই সেখানে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠিয়েচি; তাঁর নাম অনাদি নাথ।"

শয়তানদের মধ্যে দুই জন এই নাম শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল, কহিল, "কি বোল্‌লেন—কি বোল্‌লেন? আপনার রোগীর নাম কি বোল্‌লেন?"

দার্শনিক কহিলেন, "অনাদি নাথ।"

শুনিয়া তাহারা আবার একটু চমকাইয়া উঠিয়া সবিস্ময় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দার্শনিকের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। দার্শনিক তাহাদের প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়াতে, এই দুইজন শয়তান রাগিয়া কাঁই হইয়াছিল; কাজেই তাহারা প্রথমে তাঁহার পানে চাহিয়া রাগে দাঁত কড়্‌মড়্ করিতেছিল। কিন্তু দার্শনিকের মুখে ঐ নাম শুনিয়া তাহাদের উগ্র ভাব একেবারে নরম হইয়া আসিল। তাই তারা সবিনয়ে কহিল, "আপনি যে রোগীর কথা বোল্‌লেন, তিনিই আমাদের পিতা।

দ্বিধা বা সঙ্কোচ কোর্‌বেন না; আপনার যা' কিছু বল্‌বার আছে, অসঙ্কোচে বলুন।"

দার্শনিক কহিতে লাগিলেন, "এখন তাঁর টাকা-কড়ির বিশেষ অভাব হোয়েচে, আর তাঁর শারীরিক অবস্থাও খুব খারাপ। আমার কাছে হাজার দুই টাকা আছে, এ টাকা তাঁর জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। যদি আমাকে মেরে ফ্যালাই আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে এই টাকাটা নিন্; নিয়ে তাঁকে দিয়ে দেবেন, আমার এই উপকারটুকু কোর্‌লেই আমি খুবই সুখী হবো, আর তাহ'লেই আমি শান্তিতে মর্‌তে পার্‌বো।" এই বলিয়া দার্শনিক দুই হাজার টাকার দুই খানি নোট তাহাদের দুইজনের সম্মুখে ধরিলেন; দেখিয়া তাহাদের নেতা অসিতের দুইচোখ উন্মত্ত লোভে হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সে আত্মাখ্‌লার মত সেই নোট দুইখানির দিকে চাহিতে লাগিল। সে মহা আনন্দে অপর দুইজন শয়তানের পিঠে দুইটি চাপড় বসাইয়া দিয়া বলিল, "আরে দেখ্‌চ কি, দাওটা হাতিয়ে নাও আর কি।" কপালে আঙুল ঠেকাইয়া কহিল, "এ পোড়া কপালে এমন দাও তো সচরাচর মেলে না, আজ যখন মিলে গেছে, তখন ছাড়্‌বো কেন? বঝ্‌লে না, ভায়ারা, শুভস্য শীঘ্রম্।" চোখ মিটমিট্ করিয়া বলিল, "দেখ্‌চো কি? হাত মুচ্‌ড়িয়ে নোট দুইখানা কেড়ে নাও।"

অপর দুইজন শয়তানের মধ্যে একজনের নাম মিহির ও অপর জনের নাম নীহার। তাহারা অসিতের ঐ কথা শুনিয়া রুখিয়া উঠিয়া চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল, "চুপ্ রও উল্লুক; বেশী কথা বল্‌লে, আমরা দু'জনে তোকে আচ্ছা ক'রে ঠেঙিয়ে আধ্‌মরা কোরে ফেলে ট্রেণ হোতে ঢিলের মত ছুড়ে বিশ হাত তফাতে ফেলে দেবো; তুই আমাদিকে কি কাজ কোর্‌তে বোল্‌চিস তা' জানিস্? যে টাকা

এই ভদ্রলোকটির হাতে তুই দেখতে পাচ্ছিস্, ও টাকা উনি আমাদের বাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন ; টাকার অভাবে হয়ত তিনি না খেতে পেয়ে ম'রে যেতে পারেন ; এ টাকা পেলে তাঁর কত উপকার হবে, কিন্তু তুই সেই টাকা কেড়ে নিতে বোল্‌চিস্ : বোল্‌তে তোর লজ্জা করে না, রে বেহায়া বেল্লিক ?"

অসিত রাগে ঘরের মেঝের উপর জুতার গোড়ালি ঠুকিয়া বলিল, "আল্‌বৎ তোদিকে ঐ টাকা কেড়ে নিতে হবে।"

মিহির ও নীহার উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "আল্‌বৎ ও টাকা আমরা নেবো না, আর যদি কেউ ওটাকা নিতে যায়, তার দফা রফা ক'রে দেবো।"

অসিত মিহিরের কপাল লক্ষ্য করিয়া রিভল্‌ভার্ উঁচাইয়া ধরিয়া কহিল, "তবে, রে পাজী, দেখ্‌বি তোর মাথার খুলি এক গুলিতে উড়িয়ে দেবো।"

মিহির ও নীহার অসিতের বুক লক্ষ্য করিয়া রিভল্‌ভার্ ধরিয়া বলিল, "তবে, রে মর্কট, আয় তোর হাড়-পাঁজ্‌রা গুঁড়ো কোরে দিই।"

বেগতিক বুঝিয়া অসিতকে একটু নরম হইতে হইল ; সে তাহার রিভল্‌ভারটি চামড়ার থলির মধ্যে ভরিয়া দাঁত বাহির করিয়া হা-হা, হি-হি করিয়া এক চোটে খুব খানিকটা হাসিল ; তারপর দুই হাত দিয়া মিহির ও নীহারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভোগ্‌সা দিয়া বলিল, "আরে ভায়া, আমি তোমাদের সাহস পরীক্ষে কোর্‌ছিলাম ; দেখ্‌ছিলাম দরকার হোলে আমার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে সাহস কর কি না ; দেখ্‌লাম পারো, কাজেই বুঝ্‌লাম তোমরা আমার শাক্‌রেদ্ হবার সম্পূর্ণ যোগ্য।"

কিন্তু আসল কথাটা এই, অসিত ভাবিয়াছিল, সে চোখ রাঙাইয়া গুলি

করার ভয় দেখাইয়া তাহার দুইজন তাবেদারকে একেবারে দমাইয়া ফেলিবে; তখন মনে চিন্তাও করে নাই যে তাহারাও ক্ষ্যাপা কুকুরের মত দাঁত খিঁচাইয়া তাহাকে তাড়া করিবে বা তাড়া করিতে পারে; তাই সে মেজাজ গরম করিয়া গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়াছিল, কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল, তাহাদিকে খোঁচাইলে তাহাকে পৈতৃক প্রাণটা উজবুকের মত হারাইতে হইবে তখন সে কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাদিকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিল। স্বেচ্ছায় জীবন হারাইবার মত বেকুব সে নয়। তাই সে কিল খাইয়া কিল চুরি করিল; তবে বাগে পাইলেই তাহাদিকে নির্ঘাত ঘা বসাইয়া শোয়াইয়া দিবে, সেই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। কুমীর পেট ফুলাইয়া চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া যেমন শীকার ধরিবার চেষ্টা করে, আর অবসর বুঝিলেই শিকারের উপর ঝপাৎ করিয়া লাফাইয়া পড়ে, অসিতও তেমনি একখানা বেঞ্চির উপর সটান লম্বা হইয়া শুইয়া থাকিয়া শিকারের সময়ের আশায় রহিল আর সুযোগ পাইলেই তাহার উপর তেমনি ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবে ইহাই ঠিক করিল। নীহার ও মিহির কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, 'অসিত ভয় পাইয়া কাবু হইয়াছে;' তাই তাহারা নিবিষ্ট চিত্তে তাহাদের পিতার সম্বন্ধে দার্শনিকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল; দেখিয়া অসিত আনন্দে মাথা দোলাইয়া মনে মনে কহিল, "ঠিক হ্যায়, দাড়াও তোমাদিকে এক হাত দেখাচ্চি; ঘুঘু দেখেচো কিন্তু ঘুঘুর ফাঁদ তো দ্যাখো নি; এইবার দ্যাখো।" এই বলিয়া সে অতি সন্তর্পণে রিভল্ভার্ রাখিবার থলিতে হাত দিল; তাহা বাহির করিয়াই সে ত্রাং করিয়া এক লাফ মারিয়া নীহার, মিহির ও দার্শনিকের নিকট আসিল; তারপর রিভল্ভারের কুঁদা দিয়া তাঁহাদের তিন জনের মাথায় ঠকাস ঠকাস করিয়া এমনি জোরে আঘাত করিল যে তাঁহারা অজ্ঞান

হইয়া পড়িলেন। নীহার ও মিহিরের উপর অসিতের এত রাগ হইয়াছিল যে তাহারা সংজ্ঞাহীন হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের উপর তাহার রাগ পড়িল না; তাই তাহাদের অচেতন দেহের উপরেই ক্যাং ক্যাং করিয়া দুই লাথি মারিল। শত্রুদিকে বেশ কায়দা করা হইয়াছে বুঝিয়া সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; দার্শনিকের পকেটে হাত ভরিয়া নোট দু'খানা বাহির করিয়া লইল; তারপর পলাইবার ইচ্ছায় প্রকোষ্ঠের খোলা দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; যে লোকটিকে ইহার আগে মারপিট করিতেছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিতান্ত চোয়ারের মত চীৎকার করিয়া কহিল, "ওরে ঐ, যা' বোল্‌চি, তা শোন্; আমার কাছে আয় নইলে তোকে—।" উপর পাটীর দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া এক চোখ বুজিয়া অপর চোখে চাহিয়া তাহার বুক নিশানা করিয়া রিভল্‌ভার ধরিয়া বলিল, "নইলে তোকে এক গুলিতে সাবাড় কোরে দেবো।"

জ্বর আসিবার সময় ম্যালেরিয়ার রোগী ঠক ঠক্ করিয়া যেভাবে কাঁপিতে থাকে, অসিতের কথা শুনিয়া আর তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ভদ্রলোকটিও সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যমের বাড়ীর পরোয়ানা আসিয়া পড়িয়াছে, এইবার তাঁহাকে তাহার বাড়ী যাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে, আর রক্ষা নাই। তাঁহাকে ঐ ভাবে কাঁপিতে দেখিয়া অসিত ক্রোধে খাপ্পা হইয়া মুখ ভেঙাইয়া বলিল, "এখনো এলি নে; আয় বোল্‌চি শীগগ্রী, নইলে মেরে খাল খেঁচে দেবো।" বলিয়াই সে বুটের গট গট্ শব্দ করিয়া ভদ্রলোকটির দিকে কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বন্দুক উঁচাইয়া বলিল, "দেখ্‌বি, রে উল্লুক।" ভয় দেখানো সত্ত্বেও যখন ভদ্রলোকটি আসিলেন না, তখন অসিত তাহার ঘাড় ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে দরজার নিকট আনিল; খোলা দোরের নিকট আনিয়া তাহার দস্তানা

পরা বাঁ হাত দিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল ; পর মুহূর্ত্তে সে নিজেও গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। ঠিক এমনি সময়ে দার্শনিকের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল ; তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন ; তখনই বিদ্যুৎ নল্‌পাইল, ইহার আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, একখানি মোটর্‌-কার পূরা দমে ট্রেণখানির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে ; তিনি ইহার চালককেও দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু চালক কে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যদি তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, চালক শচীন ছাড়া আর কেহ নহে।

পুরীতে দার্শনিকের যাহা কিছু করিবার ছিল সেখানে আসিয়া তাহা তিনি শেষ করিলেন ; তারপর, একদিন সমীর, অনাদিনাথ, নীহার ও মিহিরকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিলেন। বলা বাহুল্য, ট্রেণের সেই ঘটনার পর হইতেই নীহার ও মিহির অসিতের দল ছাড়িয়া দিয়াছিল, ও দার্শনিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরম ভক্ত ও চেলা হইয়াছিল।

সেদিন মিহির একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিল, পড়িতে পড়িতে ইহার এক জায়গায় দৃষ্টি পড়াতে তাহার আক্কেল একেবারে গুড়ুম হইয়া গেল ; তাহা দেখিয়াই সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ইস্!" সে দেখিতে পাইল, খবরের কাগজের একস্থানে বড় বড় হরফে লেখা রহিয়াছে :—

"বোম্বাই মেলে ভীষণ হত্যাকাণ্ড !

একেবারে তাজ্জব ব্যাপার !

বিশ্বাস, দার্শনিক ঐ ভয়ঙ্কর কার্য্য

করিয়াছেন !"

কোন লোককে ভস্ম করিবার সময় ভস্ম-লোচন কি ভাবে তাহার

দিকে চাহিতেন তাহা সঠিক জানি না ; তবে বোধ করি চোখের ঠুলী খুলিয়া চক্ষু দুইটির আয়তন যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া নিশ্চয়ই কট্-মট্ করিয়া চাহিতেন ; মিহিরও ঠিক সেই ভাবেই ঐ কয়েকটি লাইনের পানে চাহিতে লাগিল ; তাহার চাহনির হাবভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন সে অগ্নি-দৃষ্টিতে খবরের কাগজখানি পুড়াইয়া ফেলিবে। পড়িতে পড়িতে তাহার নাঁক খবরের কাগজ-ওয়ালাদের প্রতি ঘৃণায় আপনা হইতে কোঁচকাইয়া উঠিল, আর তাহার মুখ হইতে দুই কাণের ডগ পর্য্যন্ত রাগে লাল হইয়া উঠিল ; সে ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বিড় বিড় করিয়া কহিল, "যত ব্যাটা চামাড়, চসম-খোর জুটেচে ! তাদের না আছে চোখের পর্দ্দা, না আছে বুদ্ধি-শুদ্ধি ! কোনো রকমে টাকা রোজগার কোর্‌তে পার্‌লেই হোলো ! তা' সে মিথ্যে কথা বোলেই হোক্ বা জোচ্চোরি কোরেই হোক্ ! পাজীদের কাণ ধ'রে ঠাস্ ঠাস্ কোরে গালে চড় বসিয়ে দিতে হয়। দার্শনিক প্রেমের অবতার, তাঁর নামে হত্যার অপবাদ ! ছি, ছি, খবরের কাগজ-ওয়ালারা কি ! আমার ইচ্ছে হোচ্চে, কিলিয়ে তাদের নাক ভেঙে দিই। উঃ ! কি পাজী সেই অসিতটা ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে নিজেই সেই ভদ্রলোকটিকে হত্যা কোরেচে ; আর দোষ চাপিয়েচে আমাদের পরম করুণ, পরম-পূজ্য দার্শনিকের ওপর।" বলিতে বলিতেই তাহার গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠিল, দুই চক্ষু কুঁচের মত লাল হইল ; সে হাতের তর্জ্জনী কাঁপাইয়া নিজের মনেই কহিতে লাগিল, "দাঁড়া, রে অসিত, তোকে আমি এক হাত দেখাবোই দেখাবো, দেখিয়ে তোকে নাস্তা-নাবুদ কোর্‌বো ; তখন আর তোর্ টাঁ্যা ফোঁ কোর্‌বার উপায় থাক্‌বে না।" এই বলিয়া সে ফস্ করিয়া খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া জুতা যোড়াটা পায়ে দিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া গট্ গট্ শব্দে ঘর হইতে

বাহির হইয়া আসিল ; তারপর যেখানে সমীর ও নীহার ছিল, সেইখানে আসিয়া হাজির হইল। দাত খামুটি করিয়া বলিল, "দেখ, দেখ, অসিত শুয়োরটার কাণ্ড দেখ! নিজে হত্যা কোরে দোষ চাপিয়েচে আমাদের পূজনীয় দার্শনিকের ঘাড়ে!"

সমীর অতি বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বলো কি মিহির? কৈ দেখি, দেখি, খবরের কাগজে কি লিখেচে?"

শুনিয়া নীহারের দুই চোখ অঙ্গারের ন্যায় রাগে জ্বলিতে লাগিল ; সে কহিল, "আশ্চর্য্য কি? সেই পাজীটার অসাধ্য কাজ নেই, যা'ই হোক্ কৈ দেখি কি লিখেচে?"

"লিখেচে তা'র মাথা আর মুণ্ডু; এই দ্যাখো।" বলিয়াই খবরের কাগজ খানা টেবিলের উপর তাচ্ছল্য-ভরে ফেলিয়া দিয়া মিহির বলিয়া উঠিল, "হেঁা, যেমন হোয়েচে খবরের কাগজ-ওয়ালারা; সত্যি-মিথ্যে কিছুই যাচাই কোর্‌বে না ; যা' পাবে, তা'ই‍ই ছাপাবে।"

টেবিলের উপর খবরের কাগজখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেই, সমীর ও নীহার উন্মত্ত আগ্রহে তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, সমীর পড়িয়া টান মারিয়া খবরের কাগজ খানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুখ সিটকাইয়া কহিল, "যত সব গাঁজাখোরের কাণ্ড!"

নীহার ছুটিয়া গিয়া কাগজখানা তুলিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া জানালা গলাইয়া টুক্‌রাগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দূর্, দূর্, ও কথা কি শুন্‌তে আছে, না কি পড়্‌তে আছে ; ওই মিথ্যে রটনাটা প'ড়ে আমরা যে পাপ কোর্‌লাম্, সে জন্যে গোবর-গঙ্গাজলে স্নান কোরে আমাদের শুদ্ধ হওয়া উচিত ; ওঃ! অসিতটা কি খ্যালোয়াড়! কিন্তু খ্যালোয়াড়ের সঙ্গে খ্যালোয়াড়ি কোর্‌তে আমরাও জানি। আমরাও বড় সোজা চীজ্ নই।"

সমীর কহিল, "দাদা এ কাজ কোনো অবস্থাতেই যে কোর্তে পারেন, এ কেউ বিশ্বাসই কোর্বে না ; আচ্ছা, বোল্তে পারো, নীহার-মিহির, ট্রেনে কি কি ঘটেছিল ; তোমরা তো সে সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে ছিলে।" নীহার ও মিহির যতটুকু জানিত, সমীরকে শুনাইল ; তারপর কহিল, "এর বেশী তো আমাদের জানা নেই, ভাই , অসিত আর সেই ভদ্রলোকটি কিভাবে ট্রেণ হ'তে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিলো তা তো আমরা আজ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম্ না ; কারণ তখন আমরা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে ছিলাম।"

*   *   *   *

অসিত যখন দেখিতে পাইল, তাহার দলের লোক একের পর একটি করিয়া খসিয়া পড়িতেছে, আর তাহার দল ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তখন সে দার্শনিকের উপর চটিয়া লাল হইল ; কারণ, এ দল-ভাঙার জন্য দার্শনিকই দায়ী। কাজেই সে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাকে পরলোকে না পাঠাইয়া সে ছাড়িবে না। তাই সে একদিন একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ছুঁইয়া মাথা নাড়িয়া হাত-পা ছুড়িয়া বিশেষ আস্ফালন করিয়া শপথ করিল, "দার্শনিককে যমের বাড়ী পাঠাবো-পাঠাবো-পাঠাবো।" বলা বাহুল্য, শুধু শপথ করা ছাড়া ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্গে অসিতের কস্মিন্ কালেও কোনো কারবার ছিল না ; বরং ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্গে বরাবর তাহার আড়িই ছিল। সে বুঝিয়াছিল, দার্শনিকের সর্ব্বনাশ করিতে হইলে ফুস্‌লাইয়া ফাস্‌লাইয়া শচীনকে আবার দলে আনা বিশেষ দরকার ; কারণ শাক্‌রেদদের মধ্যে সেইই ছিল তাহার ডান হাত ; যেমন বলবান, তেমনি বুদ্ধিমান, তাহা ছাড়া সে দার্শনিকের ঘাঁত-ঘুঁত জানে ভালো। কাজেই, তাহাকে হাত করিতে পারিলেই, কাজ সহজেই হাঁসিল হইবে। সেই জন্য সে ঠিক করিল, যে প্রকারেই হউক শচীনকে পুনরায় দলে

ভিড়াইতে হইবে ; যদি টাকা-কড়ি দিয়া হয় ভালই, যদি টাকা-কড়ি ছাড়াও আরও কিছু লাগে, তাহাতেও আপত্তি নাই। এই উদ্দেশ্যে সে এক রাত্রে শচীনের বাড়ী আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিল ; আদর করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "তোমাকে ভাই, আমার দলে আবার আস্‌তেই হবে।" চোখে কমলা লেবুর রস দিলে তাহা যেমন জ্বলিতে থাকে, অসিতের কথা শুনিয়া শচীনের সর্ব্বাঙ্গ রাগে তেমনি ভাবে জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনের ভাব সে বাহিরে প্রকাশ করিল না। শঠ বা শয়তানের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিতে হয়, তাহা সে বেশই জানিত ; সেও তো শয়তানই ছিল, দার্শনিকের কৃপায় আজ সাধু হইয়াছে ; তাই সে হাসিয়া মনে মনে কহিল, "ভুলে যাচ্চো, অসিত, রতনে রতন চেনে ; তুমি যে কি চীজ তা' কি আমি জানি নে? আবার এসেচো আমাকে তোমার দলে ভিড়োতে ; কাজটা ভালো করো নি, ভায়া ; টোপ্ গেলবার্ ছেলে শচীন নয়।" প্রকাশ্যে কহিল, "সে আর বেশী কথা কি ; ধোর্‌তে গেলে, তোমার শাক্‌রেদি কোরেই তো এত বড়টা হোলাম—গোঁফ-দাড়ি পাকিয়ে ফেল্‌লাম্। তবে, কি জন্যে দলে যোগ দিতে বোল্‌চো, তা' জান্‌তে পারি কি ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, এর নাম কি কথা !" বলিয়াই অসিত মহা আনন্দে শচীনের গলা বাঁ হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে নিজের দাঁত প্রায় ঠেকাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া নীচু স্বরে বলিল, "ঐ দার্শনিকটার বিরুদ্ধে আমি একটা ভারি জোর মৎলব এঁটেচি ; তুমি না হ'লে, ভাই, তা' হাঁসিল করা যাবে না ; তাই তোমার এত সাধ্যসাধনা কোর্‌চি।"

অসিতের কথা শুনিয়া শচীনের ভিতরটা রাগে টগ্‌বগ্ করিতে লাগিল ; সে মনে মনে বলিল, "ছুঁচো কোথাকার ! তোর্ এত বড় স্পর্দ্ধার কথা শুনেও যে লাথিয়ে তোর্ মেরুদণ্ড ভেঙে দিলাম না, এ তোর্

বাপের পুণ্যি।" প্রকাশ্যে কহিল, "মৎলব তো এঁটেচো তা বেশ বুঝ্‌তে পারচি; মৎলবটা কি তা' বলো শুনি।"

অসিত তাহার বড় বড় দাঁতের কাল কাল মাড়ি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "শোনো।" তারপরই অসিত শচীনের কানে কানে মৎলবটি প্রকাশ করিল। মৎলবটি কি, তাহা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

মৎলব শুনিয়া শচীন ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু অসিতকে তাহা জানিতে দিল না; বাহিরে সে মহা খুসি হইয়া বারকতক মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোফা! তোফা! খাসা মৎলব এঁটেচো, ভাই! এমন উর্ব্বর মাথা নইলে কি এমন বহুৎ-আচ্ছা মৎলব গজায়। আমি কথা দিচ্চি, ভাই, আমার যতটুকু সাধ্যি আমি তোমাকে সাহায্য কোর্‌বো। গায়ের রক্ত জল কোরেও যদি মৎলব হাঁসিল কোর্‌তে হয় তা'ও আচ্ছা। আমি যে তোমার নিমক খেয়েই মানুষ, সে কথা কি আমি ভুল্‌তে পারি? তুমি হ'লে আমার চির-পূজ্য নেতা, তোমার পায়ের ধূলো পায় কে? আর দার্শনিক আমার কে?" হাতের বুড়া আঙুল নাচাইয়া বলিল, "আমার অষ্ট-রম্ভা।" মুখের কথায় শচীন অসিতকে একেবারে মুদনীতে চড়াইয়া দিল। তারপর, তাহার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবটি কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। অসিত সোৎসাহে বলিয়া ফেলিল, "তুমিই যা কিছু বোঝো-সোঝো, বুঝ্‌লে না, শচীন? আর কেউ—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না; নীহার আর মিহিরের কথা বোল্‌বে? আমি জানি, তারা একেবারে ভ্যাড়াকান্ত। দেখ্‌চি, তুমিই কেবল বোঝো। দল চালাতে হ'লে বাধ্য-বাধকতা দরকার। তুমি যে দলে আবার যোগ দিচ্চ সেজন্যে আমি তোমাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্চি। তা'হলে আমার সঙ্গেই এসো, কেমন?"

"আজ এখুনিই যেতে পারবো না, ভাই ; হাতে কিছু কাজ আছে ; সেগুলি সেরে কাল যাবো।"

"দেখো, ভাই, কথার খেলাপ যেন না হয়।"

"আরে রামো ! তুমি কি আমাকে তেমনি লোক ঠাওরাও ?"

"তা'হলে কাল নিশ্চয়ই তো আমাদের আড্ডায় যাচ্চো, বন্ধু।"

শচীন কপট আনন্দের অভিনয় করিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া হিন্দিতে কহিল, "জরুর যায়্গা ; কাহে নেহি।"

অসিত পিছন ফিরিয়া বাড়ী হইতে গজ কয়েক চলিয়া যাইতেই, সে সরোষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, "তোর মরণ হয় না, ছুঁচো, যদি না হয়, গলায় বালী-ভরা কলসী বেঁধে ডুবে মোর্‌গে, যা।" মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিল, "আবার আমাকে 'বন্ধু' বলা হোলো, কে হোতে চায় রে তোর বন্ধু ? তোর্ মত কোটি কোটি কপট বন্ধু অপেক্ষা জানা শত্রু ঢের ঢের ভাল।" মুহূর্ত্ত মধ্যে শচীনের দুই চোখ রাগে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল ; সে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "কে আমাকে মারাত্মক অস্ত্র ধরিয়েছিলো ? কে আমাকে নরহত্যার রক্তাক্ত পথে চালিয়েছিলো ? সে তুইই, অসিত। তোকে চিনতে কি আমার বাকী আছে ? তোর্ মত শয়তানকে আমি আর পুঁছি নে। নর-শোনিতের পিপাসা আর আমাতে নেই, এখন আমার অন্তরে আছে শুধু অতীতের পাপের জন্যে বুক-ভরা অনুতাপ, আর ভবিষ্যতের জন্যে আছে মানুষ-জাতির প্রতি প্রাণ-ভরা ভালবাসা। যে মহাপুরুষ আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছেন্, তিনিই হোলেন আমাদের পরম-করুণ দার্শনিক ; তুই তাঁরই সর্ব্বনাশ কোর্‌তে চাস, অথচ সে বিষয়ে আমারই সাহায্য চাইতে এসেছিলি ! আজ যে তোকে জিয়ন্তে কবর দিই নি, সে শুধু তাঁরই ভয়ে। তাঁর পা ছুঁয়ে শপথ কোরেচি,

আর কখন মারপিট কোর্‌বো না। তাই আজ তোর্ এত বড় দম্ভ নীরবে স'য়ে গেলাম। স্মরণ রাখিস্, অসিত, আমি তোকে ফাঁসাবার জন্যেই তোর্ দিকে যোগ দিচ্চি; আর এও ঠিক জানিস্, আমার আধ্যাত্মিক পিতা, দার্শনিকের গায়ে আঁচড় কাট্‌তে সহজে দেবো না বুকের রক্ত দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা কোর্‌বো।"

শচীনের ঘরে দার্শনিকের একখানি ফটো ছিল, সেই ফটোখানির নিকট আসিয়া সে নিষ্পলক নেত্রে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল. ভক্তির অশ্রুতে তাহার দুই চক্ষু ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল; সে দার্শনিকের চরণদুইখানি অসংখ্য বার চুম্বন করিয়া ফটোখানি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনার পা ছুঁয়ে শপথ কোরেছিলাম্, শয়তানী বা মারপিট জীবনে আর কোর্‌বো না; কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনের বশে আবার আমাকে তা কোর্‌তে হোচ্চে; সেজন্যে মনে কিছু কোর্‌বেন্ না যেন, প্রেম-প্রাণ মহাপুরুষ।"

ফটোখানি যথাস্থানে রাখিয়া শচীন নতজানু হইল; তারপর দুই হাত যোড় করিয়া চোখ বুজিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল. "এ কথা বলাই বাহুল্য, সর্ব্বশক্তিমান্, যে তুমি সর্ব্বজ্ঞ; আমার মনে কি আছে-না-আছে তা' তুমি ভালই জানো, প্রেমময়; কেন আমি সেই অতি হেয়, অতি ঘৃণ্য শয়তানটার সঙ্গে মিশচি তা' তুমি বেশই অবগত আছ, মহিমাময়। যদি এখুনি আমার জীবন দিলে, সেই প্রেম-প্রাণ মহাপুরুষের প্রাণ রক্ষা হয়, তাহ'লে তাই করো, প্রভু; আমি এই দণ্ডেই আমার নিজের জীবন উৎসর্গ কোর্‌তে প্রস্তুত আছি; তা যখন হবে না, তখন আমাকে এই বোলে আশীর্ব্বাদ করো, পরমেশ্বর, যেন আমি নিজের জীবন দিয়ে আমাদের মহাপ্রাণ দার্শনিকের প্রাণ বাঁচাতে পারি।"

সে রাত্রে শচীন ঘুমাইল না; কখন উঠিল, কখন বসিল, কখন বা প্রার্থনা করিল; এই ভাবে উঠিয়া বসিয়া আর প্রার্থনা করিয়া সে রাত্রিটা কাটাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, শচীন পরের দিনই অসিতের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। এইখানে বলা আবশ্যক, যে রাত্রে বোম্বাই মেলে সেই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল, শচীন ঠিক তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অসিতের দিকে যোগদান করিয়াছিল; কাজেই সেই রাত্রে মোটর-কারের চালকের বেশে তাহাকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

* * * * আগেই দেখা গিয়াছে, বোম্বাই মেলের হত্যা-কাণ্ড সম্বন্ধে প্রথম দিনে কি খবর বাহির হইয়াছিল; পরের একটি সংখ্যায় নীচের খবরটি প্রকাশিত হইল :—

"বোম্বাই-মেল-হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষণ রহস্য উদ্ঘাটন !

প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিস্তৃত বিবৃতি !"

জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা পরের মুখে ঝাল খাইয়া উঃ-আঃ করিয়া নিজের গাল চড়াইতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। খবরের কাগজের ব্যাপারও অনেক সময় ঠিক তেমনি হইয়া দাড়ায়। সত্যের কোন নাম-গন্ধও নাই, এমন অনেক খবর ছাপাইয়া একটা মহা হৈ-চৈ এর সৃষ্টি করিয়া তাহারা লোক বিশেষের সংপর-নাস্তি ক্ষতিই করিয়া থাকে। এমন করিবার মানে, হুজুকে তাহাদের লাভ আছে, হৈ-চৈএর সৃষ্টি করিতে পারিলে কাগজের কাটৃতি হইবে; আর তাহা হইলেই বেশ দুই পয়সা কামাইতে পারা যাইবে। বর্ত্তমান ব্যাপার যে ঠিক সেই ধরণের তাহা বলাই বাহুল্য। উপরের বড় হরফের নীচেই অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে লেখা ছিল :—

হত্যাকাণ্ডের আনুষঙ্গিক বিবরণ :—

বোম্বাই মেল ভোঁশ্-ভোঁশ্ ফোঁশ্ ফোঁশ্ শব্দে ছুটিতেছিল : ইহার একটি প্রকোষ্ঠে তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন—দার্শনিক, প্রত্যক্ষদর্শী অসিতবাবু ও মধু নামে আর একজন ব্যক্তি ; শেষোক্ত ভদ্রলোকটিকে হত্যা করা হইয়াছে ; শুনা যাইতেছে, তাঁহার কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "দার্শনিক ও মধুবাবুর মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন একটি বিষয় লইয়া মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে ; গলার বত্রিশ শির বাহির করিয়া দুইজনেই এমন চেঁচামেচি সুরু করিলেন যে তাঁহাদের গর্জনে আমার কাণের পর্দ্দা ফাটিয়া যাইবার যো হইল। বিষম দায়ে পড়িলাম। কি করি ? উপায়ান্তর না দেখিয়া দুই কাণের ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া কোনো প্রকারে শ্রবণেন্দ্রিয় দুইটি বজায় রাখি। কিছু পরেই দেখি, তার্কিক দুইজনেই বেঞ্চি ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া চোখ রাঙাইয়া উভয়ে উভয়কে বলিতেছেন, "আয়্ চলে আয়্"। বেগতিক দেখিয়া আমি দুইজনের মাঝখানে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু আসিয়া পড়িয়াই ভুল করিলাম। ধনুকের টানা জ্যায়ে তীর বসাইলে তাহা যেমন কোঁ করিয়া উড়িয়া যায়, এই দুই জনের কষা মনের মাঝে আসিয়া পড়াতে আমার অবস্থাও তেমনি হইল। আসিবামাত্রই আমি ছিট্‌কাইয়া গিয়া দশ-বার হাত তফাতে আছাড় খাইয়া পড়িলাম। আছাড়টি খাইলাম শুধু মধুবাবুর জন্যে। রাগিয়া তিনি টং হইয়াছিলেন এমন সময় যেই আমি তাঁহার নিকটে গিয়া পড়িয়াছি, অমনি তিনি আমাকে ধরিয়া ঢিল ছোড়ার মত ছুড়িয়া দিলেন। আমি গিয়া গজ পাঁচ-ছয় দূরে পড়িলাম। পড়িবার সময় প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ঠকাস্ করিয়া মাথায় একটি ধাক্কা খাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি আব গজাইয়া উঠিল। সে যাহা হউক, আমাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া

মধুবাবু অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় দার্শনিককে গালি দিলেন; সে গাল শুনিয়া কাণে আঙুল দিতে হয়। কাজেই, দার্শনিক রাগিয়া তব্ হইয়া গেলেন; মধুবাবুর সার্টের কলার ধরিয়া এমনি জোরে এক ধাক্কা দিলেন যে তিনি তাল সামলাইতে না পারিয়া ডিগবাজী খাইয়া ট্রেণ হইতে পড়িয়া গেলেন। মধুবাবু ট্রেণ হইতে পড়ার ঘণ্টা কয়েক পরে জন কয়েক রেলের কুলী ষ্টেশন হইতে মাইলখানেক দূরে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পায়। দেখিতে পাইয়াই তাহারা থানায় খবর দিল। পুলিশের লোক আসিয়া তাহার মৃতদেহ লইয়া গেল। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল, মৃত ব্যক্তির সার্টের কলারে হাতের বুড়া আঙুলের একটি ছাপ আছে; এই ছাপটি দার্শনিকের হাতের বুড়া আঙুলের ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। মিলিয়া যাওয়ার সময় দার্শনিক প্রতিবাদ করিয়া কোন কথাই বলেন নাই। তাঁহার এই মৌন ভাব হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তিনিই হত্যা করিয়াছেন, আর সেইজন্যই প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করেন নাই।"

ছ্যাচরা লোকের জিব্ আঁস্তাকুড়ের মত ঘৃণ্য, আঁস্তাকুড় আবিলতার বাসভূমি; তেমনি দুষ্ট লোকের জিহ্বাও মিথ্যা আর ধাপ্পাবাজির আড্ডা। অসিতের জিব্খানাও তাই, কাজেই সে ঐ ভাবে মিথ্যা বলিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

একজন পুলিশ-কর্ম্মচারীর উপরে তদন্তের ভার পড়িয়াছিল। তিনি যখন দেখিলেন, 'কলারের ছাপ দার্শনিকের বুড়া আঙুলের ছাপের সহিত হুবহু মিলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "এই অসম্ভব জিনিস কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?" দার্শনিকের মত মহাপ্রাণ মহাপুরুষ কোন অবস্থায় যে কাহাকেও ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, ইহা তাঁহার

ধারণারও অতীত। কাজেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও যখন তিনি কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, তখন তিনি এই ব্যাপারটি মিঃ উইল্‌সন্‌কে জানাইলেন ; তখন মিঃ উইল্‌সন্ নিজেই এই তদন্তের ভার গ্রহণ করিলেন। আঙুলের ছাপ মিলিয়া যাওয়ার কথাটা তিনিও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। গভর্ণমেণ্টের তরফে যে কর্ম্মচারী আঙুলের ছাপ-পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ, তিনি ইহা পরীক্ষা না করা পর্য্যন্ত ব্যাপারটিকে মুলতবি রাখা হইল।

* * * * *

রেলওয়ে দুর্ঘটনা লইয়া দার্শনিক যে কত বড় বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন ইন্দিরা তাহা একেবারেই জানিত না ; কারণ, দার্শনিক বা সমীর তাহাকে বা বাড়ীর অন্য লোককে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নাই ; তাহা ছাড়া গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া সে সাংসারিক কাজকর্ম্মে এত লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে খবরের কাগজ পড়িবার সময়ও সে পায় নাই। আজ পারিবারিক সব কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া যখন সে তাহা পড়িতে লাগিল তখন পূর্ব্ব-কথিত লাইনগুলি তাহার চোখে পড়িল। চোখে পড়িতেই অসহ্য দুঃখে তাহার বুকের ভিতরটা ধরাশ্‌ করিয়া উঠিল, ইহার পর হইতেই তাহার হৃৎপিণ্ডখানা ঢিপ্‌-ঢাপ্‌ ঢিপ্‌-ঢাপ্‌ শব্দে অতি দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে তাহার বুকের যন্ত্রণা এত বেশী হইল যে সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া দারুণ বেদনায় চোখ বুজিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। বেদনা একটু উপশম হইলে, সে আবার উঠিয়া বসিল, খবরের কাগজখানি পুনরায় টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কারণ ইহার আগে সমস্ত ঘটনাটা পড়িয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাহার শারীরিক অবস্থা ঐরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পড়া শেষ হইলে ঐ লাইনগুলি তাহার বুকে বজ্রের মত আঘাত

করিতে লাগিল। উদ্বেগ এত বেশী হইল যে সে এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারিল না; উঠিয়া পড়িল; ঘরের ভিতর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; শেষে তাহার মাথা বন্ বন্ শব্দে এত জোরে ঘুরিতে লাগিল যে সে আর এক জায়গায় সোজা হইয়া দাড়াইয়া থাকিতে পারিল না; তাহার পা দুইখানি টলিতে লাগিল; দেহের ভার রাখিতে অসমর্থ হইয়া সে মেঝের উপর পড়িয়া গেল; উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, নিজেকে তাহার অতি দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইতে লাগিল: সে চোখে চারিদিকে কেবলই অন্ধকার দেখিতে লাগিল—এমন সময় দার্শনিক তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; তাহাকে সযত্নে দুই হাত ধরিয়া তুলিয়া অতি সন্তর্পণে বিছানার উপর বসাইয়া দিলেন: বসাইয়া দিয়া দার্শনিক কহিলেন, "তোমার কি হোয়েচে, ইন্দু?"

ইন্দিরা বিষাদ-মাখা দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার যা হবার তা' তো হোয়েচে; আমার জীবন-রবি অস্তমিত হবার জন্যে পশ্চিম আকাশের শেষ-সীমান্তে এসে পড়েচে. তা' তো তুমি জানো; জেনে শুনেও কি আমার সঙ্গে তামাসা কোর্‌চো?"

বলিয়াই ইন্দিরা দুই হাতের তালুতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আর তাহার সর্ব্ব-শরীর কান্নার আবেগে মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মৃত্যুকে দার্শনিক কস্মিন্ কালেও ভয় করিতেন না, কিন্তু ইন্দিরাকে ঐরূপ দীনভাবে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি মনে বড় আঘাত পাইলেন; তামাসা করার কথাটা বলাতে তিনি একটু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তামাসা কোর্‌চি বোল্‌চো, ইন্দু।" তারপর দার্শনিক সস্নেহে ইন্দিরার

মুখ হইতে তাহার হাত দুইখানি সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "কখনো কি তোমার সঙ্গে তামাসা কোরেচি, ইন্দু? দেখ্‌লাম তুমি অজ্ঞান হবার যো হোয়েচো; তাই ও কথা বোলেচি: এতে যদি কোন অন্যায় হোয়ে থাকে তাহ'লে মনে কিছু কোরো না, কেমন?" দার্শনিক আদর করিয়া ইন্দিরার পিঠ-ভরা লম্বা লম্বা কেশরাশিতে মৃদু চাপ দিতে দিতে কহিলেন, "হয়ত যে সময়ে আর যে অবস্থায় তোমাকে কথাটা বোলেছিলাম তখন তা' তামাসার মতই শুনিয়েছিলো; কিন্তু তাই বোলে সত্যিই কি আমি তোমার সঙ্গে তামাসা কোর্‌তে পারি?"

দার্শনিক কি বলিতেছেন, কি না বলিতেছেন, সে দিকে ইন্দিরার খেয়াল ছিল না; খবরের কাগজের কথাগুলিই তখন তাহার হৃদয়ে বিষম খোঁচাখুচি সুরু করিয়া তাহাকে বিশেষ যাতনা দিতেছিল. তাহার অতুল্য সুন্দর মুখখানি ভয়ে ও দুঃখে শুকাইয়া গিয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল. সে অশ্রুভরা চোখ দুইটি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজখানি টানিয়া লইল; দার্শনিকের সুমুখে ধরিয়া তাহার কয়েকটি লাইনের তলায় আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "এ সব লাইনের মানে কি?" বলিতে বলিতেই ইন্দিরার দুই চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া উঠিল, আর তাহা এক এক ফোঁটা করিয়া টপ টপ্ শব্দে খবরের কাগজের উপর পড়িতে লাগিল। ইন্দিরার চোখ দুইটি দার্শনিক কাপড়ের আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "কেন কাঁদচো, ইন্দু?"

ইন্দিরার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, কহিল, "কাঁদবো না? তুমি বোল্‌চো কি?"

দার্শনিক দুই হাত বাড়াইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি টানিয়া আনিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আমি বোল্‌চি ভালোই,

কেঁদে তো কোনো লাভ নেই, ইন্দু; ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল হও; আর কায়, মন ও বাক্যে তাঁর উপাসনা করো; তাহ'লেই তিনি আমাদিকে বিপদ হোতে মুক্ত কোরে দেবেন। তুমি স্থির জেনো, ইন্দু—।" দার্শনিক তাহার ডান গালখানি ইন্দিরার বাঁ গালখানির উপর রাখিয়া একটু চাপ দিয়া কহিলেন, "স্থির জেনো, ইন্দু, সুখ বা দুঃখ পরমেশ্বরেরই বিধান; আপাত দৃষ্টিতে যা' অতি বড় দুঃখ বোলে মনে হয় সেই পরম-করুণের অনুগ্রহ থাক্‌লে, এই দুঃখের ভেতরেই সুখ লুকিয়ে থাক্‌তে পারে: তা' ছাড়া স্মরণ রেখো, বিপদ-আপদ ভয়াবহ তরঙ্গের মত বটে, কিন্তু একনিষ্ঠ আন্তরিক উপাসনা সেই তরঙ্গে হালের মত, মন-প্রাণ দিয়ে ভগবানের উপাসনা কোর্‌তে পারলে, তার ফলে দুঃখও সুখে পরিণত হয়। মৃত্যুকে ভয় করবার কিছুই নেই; মৃত্যুই তো আমাদিকে পরমেশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, তাঁর কাছে যাওয়ার মানেই অনন্ত জীবন লাভ করা, আর অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া। আর এক কথা শুনে রাখো, ইন্দু; পরমেশ্বর তোমাকে খুবই ভালবাসেন; তুমি তো জানো, বিয়ে কোর্‌তে আমি মোটেই রাজী ছিলাম না। কিন্তু তিনিই তোমার সঙ্গে বিয়ে কোর্‌তে আমাকে পরামর্শ দিয়েচেন।"

ইন্দিরা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তিনি কে? পরমেশ্বর?"

দার্শনিক সস্নেহে ইন্দিরার অধরখানি অঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ, তিনিই!"

ইন্দিরা সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি কি পরমেশ্বরের দেখা পেয়েচো?"

ইন্দিরার এ প্রশ্ন শুনিয়া দার্শনিক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, একটু ভাবিলেন: তারপর কহিলেন, "তোমার কি মনে হয়, ইন্দু?"

ইন্দিরা তাহার কোমল হাত দুইখানি দিয়া দার্শনিকের গলা বেষ্টন

করিয়া বলিল, "আমার মনে হয় তুমি পেয়েচো; তা' ছাড়া একটু আগেই যে কথা বোলেচো, তা' হোতে তো বেশই বুঝ্‌তে পারা যায় তুমি তাঁর দেখা পেয়েচো।"

শুনিয়া দার্শনিক একটু হাসিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

দার্শনিক যে পরমেশ্বরের দেখা পাইয়াছেন তাহা ইন্দিরা সম্যক বুঝিল।

হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে বিবরণ সে খবরের কাগজে পড়িয়াছিল, তাহার বিন্দু-বিসর্গও সে বিশ্বাস করে নাই; তবে দুষ্ট লোকে তাঁহাকে ইহার মধ্যে জড়াইয়াছে আর সেজন্য তাঁহাকে ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে, এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে---এই ভাবিয়াই ইন্দিরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল দার্শনিক পরমেশ্বরের দেখা পাইয়াছেন, তখন সে ভাবিতে লাগিল, "যিনি পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র; তাঁহাকে তিনিই তো রক্ষা করিবেন, তাঁহার জন্য ভয়-ভাবনা একেবারে মিথ্যা।" কাজেই বোম্বাই মেলের ব্যাপার লইয়া যে দুর্ভাবনা ইন্দিরার মনে পাকা ডেরা বাঁধিয়া বসবাস করিবার আয়োজন করিতেছিল ভিত্তি সমেৎ সে তাহা উপড়াইয়া ফেলিল। তাহার বিষাদ-মলিন মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "বোল্‌চো তো, ভগবান্ আমার সঙ্গে বিয়ে কোর্‌তে তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন; সে সময়ে তিনি মুখে আমার নাম উচ্চারণ কোরেছিলেন?"

দার্শনিক সাদরে ইন্দিরার ডান গালখানি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "কোরেছিলেন বৈ কি; তুমি যে তাঁর পরম স্নেহের পাত্রী।"

"আহা! আহা! এত করুণা!" বলিতে বলিতেই ইন্দিরার চোখ আনন্দের অশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, আর তাহার ভিতরে পুলকের

প্রবাহ ছুটিতে লাগিল ; সেই আনন্দ ভাল ভাবে উপভোগ করিবার জন্য সে চোখ বুজিল : তাহার নিমীলিত চোখের পাতার ফাঁক দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু তাহার দুই গাল বাহিয়া ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল। তাহাকে তন্ময় হইয়া থাকিতে দেখিয়া দার্শনিক ডাকিলেন, "ইন্দু।"

ইন্দিরা চোখ মেলিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "কি বলো।"

মুখে হাসি, চোখে জল—এ বড় অপূর্ব্ব দৃশ্য ; এ অবস্থায় ইন্দিরাকে বড় চমৎকার দেখাইতেছিল ; তাহার রক্তাভ গালদুইখানির উপর শুভ্র অশ্রুবিন্দু সদা-বিকশিত গোলাপের পাঁপড়ির উপর শিশির-কণার মত শোভা পাইতেছিল। দার্শনিক কহিলেন, "ভগবানে তোমার অগাধ অটল ভক্তি, নয় কি ?"

দার্শনিকের প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দিরার মুখখানি লজ্জায় লাল লইয়া উঠিল ; সে তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচল দিয়া তাহার মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল। দার্শনিক বস্ত্রাঞ্চল সরাইয়া মুখ খুলিয়া দিতেই ইন্দিরা বলিল, "তেমন ভক্তি থাক্‌লে তো ভাল হোতো ; তাহ'লে তো তাঁর দেখাই পেতাম ; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তো তাঁর দেখা পাই নি, 'দেখা দাও—দেখা দাও' ব'লে কত কেঁদেচি, না ঘুমিয়ে কত রাত্রি জেগে কাটিয়েচি, কিন্তু কৈ, তাঁর দেখা তো আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। তেমন ভক্তি যদি থাক্‌তো, তাহ'লে তো তাঁর দেখা পেতাম। নেই বোলেই পাই নি।" ইন্দিরা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু থামিল ; একটু পরে দার্শনিকের ডান হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কহিল, "আচ্ছা, সত্যি কোরে বল তো, কি কোর্‌লে ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যায়।"

দার্শনিক এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

ইন্দিরা তাঁহার হাত ছাড়িয়া দুই হাত বাড়াইয়া দার্শনিকের মুখখানি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, হাস্‌লে চোল্‌বে না, তোমাকে

বোল্‌তেই হবে ; নইলে ছাড়্‌বো না. তুমি জানো ব'লেই তোমাকে জিজ্ঞেস্ কোর্‌চি।"

"আমি অতি নগণ্য লোক ; আমাকে কেন তুমি একথা জিজ্ঞেস্ কোর্‌চো, ইন্দু ?" বলা বাহুল্য, ভগবানকে পাইবার জন্য ইন্দিরার আগ্রহ কতটা দার্শনিক তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন।

ইন্দিরা দার্শনিকের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে ভাঁড়াবার চেষ্টা কোরো না. বোল্‌বে তো বলো, নইলে আমি তোমার পা জড়িয়ে ধোরে এইভাবেই পোড়ে থাক্‌বো : তখন বঝ্‌তে পার্‌বে মজাটা"।

তাহার রকম দেখিয়া দার্শনিক একটু হাসিলেন ; কহিলেন, "কেন এমন কোর্‌চো, ইন্দু ? ওঠো।"

ইন্দিরা দৃঢ়ভাবে মাথা নড়াইয়া বলিল, "কিছুতেই না—কিছুতেই না।" বাগাইয়া আরও জোর করিয়া তাঁহার পা দুইখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বোল্‌বে তো বলো : নইলে আমি উঠ্‌বো না। ভগবান্‌কে দেখ্‌বার জন্যে আমি পাগল হ'য়ে গেছি. এর জন্যে কত কেঁদেচি, কত প্রার্থনা কোরেচি, কত উপোস কোরেচি! তবু তাঁর দেখা পাইনি ; তুমি যখন জানো, তখন তোমাকে বোল্‌তেই হবে. কি কোর্‌লে তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর যদি না বলো, তাহ'লে এমন জোরে তোমার পা আঁকড়িয়ে ধোর্‌বো যে, তোমার পা ভেঙে যাবে। খোঁড়া হ'লে টের্‌টা ভালোই পাবে।"

দার্শনিক মনে মনে ভাবিলেন, "ইন্দু ভগবানকে পাবার জন্যে পাগল ; এর থেকে গর্ব্বের বস্তু আর কি হ'তে পারে ?" আনন্দের অশ্রুতে তাঁহার নয়ন-পল্লব ভিজিয়া গেল , তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরম স্নেহে ইন্দিরার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঠো ; শোনো, ইন্দু, কি কোর্‌লে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।"

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি তাহার পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "বলো ?"

দার্শনিক কহিলেন, "তুমি যে ভাবে ভগবানের জন্যে কাঁদচো, ঐ ভাবে কাঁদতে কাঁদতেই তাকে পাওয়া যাবে ; তবে অনুরাগের মাত্রা আরও বাড়ানো দরকার। তুমি তো জানো, ইন্দু, নাক-মুখ টিপে ধরাতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হোলে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে মানুষের ভেতরটা ধড়ফড় কোরতে থাকে—তেমনি ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাবার জন্যে অনুরাগে ভক্তের হৃদয়খানা যখন সেইভাবে ধড়্‌ফড়্‌ কোরতে থাকবে, তখন সে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাবে।"

ইন্দিরা ভক্তিভরে দার্শনিকের পায়ের ধূলা লইয়া মুখে মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "ঠিক বোলেচো—ঠিক বোলেচো, এমন না হোলে ভগবানকে পাওয়া যেতে পারে না।" ইন্দিরা দার্শনিকের দুই কাঁধের উপর হাত দুইখানি রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, সত্যি কোরে বল তো আমি ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাবো কি না, যদি না পাই, তাহ'লে তো জীবন বৃথা হোয়ে গেল।" বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দুইটি বিষাদের অশ্রুতে ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল।

দার্শনিক তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন, "বৃথা কেন হবে, ইন্দু ? তুমি প্রাণ কাঁদিয়ে যে ভাবে তাকে-ডাকচো, ঐ ভাবে ডাকতে ডাকতেই তো তাকে পাবে। অনুরাগ-ভরা চোখের জলেই যে ভগবানের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, ভক্তের ভক্তি-ভরা অশ্রুর যে ঢেউ, ভগবান্‌ সেই ঢেউয়ে সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে এসে, তার কাছে ধরা দেন। তিনি যে ভালবাসার বন্দী।"

"তাহ'লে তাকে পাবো ?"

"যদি অনুরাগ বাড়িয়ে, তার পায়ে মন-প্রাণ সঁপে, তাকে পাবার জন্যে প্রাণ ভ'রে কাঁদতে পারো, তাহ'লে তাকে নিশ্চয়ই পাবে।"

ইন্দিরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সোৎসাহে কহিল, "পাবো-পাবো?" দার্শনিকের সুমুখে মাথা পাতিয়া বলিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদ করো, তুমি আশীর্ব্বাদ কোর্‌লে আমি নিশ্চয়ই পাবো।"

"আশীর্ব্বাদে তো তাঁকে পাওয়া যায় না, ইন্দু; পাওয়া যায় অনুরাগে।"

"তা' হোক্, তা' হোক্; আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তুমি আশীর্ব্বাদ কোর্‌লে আমি নিশ্চয়ই পাবো।"

"তা' যদি হয়, বেশ, এই আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লাম্।" এই বলিয়া দার্শনিক তাঁহার ডান হাতখানি দিয়া ইন্দিরার মাথা স্পর্শ করিয়া মনে মনে বিড়্‌বিড়্ করিয়া কত কি কহিতে লাগিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ করা শেষ হইলে ইন্দিরা তাহার ভক্তি-ভরা চোখ দুইটির সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি দার্শনিকের মুখখানির উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "যাক্, এইবার বাঁচা গেল; ভগবান্‌কে যে দেখ্‌তে পাবো সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হোলাম্।"

"নিঃসন্দেহ হোলে! কেমন কোরে হ'লে, ইন্দু?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, হ'লাম; কেন হব না বল তো? তোমার স্নেহাশীষ পেলাম; এর বেশী আর আমি চাই কি? এই পাওয়াটাই যে সব চেয়ে বড় পাওয়া; প্রকৃত ভক্তের আশীর্ব্বাদ এ জগতে পায় ক'জন? আমার ভাগ্য খুব ভাল তাই পেয়েচি; ভক্ত আর ভগবান্ যে একই।"

দার্শনিক জিব্ কাটিয়া কহিলেন, "ছি! ইন্দু, ও কথা মুখেও এনো না।" তারপর অপরাধ কাটাইবার জন্য দুই হাত যোড় করিয়া বার বার কপালে ঠেকাইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "অপরাধ নিও না, প্রভু।"

যখন ইন্দিরা আর দার্শনিকের মধ্যে এইভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল,

তখন সমীর আসিয়া খবর দিল, "গভর্ণর সাহেবের বিশেষ দরকার আছে ; তাই তিনি তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েচেন্।" এই কথা শুনিয়া দার্শনিক ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

* * * *

মহামান্য গভর্ণর সাহেব প্রত্যহই খবরের কাগজ পড়িতেন। সেদিন একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্র পড়িতে পড়িতে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, দার্শনিককে হত্যাকারী হিসাবে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না ; তিনি একেবারে গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "একি কাণ্ড! এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! নিশ্চয়ই কতকগুলো গাঁজাখোরের কাজ!" গভর্ণর সাহেবের স্থির বিশ্বাস ছিল, মহাপ্রাণ যীশু যেমন প্রেমের অবতার, দার্শনিকও ঠিক তেমনিই অবতার। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া খবরের কাগজখানা কাগজ-ফেলার জায়গায় (waste paper basketএ) ফেলিয়া দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "দার্শনিক হত্যা করেচেন! এ কখনই হ'তে পারে না ; যাই হোক্, দার্শনিককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোরে এনে একবার জিজ্ঞেস কোরে দেখি, ব্যাপারটা কি।" এই জন্যই লাট বাহাদুর দার্শনিককে তাঁহার বাড়ীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যখন দার্শনিককে লইয়া গাড়ীখানি ফিরিল, তখন তিনি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এসেচো, বাবা? এস, এস ; তোমাকে দেখে আমি ভারি খুসি হ'য়েচি।"

দার্শনিক গাড়ী হইতে নামিলে গভর্ণর সাহেব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। বহু প্রকারের আলাপ-আলোচনার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের খবরের কাগজ পড়েচ, বাবাজী?"

দার্শনিক জবাব দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

গভর্ণর সাহেব রাগে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "দেখেচো কতক-গুলো ইতর লোকের বেয়াদবি? তা'রা তোমার মত একজন নিরীহ লোকের ঘাড়ে হত্যা করার অপরাধ চাপিয়েচে! যা'রা একাজ করেচে, ধোরতে পারলে তা'দিকে চাব্‌কিয়ে লাল কোরে দেওয়া হবে।"

দার্শনিক কহিলেন, "বুঝ্‌তে পেরেচি আপনি কি বোল্‌চেন; কিন্তু একজন ভদ্রলোক যে ট্রেণ হ'তে পড়ে গেছেন তা' সত্যি।"

"সত্যি? তা'হলে বল তো বাবা, ব্যাপারটা কি। বোধ করি, তুমি আদ্য-অন্ত সবই জানো!"

"সবটা জানি নে; খানিকটা জানি, যেটুকু জানি, তা'ও আবার বলা সঙ্গত হবে না।"

"কেন, বাবাজী? বোল্‌তে আপত্তি কি?"

"আপত্তি এই, যা' জানি, সেটি হোলো অপ্রিয় সত্য; অপ্রিয় সত্য না বলাই ভাল।"

"তুমি বলো বা না বলো, ব্যাপারটা যে কি, আমি কতকটা আন্দাজ কোরে নিয়েচি; আমার ধারণা, তুমি জান, হত্যাকারী কে। কিন্তু তুমি তা' বোল্‌তে রাজী নও।

দার্শনিক চুপ করিয়া রহিলেন। গভর্ণর সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি জেনো, বাবাজী, লোকে যে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে তা' আমি হ'তে দিচ্চি নে, আর এ কথাও স্মরণ রেখো, প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার না করা পর্য্যন্ত এ ব্যাপারের কোন বিচারই হ'তে দেবো না।"

"কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যখন অকাট্য প্রমাণ দেখান হবে, তখন আপনি কি করবেন? অকাট্য প্রমাণ দেখান সত্ত্বেও যদি বিচার মুলতবি

রাখা হয়, তাহ'লে লোকে যে আপনাকে নিন্দে কর্‌বে; এতে আপনার নিষ্কলঙ্ক নামে কালী পড়্‌বে। আপনি তো জানেন, সামান্য কলঙ্কেই গৌরব নষ্ট হয়। আমি আপনার সন্তান; কাজেই, আপনার সে কলঙ্ক সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে; সে জন্যে বল্‌চি, এ ব্যাপারে বিচার মুলতবি রাখা সঙ্গত হবে না।"

"মুলতবি রাখ্‌বো তো নিশ্চয়ই।" এই বলিয়া গভর্ণর সাহেব বাম হাত দিয়া দার্শনিকের গলা জড়াইয়া ধরিলেন; তারপর সস্নেহে তাঁহার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি জানো, বাবাজী, যে আমি প্রাদেশিক শাসন-বিভাগের কর্ত্তা; কাজেই, ইচ্ছে কর্‌লেই আমি এ ক্ষেত্রে বিচার স্থগিত রাখ্‌তে পারি; আর দেখ্‌তে পাচ্চি, যদি এই ব্যাপারে সুবিচার কর্‌তে হয়, তাহ'লে বিচার স্থগিত রাখ্‌তেই হবে; কারণ তোমার মত একজন নিরপরাধ লোককে দোষী সাব্যস্ত ক'রে তো আর শাস্তি দিতে পারা যায় না। তুমি তো জানো, বাবা, যে দোষী নয়, তাকে শাস্তির হাত হ'তে বাঁচানোই হোলো যোগ্য বিচারকের কাজ। আমার একটি কথা মনে রেখো, বাবা; সেটি এই—মহৎ পুত্রের পিতা হওয়া হোলো অতিশয় গৌরবের জিনিস। যখন বহু লোকে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তোমার অজস্র প্রশংসা কর্‌তে থাকে, তখন সত্যিই আমার মনে হয়, আমি পরম আনন্দ আর চরম গৌরব উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে যেন স্বর্গে যাচ্চি। আমি তোমাকে যে আমার বড় ছেলে ব'লে মনে করি তা' তো তুমি জানো; কাজেই বোল্‌চি, আমি অনায়াসেই আমার জীবন দিতে পারি, কিন্তু তোমার মত গুণের ছেলেকে চিরতরে বিদায় দিতে পারি নে।" বলিতে বলিতে গভর্ণর সাহেবের চোখে জল আসিয়া পড়িল; তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কতকগুলো লোক হিংসার বশে তোমার বিরুদ্ধে এই কাজ করেচে; আমি যা' বোল্‌চি

তা' ঠিক কি বেঠিক, তা' অন্য অন্য লোকের মত নিয়ে যাচাই কোরো; তাহ'লেই দেখতে পাবে, তা'রা আমার সঙ্গে একেবারে একমত।"

"আমারও আপনার কাছে বিনীত নিবেদন এই—আমি অনায়াসেই নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু আপনার সুনাম-সুখ্যাতিতে যদি অণুমাত্র কালিমা পড়ে, তা'হলে তা' আমি সহ্য করতে পারবো না।"

দুইজনের কথা-বার্ত্তা শেষ হইলে, দার্শনিক বাড়ী ফিরিলেন।

* * * * *

আঙুলের টিপ পরীক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একজন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মৃত ব্যক্তির সার্টের কলারের উপর আঙুলের যে চিহ্ন আছে, তাহা দার্শনিকের আঙুলের চিহ্নের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। কাজেই, তিনি যাহা স্বচক্ষে দেখিলেন, তাহাই তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। হাতের চিহ্ন এই ভাবে মিলিয়া যাওয়াতে দার্শনিককেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করা হইল; কিন্তু বিচারের দিনে বিচারকদের মহলে এক মহা গোলযোগ বাধিয়া গেল। হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ একবাক্যে কহিলেন, "আমরা সকলেই দার্শনিককে প্রেমের অবতার ব'লে জানি; কাজেই তিনি কোন অবস্থাতেই যে নরহত্যা কোরতে পারেন, একথা আমরা বিশ্বাস করি নে; আর ইহাও স্বীকার্য্য যে ভালবাসা গঠনশীল, ধ্বংসকারী নয়। সেজন্যে আমরা অসঙ্কোচে বোলতে পারি, নরহত্যা করা প্রেমময় যীশুর পক্ষে যেমন অসম্ভব, দার্শনিকের পক্ষেও ঠিক তেমনি অসম্ভব। যদি আমাদের বিবেক ও বিবেচনার বিরুদ্ধে আমাদের ওপর এই ব্যাপার বিচার করার ভার দেওয়া হয়, তাহ'লে আমরা পদত্যাগ কোরতে বাধ্য হব।"

বিচারকদের ঐ কথা শুনিয়া মহামান্য প্রধান বিচারপতি মহাশয় মহা

মুস্কিলে পড়িলেন। এখানে বলা আবশ্যক প্রধান বিচারপতিই দার্শনিকের শ্বশুর, আর ইন্দিরা ছাড়া তাঁহার আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। কাজেই, অবস্থার গতিকে যখন দার্শনিকের বিচারের ভার তাঁহার উপরে পড়িল, তখন তাঁহার মনের অবস্থা যে কি তাহা তিনিই বুঝতে পার্‌লেন, আর বুঝতে পার্‌লেন ভগবান। একদিকে অপার অতল পুত্রস্নেহ তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়া অন্তরে অন্তরে বিচারে বাধা দিতে লাগিল, আবার অপর দিকে বিচক্ষণ আইনজ্ঞের নিরপেক্ষ বিচারের স্বাভাবিক তৃষ্ণা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বিড়ম্বিত করিতে লাগিল। শেষে স্নেহজ সব দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর কহিলেন, "কিছু আগেই হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ বলেচেন, 'নরহত্যা প্রেমময় যীশুর পক্ষে যেমন অসম্ভব, দার্শনিকের পক্ষেও ঠিক তেমনি অসম্ভব।' তাঁহাদের এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি; তা' ছাড়া আরও বোল্‌তে চাই, বর্ত্তমান ব্যাপারে যাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েচে, তাঁর চরিত্র এমনি নিষ্পাপ, এমনি নিষ্কলঙ্ক, আর এমনি নির্দ্দোষ যে হত্যা করা তো দূরের কথা কোন অতি লঘু অন্যায় কাজ করাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে, তা' অকাট্য ব'লেই মনে হচ্চে; সেজন্যে আইনের মর্য্যাদা রক্ষার্থে তাঁর প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেওয়া হোলো।"

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা জারী করার পর গভীর দুঃখের তীব্র অনুভূতিতে তিনি এত অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি হতাশ ভাবে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "পুত্রের প্রতি পিতা যে নির্দ্দয়তা দেখাতে পারেন, বোধ করি, আমি তার চরম-পন্থী হিসেবে জগতের কাছে বিবেচিত হবো।" এই বলিতে বলিতেই তিনি

বিচারের ঘরেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তখন মহামান্য বিচারপতি-গণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দার্শনিকের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য বিচারপতিগণ ও আইন-ব্যবসায়ীগণ গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যে বিচার করা হয়েচে, তা' ঘোর অবিচার ছাড়া আর কিছুই নয়; আজ জগতের যে ক্ষতি হোলো, বোধ করি, এমন ক্ষতি আর কখনো হবে না, কারণ জগতে যিনি সব চেয়ে মহৎ লোক, আজ আমরা তাঁকেই হারাতে বসেচি।"

ঐ আজ্ঞা জারী হওয়ার সংবাদ পাইবামাত্রই গভর্ণর সাহেব হাই-কোর্টে দার্শনিককে দেখিতে আসিলেন। বলা বাহুল্য হাইকোর্টে বিচারপতিগণ জানিতেন যে গভর্ণর সাহেব দার্শনিককে নিজের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন। এই স্নেহকে উপলক্ষ করিয়া একজন প্রবীন বিচারপতি গভর্ণর সাহেবকে কহিলেন, "দার্শনিককে আপনি তো খুবই স্নেহ করেন।"

গভর্ণর সাহেব বলিলেন, "আপনি ঠিকই বলেচেন, মহামান্য বিচারপতি। আমি দার্শনিককে সত্যি সত্যিই অত্যন্ত স্নেহ করি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথাই বোল্‌ছিলাম।" তারপর বিচারপতি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার ধরণ-ধারণ হইতে গভর্ণর সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার আরও কিছু বক্তব্য আছে; কিন্তু যে কোন কারণে হউক তিনি তাহা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনি আরও কিছু বল্‌তে চান, কিন্তু তা' বোল্‌তে আপনি দ্বিধা বোধ কোর্‌চেন।"

"আপনি ঠিক কথাই বলেচেন্; কিন্তু আপনি আশ্বাস না দিলে তো সে কথা বোল্‌তে পারি নে।"

"যদি আপনার ইচ্ছে পূরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব না হয়, তাহ'লে আমি তা' মেটাতে নিশ্চয়ই চেষ্টা কোর্‌বো। আপনার কি ইচ্ছে এই-বার জিজ্ঞেস্ কোর্‌তে পারি কি ?"

বিচারপতি অসঙ্কোচে কহিলেন, "হাইকোর্টের বিচারপতিরা সকলেই মনে করেন, দার্শনিকের মত একজন মহামান্য লোককে হাজতে আট্‌কিয়ে রাখ্‌লে তাঁর আত্ম-সম্মান বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করা হবে ; কাজেই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছে এই যে, আপনি দয়া ক'রে তাঁকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সম্মানার্হ অতিথি হিসেবে সেখানে রেখে দিন্।"

"যে প্রস্তাবটি কোরেচেন্, তা' অতি সুন্দর। সব বিচারপতিই কি এতে রাজী হোয়েচেন ?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

বলা বাহুল্য, গভর্ণর সাহেব দার্শনিককে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

* * *

অবশেষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবার দিন আসিল ; সেদিন গভর্ণর সাহেব দার্শনিকের সহিত তাঁহার মা, স্ত্রী, ভাই, বোন ও অন্য অন্য আত্মীয়-স্বজনদের দেখা করার বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা আটটার সময় গভর্ণর সাহেব সোফারকে ডাকিয়া বলিলেন, "গাড়ী ঠিক ক'রো ; দার্শনিক তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে যাবেন।"

দার্শনিক বাড়ীতে আসিয়া মায়ের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মা মূর্ত্তিমান্ শোকের মত আসিয়া তাঁহার সুমুখে দাঁড়াইলেন, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না ; তাহার কারণ, দারুণ দুঃখের গভীরতায় তাঁহার বাক্‌শক্তি ডুবিয়া গিয়াছিল।

দার্শনিক মায়ের সুমুখে নতজানু হইয়া তাঁহার চরণ দুইখানি ভক্তি-

ভরে চুম্বন করিলেন; তারপর যেমন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। তাঁহার কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁহার ঠোঁট দুইখানি এমনিভাবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল যে, তিনি কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না; আর তাঁহার আপাদ-মস্তক তখন এমনি ভীষণ ভাবে কাঁপিতে লাগিল যে, তিনি আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেই দার্শনিক দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; দেখিলেন, তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি সুশীলের তত্ত্বাবধানে মাকে রাখিয়া, ইন্দিরার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সময় ছিল না বলিয়াই দার্শনিক ঐ ব্যবস্থা করিলেন; নহিলে তিনি নিজেই মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন।

শোকে ও দুঃখে ইন্দিরার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে ইন্দিরার রূপ স্বর্গের দেবীদের সৌন্দর্য্যকেও হার মানাইয়া দিত, আজ সে ইন্দিরা আর সেই অতুল-সৌন্দর্য্যময়ী ইন্দিরা নাই; অনিদ্রায় ও অনাহারে তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; মাথার কেশরাশি আলু-থালু; বহুদিন তাহাতে তেল-চিরুণী পড়ে নাই; কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুইটি লাল হইয়া গিয়াছে; এখনও তাহার নয়ন-পল্লব অশ্রু-সিক্ত হইয়া ভারী হইয়া রহিয়াছে; কিছু আগে সে যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিল তাহা শুকাইয়া যাওয়াতে তাহার গাল দুইখানিতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে।

ইন্দিরা দার্শনিককে দেখিবামাত্রই কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে অশ্রু-ভরা চোখ দুইটির করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; তারপর তাঁহার নিকটে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আসিতে পারিল না; সে পা বাড়াইবার চেষ্টা করিল, তবু তাহার পা উঠিল না; তাহার মনে হইল,

তাহার পা যেন মাটির ভিতর পুঁতিয়া গিয়াছে ; পরে প্রাণপণ চেষ্টার ফলে বহু কষ্টে ইন্দিরা দার্শনিকের দিকে দুই-এক পা আগাইয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার পরই তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দারুণ অবসাদে থর্ থর্ করিয়া এমনি সজোরে কাঁপিতে লাগিল যে, সে আরও একটু অগ্রসর হইয়া দার্শনিকের নিকট পৌঁছিতে পারিল না ; দার্শনিক তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইন্দিরা ভীষণ ভাবে পড়িয়া যাইবে, আর পড়িয়া গেলেই গুরুতর ভাবে আহত হইবে। তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "থাক্, থাক্, আমার কাছে আস্‌বার চেষ্টা কোরো না, ইন্দু ; আমিই তোমার কাছে যাচ্চি।" এই বলিয়া দার্শনিক শশব্যস্ত হইয়া আসিয়া পতনোন্মুখ ইন্দিরার হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিলেন। দার্শনিকের আসন্ন বিপদের দরুণ ভয়ে ও দুঃখে তাহার সর্ব্বশরীর এমনি অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল যে তিনি না ধরিলে, বোধ করি, ইন্দিরা সেইখানেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইত। ইন্দিরার হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলার পর দার্শনিক তাঁহার দুই হাত দিয়া ইন্দিরার মাথাটি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিলেন ; স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "ইন্দু"। সাড়া দিবার মত মনের অবস্থা ইন্দিরার নয় ; কাজেই সে দার্শনিকের বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দার্শনিক বাঁ হাত দিয়া ইন্দিরার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাত দিয়া নিজের বুক হইতে তাহার মুখখানি একটু তুলিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া, আবার স্নেহ-কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "ইন্দু।" তাঁহার ডাক শুনিয়া ইন্দিরা জবাবের ভঙ্গীতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না ; তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া দার্শনিক পুনরায় বলিলেন, "দেখ্‌চি তুমি ভারি কাতর হ'য়ে পড়েচ, ইন্দু। এরই মধ্যে এত অভিভূত হোয়ে পড়্‌লে—তুমি বাঁচ্‌বে কেমন কোরে ?" দার্শনিকের

শেষের বাক্যটি শুনিয়া ইন্দিরা বেদনা-ভরা চোখ দুইটির ব্যথিত দৃষ্টিতে দার্শনিকের মুখের দিকে চাহিল; রোদন-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "যা' হ'তে চলেচে, তা' হ'য়ে যাওয়ার পরও কি তুমি আমায় বাঁচ্‌তে বলো?" দার্শনিকের হাত দুইখানি নিজের মাথায় চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আশীর্ব্বাদ করো যেন আমি আজই তোমার যাওয়ার মিনিট কয়েক আগেই যেতে পারি। আর তোমার ঐ দেব-দুর্লভ সুন্দর মুখখানি দেখ্‌তে পাবো না; আর তোমার ঐ স্নেহ-কোমল কণ্ঠের 'ইন্দু' ডাকটা শুন্‌তে পাবো না; আর তোমার ঐ অমৃত-মধুর কণ্ঠের মনোমুগ্ধকর ভগবৎ-তত্ত্বের কথা শুনতে পাবো না; তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌বো? তা হবে না; তোমাকে হারিয়ে আর আমি বাঁচ্‌তে পার্‌বো না। উঃ ভগবান্!" বলিয়াই ইন্দিরা দার্শনিকের বুকের উপর মুখ রাখিয়া পূর্ব্বের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে ঘরের ঘড়িতে ঠং ঠং শব্দে নয়টা বাজিল। ইহা দেখিয়া ইন্দিরা কান্নার বেগ কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "ন'টা বেজে গেল; বোধ করি, তোমার দেরী কোরে দিলাম; তোমাকে দু'দণ্ড আট্‌কে রাখবো, সে অধিকারও আজ আমার নেই যে; আজ তো তুমি আমার নও, আজ যে তুমি আইন-আদালতের; আইন-আদালত আমার ওপর ডিগ্রীজারী ক'রে তোমাকে আমার হাত হ'তে কেড়ে নিয়েচে যে; উঃ আমি কি হতভাগিনী!" বলিয়াই ইন্দিরা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছু পরে কান্নার বেগ একটু কমিলে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে কতকটা সম্বরণ করিয়া লইল। তারপর তাহার দুইবাহুর সপ্রেম আকর্ষণে দার্শনিকের স্বভাব-সুন্দর মুখখানি নিজের দিকে একটু টানিয়া আনিয়া তাঁহার অধর-ওষ্ঠ ও গাল দুইখানি চুম্বন করিল। শেষে তাঁহার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া

প্রণাম করিল। প্রণাম করার পর আর মাথা তুলিল না। সেইভাবেই পড়িয়া থাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দার্শনিক নত হইয়া ইন্দিরার পিঠে হাত দিয়া ডাকিলেন, "ইন্দু, ওঠো।" ইন্দিরা উঠিল না বা কথাও কহিল না। দার্শনিক ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার ডাকিলেন, "ইন্দু ওঠো।" কিন্তু এইবার 'ওঠো' বলিয়াই দার্শনিক চমকাইয়া উঠিলেন, কারণ তিনি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, ইন্দিরার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্নাও বন্ধ হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। দার্শনিক তাহাকে দুই হাত দিয়া মাটি হইতে তুলিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, কারণ বিলম্ব হইয়া যাইতেছিল। ঘর হইতে বাহিরে আসিতেই দার্শনিক নমিতাকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়াই সে ভক্তিভরে দার্শনিককে প্রণাম করিল; কিন্তু প্রণাম করার পর সে আর উঠিল না, দার্শনিকের পায়ের উপর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া রহিল। দার্শনিক তাহাকেও শোয়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মনের অবস্থা তখন কেমন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি সুশীলের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমার তো সময় নেই, সুশু; কাজেই সংজ্ঞাহীনদের সেবা-শুশ্রূষা করার ভার তোমার ওপরে পড়লো; তা'দিকে দেখো, ভাই!"

সুশীল কোন কথাই বলিল না, শুধু সজল-করুণ চোখ দুটির সবিষাদ দৃষ্টি দার্শনিকের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অভিভূতের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকার পর তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দার্শনিক তাহার ডান হাত দিয়া তাহার দুই চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "কেঁদো না, ভাই;

আমার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কোরো। তুমি নিশ্চয় জেনো, সুশীল, আন্তরিক প্রার্থনা অসম্ভবকে সম্ভব কোরতে পারে।" একটু থামিয়া কহিলেন, "সমীর কোথায়? কৈ, তাকে তো দেখ্‌চি নে; সে কোথায়?

"তিনি যে কোথায় গেছেন তা' তো জানি নে, বড়দা। আজ তিন দিন হোলো তাঁর কোন সন্ধানই পাচ্চি নে। বোধ করি, মনের দুঃখে বাড়ী-ছাড়া হোয়ে পালিয়েচেন।" বলিয়াই সুশীল দাঁত দিয়া তাহার অধর প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া কান্নার বেগ সামলাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দার্শনিক তাহাকে সমীরের সম্বন্ধে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না; কহিলেন, "আর তো আমার সময় নেই, ভাই; এইবার আসি।" এই বলিয়া দার্শনিক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হত্যাকাণ্ডে যখন দার্শনিককে দোষী সাব্যস্ত করা হইল, তখন সমীর প্রথমে অতি বিস্ময়ে ও দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার এই ভাবটা কাটিয়া গেলে, সে নীহারকে কহিল, "দাদার মন কেমন তা' তো তুমি জানো, ভাই। যদি তাঁর পক্ষ সমর্থন কোর্‌বার জন্যে কোনো সুবিজ্ঞ উকিল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করি, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন; কাজেই দাদার সম্বন্ধে আমার এখন কি করা উচিত সে সম্বন্ধে আমি তোমার পরামর্শ চাচ্চি।"

নীহার কহিল, "এ সম্বন্ধে আমার মাথায় অতি সুন্দর একটি ফন্দি গজিয়েচে।"

সমীর বলিল, "ফন্দিটি কি শুন্‌তে পাবো কি?"

"পরে বোল্‌বো; এখন আমি যা বোল্‌বো তা' তোমাকে শুন্‌তে হবে। প্রথমেই বোলে রাখি, আমরা একজন পাকা শয়তানের সম্মুখীন হোতে চোলেচি। শারীরিক শক্তিতে সে আমাদিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে কাবেজ কোরে দিতে পারে।"

নীহার যাহা বলিল, সমীরের পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল, কারণ সে ছিল সে সময়ের সব কুস্তিগির পালোয়ানের থেকে বলশালী। কাজেই সে রাগে কপাল কোঁচ্‌কাইয়া বলিয়া উঠিল, "বলো কি? সে কি আমার চেয়েও বলশালী?" সমীর তাহার গায়ের কোট ও সার্ট খুলিয়া ফেলিয়া হার্‌কিউলিসের মত তাহার স্বাস্থ্যবান্‌ দেহখানি বাহির করিয়া নীহারের সুমুখে দাঁড়াইল। দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। নিকটেই একটি লোহার রড্‌ পড়িয়াছিল। সমীর সেইটি হাতে তুলিয়া লইল; তারপর অনায়াসেই সেটিকে পট্‌ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সমীর এইভাবে শারীরিক শক্তির পরিচয় দিলে নীহার একখানি মোটরে উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে সমীর ও মিহির তাহার পাশে দুইটি স্থান অধিকার করিয়া বসিল। মোটরে চড়িয়া তাহারা যে পর্য্যটনে বাহির হইল, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত বিপদ্‌-জনক। প্রত্যেকের কাছেই একটি করিয়া গুলি-ভরা রিভল্‌ভার ছিল। যখন গাড়ীখানি পুরা দমে চলিতে-ছিল, তখন নীহার সমীরকে বলিল, "শোনো, ভাই, আমরা অসিতের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি কোর্‌তে যাচ্চি। অসিতকে জানো তো? আমাদের দলের নেতা; কাজেই খুব সাবধানে আমাদিকে কাজ কোর্‌তে হবে।"

গাড়ীখানি একটি বনের সীমানায় পৌছিলে নীহার একটি গুপ্ত স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখিল। বনের কোন্‌খানে কি আছে তাহা সে ভাল ভাবেই জানিত। সমীর ও মিহিরকে একটি স্থানে লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া সে বলিল, "আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এইখানে থেকো।" চারি দিকে বার কতক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীচু স্বরে কহিল, "অসিত আর তার আড্ডার খবর সংগ্রহ কোর্‌তে চোল্‌লাম, ফির্‌তে হয়ত বিলম্ব হোতে পারে।" এই বলিয়া নীহার চলিয়া গেল।

এই বনের মাঝখানে একখানি পাকা বাড়ী ছিল। তাহাতে চারিখানি ঘর ও একখানি বড় হল্ ছিল। এই হল-ঘরের সংলগ্ন একখানি অন্ধকারময় ছোট ঘর ছিল। ইহাই হইল অসিতের আড্ডা। এই অন্ধকারময় ছোট ঘরখানির তলায় মাটির নীচে অতি ভয়ঙ্কর আড্ডাঘরটি। অসিতের একটি বালক ভৃত্য ছিল। নীহার দেখিল, সে আড্ডা হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। নীহার তাহাকে তাহার নিকট আসিতে ইশারা করিল। বালকটি নিকটে আসিলে সে তাহার হাতে একখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস কোর্‌বো; যদি তুমি তার যথাযথ উত্তর দাও তাহ'লে তোমাকে যত টাকা দিয়েচি, তার ডবল টাকা তোমাকে দেবো।"

বালকটি অসিতের উপর চটিয়া গিয়াছিল। কারণ বার বার চাওয়া সত্ত্বেও অসিত তাহার ছয় মাসের বাকী মাহিনা মিটাইয়া দেয় নাই। কাজেই ঐ প্রস্তাব করিবামাত্রই সে তাহাতে রাজী হইয়া গেল।

নীহার কহিল, "অসিত কোথায়?"

"আড্ডাঘরের ভেতর আছে।"

"শচীন সম্বন্ধে কিছু জানো?"

"জানি। আড্ডার মধ্যে বন্দীদের থাক্‌বার একটি ঘর আছে, সেই ঘরে তাঁকে আট্‌কে রাখা হোয়েচে; তাঁকে এই ঘরের বাইরে আস্‌তে দেওয়া হয় না; আর একজন ভদ্রলোককেও ঠিক ঐ ভাবেই রাখা হোয়েচে।"

"অসিত কখন আড্ডা হ'তে বেরিয়ে যাবে, জানো কি?"

"তা' তো আমি সঠিক বোল্‌তে পারি নে।"

"সে বেরিয়ে গেলে আমাকে খবর দিও, কেমন?"

নীহার বালকটিকে আরও একখানি দশ টাকার নোট দিল; কহিল "যে সব কথা তোমাকে জিজ্ঞেস কোর্‌লাম, সে সব কথা কোন মতে প্রকাশ করো না; তাহ'লে তোমাকে আমি আরও টাকা দেবো।" বক্তব্য শেষ হইলে নীহার বনের ভিতর প্রবেশ করিল, আর বালকটি আড্ডার দিকে চলিয়া গেল।

এখানে বলা আবশ্যক, অসিত আড্ডা হইতে বাহির হইয়া গেলে কাজের স্থবিধা হইবে এই আশায় সমীর, নীহার ও মিহিরকে দুই দিন ও দুই রাত্রি একটি ঝোপের ভিতর লুকাইয়া থাকিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে নীহার দেখিল, বালকটি ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। নীহার তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকট আসিতে ইশারা করিল। বালকটি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "খুব সাবধান! কর্ত্তা শীগ্রীই বেরিয়ে যাবেন।"

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে সমীর, নীহার ও মিহির দেখিতে পাইল, অসিত ও তাহার বালক-ভৃত্য একখানি মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। যখন গাড়ীখানি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, তখন তাহারা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আড্ডার দিকে চলিল। আড্ডার দরজা তালাবন্ধ ছিল। সমীর রিভল্‌ভার দিয়া গুলি করিয়া তালা ভাঙিয়া ফেলিল। তারপর তাহারা সকলেই আড্ডার ভিতর প্রবেশ করিল। হলের সংলগ্ন ছোট অন্ধকারময় ঘরের নিকট আসিয়া নীহার বলিল, "ইহারই নীচে আড্ডাঘর; আর একটি তালা ভাঙ্‌লে আড্ডাঘরের ভেতর ঢুক্‌তে পারা যাবে।" সমীর সে তালাটিও ভাঙিয়া ফেলিল। তাহার ভিতর ঢুকিয়া তাহারা দেখিতে পাইল, শচীনকে একটি কারা-কক্ষের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। শচীন যে কারা-কক্ষে বন্দী ছিল, তাহার পাশেই আর একটি কক্ষ ছিল। সেই স্থানে মধু নামে আর একজন

ভদ্রলোককে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সমীর এই দুইটি কারা-কক্ষের তালা ভাঙিয়া ফেলিতেই বন্দী দুইজন বাহির হইয়া আসিল। সমীর বলিল, "অনেক দিন হোলো তোমার দেখা পাই নি; তোমার কি হোয়েছিলো বলো তো, শচীন?"

"যদি দরকার মনে করি, সব কথা পরে বোল্‌বো; আমাদের হাতে এখন যে সময় আছে তা' অতি অল্প। আমি অসিতের কাছ হোতে শুনেচি, আমাদের আধ্যাত্মিক গুরুর ওপর যে দণ্ডাজ্ঞা জারী করা হোয়েচে, আজ হোলো তা' কার্য্যে পরিণত হবার দিন।" হাতের রিষ্ট-ওয়াচের দিকে চাহিয়া কহিল, "সে সময়েরও আর বেশী বিলম্ব নেই. যদি আরও দেরী করি, তাহ'লে আর তাঁকে বাঁচাতে পার্‌বো না। এখন বলো, সমীর, তুমি তোমার মোটর-কারখানি এনেচো কি না।"

সমীর সজোরে মাথার এক ঝাঁকানি দিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল,—"নিশ্‌-চয়—নিশ্‌-চয়।" একটু থামিয়া বলিল, "আমাদের হাতে যে সময় আছে, তা' যত অল্পই হোক্‌, তোমাকে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে; যদি আমরা এখানে এসে না পড়্‌তাম তাহ'লে কি তুমি এই ঘর হোতে বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌তে?"

"আলবৎ পারতাম।" এই বলিয়া শচীন সেই ঘরের কোন একটি গুপ্ত স্থান হইতে একটি গুলি-ভরা রিভলভার বাহির করিয়া সমীরকে দেখাইয়া কহিল, "দেখচো তো এই চীজখানি; এর সাহায্যে তালা ভেঙে আমি এখান হোতে বেরিয়ে পড়তাম্‌।" তারপর তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মোটরে উঠিল। সমীর ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে মোটর চালাইতে লাগিল।

* * * * *

যে দিন দার্শনিকের দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবার কথা, সেইদিন

সকাল হইতেই গভর্ণর সাহেবের মনে শান্তি ছিল না। ঐ সময় ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছিল, আর তাঁহার মন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। শেষে তিনি উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়িলেন।

কখনও তিনি ঘরের মেঝের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন, কখনও আসিয়া চেয়ারের উপর বসিলেন; আবার কখনও কাঁদিতে লাগিলেন; কখনও চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইতে আর মাত্র এক ঘণ্টা আছে। আবার তাঁহার চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল—এমন সময়ে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল:—

পরম পূজনীয়,

যদি আমাদিকে দয়া ক'রে আপনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেন, তাহ'লে আমি আমার পূজনীয় অগ্রজের (দার্শনিকের) নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে পারব। ইতি—

সমীর (দার্শনিকের ছোট ভাই)।

পত্রখানি পড়িয়াই গভর্ণর সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারীকে কহিলেন, "তাদিকে এখানে নিয়ে এস।"

মিনিট দুই পরে নীহার, মিহির, সমীর, শচীন ও মধু আসিয়া গভর্ণর সাহেবের সুমুখে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তোমরা দেখ্‌তে পাচ্চ আমাদের হাতে সময় আর নেই বোল্‌লেও চলে, কাজেই দার্শনিকের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করার জন্যে তোমাদের যা' যা' বোল্‌বার আছে, অতি সংক্ষেপে ও যত শীগ্রী পারো আমাকে সে সব বলো।"

দার্শনিকের বিরুদ্ধে অসিত যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, শচীন কেন

তাহাতে যোগ দিয়াছিল তাহা সে প্রথমে গভর্ণর সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিল। তারপর সে আবার বলিতে লাগিল, "বোধ করি আপনি জানেন, মহামান্য গভর্ণর সাহেব, যে 'ভয়ঙ্কর দশ দস্যু' নামে একটি ডাকাতের দল ছিল; অসিত তাহারই নেতা; আর সেইই এ ব্যাপারে প্রকৃত অপরাধী।"

শচীনের বলা শেষ হইলে মধু ট্রেণ হইতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সব গভর্ণর সাহেবকে শুনাইল। শুনিয়া গভর্ণর সাহেব কহিলেন, "সবই তো শুন্‌লাম; কিন্তু সার্টের কলারে বুড়ো আঙুলের যে দাগ পড়েছিল সে দাগ দার্শনিকের হাতের বুড়ো আঙুলের দাগের সঙ্গে মিল্‌লো কেমন কোরে?"

শচীন কহিল, "যখন অসিত মধুর গলা চেপে ধরেছিলো তখন সে হাতে দস্তানা পরেছিলো; সেই দস্তানায় দার্শনিকের বুড়ো আঙুলের দাগ ছিল।" শচীন তাহার পকেট হইতে এক যোড়া দস্তানা আর দরজার এক যোড়া হাতল বাহির করিল; গভর্ণর সাহেবের হাতে ঐ জিনিসগুলি দিয়া বলিল, "বোধ করি আপনি বুঝ্‌তে পার্‌চেন, মান্যবর গভর্ণর সাহেব, যে এই দস্তানা দুটির বুড়ো আঙুলের দাগ দার্শনিকের হাতের বুড়ো আঙুলের দাগের অনুযায়ী কোরে করানো হোয়েচে। ব্যাপারটা এই :—দার্শনিকের বাড়ীর দরজায় হাতল ছিল; এক রাত্রে অসিত এসে তাতে খানিকটা কালী লেপে দেয়; সেই রাত্রে হাঁসপাতাল হ'তে বাড়ী ফির্‌তে দার্শনিকের বিলম্ব হয়; হাত দিয়ে ঠেলে বাড়ী ঢুক্‌তে চেষ্টা কোর্‌তেই তাঁর হাতের বুড়ো আঙুলের দাগ ঐ হাতল দুটোর ওপর পড়ে যায়; সেই রাত্রেই সুযোগ পাবামাত্রই অসিত ঐ হাতলদুটি চুরি করে; আর ঐ দাগ অনুসারে দস্তানার বুড়ো আঙুলের দাগগুলি ফরমাস দিয়ে তৈরী করায়।

"এইবার বলি কেমন কোরে মৃত দেহটি রেলওয়ে লাইনের ওপর রাখা হোয়েছিলো। একটি রোগী মরে যায়; অসিত কোন একটা হাঁসপাতাল হোতে মড়াটি যোগাড় ক'রে আনে। যখন রেলওয়ে লাইনের পাশে রাস্তা দিয়ে আমি বোম্বাই মেলের সঙ্গে সমান বেগে মোটর চালাচ্ছিলাম, তখন ঐ মৃত দেহটি আমার মোটরের ভেতরেই ছিল; অসিতের কথামত আমি ঐ মৃতদেহটি রেলের লাইনের ওপর রেখে দিয়েছিলাম; কারণ মৃত দেহটি দেখ্‌লেই লোকের মনে হবে, যে লোকটিকে বোম্বাই মেল হ'তে ফেলে দেওয়া হোয়েচে, এটি তারই মৃতদেহ। এটিকে রেলওয়ে লাইনের ওপর রেখে দেওয়ার পর অসিতের কথামত মধুর সার্টটি আমিই ঐ মৃতদেহটির গায়ে পরিয়ে দিই। তারপর মধুকে নিয়ে আমি আড্ডায় চ'লে যাই।"

সব কথা শুনিয়া গভর্ণর সাহেবের দুই চোখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর মুখে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "সোফার, মোটর্ লে আও; হাম্ আভি বাহার যায়েঙ্গে।"

সোফার ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া লম্বা এক সেলাম ঠুকিয়া গভর্ণর সাহেবের সুমুখে দাঁড়াইল। তারপর সভয়ে কহিল, "গাড়ী এখানে আন্‌বো কি?"

শচীন ও মধুর সব কথা শুনিয়া গভর্ণর সাহেবের মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছিল; তাই তিনি বজ্র-গম্ভীর স্বরে আবার বলিলেন, "যাস্তি বাং য়াং বোলো, সোফার; আভি মোটর লে আও।"

গভর্ণর সাহেবের মোটর আনা হইলে তাঁহারা সকলেই মোটরে চড়িয়া জেলের দিকে চলিলেন।

* * * *

যখন ইন্দিরার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন সে ঘরের ঘড়ির দিকে

চাহিতেই দেখিতে পাইল, মিনিট কয়েক পরেই দার্শনিক ইহলোক ছাড়িয়া যাইবেন। দেখিয়া তাহার চোখে অশ্রুর বান ডাকিল; ইন্দিরা উঠিয়া দাঁড়াইল; ঘরের দোরের নিকট আসিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর নতজানু হইয়া হাত যোড় করিয়া কহিতে লাগিল, "আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে, ভগবান্, মৃত্যু চির-বিদায় কি সজোর পুনরাবির্ভাব; আর আমি এ কথাও বুঝতে পারছি নে, প্রভু, মৃত্যুর মানে ডুবে যাওয়া, কি ভেসে বেড়ানো; ডুবে যাওয়া, কি ভেসে বেড়ানো—বোঝা মুস্কিল হোলো এইখানে। মরে যাওয়াই কি ডুবে যাওয়া? আমার মনে হয়, তা' কখনই হোতে পারে না। মরে যাওয়া হোলো ভেসে বেড়ানো,—যারা অতি আপনার, নূতন জীবন লাভ ক'রে তাদের স্মৃতিতে গতায়ুর ভেসে বেড়ানোর নামই মৃত্যু। সে যা' হয় হোক্, মৃত্যুর মত অভিশাপ মানুষের আর নেই। তীব্র দুঃখের উগ্র বিষে মৃত্যু মানুষকে একেবারে জেরে ফেলে। উঃ! অসহ্য হোয়ে পোড়েচে, ভগবান্!" ইন্দিরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কান্না থামিলে সে আবার হাত যোড় করিয়া কহিতে লাগিল, "আমার স্বামীকে তুমি কেড়ে নিতে উদ্যত হোয়েচো, প্রভু; বেশ, তাঁকে নিতে ইচ্ছা করো, নাও; তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁকে নেবার আগে আমাকেও নিও; নইলে এ যাতনা আমি সহ্য কোরতে পারবো না, দীন-দয়াল।"

শেষের বাক্যটি উচ্চারণ করিতে না করিতেই ইন্দিরা তাহার সুমুখে একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক দেখিতে পাইল, আর তাহারই ভিতরে প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান্ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সে প্রথমে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল; অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেলে ইন্দিরা জল-ছল চক্ষে সর্ব্বশক্তিমানের দিকে চাহিয়া বলিল, "আহা! প্রভু,

আপনার এত দয়া—এত করুণা! বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম, তাই বুঝি কৃপা কোরে আমাকে দেখা দিতে এসেচেন?"

সর্ব্বশক্তিমানের অনির্ব্বচনীয় সুন্দর ঠোঁট দুইখানি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল। তিনি কহিলেন, "কৃপা তো নয়, তোমার ন্যায্য প্রাপ্য দিতে এসেচি।"

"আমার ন্যায্য প্রাপ্য!"

"হ্যাঁ, তোমার ন্যায্য প্রাপ্য; বিস্মিত হোচ্চো? কিন্তু বিস্মিত হবার তো কিছু নেই, এত দিন যে তুমি মন-প্রাণ দিয়ে আমার দেখা পাবার জন্যে ডাক্‌ছিলে, সে ডাকের কি কোন মূল্য নেই? তোমার প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ অন্তরখানির সেই আন্তরিক নিবেদন শুনে খুসি হোয়েই আমি তোমার সঙ্গে দার্শনিকের বিয়ের ব্যবস্থা কোরেচি। এই বিয়ের ফলে দার্শনিকের প্রতি তোমার অনুরাগ বেড়ে গেছে, আর এই অনুরাগের বশেই আজ তুমি আমার পরম ভক্ত দার্শনিকের এই বিপদের সময়ে কাতর হোয়ে ডাক্‌চো; তোমার ডাকে আমি তুষ্ট হ'য়েই দেখা দিতে এসেচি; কাজেই এই দেখা-পাওয়া তোমার ন্যায্য প্রাপ্য।"

"ডাকে তো আপনাকে অনেকে, কিন্তু আপনার দেখা পায় কয় জন? কাজেই আমি যে আজ আপনার দেখা পেয়েচি, এ আপনার কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়!"

"ডাকে অনেকে এ কথা সত্যি; কিন্তু ডাকের মত ডাক্‌তে পারে কয় জন? যারা পারে না, তারা আমার দেখা পায় না; যারা পারে, তারাই পায়। তুমি কায়, মন ও বাক্যে আমাকে ডাক্‌তে পেরেচো, কাজেই আমার দেখা পেয়েচো।"

এই সময়ে ঘরের ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ইন্দিরা দেখিতে পাইল দার্শনিক আর মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য ইহজগতে আছেন; দেখিয়া ইন্দিরার চোখ দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া

সর্ব্বশক্তিমান্ কহিলেন, "কাঁদ্‌চো কেন? চোখের জল মুছে ফেল। ঘড়িতে সময় দেখে মনে কোর্‌চো, দার্শনিক তো আর পাঁচ মিনিট বেঁচে থাক্‌বে। ও চিন্তাকে মনেও স্থান দিও না। আমি যার সহায়, তার জীবন নাশ করা অসম্ভব। কি দৈব কি মানবীয় এমন কোনো শক্তি নেই যা' আমার পরম ভক্ত দার্শনিকের জীবন এখন নাশ কোর্‌তে পারে। কাজেই তুমি কেঁদো না; প্রাণ ভ'রে আনন্দ কোর্‌তে থাকো।"

সর্ব্বশক্তিমানের কথা শুনিয়া আনন্দের যে অনুভূতি ইন্দিরার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সে মুখে কোন কথা বলিতে পারিল না, হাত বাড়াইয়া সর্ব্বশক্তিমানের চরণদুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দের অশ্রুতে তাহা ভিজাইয়া দিল। তিনি ইন্দিরার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, এইবার আমি আসি।" ইন্দিরা নতজানু হইয়া যোড়-হাতে কহিল, "প্রভু, আবার আপনার দেখা পাব তো?"

"নিশ্চয়ই পাবে; আজ রাত্রেই আমি আবার দেখা দেবো।" এই বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইলেন।

* * * * *

দার্শনিক প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ঠোঁট দুইখানিতে একটি অমিয়-মধুর হাসি লাগিয়াই রহিল।

যে লোকটি ফাঁসি দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে সেই দিন সকালেই কাজে ইস্তফা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল; কারণ দার্শনিকের মত মহৎ লোকের গলায় ফাঁসি দিতে সে মোটেই রাজী নয়। সে পদত্যাগের জন্য যে পত্র দিয়াছিল, তাহাতে লিখিয়াছিল, "যদি আমার এই পদত্যাগ অপরাধ ব'লে বিবেচিত হয়, আর যদি সেই অপরাধের জন্যে আমাকে

ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ কোর্‌তে হয় সেও আচ্ছা, তবু আমি দার্শনিকের মত মহৎ লোকের গলায় ফাঁস পরিয়ে দিতে পারবো না।"

ঘাতক তো ভাগিল; এখন ঘাতকের কাজ করিবে কে? এমন সময়ে অসিত আসিয়া হাজির; বোধ করি সে রগড় দেখিতে আসিয়াছিল। দার্শনিক মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিবেন ইহার চেয়েও বেশী আনন্দকর তাহার পক্ষে আর কি হইতে পারে? দার্শনিককে শেষ করা হইলে সে আড্ডায় ফিরিয়া যাইবে। তারপর সেখানে যে দুইটি লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে যমের বাড়ী রওনা করাইয়া দিবে। তাহাদিগকে যে শেষ করিয়া আসে নাই ইহা তাহার কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। অসিতের মনের ভাবটা এই—'ইহারা দুইজন তো হাতের পাঁচ; সময় মত তাদিকে পরপারে ঠেলিয়া দিলেই চলিবে; কাজেই দার্শনিকের মৃত্যুর মধুর দৃশ্যটা একটু উপভোগ করিয়া আসি।' এই ভাবিয়াই সে বধ্য ভূমিতে আসিয়াছিল। আসিয়া যখন শুনিল, ঘাতক নাই, তখন ভয়ে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিল, 'আজ যদি দার্শনিককে ফাঁসি দেওয়া না হয়, বলা যায় কি, দৈব দুর্ঘটনায় হয়ত ঐ ফাঁসি আমার ঘাড়েই পড়িতে পারে। কে কাঁচা প্রাণটা দিবে?' এই সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নিজেই সেই দিনের জন্য শুধু দার্শনিকের ব্যাপারে ঘাতকের কাজ করিতে চাহিল। অসিতের এই প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা অনুমোদিত হইলে সেইই ঘাতকের কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইল। সে দার্শনিকের গলায় ফাঁসিকাষ্ঠ পরাইয়া দিল। এখন কেবল দড়ি টানিবার অপেক্ষা। জজ সাহেব এখন তিন গণিলেই হইল। তাহা হইলেই সে দড়ি ধরিয়া টানিবে, আর দার্শনিক মরিয়া ভূত হইবেন।

প্রধান বিচারপতির পরিধানে বিষাদ-সূচক কাল পোষাক; মুখখানি

বিষাদে মলিন। তিনি আসিয়া অসীম স্নেহে দার্শনিকের মুখের দিকে একটি বার মাত্র চাহিলেন। তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। তিনি দারুণ দুঃখে মুখ ফিরাইয়া লইয়া গণিতে লাগিলেন, "এক—দুই—।" এমন সময়ে একজন আসিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা করুন, মহামান্য প্রধান বিচারপতি; দার্শনিক যে নির্দ্দোষ তা' আমি প্রমাণ কোর্‌তে পার্‌বো।" আগন্তুক শচীন। সে আসিয়া প্রধান বিচারপতির হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল :—

মহামান্য প্রধান বিচারপতি মহাশয় সমীপেষু—

মান্যবর মহাশয়,

মহাপ্রাণ দার্শনিক যে নির্দ্দোষ, এই পত্র-বাহক তা' প্রমাণ কোর্‌তে পার্‌বে। কাজেই আমার আন্তরিক অনুরোধ—আপনি দয়া কোরে মন দিয়ে তার কথা শুন্‌বেন।

দার্শনিকের নির্দ্দোষিতার অনুকূলে যাহা যাহা বলিবার ছিল শচীন সে সবই প্রধান বিচারপতিকে শুনাইল। তারপর দার্শনিককে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং অসিতকে গ্রেপ্তার করা হইল।

এখানে বলা আবশ্যক, হাইকোর্টের সব বিচারপতিই এই সময়ে জেলের প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য—জগতের সব চেয়ে মহৎ লোক, দার্শনিক পৃথিবী হইতে চির-বিদায় লইবেন, তাই তাঁহারা তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন; আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—দার্শনিক ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলে প্রধান বিচারপতি মহাশয় সংজ্ঞা-হীন হইয়া পড়িতে পারেন, সে সময়ে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করা দরকার, সেজন্যও তাঁহারা সেখানে আসিয়াছিলেন।

যখন বিচারপতিগণ শুনিলেন, দার্শনিক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আর অসিত অপরাধী, তখন তাঁহারা জেলের প্রাঙ্গণেই একটি বিশেষ বিচারসভা

আহ্বান করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

দণ্ডাজ্ঞা জারী হইবামাত্রই দেখা গেল, অসিতের জন্য দারুণ দুঃখে দার্শনিকের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছে, আর তাঁহার ঠোঁটদুইখানি কাঁপিতেছে। কম্পন একটু থামিলে তিনি কহিলেন, "মহামান্য বিচারপতি মহাশয়গণ, আপনাদের কাছে আমার সানুনয় প্রার্থনা আপনারা দয়া ক'রে আমার বন্ধু অসিতের ব্যাপারটা আর একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন।"

বিচারপতিগণ কহিলেন, "যদি আবার বিবেচনা কোর্‌তে হয়, তাহ'লে বোলে রাখি, পুর্ণবিবেচনার পর যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা. আরও গুরুতর হবে। আপনি জানেন, মহাপ্রাণ দার্শনিক, গুরুতর অপরাধের শাস্তিও গুরুতর। বর্ত্তমান অপরাধী যে দোষ কোরেচে তা' অতি গুরুতর; তার অপরাধের তুলনায় শাস্তি খুবই লঘু হয়েচে।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া দার্শনিকের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বিচারপতিগণের সুমুখে নতজানু হইয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "আমার ওপর একটু অনুগ্রহ আপনাদিগকে দেখাতেই হবে—আইনের চাপ একটু লঘু কোর্‌তেই হবে।"

"আপনি ভুলে যাচ্চেন, দার্শনিক, অপরাধের দাওয়াই শাস্তি।"

দার্শনিক চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "স্বীকার করি, আপনাদের কথা অতি সত্য; তবু—।" যে বিচারপতি এই বিচার-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, দার্শনিক তাঁহার হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, "তবু আমি আপনার কাছে সানুনয়ে প্রার্থনা কোর্‌চি, আইনের চাপ একটু লঘু করুন। যদি তা' করেন, তাহ'লে আমার বন্ধুকে একটি বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে। এই সুযোগে সে—।"

বিচারপতি দার্শনিকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "এই সুযোগে সে নিজের চরিত্র গঠন কোরে নিতে পারবে। আপনার বক্তব্য কি তা' আমরা বুঝতে পেরেচি। কিন্তু যেভাবের দৃষ্টান্তের কথা বোলচেন, তার একটা নজীর দেখাতে পারেন কি?"

এই কথা শুনিয়া অসিত সুমুখের দিকে দুই পা আগাইয়া আসিল; বিচারকগণের সামনে নতজানু হইয়া বলিল, "যদি আমাকে অনুমতি দেন, মহামান্য বিচারপতিগণ, আমি নজীর দেখাতে পারি।"

"তোমাকে অনুমতি দেওয়া হোলো; নজীর দেখাও।"

অসিত কহিল, "আমার এই ব্যাপারে যিনি অ্যাপ্রুভারের কাজ কোরচেন্ তাঁর জীবনের ইতিহাসটিই একটি অতি সুন্দর নজীর। অ্যাপ্রুভারের নাম শচীন; আমার নেতৃত্বে এক দল দস্যু ছিল; তার নাম 'ভয়াবহ দশ দস্যু'। শচীন প্রথমে এই দলের একজন প্রধান ডাকাত ছিল। কিন্তু আমি বোলতে গর্ব্ব অনুভব কোরচি, আমার আধ্যাত্মিক গুরু দার্শনিক তাকে প্রেমের অস্ত্র দিয়ে জয় কোরে আমার দল হোতে একেবারে ছিনিয়ে নিয়েচেন। সে দার্শনিকের প্রাণ-নাশের জন্যে বিশেষ চেষ্টা কোরেছিলো। দার্শনিক ভালবাসা দেখিয়ে তার ঐ কুপ্রবৃত্তিকে দমন কোরে ফেলেচেন; এখন সেই শচীন স্বেচ্ছায় দার্শনিকের পদানত ভৃত্য; আর বর্ত্তমান ব্যাপারে সে যে দার্শনিকের পক্ষ অবলম্বন কোরেচে এইই হোলো তার প্রমাণ, এবং এখন তাকে দেখে মনে হবে, এ শচীন যেন সে শচীন নয়। যদি আমার কথা বিশ্বাস কোরতে না চান্, মাননীয় বিচারপতিগণ, তা'হলে শচীনকেই জিজ্ঞেস করুন আমার কথা সত্যি কিনা।" শচীন অসিতের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। অসিত আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন সে এখানেই দাঁড়িয়ে রোয়েচে।"

শচীন অসিতের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, অসিত আবার

কহিতে লাগিল, "আমি এখন বেশ বুঝতে পারৃচি, মান্যবর বিচারক মহাশয়গণ, শয়তানীর প্রবৃত্তি এখন আর আমার মধ্যে নেই ; এখন তার জায়গায় দার্শনিকের অনুগ্রহে ভালবাসার বৃত্তি জেগে উঠেচে। এই ভালবাসা উপভোগ করা দরকার। উপভোগ কোরৃতে হ'লেই শাস্তি হোতে রেহাই পাওয়া প্রয়োজন ; কাজেই আমি সাস্থনয়ে প্রার্থনা কোরৃচি, আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন।"

বিচার-সভা হইতে এই রায় দেওয়া হইল :—"অপরাধী গুরুতর অপরাধ কোরেচে ; দোষের অনুযায়ী শাস্তি দিতে গেলে, তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হতেও গুরুতর শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু স্বার্থ-শূন্য দার্শনিকের আন্তরিক অনুরোধের জন্যে, অপরাধী অত্যন্ত অনুতপ্ত হওয়ার জন্যে আর তার প্রেম-দীনতার পথ অবলম্বন করার অঙ্গীকারের জন্যে তাকে ক্ষমা কোরে মুক্তি দেওয়া হোলো। আমরা আশা করি, মহাপ্রাণ দার্শনিক তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে অপরাধীর হৃদয়ে মহৎ ভাব জাগিয়ে দেবেন।"

দার্শনিক কহিলেন, "আমার মত একজন অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য লোকের অনুরোধ যে আপনারা রেখেচেন এজন্যে আমি আপনাদিগকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিচ্চি।"

বিচারকগণ অসিতকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, তবু অসিত বিপদের হাত হইতে রেহাই পাইল না। জেলের বাহিরে যে সকল লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যখন শুনিল অসিত ঘাতকের কাজ করিতে রাজী হইয়াছে, তখন হইতে তাহারা তাহার উপর চটিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর যখন সমীর অসিতের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিল, তখন তাহারা একেবারে 'মারমূর্ত্তি' হইয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ বলিল, "শূয়োরটা জেল হোতে একবার বেরিয়ে এলে হয় ; তার মুণ্ডু আমরা কচ্ কচ্

কোরে চিবিয়ে খাবো।” অসিত তাহাদের এই রাগের কথা জানিত না। কাজেই, সে জেল হইতে বাহির হইয়া, যেমন তাহার মোটর্ কারে উঠিতে গিয়াছে, অমনি সে শুনিতে পাইল, “এই যে,—এই যে শালা বেরিয়েচে! মার্ শালাকে, ধর্ শালাকে” ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিয়াই ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া জেলের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাকে হাঁপাইতে দেখিয়া দার্শনিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি? হাঁপাচ্চো কেন?”

অসিত কহিল, “জেলের বাইরে যে সব লোক আছে, তারা আমাকে তেড়ে মার্তে এসেছিলো; যে সব লাদ্না তুলেছিল, তার এক ঘা খেলেই আর দেখ্তে হোতো না, সোজা ধৰ্ম্মরাজের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হোতাম্; বাপ্‌রে! আমার ওপর তাদের কি রাগ!”

ব্যাপারটার আন্ত-অন্ত বুঝিতে দার্শনিকের আর বাকী রহিল না। জেলের ভিতরেই গভর্ণর সাহেব, কমিশনার সাহেব (সার্ টেলার্) ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব (মিঃ উইলসন্) তিন জনেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া জনতার উত্তেজিত ভাব থামাইয়া দিবার জন্য মিঃ উইল্‌সন্‌কে অনুরোধ করিলেন। মিঃ উইল্‌সন্ হাসিয়া জবাব দিলেন, “আগে রক্তারক্তি হোক্, দশ-বিশ জনের মাথা ফাটুক, ‘উঃ বাপ্‌রে, মরে গেছি রে,’ ব’লে চীৎকার করুক, তারপর তো ম্যাজিষ্ট্রেট্ যাবে। এখনও তেমন কিছু তো হয় নি। হ’লে ব্যবস্থা কর্‌বো।”

গুরুতর অপরাধ করা সত্বেও দার্শনিক যে অসিতকে শাস্তির হাত হ’তে বাঁচাইয়া দিলেন ইহাতে গভর্ণর সাহেব, কমিশনার সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—তিন জনেই মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাই দার্শনিকের উক্ত অনুরোধ শুনিয়া মিঃ উইল্‌সন্ ঐ উত্তর দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের জবাব শুনিয়া দার্শনিক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার

সাহায্য পাইবার আশা নাই। তখন তিনি জনতার উত্তেজিত ভাব থামাইবার জন্য সমীরের আনিত মোটর-কারের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হুডের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন :—

স্নেহের ভ্রাতৃ-বৃন্দ,

দেখ্‌ছি, এখন তোমরা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ কোরেচো। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমরা উত্তেজিত হোয়েচো; তোমাদের মুখের ভাব দেখেই আমি তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কারণ মুখের ভাবেরও একটা ভাষা আছে। সে ভাষা আমাদের অন্তরের বিদ্রোহ ব্যক্ত করে দেয়। মুখ মনের বার্ত্তাবহ। এ কথা বলা বাহুল্য, স্নেহের প্রিয়তমগণ, আমি তোমাদিকে নিজের ভাইয়ের মত দেখি, আর বরাবরই দেখ্‌বো। আমার মতে প্রকৃত সম্বন্ধ রক্তজ নয়; প্রকৃত সম্বন্ধ স্নেহজ; এ স্নেহ অন্তরের ভেতর প্রবাহিত হোতে থাকে। কিন্তু আমি দুঃখিত হোয়ে তোমাদিকে জানাচ্চি, তোমরা সেই স্নেহ, সেই ভালবাসাকে এখনকার মত তোমাদের অন্তর হোতে অন্তর কোরে দিয়েচো। তা'র প্রমাণ তোমাদের উত্তেজনা। উত্তেজনার জন্ম হ'লেই বুঝ্‌তে হবে ভালবাসার মৃত্যু হোয়েচে। উত্তেজনা বিষ-দাঁতের মত মারাত্মক; তার দংশনে ভালবাসার মৃত্যু অনিবার্য্য। উত্তেজনা যে শুধু ভালবাসাকেই মেরে ফেলে এমন হয়, মানুষের মনে যত যত সুভাব আছে সবগুলিই নাশ করে। কাজেই ভালবাসাকে বিসর্জ্জন দিয়ে উত্তেজনাকে আলিঙ্গন করা কখন উচিত নয়; বরং এর বিপরীতটিই আমাদের করা উচিত। তোমাদিকে আরও একটি কথা বলি, শোনো—ভালবাসা হোতে যে জয় লাভ করা হয়, তা' স্থায়ী (শ্রোতাগণের সহর্ষ করতালি); এখন বলো, কোন্‌টি তোমরা বেশী পছন্দ করো—ভালবাসা, না উত্তেজনা; নিশ্চয়ই ভালবাসা, নয় কি? কাজেই উত্তেজিত হওয়ার জন্যে কি ভুল করা হোয়েচে,

বোধ করি, তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চো (শ্রোতাগণের আত্ম-ধিক্কার)।

দার্শনিকের বক্তৃতা দেওয়া শেষ হইলে জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা আজ হ'তে উত্তেজনা ত্যাগ ক'রে আপনার ভালবাসার পথের পন্থী হোলাম।"

অসিত যখন দেখিল, জনতা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; তখন সে জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল,—

"প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

মহাপ্রাণ দার্শনিক আমাকে প্রেমের অস্ত্রে জয় কোরে, একেবারে কিনে ফেলেচেন; কাজেই আমার নিজের ওপর আমার আর কোন স্বত্ব নেই। শয়তানীর কুপ্রবৃত্তি হোতেই আমি শিখেচি, দোষ বা অপরাধ মানুষের জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা; এই শয়তানীর বশেই আমি দার্শনিকের কাছে একটি গুরুতর অপরাধ কোরে ফেলেচি, আর আমি বুঝতে পেরেচি সে অপরাধ মহাপ্রাণ দার্শনিকের কাছে মার্জ্জনীয় হোলেও তোমাদের কাছে অমার্জ্জনীয়, তবু—।" অসিত হাত যোড় করিয়া মিনতির স্বরে কহিল, "তবু আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা কোর্‌চি, তোমরা আমার দোষ ভুলে গিয়ে, আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা ত্রিগুণ দয়া; যে ক্ষমা করে, তার ভেতর দয়া প্রকাশ পায়; যাকে ক্ষমা করা হয় তার মধ্যেও দয়ার বিকাশ হয়; আর সেই সর্ব্ব-স্রষ্টা—যিনি মানুষের অন্তরে ক্ষমার সুবৃত্তি দান কোরেচেন—ক্ষমাতে তাঁর দয়াও প্রকাশ পায়।"

অসিতের কথা শুনিয়া জনতার সকলেই উচ্চকণ্ঠে কহিল, "তুমি দার্শনিকের, কাজেই আমাদেরও।"

দার্শনিকের প্রাণদণ্ড হইবার পরদিনের খবরের কাগজে নিম্ন-লিখিত সংবাদটি বাহির হইয়া গেল:—

"কুকর্ম্মই কুকর্ম্মীর কবর"

"শয়তানীর বশেই অসিত মহাপ্রাণ দার্শনিককে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু দার্শনিক তাঁহার ভালবাসার অস্ত্র দিয়া তাহার শয়তানীকে একেবারে খতম করিয়া দিয়াছেন।"

তারপর **বিশেষ বিচার-সভার** বিচার, অসিতের জীবন-নাশের জন্য উন্মত্ত জনতার প্রচেষ্টা আর তাহাদের সেই উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য দার্শনিকের বক্তৃতা—এই তিনটি সংবাদই খবরের কাগজে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

*   *   *   *   *

জেল হইতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই দার্শনিক সুমুখেই তাঁহার মাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আনন্দের হাসি আর ধরে না। দার্শনিক তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মা ডান হাতের আঙুল দিয়া তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহা মুখে ঠেকাইয়া কহিলেন, "লতু আর নমু তো তোমার সঙ্গে দেখা কোর্‌বার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেচে। কেবলই বোল্‌চে 'বাড়ী আস্‌তে বড়্‌দা এত দেরী কোর্‌চেন কেন, মা।' তুমি লোক পাঠিয়ে তাঁকে শীগ্রী বাড়ী আস্‌তে বোলে দাও।' আমি তাদিকে বুঝিয়ে বোললাম, 'তোরা ব্যস্ত হচ্চিস্‌ কেন, লতু-নমু; সে এখনই আস্‌বে।' তারা তা' মান্‌তে রাজী নয়। শেষে তারা আমাকে এমনি উত্ত্যক্ত কোরে তুল্‌ল যে আমি তাদের কাছ হোতে পালিয়ে আস্‌তে বাধ্য হোলাম্‌। যাও, বাবা, গিয়ে তাদের সঙ্গে আগে দেখা করো।"

"লতু এসে পড়েচে?"

"তোমার দুঃসংবাদের কথা সে প্রথমে জান্‌তে পারে নি; কারণ, এ খবর পেলে সে মর্ম্মাহত হ'য়ে পোড়্‌তো; এই জন্যে সুশীল তাকে এ

সম্বন্ধে কোন কথাই বোল্‌তো না—চেপে যেতো। যেমন খবর পেয়েচে, অমনি এখানে চ'লে এসেচে। যখন সে এখানে এলো তখন তার অবস্থা দেখে আমাদের ভয় হোতে লাগ্‌লো। দণ্ডে দণ্ডে অজ্ঞান হোয়ে পোড়্‌ছিলো, আর তার কথা কইবারও শক্তি ছিল না। তুমি ওকে কোলে-পিঠে কোরে মানুষ কোরেচো, সেজন্যে সে তোমাকে সত্যিই খুব ভক্তি করে।

যে ঘরে লতিকা ও নমিতা ছিল, দার্শনিক সেই ঘরে আসিয়া পালঙ্কের উপর বসিতেই তাহারা দুইজনে তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিল। তারপর তাহারা তাঁহার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার জুতা খুলিয়া দিতে লাগিল। দেখিয়া দার্শনিক সস্নেহে তাহাদের দুইজনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তোমরা কোর্‌চো কি, লতু-নমু?"

তাহারা দুইজনেই কহিল, "ঠিকই তো কর্‌চি, দাদা। এইভাবে সেবা কোর্‌তে পাবো, এ আশা কি আর ছিলো? ভগবান বড় সদয়, তাই পেয়েচি।" এই কথা বলিতে বলিতেই তাহাদের দুইজনের চোখ অশ্রুতে চক্‌চক্ করিতে লাগিল।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন মা দার্শনিককে কহিলেন, "শ্বশুর বাড়ীতে আজ তোমার নেমন্তন্ন আছে, বাবা; তোমার শ্বশুর ম'শায় স্বয়ং নেমন্তন্ন কোর্‌তে এসেছিলেন; কাজেই 'যেতে লজ্জা কর্‌চে' বোল্‌লে চোল্‌বে না; তোমাকে যেতেই হবে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "আর দেরী করো না, বাবা; এখনই যাও, নইলে রাত্রি হোয়ে যাবে। বউমাও তাঁর বাপের বাড়ী গেছেন। তোমার শ্বশুর ম'শায় বোলে গেছেন, প্রতিমা আর তার স্বামী তোমার সঙ্গে দেখা কোর্‌তে এসেচে। তুমি যাবে এই আশায় হয়ত তারা উৎসুক হোয়ে বোসে আছে। কাজেই তুমি যেতে দেরী কোরো না, বাবা; ওঠো!

হাঁ, ভাল কথা মনে পড়েচে। প্রতিমের কার সঙ্গে বিয়ে হোয়েচে তা' তো তুমি জানো, সমীরের সহপাঠী অনিলের সঙ্গে। অনিলকে তোমার মনে পড়ে তো? সে পূজোর সময় বহুবার সমীরের সঙ্গে আমাদের বাড়ী এসেছে, আর এলেই 'দাদা-দাদা' বোলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো।"

"অনিলকে আমার বেশ মনে আছে, মা; সমীর আমার যে বন্ধু, অনিলও তো আমার তাই। কাজেই তাকে কি আমি ভুল্‌তে পারি? ছেলেটি দেখ্‌তেও সুশ্রী-গৌরবর্ণ, আবার তার বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ। শুনেচি, সে বিলেত হোতে ব্যারিষ্টারী পাশ কোরে এসেচে।"

"কথায় কথায় রাত হোয়ে যাচ্চে, বাবা; এইবার তুমি ওঠো।"

মায়ের কথা শুনিয়া দার্শনিক উঠিলেন। তারপর শ্বশুর-বাড়ী যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; যখন দার্শনিক পথে চলিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকার একটি কক্ষে প্রতিমা ও অনিল বসিয়াছিল। একে প্রতিমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া উথ্‌লাইয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর বেশ-ভূষার বাহার করাতে তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল।

সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া অনিল কহিল, "কৈ দাদা (দার্শনিক) তো এলেন না, পিতু?"

"তাই তো দেখ্‌চি।"

অনিল প্রতিমার সুগোল ডান হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিল, "কেন এলেন না বোলতে পারো?"

প্রতিমা অনিলের মুখের পানে চাহিয়া জবাব দিল, "সঠিক বোল্‌তে পারি নে; তবে অনুমান হয়—তিনি লজ্জা কোরে আস্‌তে দেরী

কোর্‌চেন।" ঠিক এমনি সময়ে বারান্দার দিকে দৃষ্টি পড়াতে অনিল বলিয়া উঠিল, "এই যে দাদা এসেচেন!" এই বলিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দার্শনিককে প্রণাম করিল। দার্শনিক তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, অনিল।" তাহার চিবুকে হাত দিয়া কহিলেন, "বেশ ভাল আছ তো, ভাই?" অনিল প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রতিমা আসিয়া দার্শনিককে প্রণাম করিল। সে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র দার্শনিক তাহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "বেশ-ভূষার যে ভারি বাহার কোরেচো, প্রতিমা।"

দার্শনিককে ঐ কথা বলিতে শুনিয়া প্রতিমার মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "ওভাবে আমাকে লজ্জা দেওয়া আপনার উচিত নয়, মেজদা।"

প্রতিমা ইন্দিরাকে 'মেজদি' বলিত। কাজেই তাহার সহিত দার্শনিকের বিবাহ হওয়ার পর হইতে সে দার্শনিককে মেজদা' বলিত। তাহাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া দার্শনিক বলিলেন, "ওকথা বোল্‌লে তুমি লজ্জা পাবে জান্‌লে ওকথা বোল্‌তাম না; আচ্ছা, ওভাবের কথা আর তোমাকে বোল্‌বো না।" এই সময়ে ইন্দিরা আসিয়া সেখানে হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া দার্শনিক বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মেজদি'র কাণ্ডটা দেখ, প্রতিমা; উনি আবার পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যে তোমাকেও টেক্কা দিয়েচেন্।" বলিয়াই দার্শনিক হাসিতে লাগিলেন। দার্শনিকের ঐ কথায় ইন্দিরা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে সলজ্জভাবে অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ্‌চো, অনিল, দেখ্‌চো, ভাই, তোমার দাদার আক্কেল; ছোট ভাই-বোনের সাম্‌নে আমাকে কিভাবে অপ্রতিভ কোরে দিচ্চেন। বেশ লোক যা' হোক্।"

অনিল কহিল, "ওকথায় আপনি লজ্জাই বা পাচ্চেন কেন, মেজদি'? আজ আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পোর্‌বারই তো দিন। জগতের সব চেয়ে মহৎ লোকের দর্শন আজ আমরা পেয়েচি, তাঁর পদধূলি পেয়েচি। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন, কাজেই পোষাক-পরিচ্ছদ আজ আমরা তো পোর্‌বই। সৌভাগ্যের দিনেই তো পোষাক-পরিচ্ছদ পোর্‌তে হয়।"

দার্শনিক, ইন্দিরা, অনিল ও প্রতিমার মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে চর্চ্চা-আলোচনা চলিল। তারপর প্রার্থনার সময় হওয়াতে দার্শনিক ও ইন্দিরা তাঁহাদের নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। প্রার্থনা করা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে দার্শনিক ও ইন্দিরা দুইজনেই তাঁহাদের সুমুখে একটি জ্যোতির্ম্ময় বৃত্ত দেখিতে পাইলেন; তাহার ভিতরে তাঁহাদের পরমারাধ্য দেবতা। তিনি তাঁহার দুইটি হাত তাঁহাদের দুই জনের মাথার উপর রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আমার ইচ্ছে—আমার অনুমোদিত তোমাদের ভালবাসার আদর্শ তোমরা প্রচার করো; এতে তোমরা অনেকেরই সাহায্য পাবে।" এই বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইলেন।

দার্শনিক ও ইন্দিরা তাঁহাদের ভালবাসার আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন; আর সমীর, সমিতা, সুনীল, লতিকা, সুশীল, নমিতা, অনিল, প্রতিমা, শচীন, অসিত প্রভৃতি সকলেই এই প্রচারে যোগদান করিয়া দার্শনিককে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। এমন কি প্রধান বিচারপতি মহাশয় ও সমিতার পিতা ইহাতে যোগদান করিলেন এবং সকলেই নিজের নিজের সম্পত্তি এই কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

সমাপ্ত

সংশোধন

পাতা	লাইন	ভুল	সংশোধন
৮	৯	গালদুইখানির	গালদুইখানি
২৫	২	নমিতার	নমিতা
২৭	১০	পব্দ	শব্দ
৫৭	২	উশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল
৬২	৭	নিরবস্তর	নিরস্তর
৩২৩	১৮	লোল্‌তে	বোল্‌তে
৩২৯	১৫	মদ খায়	মদ-খাওয়া
৩২৯	১৬	মুখখানি	মুখখানা
৩৩০	১৪	শান্তিতা'	শান্তি তা'
৩৩১	৫	তেমাদের	তোমাদের
৩৩২	১৭	চকিৎসক	চিকিৎসক
৩৪৬	২০	ভো গা	ভোগা
৩৫১	১২	খবরেব	খবরের
৩৬৫	৭	চকৎকার	চমৎকার
৩৭৫	১৭	সমর	সময়